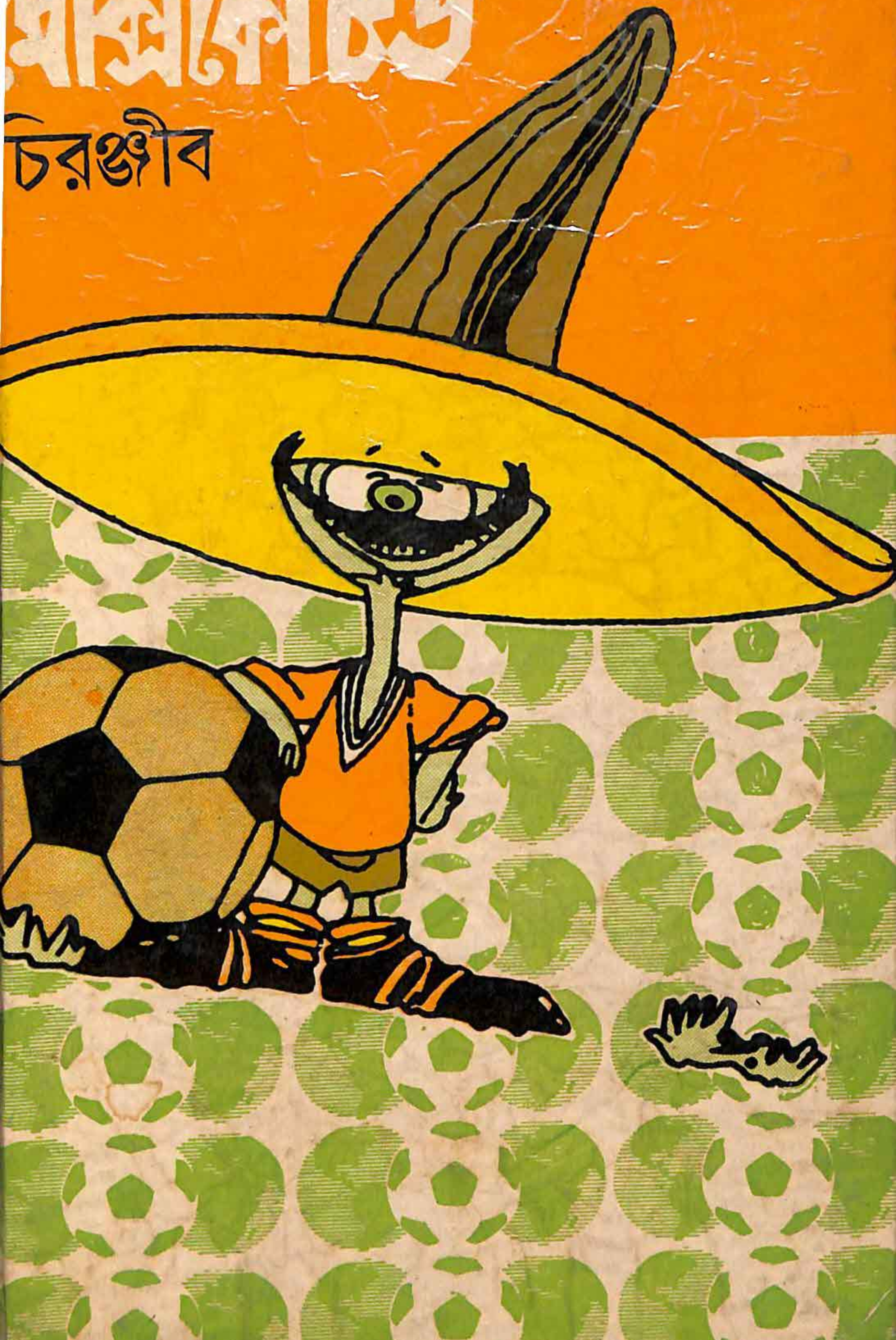
মেক্সিকো ৮৬

চিরঞ্জীব



মেক্সিকো ৮৬

মেক্সিকো ৮৬

চিরঞ্জীব

ছবি ঃ অমিয় তরফদার

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৯৪
আগস্ট ১৯৮৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
আর রায়
সুব্রত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

কুড়ি টাকা

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি
প্রয়াত মণীন্দ্র দত্তরায়ের স্মৃতিতে—

লেখকের অন্যান্য বই

বিশ্ব কাপ ফুটবল
বিশ্ব কাপ ক্রিকেট

নিবেদন

নানা খেলার সমাবেশ ওলিম্পিক্সে। পাঁচটি মহাদেশ তথা পঞ্চবলয়ের দ্বারা ওলিম্পিক গেমস গ্রথিত। বহু খেলা থাকায় ওলিম্পিক্সের আবেদন সর্বত্র—সবদেশের আপামর জনমানসে। কিন্তু একক খেলা ধরলে ফুটবলের স্থান সকলের ওপরে। ৯০ মিনিটের এই খেলায় যদি উত্থান পতন থাকে, যদি নাটক থাকে—এর নির্মল আনন্দ, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলিয়ে দেয় সব বেদনা, দুঃখ, হতাশা।

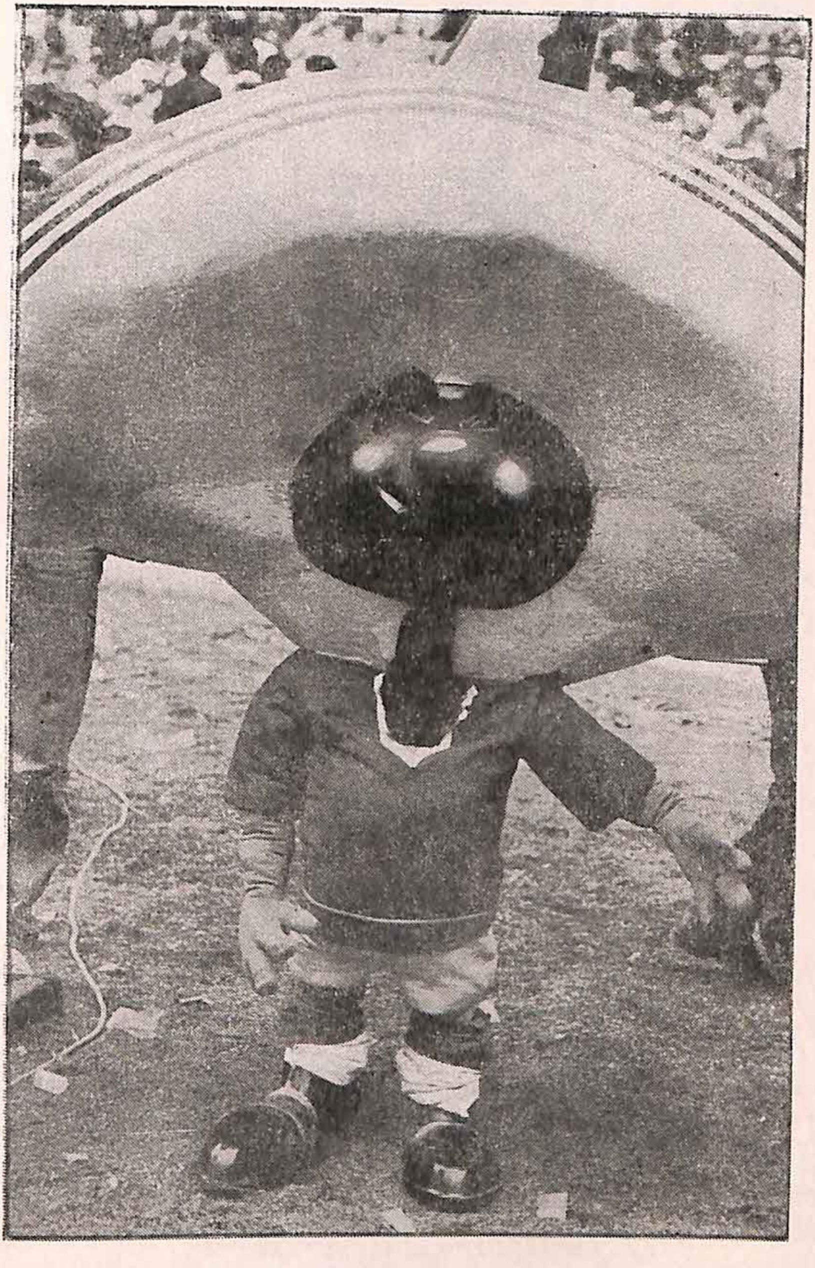
কলকাতার ইস্টবেঙ্গল, মোহন বাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংএর 'অনুন্নত' ফুটবলই আমাদের দোলা দেয়! আর বিশ্ব কাপ ফুটবল? ১৯৮৬-র ৩১ মে থেকে ২৯ জুন প্রায় এক মাস মেক্সিকোর বিভিন্ন শহরে যখন ত্রয়োদশ বিশ্ব কাপ হয়েছে—সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ঘুম (যে সব দেশে তখন রাত্রি) ও ক্লান্তি ভুলে টিভিতে চোখ রেখেছেন। মেয়ে, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধে কোন তফাত ছিল না। প্রত্যেকের সময় কেটেছে রুদ্ধশ্বাসে।

বিশ্ব কাপ ফুটবলের প্রতি আমাদের আগ্রহ কেমন, তার কিছু প্রমাণ পাই গত বছর মে মাসে যখন এই লেখকের 'বিশ্ব কাপ ফুটবল' প্রকাশ করেন নাথ পাবলিশিংএর তরুণ বন্ধু সমীরকুমার নাথ। ভারতের দুই কৃতি ফুটবলার গৌতম সরকার ও সুব্রত ভট্টাচার্যের হাত থেকে সেদিন বইখানি নেয়ার জন্য সকলের কী উৎসাহ! মেক্সিকো ৮৬ লেখা শুরু অবশ্য ওর অনেক আগেই। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে খেলার পর দল নির্বাচন ও ফাইনাল রাউণ্ডে যাওয়ার আগে একাধিক বদলে কিছুটা অসঙ্গতি চোখে পড়বে। সর্বদা চেষ্টা করেছি খেলোয়াড়, রেফারি প্রমুখের নাম উল্লেখের। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের, বিশেষ করে ফিফা-রিপোর্টও অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ থাকায় পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে পারিনি। এজন্য দুঃখিত। তাই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ—ঐ তথ্যাদি তাঁদের কাছে থাকলে যেন অবিলম্বে জানান।

'মেক্সিকো ৮৬-র জন্য অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ, কিন্তু সবচেয়ে ঋণী অগ্রজ চিত্র-সাংবাদিক অমিয় তরফদারের কাছে। মেক্সিকোয় তোলা তাঁর ছবিই বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিনীত
চিরঞ্জীব

কলকাতা
১০ আগস্ট১৯৮৭



সম্ব্রেরো টুপি মাথায় এই বিশ্ব কাপের ম্যাসকট



গো-ও-ল। ইরাকের বিরুদ্ধে গোলের পর মেক্সিকোর কুইরারটে



৮৬-র উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ইতালি ও বালগেরিয়া



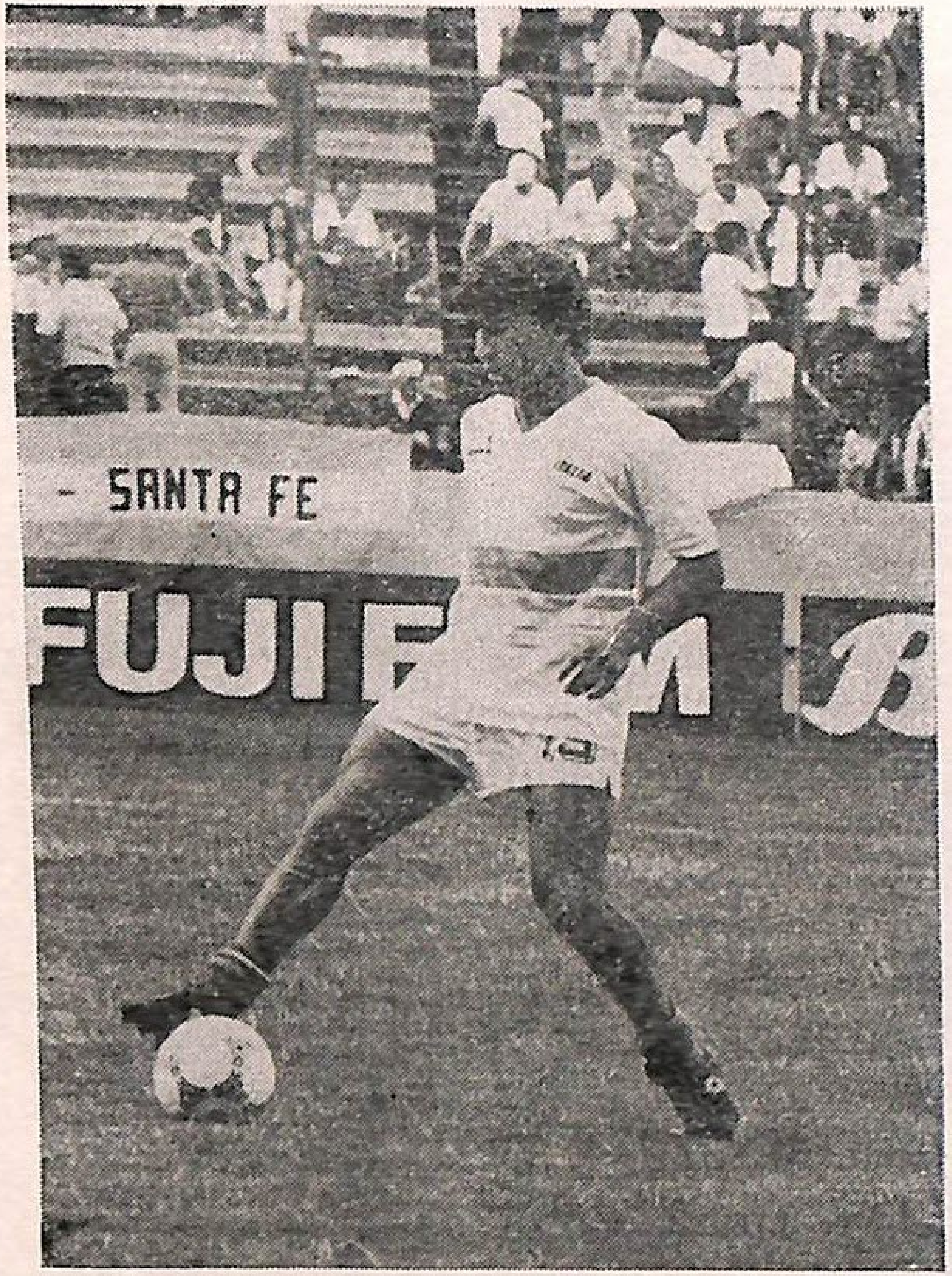
পিটার শিলটন (ইংল্যাণ্ড)



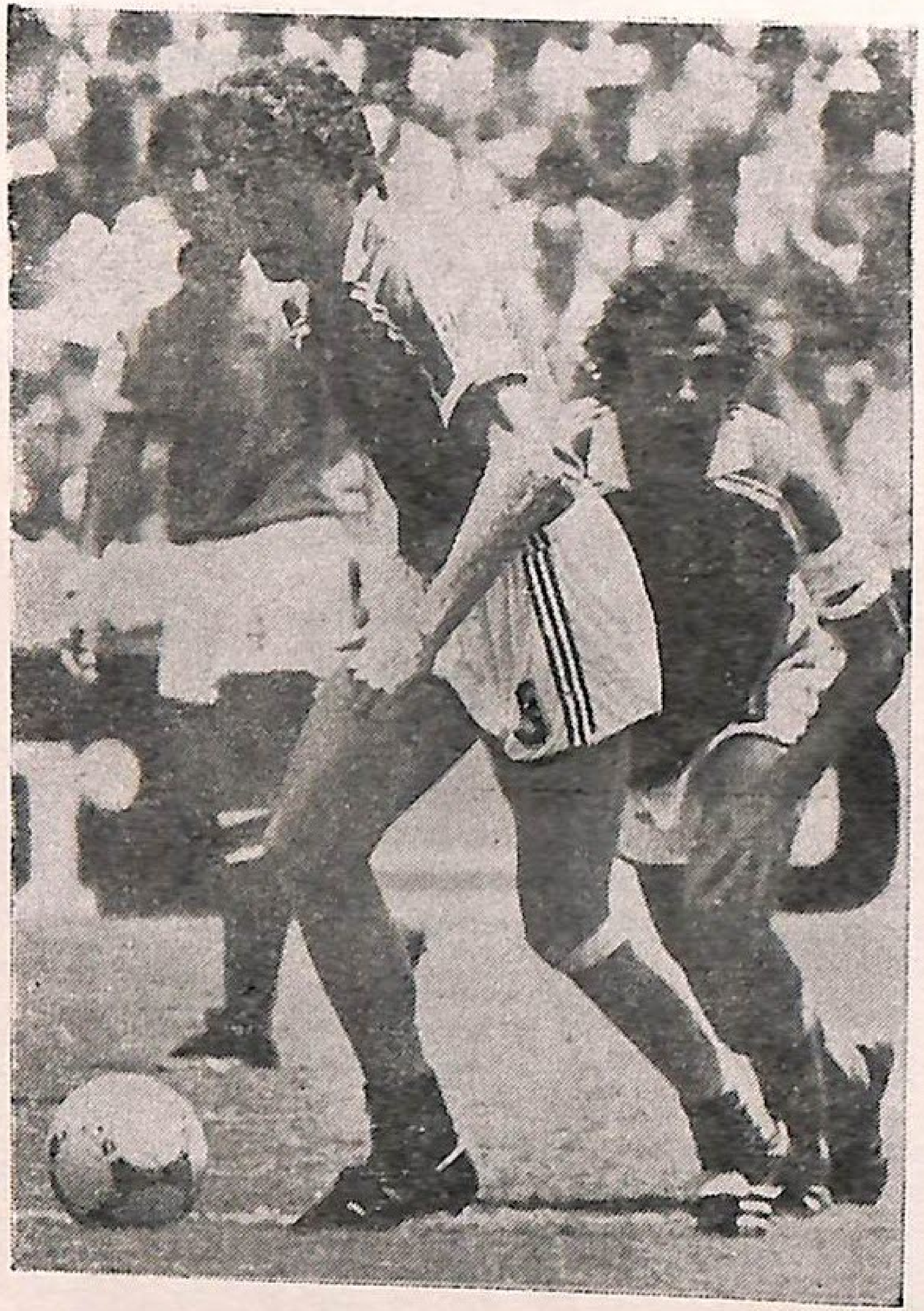
ইংল্যান্ডের গোলের সামনে পড়ে গেলেন মারাদোনা



বালগেরিয়ার আক্রমণ রুখলেন মেক্সিকোর গোলরক্ষক পাবলো লারিয়স



গিউসেপ্পে গালদারিজি (ইতালি)



ফার্ণান্ডেজ ও প্লাতিনি (ফ্রান্স)



সাংবাদিক বৈঠকে আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার কার্লস বিলার্ডো



রানার্স পশ্চিম জার্মানী



ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন হবার পর সমর্থকদের কাঁধে বুরুচাগা।



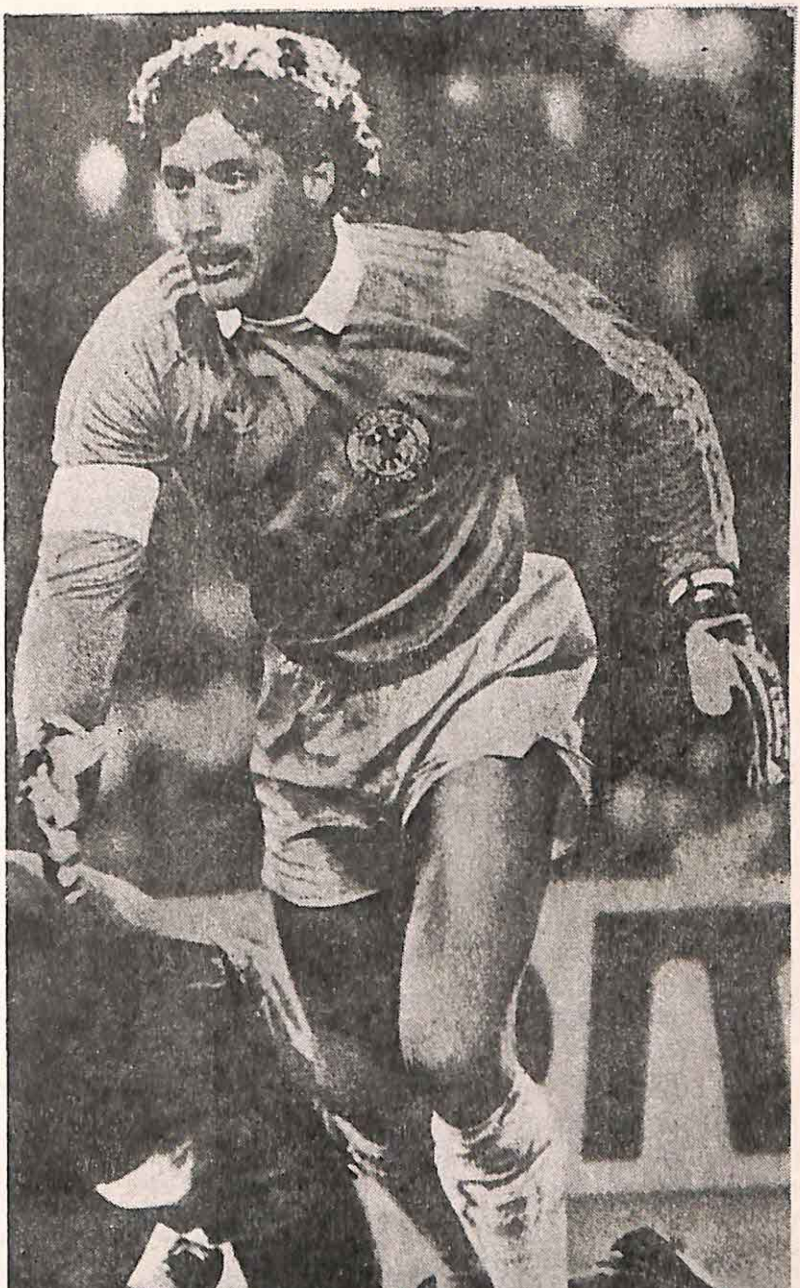
গ্যালারিতে আর্জেণ্টিনার ফেস্টুন



ডেভিড গরেস (স্কটল্যান্ড), মাটিতে ফ্রান্সিসকোলি (উরুগুয়ে)



বল দখলের লড়াই। মারাদোনা ও ইতালির বেগনি



শুমাখার (পশ্চিম জার্মানি)



অ্যাজটেক্স স্টেডিয়াম



মেক্সিকো দল



দঃ কোরিয়া-আর্জেন্টিনা। মাটিতে মারাদোনা (১০)



ফেবারিট ব্রাজিল [illegible] নেয় কোয়ার্টার ফাইনালে



বিজয়ী আর্জেন্টিনা। বাঁদিক থেকে বারাশাগা, ভালদানো, অস্কার, রিকার্ডো,
ডানিয়েল, বাতিস্তা, ব্রাউন, রাগেরি, জোসে, পাম্পিদো, মারাদোনা



বল গোলে। পোলিশ গোলরক্ষক ম্লিনাকজিক



অ্যাজটেকার বাইরে ট্যাঙ্ক নিয়ে সেনাদল



জয়ের পর সমর্থকদের হাতে মারাদোনা



প্র্যাকটিসের পর আর্জেণ্টিনা বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় মারাদোনা

মেক্সিকো
১৯৮৬



বিজয়ী আর্জেন্টিনার ব্যাজ

ত্রয়োদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দায়িত্ব ফিফা (ফেডারেশন ইন্টার-ন্যাশানালে ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) দিয়েছিলেন কলম্বিয়াকে, কিন্তু তাদের পক্ষে আয়োজন সম্ভব হবে না জানানোয় ফুটবলের রাজসূয় অনুষ্ঠানের গুরুভার আবার বর্তায় মেক্সিকোর ওপর। মেক্সিকো বিশ্ব কাপের আয়োজন আরও একবার করেছিল। ১৯৬৮তে ওলিম্পিক গেমস ও ১৯৭০-এ বিশ্ব কাপ ফুটবল করেছে, তাই ১৯৮৬-র দায়িত্ব নিতে সে পিছপা হয়নি। বড় খেলা মানেই আজ বড় ধরণের ব্যবসা। এই ধরণের প্রতিযোগিতা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে, রাজনীতিক বা রাষ্ট্রপরিচালকরাও লাভবান হন। সব কিছু ঠিক ঠিক করতে পারলে মর্যাদা বাড়ে সারা বিশ্বের কাছেও।

বলাই বাহুল্য বিশ্ব কাপ ফুটবলের আয়োজন ইতঃপূর্বে কোন দেশ দ্বিতীয়বার করেনি। মেক্সিকো সানন্দে দায়িত্ব নিলেও সমস্যা কম ছিল না। কারণ বিশ্ব কাপ ফুটবল এখন আর ১৯৩০-এর মতো ১৩টি দেশ নিয়ে নয়। ফিফার সদস্যই এখন ১৫৮ টি দেশ। ১৯৮৬-র প্রাথমিক প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এন্ট্রি পাঠায় ১২১টি দেশ (ইতালি ও মেক্সিকো সহ), শেষ পর্যন্ত খেলে ১১০টি দেশ। ফিফার রীতি অনুযায়ী গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি ও এবারের আয়োজক দেশ মেক্সিকোকে যোগ্যতা অর্জনের জন্য খেলতে হয়নি। তারা সরাসরি চূড়ান্ত পর্যায় বা ফাইনাল রাউণ্ডে গিয়েছে। খেলে যোগ্যতা অর্জন করেছে ২২টি দেশ।

যোগ্যতা অর্জনের প্রথম খেলা হয় ১৯৮৪-র ২ মে নিকোসিয়ায়। ঐ খেলায় অস্ট্রিয়া ২-১ গোলে হারায় সাইপ্রাসকে। যোগ্যতা অর্জনের শেষ খেলা ওর ১৯ মাস পরে মেলবোর্নে ১৯৮৫-র ৪ ডিসেম্বর। খেলা হয় ইউরোপের ৭ নম্বর গ্রুপের রানার্স স্কটল্যাণ্ড ও ওশিনিয়া গ্রুপের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ফল হয় ০-০। ২-১১-৮৫ তারিখে গ্লাসনোয় এই দুই দেশের প্রথম খেলায় স্কটল্যাণ্ড ২-০ জিতে-ছিল। তাই স্কটল্যাণ্ড মেক্সিকোর যোগ্যতা পায়।

এবারের বিশ্ব কাপে মোট খেলা ৩৬২টি। এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে হয়েছে ৩১০টি।

বড় কিছু করার অর্থই বোধ হয় নানা সমস্যা। বিশ্ব কাপের দায়িত্ব পেয়ে মেক্সিকো যখন প্রস্তুত হচ্ছে, ৯টি শহরের ১২টি স্টেডিয়ামের সংস্কার করে ফেলেছে ১৯৮৬-র সমস্ত রকম আধুনিক ব্যবস্থাদির জন্য, প্রায় সেই মুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে এল দেশের ওপরে। ১৯৮৫-র ১৯ সেপ্টেম্বর যে ভূমিকম্প হল দেশ জুড়ে তা মেক্সিকোর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। মারা যান প্রায় দশ হাজার মানুষ। ক্ষতি হয় প্রচুর ধন সম্পদ। ফিফা সদস্যদের কেউ কেউ মুণ্ডিয়ল '৮৬ (বিশ্ব কাপ '৮৬) অন্যত্র সরাতে চান। কিন্তু আশ্চর্য ! ভূমিকম্পে কোন স্টেডিয়ামের তেমন ক্ষতি হয়নি। সবই প্রায় অটুট। খেলাধুলার পবিত্রতায়, ফুটবলের নির্মল আনন্দে ঈশ্বরের বোধ হয় অপার করুণা। এ কারণেই বিশ্ব ফুটবলের শুরুতে দেখলাম পোপ পলের বাণী, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের অভিনন্দন—বিশ্ব কাপ বিশ্বে শান্তি আনুক, সম্প্রীতি দৃঢ় করুক।

মেক্সিকোর উচ্চতা, আবহাওয়া, ভূমিকম্পের পর বসবাস, আহার, যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল। উচ্চতা ও আবহাওয়া যে সমস্যা নয়—তার প্রমাণ মিলছিল ১৯৬৮-র ওলিম্পিক্সে। তখন বহু ওলিম্পিকও বিশ্ব রেকর্ড হয়, যা সমতলে এসেও অ্যাথলিটরা ভাঙতে পারেননি। এই উচ্চতায় ও গরমে ফুটবলও অল আউট খেলা যায় সারাক্ষণ ব্যস্ত থেকে এবং ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়েও, ১৯৭০-এর মতো ১৯৮৬তেও তার প্রমাণ মিলল। হোটেলের দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ, খাবারদাবারেরও। বড় কিছু হলে সব দেশেই (সমাজতন্ত্রী দেশ বাদে) এসব ঘটে। শুরুর দিকে যোগাযোগের সমস্যা ছিল, ৩১ মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের মধ্যে তা মিটে যায়। দূরদর্শনে শুরুর দিকে প্রতিদিন সারা পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটি মানুষ খেলা দেখেন, শেষ দিকে গড়ে দর্শকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০ কোটির ওপর।

উদ্যোক্তা মেক্সিকো নিরাপত্তার জন্য মোট ৩০ হাজার কর্মী নিয়োগ করে। স্টেডিয়ামে নরম পানীয় কাচের বোতল বা টিনে নয়, কাগজের গ্লাসে সরবারাহ করা হয়। আইস কিউবও দেওয়া হয়নি—পাছে এগুলিকে কেউ মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করেন।

তবে উদ্যোক্তারা আইন ভঙ্গ করেছেন। যেহেতু ফিফা আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সদস্য, তাই তারা ওলিম্পিক্স আইন মানতে বাধ্য। অবশ্য একটি বিষয়ে ছাড় আছে বিশ্ব কাপ ফুটবল পেশাদারদের জন্য। কিন্তু ডোপিং এখানে নিষেধ। ওলিম্পিক আইন অনুযায়ী স্টেডিয়ামে সিগারেট বা মদের বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষেধ। মেক্সিকোয় তা দেখা গেল। বিজ্ঞাপন ছিল ক্যামেল সিগারেটের ও একটি বিয়ারের। বিয়ারকে পশ্চিমী দেশে অবশ্য নরম পানীয়ই বলে গণ্য করা করা হয়। বিশ্ব কাপের প্রধান স্পনসর ছিল মোট ১১টি সংস্থা। এরা বাটা (পাওয়ার), জিনকো জেভিসি,

জিলেট, ক্যামেল, আডিডাস, ফিলিপস, ফ্যুজিফিলম, ওপেল, ক্যানন ও কোকা কোলা। এরা প্রত্যেকে দিয়েছে ৮ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১০ কোটি টাকা। মেক্সিকোর প্রাইভেট টি ভি সংস্থা টেলিভিসা যে রয়ালটি পাবে, হোটেলগুলিতে যে হাজার পঞ্চাশেক বিদেশী এসেছেন সব মিলিয়ে দেশ লাভবান হল। যে রাজনীতিকরা বলেছিলেন বিশ্ব কাপ চাই না, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহ চাই, গোল চাই না, চাই খাবার তাঁরা চুপ থাকবেন বহুদিন।

মেক্সিকোয় আগত ২৪টি দেশের খেলোয়াড়রা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১৬ লক্ষ ডলার দিয়ে সারা বিশ্বে নজীর রাখলেন।

৩১ মে উদ্বোধনের অনেক আগেই ২৩টি দেশ মেক্সিকোয় আসে আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। অবশ্য এর আগে বিভিন্ন দেশ খেলে গিয়েছে যোগ্যতা অর্জন করেই একই কারণে।

এল ইউরোপের ১৪টি দেশ—ইতালি, পশ্চিম জার্মানী, বালগেরিয়া, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি, স্পেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ডেনমার্ক, পোর্তুগাল, ইংল্যান্ড ও পোল্যান্ড। লাতিন আমেরিকার ৪টি দেশ—আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে। আফ্রিকার মরক্কো ও আলজিরিয়া। এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরাক এবং কনক্যাকাফের কানাডা। উদ্যোক্তা মেক্সিকোও কনক্যাকাফের।

১২টি স্টেডিয়ামের মধ্যে বৃহত্তম মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেকা (AZTECA) স্টেডিয়াম। এখানে স্থায়ী আসন ১ লক্ষ ৮ হাজার। অস্থায়ী আর ৬ হাজার দর্শকের ব্যবস্থা হয়। এখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রথম ম্যাচ ছাড়াও হয়েছে আরও ৭টি ম্যাচ এবং ফাইনাল।

ওলিম্পিকে উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান দুটিই থাকে বর্ণাঢ্য। কিন্তু বিশ্ব কাপে বর্ণ, উৎসব কেবল উদ্বোধন দিবসে। প্রতিবারই উদ্যোক্তা দেশ দেখাবার চেষ্টা করে একে কত মোহময় করা যায়।

ইতালি বেশি করে লক্ষ্য রাখল এই অনুষ্ঠানকে। ১৯৯০-এর আয়োজক তারাই।

৩১ মে অ্যাজটেকা স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ। ১০ হাজার মেক্সিকান তরুণ তরুণী তাদের সবুজ, সাদা ও লাল পতাকা নেড়ে স্বাগত জানান সকলকে। গাইতে থাকেন 'ভিভা মেক্সিকো'। অন্যরা শিস দিয়ে, হুইশল বাজিয়ে ওদের প্রত্যুত্তর দেন। দাগা হল ২১ টি তোপ। স্টেডিয়ামে নানা দেশের সমর্থক প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকা বা জার্সির রঙ নিয়ে। অনেকে এলেন মাসকট 'পিকে' পোশাকে সমব্রেরো টুপি পরে। টুপির চুড়া বানানো কাঁচালঙ্কার রঙে। লঙ্কার নিচের দিকটার চেহারা দিতে মুখেও সবুজ রং লাগিয়ে এলেন ওঁরা।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কয়েকঘণ্টা আগেই ট্রাফিক জাম। প্রতিটি রাজপথে উৎসবের সজ্জা। হাজার হাজার পুলিস নিচে। আকাশে মিলিটারি হেলিকপ্টার।

স্টেডিয়ামে প্রবেশ কালে পুলিস প্রত্যেকের দেহ তল্লাসী করেছেন, ব্যাগ দেখেছেন—কারুর কাছে কোন অস্ত্র বা নিষিদ্ধ বস্তু আছে কিনা। সাংবাদিকদের জন্য পৃথক গেট। তাদের প্রত্যেককে যেতে হয় মেটাল ডিটেক্টারের ভেতর দিয়ে।

মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি মিগুয়েল ডে লা মাদ্রিদ হার্টাডো বিশেষ বক্সে পেঁছতেই সারা স্টেডিয়াম তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

নজর কাড়ে ইতালির মার্চিং গ্রুপ 'ক্যালসিও ফ্লোরেনটিনো'-এর পিছনে আসে মেক্সিকোর শিশুরা। ১১ জনের ২৪টি দল। প্রত্যেকের পুরোভাগে একজনের হাতে একটি দেশের নামের ফলক, একজনের হাতে সেই দেশের জাতীয় পতাকা। তার পিছনে ১১ জন শিশু। তারা প্রত্যেক দেশের জার্সি পরে। শেষের দলটি ছিল উদ্যোক্তা মেক্সিকোর জার্সি পরে। ওরাই পেল বেশি অভিনন্দন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে রাষ্ট্রপতি ডে লা মাদ্রিদ উদ্বোধন করলেন। বলেন সংগঠন কমিটির সভাপতি গুইলারডো ক্যানেড়ু এবং ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ। হ্যাভলাঞ্জকে ১৯৯০তে ইতালিতেও প্রায় একই কথা বলতে হবে। চার বছরের জন্য আবার তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

৩১ মে ইতালি-বালগেরিয়া খেলা শুরুর আগে ফুটবল পণ্ডিতরা নানা কথা বলেছিলেন বিভিন্ন দল সম্পর্কে। ফাটকাবাজরা নানা হিসাব করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশর ধারণা মেলেনি। কম্পিউটার বা যন্ত্রগণক যত নির্ভুলই হোক, তাকেও ভুল প্রমাণিত করলেন ২৪টি দেশের খেলোয়াড়রা। কেউ কেউ বলেছিলেন, ফুটবল আর মাতায় না, ফুটবলের আকর্ষণ কমে গিয়েছে। ভাভা, ডিডি, স্ট্যানলি ম্যাথিউস, চার্লন, পেলে, গ্যারিঞ্চা, ক্রয়ফ, নিসকেন্স, বেকেনবাউয়ারের দিন চলে গিয়েছে। সুপার স্টাররা নেই, সুপার সকারও হচ্ছে না। মানুষের দৈহিক ক্ষমতা, স্কিল কত উচ্চ-মার্গে উঠতে পারে মেক্সিকোয় এক মাস ধরে তার প্রমাণ মিলেছে প্রায় প্রতিদিনই। আগের ওই ধারণা ভুলে পর্যসিত। মেক্সিকোয় দেখা গেল ফুটবল আর গদ্যে নেই, সে কবিতার রূপ নিয়েছে। ফুটবলকে যারা এইভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁরা একদিন ফুটবলের সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ হবেন, হয়তো বা হবেন হোমার কিংবা বাল্মীকিও। এ হতেও পারে, যদি দৃষ্টিনন্দন এই ফুটবলে ফাউল কমে এবং হ্রাস পায় রেফারিদের ভুল বাঁশি বাজানো।

যোগ্যতা অর্জনের খেলা

১৯৮৬-র বিশ্ব কাপ বা 'মুণ্ডিয়ল-৮৬'-র যোগ্যতা অর্জনের খেলা শুরু হয় ১৯৮৪-র ২ মে নিকোসিয়ায়। অস্ট্রিয়া ২-১ গোলে হারায় সাইপ্রাসকে। যোগ্যতা অর্জনের শেষ খেলা ১৯৮৫-র ৪ ডিসেম্বর মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়া-স্কটল্যাণ্ডের খেলাটির ফল ছিল ০-০।

১৯৮৬-র প্রতিযোগিতার জন্য মোট ১২১টি দেশ এণ্ট্রি পাঠালেও শেষ পর্যন্ত খেলে ১১০ টি দেশ। এই ১১০ টি দেশ থেকে ২২টি দেশ আসে মূল প্রতিযোগিতায়। ফিফার রীতি ও সংবিধান অনুযায়ী উদ্যোক্তা দেশ—মেক্সিকো সরাসরি ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা পেল। আর যোগ্যতা পেল গত বারের চ্যাম্পিয়ন সুবাদে ইতালি।

ইউরোপের ১৪টি দেশ

ইতালি সরাসরি যোগ্যতা পেল। ইউরোপ থেকে এল আরও ১৩টি দেশ। তবে এবারও ১৯৭৪-এর রানার্স নেদারল্যাণ্ডস (হল্যাণ্ড) যোগ্যতা পেল না। ইউনিয়ন অফ ইউরোপিয়ন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনসের (ইউ ই এফ এ) ৩৪টি সদস্য দেশের ৩২টি দেশ প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সবশেষে যোগ্যতা পায় স্কটল্যাণ্ড। তারা হারায় ওশিনিয়া গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে। ফাইনাল রাউণ্ডে সি, ই এবং এফ, —এই তিন গ্রুপে ইউরোপের রইল তিনটি করে দেশ। কেবল বি গ্রুপে বেলজিয়ম। কিন্তু বড় প্রশ্ন গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি কতটা শক্তিশালী? ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ারের ম্যানেজারশিপে পশ্চিম জার্মানী পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে? গ্রুপ শীর্ষে স্থান পেয়েছে পোল্যাণ্ড, কিন্তু তার যোগ্যতা কেমন।

গ্রুপ—১

পোল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, গ্রীস, আলবানিয়া

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৭. ১০. ৮৪	ব্রাসেলস	বেলজিয়ম : আলবানিয়া	৩-১	(০-০)
১৭. ১০. ৮৪	জাবরজে	পোল্যাণ্ড : গ্রীস	৩-১	(০-১)
৩১. ১০. ৮৪	মিলেস	পোল্যাণ্ড : আলবানিয়া	২-২	(১-০)
১৯. ১২. ৮৪	অ্যাথেন্স	গ্রীস : বেলজিয়ম	০-০	(০-০)
২২. ১২. ৮৪	টিরানা	আলবানিয়া : বেলজিয়ম	২-০	(০-০)
২৭. ২. ৮৫	অ্যাথেন্স	গ্রীস : আলবানিয়া	২-০	(২-০)
২৭. ৩. ৮৫	ব্রাসেলস	বেলজিয়ম : গ্রীস	২-০	(০-০)
১. ৫. ৮৫	ব্রাসেলস	বেলজিয়ম : পোল্যাণ্ড	২-০	(১-০)
১৯. ৫. ৮৫	অ্যাথেন্স	গ্রীস : পোল্যাণ্ড	১-৪	(০-১)
৩০. ৫. ৮৫	টিরানা	আলবানিয়া : পোল্যাণ্ড	০-১	(০-১)
১১. ৯. ৮৫	চোরজভ	পোল্যাণ্ড : বেলজিয়ম	০-০	(০-০)
৩০. ১০. ৮৫	টিরানা	আলবানিয়া : গ্রীস	১-১	(১-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
পোল্যান্ড	৬	৩	২	১	১০	৬	৮
বেলজিয়ম	৬	৩	২	১	৭	৩	৮
আলবানিয়া	৬	১	২	৩	৬	৯	৪
গ্রীস	৬	১	২	৩	৫	১০	৪
	২৪	৮	৮	৮	২৮	২৮	২৪

[গ্রুপ ১ ও ৫-এর রানার্সের মধ্যে খেলা কাপ পদ্ধতিতে]

১৬. ১০. ৮৫	আন্ডেরলেশট	বেলজিয়ম ঃ নেদারল্যান্ডস	১-০	(১-০)
২০. ১১. ৮৫	রটারডাম	নেদারল্যান্ডস ঃ বেলজিয়ম	২-১	(০-০)

পোল্যান্ড ও বেলজিয়ম যোগ্যতা পেল

গ্রুপ—২

পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন, পর্তুগাল, মাল্টা

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৩. ৫. ৮৪	নরকপিং	সুইডেন ঃ মাল্টা	৪-০	(২-০)
১২. ৯. ৮৪	স্টকহম	সুইডেন ঃ পর্তুগাল	০-১	(০-০)
১৪. ১০. ৮৪	পোর্টো	পর্তুগাল ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া	২-১	(১-১)
১৭. ১০. ৮৪	কোলন	পঃ জার্মানী ঃ সুইডেন	২-০	(০-০)
৩১. ১০. ৮৪	প্রাগ	চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ মাল্টা	৪-০	(২-০)
১৪. ১১. ৮৪	লিসবন	পর্তুগাল ঃ সুইডেন	১-৩	(১-৩)
১৬. ১২. ৮৪	ভাল্লেত্তা	মাল্টা ঃ পঃ জার্মানী	২-৩	(১-১)
১০. ২. ৮৫	ভাল্লেত্তা	মাল্টা ঃ পর্তুগাল	১-৩	(০-২)
২৪. ২. ৮৫	লিসবন	পর্তুগাল ঃ পঃ জার্মানী	১-২	(০-২)
২৭. ৩. ৮৫	সারব্রুকেন	পঃ জার্মানী ঃ মাল্টা	৬-০	(৫-০)
২১. ৪. ৮৫	ভাল্লেত্তা	মাল্টা ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া	০-০	(০-০)
৩০. ৪. ৮৫	প্রাগ	চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ পঃ জার্মানী	১-৫	(০-৪)
৫. ৬. ৮৫	স্টকহম	সুইডেন ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া	২-০	(০-০)
২৫. ৯. ৮৫	স্টকহম	সুইডেন ঃ পঃ জার্মানী	২-২	(০-২)
২৫. ৯. ৮৫	প্রাগ	চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ পর্তুগাল	১-০	(১-০)
১২. ১০. ৮৫	লিসবন	পর্তুগাল ঃ মাল্টা	৩-২	(১-০)
১৬. ১০. ৮৫	প্রাগ	চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ সুইডেন	২-১	(১-১)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৬. ১০. ৮৫	স্টুটগার্ট	পঃ জার্মানি ঃ পর্তুগাল	০-১	(০-০)
১৭. ১১. ৮৫	মিউনিক	পঃ জার্মানি ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া	২-২	(১-০)
১৭. ১১. ৮৫	ভালেত্তা	মাল্টা ঃ সুইডেন	১-২	(০-১)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
পশ্চিম জার্মানী	৮	৫	২	১	২২	৯	১২
পর্তুগাল	৮	৫	০	৩	১২	১০	১০
সুইডেন	৮	৪	১	৩	১৪	৯	৯
চেকোশ্লোভাকিয়া	৮	৩	২	৩	১১	১২	৮
মাল্টা	৮	০	১	৭	৬	২৫	১
	৪০	১৭	৬	১৭	৬৫	৬৫	৪০

পশ্চিম জার্মানী ও পর্তুগাল যোগ্যতা পেল

গ্রুপ—৩

ইংল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, রোমানিয়া, তুরস্ক, ফিনল্যাণ্ড

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৭. ৫. ৮৪	গোরি	ফিনল্যাণ্ড ঃ উঃ আয়ারল্যাণ্ড	১-০	(০-০)
১২. ৯. ৮৪	বেলফাস্ট	উঃ আয়ারল্যাণ্ড ঃ রোমানিয়া	৩-২	(১-১)
১৭. ১০. ৮৪	লণ্ডন	ইংল্যাণ্ড ঃ ফিনল্যাণ্ড	৫-০	(২-০)
৩১. ১০. ৮৪	আণ্টালিয়া	তুরস্ক ঃ ফিনল্যাণ্ড	১-২	(০-১)
১৪. ১১. ৮৪	বেলফাস্ট	উঃ আয়ারল্যাণ্ড ঃ ফিনল্যাণ্ড	২-১	(১-১)
১৪. ১১. ৮৪	ইস্তাম্বুল	তুরস্ক ঃ ইংল্যাণ্ড	০-৮	(০-৩)
২৭. ২. ৮৫	বেলফাস্ট	উঃ আয়ারল্যাণ্ড ঃ ইংল্যাণ্ড	০-১	(০-০)
৩. ৪. ৮৫	ক্রেইওভা	রোমানিয়া ঃ তুরস্ক	৩-০	(৩-০)
১. ৫. ৮৫	বেলফাস্ট	উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ঃ তুরস্ক	২-০	(১-০)
১. ৫. ৮৫	বুখারেস্ট	রোমানিয়া ঃ ইংল্যাণ্ড	০-০	(০-০)
২২. ৫. ৮৫	হেলসিংকি	ফিনল্যাণ্ড ঃ ইংল্যাণ্ড	১-১	(১-০)
৬. ৬. ৮৫	হেলসিংকি	ফিনল্যাণ্ড ঃ রোমানিয়া	১-১	(১-১)
২৮. ৮. ৮৫	টিমিসোরা	রোমানিয়া ঃ ফিনল্যাণ্ড	২-০	(১-০)
১১. ৯. ৮৫	ইজমির	তুরস্ক ঃ উঃ আয়ারল্যাণ্ড	০-০	(০-০)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১১. ৯. ৮৫	লণ্ডন	ইংল্যাণ্ড ঃ রোমানিয়া	১-১	(১-০)
২৫. ৯. ৮৫	টাম্পেরে	ফিনল্যাণ্ড ঃ তুরস্ক	১-০	(১-০)
১৬. ১০. ৮৫	বুখারেস্ট	রোমানিয়া ঃ উঃ আয়ারল্যান্ড	০-১	(০-১)
১৬. ১০. ৮৫	লন্ডন	ইংল্যাণ্ড ঃ তুরস্ক	৫-০	(৪-০)
১৩. ১১. ৮৫	লণ্ডন	ইংল্যাণ্ড ঃ উঃ আয়ারল্যাণ্ড	০.০	(০-০)
১৩. ১১. ৮৫	ইজমির	তুরস্ক ঃ রোমানিয়া	১-৩	(০-২)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইংল্যাণ্ড	৮	৪	৪	০	২১	২	১২
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড	৮	৪	২	২	৮	৫	১০
রোমানিয়া	৮	৩	৩	২	১২	৭	৯
ফিনল্যাণ্ড	৮	৩	২	৩	৭	১২	৮
তুরস্ক	৮	০	১	৭	২	১৪	১
	৪০	১৪	১২	১৪	৫০	৫০	৪০

ইংল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যোগ্যতা পেল

গ্রুপ—৪

ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, পূর্ব জার্মানী, বালগেরিয়া, লুক্সেমবার্গ

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৯. ৯. ৮৪	বেলগ্রেড	যুগোশ্লাভিয়া ঃ বালগেরিয়া	০-০	(০-০)
১৩. ১০. ৮৪	লুক্সেমবার্গ	লুক্সেমবার্গ ঃ ফ্রান্স	০-৪	(০-৫)
২০. ১০. ৮৪	লিপজিগ	পূর্ব জার্মানী ঃ যুগোশ্লাভিয়া	২-৩	(১-১)
১৭. ১১. ৮৪	এশ	লুক্সেমবার্গ ঃ পূর্ব জার্মানী	০-৫	(০-০)
২১. ১১. ৮৪	প্যারিস	ফ্রান্স ঃ বালগেরিয়া	১-০	(০-০)
৫. ১২. ৮৪	সোফিয়া	বালগেরিয়া ঃ লুক্সেমবার্গ	৪-০	(২-০)
৮. ১২. ৮৪	প্যারিস	ফ্রান্স ঃ পূর্ব জার্মানী	২-০	(১-০)
২৭. ৩. ৮৫	জেনিকা	যুগোশ্লাভিয়া ঃ লুক্সেমবার্গ	১-০	(১-০)
৩. ৪. ৮৫	সারাজেভো	যুগোশ্লাভিয়া ঃ ফ্রান্স	০-০	(০-০)
৬. ৪. ৮৫	সোফিয়া	বালগেরিয়া ঃ পূর্ব জার্মানী	১-০	(০-০)
১. ৫. ৮৫	লুক্সেমবার্গ	লুক্সেমবার্গ ঃ যুগোশ্লাভিয়া	০-১	(০-০)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২. ৫. ৮৫	সোফিয়া	বালগেরিয়া : ফ্রান্স	২-০	(১-০)
১৮. ৫. ৮৫	পটসডাম	পূর্ব জার্মানী : লুক্সেমবার্গ	৩-১	(৩-০)
১. ৬. ৮৫	সোফিয়া	বালগেরিয়া : যুগোশ্লাভিয়া	২-১	(১-১)
১১. ৯. ৮৪	লিপজিগ	পূর্ব জার্মানী : ফ্রান্স	২-০	(০-০)
২৫. ৯. ৮৫	লুক্সেমবার্গ	লুক্সেমবার্গ : বালগেরিয়া	১-৩	(০-৩)
২৮. ৯. ৮৫	বেলগ্রেড	যুগোশ্লাভিয়া : পূর্ব জার্মানী	১-২	(০-০)
৩০. ১০. ৮৫	প্যারিস	ফ্রান্স : লুক্সেমবার্গ	৬-০	(৪-০)
১৬. ১১. ৮৫	প্যারিস	ফ্রান্স : যুগোশ্লাভিয়া	২-০	(১-০)
১৬. ১১. ৮৫	কার্লমার্কস স্ট্রাঃ	পূর্বজার্মানী : বালগেরিয়া	২-১	(২-১)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
ফ্রান্স	৮	৫	১	২	১৫	৪	১১
বালগেরিয়া	৮	৫	১	২	১৩	৫	১১
পূর্ব জার্মানী	৮	৫	০	৩	১৬	৯	১০
যুগোশ্লাভিয়া	৮	৩	২	৩	৭	৮	৮
লুক্সেমবার্গ	৮	০	০	৮	২	২৭	০
	৪০	১৮	৪	১৮	৫৩	৫৩	৪০

ফ্রান্স ও বালগেরিয়া যোগ্যতা পেল

গ্রুপ—৫

অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ড), সাইপ্রাস

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২. ৫. ৮৫	নিকোসিয়া	সাইপ্রাস : অস্ট্রিয়া	১-২	(০-১)
২৬. ৯. ৮৫	বুদাপেস্ট	হাঙ্গেরি : অস্ট্রিয়া	৩-১	(০-১)
১৭. ১০. ৮৪	রটারডাম	নেদারল্যান্ডস : হাঙ্গেরি	১-২	(১-১)
১৪. ১১. ৮৪	ভিয়েনা	অস্ট্রিয়া : নেদারল্যান্ডস	১-০	(১-০)
১৭. ১১. ৮৪	লিমাসল	সাইপ্রাস : হাঙ্গেরি	১-২	(১-০)
২৩. ১২. ৮৪	নিকোসিয়া	সাইপ্রাস : নেদারল্যান্ডস	০-১	(০-০)
২৭. ২. ৮৫	আমস্টারডাম	নেদারল্যান্ডস : সাইপ্রাস	৭-১	(৩-১)
৩. ৪. ৮৫	বুদাপেস্ট	হাঙ্গেরি : সাইপ্রাস	২-০	(০-০)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৭. ৪. ৮৫	ভিয়েনা	অস্ট্রিয়া ঃ হাঙ্গেরি	০-৩	(০-২)
১. ৫. ৮৫	রটারডাম	নেদারল্যাণ্ডস ঃ অস্ট্রিয়া	১-১	(০-০)
১. ৫. ৮৫	গ্রাজ	অস্ট্রিয়া ঃ সাইপ্রাস	৪-০	(২-০)
১৪. ৫. ৮৫	বুদাপেস্ট	হাঙ্গেরি ঃ নেদারল্যাণ্ডস	০-১	(০-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
হাঙ্গেরি	৬	৫	০	১	১২	৪	১০
নেদারল্যাণ্ডস	৬	৩	১	২	১১	৫	৭
অস্ট্রিয়া	৬	৩	১	২	৯	৮	৭
সাইপ্রাস	৬	০	০	৬	৩	১৮	০
	২৪	১১	২	১১	৩৫	৩৫	২৪

[গ্রুপ ১ ও ৫-এর রানার্সের মধ্যে খেলা কাপ পদ্ধতিতে]

১৬. ১০. ৮৫	আন্তেরলেশট	বেলজিয়ম ঃ নেদারল্যাণ্ডস	১-০	(১-০)
২০. ১১. ৮৫	রটারডাম	নেদারল্যাণ্ডস ঃ বেলজিয়ম	২-১	(০-০)

বেলজিয়াম যোগ্যতা পেল

গ্রুপ—৬

সোভিয়েত ইউনিয়ন, আয়ারল্যাণ্ড রিপাবলিক, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন কোন দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১২. ৯. ৮৪	ডাবলিন	আয়ারল্যাণ্ড রিপঃ ঃ সোভিয়েত ইউঃ	১-০	(০-০)
১২. ৯. ৮৪	অসলো	নরওয়ে ঃ সুইজারল্যাণ্ড	০-১	(০-১)
২৬. ৯. ৮৪	কোপেনহ্যাগেন	ডেনমার্ক ঃ নরওয়ে	১-০	(০-০)
১০. ১০. ৮৪	অসলো	নরওয়ে ঃ সোভিয়েত ইউঃ	১-১	(০-০)
১৭. ১০. ৮৪	বার্নে	সুইজারল্যাণ্ড ঃ ডেনমার্ক	১-০	(১-০)
১৭. ১০. ৮৪	অসলো	নরওয়ে ঃ আয়ারল্যাণ্ড রিপঃ	১-০	(১-০)
১৪. ১১. ৮৪	কোপেনহ্যাগেন	ডেনমার্ক ঃ আয়ারল্যাণ্ড রিপঃ	৩-০	(১-০)
১৭. ৪. ৮৫	বার্নে	সুইজারল্যাণ্ড ঃ সোভিয়েত ইউঃ	২-২	(১-১)
১. ৫. ৮৫	ডাবলিন	আয়ারল্যাণ্ড রিপঃ ঃ নরওয়ে	০-০	(০-০)
২. ৫. ৮৫	মস্কো	সোভিয়েত ইউ ঃ সুইজারল্যাণ্ড	৪-০	(৪-০)
২. ৬. ৮৫	ডাবলিন	আয়ারল্যাণ্ড রিপঃ ঃ সুইজারলাণ্ড	৩-০	(২-০)
৫. ৬. ৮৫	কোপেনহ্যাগেন	ডেনমার্ক ঃ সোভিয়েত ইউঃ	৪-২	(২-১)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১১. ৯. ৮৫	বার্নে	সুইজারল্যান্ড ঃ আয়ারল্যান্ড রিপঃ	০-০	(০-০)
২৫. ৯. ৮৫	মস্কো	সোভিয়েত ইউঃ ঃ ডেনমার্ক	১-০	(০-০)
৯. ১০. ৮৫	কোপেনহ্যাগেন	ডেনমার্ক ঃ সুইজারল্যান্ড	০-০	(০-০)
১৬. ১০. ৮৫	অসলো	নরওয়ে ঃ ডেনমার্ক	১-৫	(১-০)
১৬. ১০. ৮৫	মস্কো	সোভিয়েত ইউঃ ঃ আয়ারল্যান্ড রিপঃ	২-০	(০-০)
৩০. ১০. ৮৫	মস্কো	সোভিয়েত ইউঃ ঃ নরওয়ে	১-০	(০-০)
১৩. ১১. ৮৫	লাকার্নে	সুইজারল্যান্ড ঃ নরওয়ে	১-১	(০-১)
১৩. ১১. ৮৫	ডাবলিন	আয়ারল্যান্ড রিপঃ ঃ ডেনমার্ক	১-৪	(১-১)

লিগ টেবল

					গোল		
	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ডেনমার্ক	৮	৫	১	২	১৭	৬	১১
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৮	৪	২	২	১৩	৮	১০
সুইজারল্যান্ড	৮	২	৪	২	৫	১০	৮
আয়ারল্যান্ড রিপবালিক	৮	২	২	৪	৫	১০	৬
নরওয়ে	৮	১	৩	৪	৪	১০	৫
	৪০	১৪	১২	১৪	৪৪	৪৪	৪০

ডেনমার্ক ও সোভিয়েত ইউনিয়ান যোগ্যতা পেল

গ্রুপ—৭

স্পেন, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস, আইসল্যান্ড

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১২. ৯. ৮৪	রেকিয়াভিক	আইসল্যান্ড ঃ ওয়েলস	১-০	(০-০)
১৭. ১০. ৮৪	সেভিল্লা	স্পেন ঃ ওয়েলস	৩-০	(১-০)
১৭. ১০. ৮৪	গ্লাসগো	স্কটল্যান্ড ঃ আইসল্যান্ড	৩-০	(২-০)
১৪, ১১. ৮৪	গ্লাসগো	স্কটল্যান্ড ঃ স্পেন	৩-১	(২-০)
১৪. ১১. ৮৪	কারডিফ	ওয়েলস ঃ আইসল্যান্ড	২-১	(১-০)
২৭. ২. ৮৫	সেভিল্লা	স্পেন ঃ স্কটল্যান্ড	১-০	(০-০)
২৭. ৩. ৮৫	গ্লাসগো	স্কটল্যান্ড ঃ ওয়েলস	০-১	(০-১)
৩০. ৪. ৮৫	রেক্সহাম	ওয়েলস ঃ স্পেন	৩-০	(১-০)
২৮. ৫. ৮৫	রেকিয়াভিক	আইসল্যান্ড ঃ স্কটল্যান্ড	০-১	(০-০)
১২. ৬. ৮৫	রেকিয়াভিক	আইসল্যান্ড ঃ স্পেন	১-২	(১-০)
১০. ৯. ৮৫	কার্ডিফ	ওয়েলস ঃ স্কটল্যান্ড	১-১	(১-০)
২৫. ৯. ৮৫	সেভিল্লা	স্পেন ঃ আইসল্যান্ড	২-১	(১-১)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
স্পেন	৬	৪	০	২	৯	৮	৮
স্কটল্যাণ্ড	৬	৩	১	২	৮	৪	৭
ওয়েলস	৬	৩	১	২	৭	৬	৭
আইসল্যাণ্ড	৬	১	০	৫	৪	১০	২
	২৪	১১	২	১১	২৮	২৮	২৪

রানার্স স্কটল্যাণ্ড যোগ্যতা পেল ওশিনিয়া গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলায়।

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২০. ১১. ৮৫	গ্লাসগো	স্কটল্যাণ্ড ঃ অস্ট্রেলিয়া	২-০	(০-০)
৪. ১২. ৮৫	মেলবোর্ন	অস্ট্রেলিয়া ঃ স্কটল্যাণ্ড	০-০	(০-০)

স্পেন ও স্কটল্যাণ্ড যোগ্যতা পেল

দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি দেশ

কনফেডারেশিয়ন সুদামেরিকানা ডে ফুটবল (কনমেবল)-এর অধীনে দশটি দেশ। এরা প্রত্যেকেই যোগ্যতা অর্জনে অংশ নেয়। কিন্তু তিনবার বিশ্ব কাপ জয়ী ব্রাজিলকে ঘিরে নানা প্রশ্ন। ফুটবল দুনিয়ায় এদের অপেক্ষা জনপ্রিয় দেশ আর নেই। কিন্তু ১৯৮৬তে কী করবে তারা? ফাইনাল রাউণ্ডের ছয় মাস আগেও তাদের সমস্যা—কে তাদের ম্যানেজার হবেন? অর্থাৎ মেক্সিকো রওনা হওয়ার ছয় মাস আগেও ব্রাজিল ছিল ম্যানেজারহীন। ব্রাজিলের পরেই আর একটি দেশ নিয়ে নানা জল্পনা। সেটি প্যারাগুয়ে। চিলির সঙ্গে প্লে-অফ ম্যাচে জিতে তারা হল চতুর্থ দেশ এই অঞ্চল থেকে। সকলের প্রশ্ন—তারা কি আর্জেণ্টিনা বা উরুগুয়ে অপেক্ষা বিপজ্জনক?

প্রথম রাউণ্ড

লিগ পদ্ধতিতে

গ্রুপ—১

আর্জেণ্টিনা, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৬. ৫. ৮৫	বগোটা	কলম্বিয়া ঃ পেরু	১-০	(১-০)
২৬. ৫. ৮৫	এস ক্রিস্টোবাল	ভেনেজুয়েলা ঃ আর্জেণ্টিনা	২-৩	(১-২)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২. ৬. ৮৫	বগোটা	কলম্বিয়া ঃ আর্জেণ্টিনা	১-৩	(০-১)
২. ৬. ৮৫	এস ক্রিস্টোবাল	ভেনেজুয়েলা ঃ পেরু	০-১	(০-০)
৯. ৬. ৮৫	লিমা	পেরু ঃ কলম্বিয়া	০-০	(০-০)
৯. ৬. ৮৫	বুয়েনস এয়ারেস	আর্জেণ্টিনা ঃ ভেনেজুয়েলা	৩-০	(১-০)
১৬. ৬. ৮৫	লিমা	পেরু ঃ ভেনেজুয়েলা	৪-১	(২-১)
১৬. ৬. ৮৫	বুয়েনস এয়ারেস	আর্জেণ্টিনা ঃ কলম্বিয়া	১-০	(১-০)
২৩. ৬. ৮৫	এস ক্রিস্টোবাল	ভেনেজুয়েলা ঃ কলম্বিয়া	২-২	(১-১)
২৩. ৬. ৮৫	লিমা	পেরু ঃ আর্জেণ্টিনা	১-০	(১-০)
৩০. ৬. ৮৫	বগোটা	কলম্বিয়া ঃ ভেনেজুয়েলা	২-০	(২-০)
৩০. ৬. ৮৫	বুয়েনস এয়ারেস	আর্জেণ্টিনা ঃ পেরু	২-২	(১-২)

লিগ টেবল

					গোল		
	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
আর্জেণ্টিনা	৬	৪	১	১	১২	৬	৯
পেরু	৬	৩	২	১	৮	৪	৮
কলম্বিয়া	৬	২	২	২	৬	৬	৬
ভেনেজুয়েলা	৬	১	১	৫	৫	১৫	১
	২৪	১০	৬	৯	৩১	৩১	২৪

আর্জেণ্টিনা ফাইনাল রাউণ্ডের জন্য যোগ্যতা পেল

পেরু ও কলম্বিয়া যোগ্যতা পেল এই অঞ্চলের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার।

গ্রুপ—২

উরুগুয়ে, চিলি, ইকুয়েডর

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
৩. ৩. ৮৫	কুইটো	ইকুয়েডর ঃ চিলি	১-১	(১-১)
১০. ৩. ৮৫	মণ্টিভিডিও	উরুগুয়ে ঃ ইকুয়েডর	২-১	(১-০)
১৭. ৩. ৮৫	সাণ্টিয়াগো	চিলি ঃ ইকুয়েডর	৬-২	(৪-২)
২৪. ৩. ৮৫	সাণ্টিয়াগো	চিলি ঃ উরুগুয়ে	২-০	(১-০)
৩১. ৩. ৮৫	কুইটো	ইকুয়েডর ঃ উরুগুয়ে	০-২	(০-০)
৭. ৪. ৮৫	মণ্টিভিডিও	উরুগুয়ে ঃ চিলি	২-১	(১-১)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
উরুগুয়ে	৪	৩	০	১	৬	৪	৬
চিলি	৪	২	১	১	১০	৫	৫
ইকুয়েডর	৪	০	১	৩	৪	১১	১
	১২	৫	২	৫	২০	২০	১২

উরুগুয়ে ফাইনাল রাউন্ডের জন্য যোগ্যতা পেল

চিলি যোগ্যতা পেল এই অঞ্চলে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার।

গ্রুপ—৩

ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৬. ৫. ৮৫	সান্তা ক্রুজ	বলিভিয়া ঃ প্যারাগুয়ে	১-১	(১-০)
২. ৬. ৮৫	সান্তা ক্রুজ	বলিভিয়া ঃ ব্রাজিল	০-২	(০-০)
৯. ৬. ৮৫	আসানসিওন	প্যারাগুয়ে ঃ বলিভিয়া	৩-০	(২-০)
১৬. ৬. ৮৫	আসানসিওন	প্যারাগুয়ে ঃ ব্রাজিল	০-২	(০-১)
২৩. ৬. ৮৫	রায়ো ডি জেনিরো	ব্রাজিল ঃ প্যারাগুয়ে	১-১	(১-১)
৩০. ৬. ৮৫	সাওপাওলো	ব্রাজিল ঃ বলিভিয়া	১-১	(১-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ব্রাজিল	৪	২	২	০	৬	২	৬
প্যারাগুয়ে	৪	১	২	১	৫	৪	৪
বলিভিয়া	৪	০	২	২	২	৭	২
	১২	৩	৬	৩	১৩	১৩	১২

ব্রাজিল ফাইনাল রাউন্ডের জন্য যোগ্যতা পেল

প্যারাগুয়ে গেল এই অঞ্চলের দ্বিতীয় রাউণ্ডে।

দ্বিতীয় রাউণ্ড

কাপ পদ্ধতি

গ্রুপ—এ

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ	
২৭. ১০. ৮৫	আসানসিওন	প্যারাগুয়ে ঃ কলম্বিয়া	৩-০	(১-০)	প্যারাগুয়ে (৪-২)
৩. ১১. ৮৫	ক্যালি	কলম্বিয়া ঃ প্যারাগুয়ে	২-১	(০-০)	

গ্রুপ—বি

২৭. ১০. ৮৫	সান্টিয়াগো	চিলি ঃ পেরু	৪-২	(৩-১)	চিলি (৫-২)
৩. ১১. ৮৫	লিমা	পেরু ঃ চিলি	০-১	(০-০)	

ফাইনাল খেলা

১০. ১১. ৮৫	আসানসিওন	প্যারাগুয়ে ঃ চিলি	৩-০	(১-০)
১৭. ১১. ৮৫	সান্টিয়াগো	চিলি ঃ প্যারাগুয়ে	২-২	(১-২)

প্যারাগুয়ে ফাইনাল রাউণ্ডের জন্য যোগ্যতা পেল

আফ্রিকা

কনফেডারেশন আফ্রিকানে ডে ফুটবল (ক্যাফ)-এর ৪২টি সদস্য দেশের ২৯টি দেশ এন্ট্রি পাঠায় কিন্তু শেষ অবধি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ২৬টি দেশ।

এর আগের কয়েকটি বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনাল রাউণ্ডে আফ্রিকার কোন না কোন দেশ বিপুল উৎসাহে অংশ নিয়েছে, কিন্তু তেমন সাফল্য আসেনি। এবারও অভিজ্ঞ আলজিরিয়া ও মরক্কো যোগ্যতা পেল। এবার মনে হয় তারা আরও ভাল ফল দেখাবে। বিশেষত এই দুই দেশের তরুণ খেলোয়াড়রা লড়াই করবেন।

প্রথম রাউণ্ড

কাপ পদ্ধতিতে

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ	দ্বিতীয় রাউণ্ডে যারা যোগ্যতা পেল
২৮. ৮. ৮৪	কায়রো	মিশর ঃ জিম্বাবুয়ে	১-০	(১-০)	মিশর
৩০. ৯. ৮৪	হারারে	জিম্বাবুয়ে ঃ মিশর	১-১	(১-০)	

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ	দ্বিতীয় রাউন্ডে যারা যোগ্যতা পেল ↓
১৩. ১০. ৮৪	নাইরোবি	কিনিয়া ঃ ইথিওপিয়া	২-১	(১-১)	কিনিয়া
২৮.১০.৮৪	আদ্দিস আবাবা	ইথিওপিয়া ঃ কিনিয়া	৩-৩	(২-০)	
১৫. ৭. ৮৪	কুরেসিন	মরিশাস ঃ মালাউই	০-১	(০-১)	মালাউই
২৮. ৭. ৮৪	লিলঙ্গোয়ে	মালাউই ঃ মরিশাস	৪-০	(১-০)	
২৯. ৭. ৮৪	ন্দোলা	জাম্বিয়া ঃ উগাণ্ডা	৩-০	(১-০)	জাম্বিয়া
২৫. ৮. ৮৪	কাম্পালা	উগাণ্ডা ঃ জাম্বিয়া	১-০	(০-০)	
২৬. ৮. ৮৪		মাদাগাস্কার ঃ লেসোথো			মাদা-গাস্কার
		লেসোথো খেলতে গররাজি হওয়ায় বাদ দেওয়া হল			
১৩. ১০. ৮৪	মাওয়ালজা	তানজানিয়া ঃ সুদান	১-১	(১-০)	সুদান
২৭. ১০. ৮৪	খার্টুম	সুদান ঃ তানজানিয়া	০-০	(০-০)	
৩০. ৬. ৮৪	ফ্রিটাউন	সিয়েরা লিওন ঃ মরক্কো	০-১	(০-০)	মরক্কো
১৫. ৭. ৮৪	রাবাত	মরক্কো ঃ সিয়েরা লিওন	৪-০	(১-০)	
২১. ১০. ৮৪		লিবিয়া ঃ নিগার			লিবিয়া
		নিগার ৮. ১০. ৮৪ তারিখে নাম প্রত্যাহার করে			
২৮. ১০. ৮৪	কোটোনু	বেনাইন ঃ টিউনিসিয়া	০-২	(০-০)	টিউনি-সিয়া
১৩. ১১. ৮৪	টিউনিস	টিউনিসিয়া ঃ বেনাইন	৪-০	(২-০)	
		টোগো ঃ গিনি			গিনি
		টোগো ১৩. ৪. ৮৪ তারিখে নাম প্রত্যাহার করে			
২১. ১০. ৮৪	আবিদ জাল	আইভরি কোস্ট ঃ গাম্বিয়া	৪-০	(০-০)	আইভরি কোস্ট
৪. ১১. ৮৪	বানজুল	গাম্বিয়া ঃ আইভরি কোস্ট	৩-২	(১-১)	
২০. ১০. ৮৪	লাগোস	নাইজিরিয়া ঃ লাইবেরিয়া	৩-০	(২-০)	নাইজি-রিয়া
৪. ১১. ৮৪	মনরোভিয়া	লাইবেরিয়া ঃ নাইজিরিয়া	০-১	(০-১)	
১. ৭. ৮৪	লুয়াণ্ডা	অ্যাঙ্গোলা ঃ সেনেগাল	১-০	(০-০)	অ্যাঙ্গোলা
১৫. ৭. ৮৪	ডাকার	সেনেগাল ঃ অ্যাঙ্গোলা	১-০	(১-০)	
		খেলার মীমাংসা হয় টাইব্রেকারে	৩-৪		

ওয়াকওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে গেল আলজিরিয়া, ক্যামেরুন ও ঘানা

দ্বিতীয় রাউণ্ড

কাপ পদ্ধতিতে

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল প্রথমার্ধ	তৃতীয় রাউন্ডে যারা যোগ্যতা পেল ↓
৭. ৪. ৮৫	লুসাকা	জাম্বিয়া : ক্যামেরুন	৪-১ (৪-০)	জাম্বিয়া
২১. ৪. ৮৫	ইয়াউণ্ডে	ক্যামেরুন : জাম্বিয়া	১-১ (১-১)	
৭. ৪. ৮৫	রাবাত	মরক্কো : মালাউই	২-০ (১-০)	মরক্কো
২১. ৪. ৮৫	কামুজু	মালাউই : মরক্কো	০-০ (০-০)	
৩১. ৩. ৮৫	লুয়াণ্ডা	অ্যাঙ্গোলা : আলজিরিয়া	০-০ (০-০)	আলজিরিয়া
১৯. ৪. ৮৫	আলজিয়ার্স	আলজিরিয়া : অ্যাঙ্গোলা	৩-২ (২-০)	
৬. ৪. ৮৫	নাইরোবি	কিনিয়া : নাইজিরিয়া	০-৩ (০-২)	নাইজিরিয়া
২০. ৪. ৮৫	লাগোস	নাইজিরিয়া : কিনিয়া	৩-১ (২-১)	
৫. ৪. ৮৫	কায়রো	মিশর : মাদাগাস্কর	১-০ (০-০)	মিশর
২১. ৪. ৮৫	আন্তানানর	মাদাগাস্কর : মিশর	১-০ (০-০)	
		টাইব্রেকারে মীমাংসা	২-৩	
১০. ২. ৮৫	কোনাকরি	গিনি : টিউনিসিয়া	১-০ (১-০)	টিউনিসিয়া
২৪. ২. ৮৫	টিউনিস	টিউনিসিয়া : গিনি	২-০ (১-০)	
২২. ২. ৮৫	খার্টুম	সুদান : লিবিয়া	০-০ (০-০)	লিবিয়া
৮. ৩. ৮৫	ত্রিপলি	লিবিয়া : সুদান	৪-০ (০-০)	
৭. ৪. ৮৫	আবিদজান	আইভরি কোস্ট : ঘানা	০-০ (০-০)	ঘানা
২১. ৪. ৮৫	কোমাসি	ঘানা : আইভরি কোস্ট	২-০ (০-০)	

তৃতীয় রাউণ্ড

কাপ পদ্ধতিতে

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল প্রথমার্ধ	চতুর্থ রাউন্ডে যারা যোগ্যতা পেল ↓
১৩. ৭. ৮৫	আলজিয়ার্স	আলজিরিয়া : জাম্বিয়া	২-০ (১-০)	আলজিরিয়া
১৮. ৭. ৮৫	লুসাকা	জাম্বিয়া : আলজিরিয়া	০-১ (০-০)	

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল প্রথমার্ধ	চতুর্থ রাউণ্ডে যারা যোগ্যতা পেল ↓
১৪. ৭. ৮৫	আক্রা	ঘানা : লিবিয়া	০-০ (০-০)	লিবিয়া
২৬. ৭. ৮৫	বেনঘাজি	লিবিয়া : ঘানা	২-০ (১-০)	
৬. ৭. ৮৫	লাগোস	নাইজিরিয়া : টিউনিসিয়া	১-০ (০-০)	টিউনি-সিয়া
২০. ৭. ৮৫	টিউনিস	টিউনিসিয়া : নাইজিরিয়া	২-০ (২-০)	
১২. ৭. ৮৫	কায়রো	মিশর : মরক্কো	০-০ (০-০)	মরক্কো
২৮. ৭. ৮৫	কাসাব্লাঙ্কা	মরক্কো : মিশর	২-০ (১-০)	

চতুর্থ (ফাইনাল) রাউণ্ড

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল প্রথমার্ধ	
৬. ১০. ৮৫	টিউনিস	টিউনিসিয়া : আলজিরিয়া	১-৪ (১-২)	আলজি-রিয়া
১৮.১০.৮৫	আলজিয়ার্স	আলজিরিয়া : টিউনিসিয়া	৩-০ (২-০)	
৬. ১০. ৮৫	রাবাত	মরক্কো : লিবিয়া	৩-০ (১-০)	মরক্কো
১৮.১০.৮৫	বেনঘাজি	লিবিয়া : মরক্কো	১-০ (১-০)	

আলজিরিয়া ও মরক্কো মেক্সিকোয় ফাইনাল রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা পেল

এশিয়া

এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এ এফ সি) ৩৫টি সদস্য দেশের ২৭টি দেশ এন্ট্রি পাঠালেও প্রতিযোগিতায় ২৪টি দেশ অংশ নিল যোগ্যতা অর্জনের জন্য।

২০ বছর আগে এক কোরিয়া বিশ্ব ফুটবলে নজর কেড়েছিল। এবার এল আর এক কোরিয়া। ১৯৬৬তে ইংল্যাণ্ডে উত্তর কোরিয়া (ডি পি আর কোরিয়া) হারিয়েছিল ইতালিকে। কিন্তু আর এগোতে পারেনি। এবার যোগ্যতা পেল দক্ষিণ কোরিয়া (কোরিয়া রিপাবলিক)। এবারও তাদের গ্রুপে রয়েছে ইতালি। এশিয়া থেকে আবার যোগ্যতা পেল ইরাক। ১৯৬৬-তে উত্তর কোরিয়া কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত ওঠে।

প্রথম রাউন্ড

সাব-গ্রুপ ১ এ (সৌদি আরবিয়া, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস বা ইউ এ ই, ওমান নাম প্রত্যাহার করে)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১২. ৪. ৮৫	রিয়াদ	সৌদি আরবিয়া ঃ ইউ এ ই	০-০	(০-০)
১৯. ৪. ৮৫	দুবাই	ইউ এ ই ঃ সৌদি আরবিয়া	১-০	(১-০)

ইউ এ ই দ্বিতীয় রাউন্ডে গেল

সাব-গ্রুপ ১ বি (ইরাক, কাতার, জর্ডান, লেবানন নাম প্রত্যাহার করে)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৫. ৩. ৮৫	আম্মান	জর্ডান ঃ কাতার	১-০	(০-০)
২৯. ৩. ৮৫	আম্মান	জর্ডান ঃ ইরাক	২-৩	(০-১)
৫. ৪. ৮৫	দোহা	কাতার ঃ ইরাক	৩-০	(১-০)
১২. ৪. ৮৫	দোহা	কাতার ঃ জর্ডান	২-০	(০-০)
১৯. ৪. ৮৫	কুয়েত	ইরাক ঃ জর্ডান	২-০	(০-০)
৫. ৫. ৮৫	কলকাতা	ইরাক ঃ কাতার	২-১	(১-১)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
ইরাক	৪	৩	০	১	৭	৬	৬
কাতার	৪	২	০	২	৬	৩	৪
জর্ডান	৪	১	০	৩	৩	৭	২
	১২	৬	০	৬	১৬	১৬	১২

ইরাক দ্বিতীয় রাউন্ডে গেল

সাব-গ্রুপ ২ এ (কুয়েত, ইয়েমেন এ আর, সিরিয়া)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২২. ৩. ৮৫	দামাসকাস	সিরিয়া ঃ কুয়েত	১-০	(১-০)
২৯. ৩. ৮৫	সানা	ইয়েমেন এ আর ঃ সিরিয়া	০-১	(০-০)
৫. ৪. ৮৫	কুয়েত	কুয়েত ঃ ইয়েমেন এ আর	৫-০	(১-০)
১২. ৪. ৮৫	কুয়েত	কুয়েত ঃ সিরিয়া	০-০	(০-০)
১৯. ৪. ৮৫	দামাসকাস	সিরিয়া ঃ ইয়েমেন এ আর	৩-০	(২-০)
২৬. ৪. ৮৫	সানা	ইয়েমেন এ আর ঃ কুয়েত	১-৩	(০-২)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
সিরিয়া	৪	৩	১	০	৫	০	৭
কুয়েত	৪	২	১	১	৮	২	৫
ইয়েমেন এ আর	৪	০	০	৪	১	১২	০
	১২	৫	২	৫	১৪	১৪	১২

সিরিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল

সাব-গ্রুপ ২ বি (বাহরেন, ইয়েমেন পি ডি আর, ইরান বাদ)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৯. ৩. ৮৫	এডেন	ইয়েমেন পি ডি আর ঃ বাহরেন	১-৪	(০-২)
১২. ৪. ৮৫	বাহরেন	বাহরেন ঃ ইয়েমেন পি ডি আর	৩-৩	(০-১)

বাহরেন দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল

সাব-গ্রুপ ৩ এ (মালেশিয়া, নেপাল, কোরিয়া রিপাবলিক বা দক্ষিণ কোরিয়া)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২. ৩. ৮৫	কাঠমাণ্ডু	নেপাল ঃ কোরিয়া রিপ	০-২	(০-১)
১০. ৩. ৮৫	কুয়ালালামপুর	মালেশিয়া ঃ কোরিয়া রিপ	১-০	(০-০)
১৬. ৩. ৮৫	কাঠমাণ্ডু	নেপাল ঃ মালেশিয়া	০-০	(০-০)
৩১. ৩. ৮৫	কুয়ালালামপুর	মালেশিয়া ঃ নেপাল	৫-০	(৫-০)
৬. ৪. ৮৫	সিওল	কোরিয়া রিপ ঃ নেপাল	৪-০	(৩-০)
১৯. ৫. ৮৫	সিওল	কোরিয়া রিপ ঃ মালেশিয়া	২-০	(২-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েণ্ট
কোরিয়া রিপাবলিক	৪	৩	০	১	৮	১	৬
মালেশিয়া	৪	২	১	১	৬	২	৫
নেপাল	৪	০	১	৩	০	১১	১
	১২	৫	২	৫	১৪	১৪	১২

কোরিয়া রিপাবলিক দ্বিতীয় রাউণ্ডে যোগ্যতা পেল

সাব-গ্রুপ ৩ বি (থাইল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৫. ৩. ৮৫	জাকার্তা	ইন্দোনেশিয়া ঃ থাইল্যান্ড	১-০	(০-০)
১৮. ৩. ৮৫	জাকার্তা	ইন্দোনেশিয়া ঃ বাংলাদেশ	২-০	(০-০)
২১. ৩. ৮৫	জাকার্তা	ইন্দোনেশিয়া ঃ ভারত	২-১	(১-১)
২৩. ৩. ৮৫	ব্যাংকক	থাইল্যান্ড ঃ বাংলাদেশ	৩-০	(১-০)
২৬. ৩. ৮৫	ব্যাংকক	থাইল্যান্ড ঃ ভারত	০-০	(০-০)
২৯. ৩. ৮৫	ব্যাংকক	থাইল্যান্ড ঃ ইন্দোনেশিয়া	০-১	(০-১)
৩০. ৩. ৮৫	ঢাকা	বাংলাদেশ ঃ ভারত	১-২	(১-১)
২. ৪. ৮৫	ঢাকা	বাংলাদেশ ঃ ইন্দোনেশিয়া	২-১	(০-১)
৫. ৪. ৮৫	ঢাকা	বাংলাদেশ ঃ থাইল্যান্ড	১-০	(০-০)
৬. ৪. ৮৫	কলকাতা	ভারত ঃ ইন্দোনেশিয়া	১-১	(০-১)
৯. ৪. ৮৫	কলকাতা	ভারত ঃ থাইল্যান্ড	১-১	(০-০)
১২. ৪. ৮৫	কলকাতা	ভারত ঃ বাংলাদেশ	২-১	(১-১)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
ইন্দোনেশিয়া	৬	৪	১	১	৮	৪	৯
ভারত	৬	২	৩	১	৭	৬	৭
থাইল্যান্ড	৬	১	২	৩	৪	৪	৪
বাংলাদেশ	৬	২	০	৪	৫	১০	৪
	২৪	৯	৬	৯	২৪	২৪	২৪

ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় রাউন্ডে গেল

সাব-গ্রুপ ৪ এ (চীন পি আর, হংকং, ম্যাকাও, ব্রুনেই)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৭. ২. ৮৫	ম্যাকাও	ম্যাকাও ঃ ব্রুনেই	২-০	(০-০)
১৭. ২. ৮৫	হংকং	হংকং ঃ চীন পি আর	০-০	(০-০)
২০. ২. ৮৫	ম্যাকাও	ম্যাকাও ঃ চীন পি আর	০-৪	(০-১)
২৩. ২. ৮৫	হংকং	হংকং ঃ ব্রুনেই	৮-০	(৩-০)
২৬. ২. ৮৫	ম্যাকাও	চীন পি আর ঃ ব্রুনেই	৮-০	(৪-০)
১. ৩. ৮৫	হংকং	ব্রুনেই ঃ চীন পি আর	০-৪	(০-২)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
৬. ৪. ৮৫	ব্যান্ড এস বি	ব্রুনেই ঃ হংকং	১-৫	(১-৩)
১৩. ৪. ৮৫	ব্যান্ড এস বি	ব্রুনেই ঃ ম্যাকাও	১-২	(০-০)
২৮. ৪. ৮৫	ম্যাকাও	ম্যাকাও ঃ হংকং	০-২	(০-০)
৪. ৫. ৮৫	হংকং	হংকং ঃ ম্যাকাও	২-০	(০-০)
১২. ৫. ৮৫	বেইজিং	চীন পি আর ঃ ম্যাকাও	৬-০	(৩-০)
১৯. ৫. ৮৫	বেইজিং	চীন পি আর ঃ হংকং	১-২	(১-১)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
হংকং	৬	৫	১	০	১৯	২	১১
চীন পি আর	৬	৪	১	১	২৩	২	৯
ম্যাকাও	৬	২	০	৪	৪	১৫	৪
ব্রুনেই	৬	০	০	৬	২	২৯	০
	২৪	১১	২	১১	৪৮	৪৮	২৪

হংকং দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল

সাব-গ্রুপ ৪ বি (জাপান, কোরিয়া ডি পি আর (উত্তর), সিঙ্গাপুর)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৯. ১. ৮৫	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর ঃ কোরিয়া ডি পি আর	১-১	(১-০)
২৩. ২. ৮৫	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর ঃ জাপান	১-৩	(১-১)
২১. ৩. ৮৫	টোকিও	জাপান ঃ কোরিয়া ডি পি আর	১-০	(১-০)
৩০. ৪. ৮৫	পিয়ংইয়ং	কোরিয়া ডি পি আর ঃ জাপান	০-০	(০-০)
১৮. ৫. ৮৫	টোকিও	জাপান ঃ সিঙ্গাপুর	৫-০	(০-০)
২৫. ৫. ৮৫	পিয়ংইয়ং	কোরিয়া ডি পি আর ঃ সিঙ্গাপুর	২-০	(২-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
জাপান	৪	৩	১	০	৯	১	৭
কোরিয়া ডি পি আর	৪	১	২	১	৩	২	৪
সিঙ্গাপুর	৪	০	১	৩	২	১১	১
	১২	৪	৪	৪	১৪	১৪	১২

জাপান দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল

দ্বিতীয় রাউন্ড

কাপ পদ্ধতিতে

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ	তৃতীয় রাউন্ডে যারা যোগ্যতা পেল ↓
২০. ৯. ৮৫	দুবাই	ইউ এ ই : ইরাক	২-৩	(১-১)	ইরাক
২৭. ৯. ৮৫	তাইফ (এস এ)	ইরাক : ইউ এ ই	১-২	(০-১)	
৬. ৯. ৮৫	বাহরেন	বাহরেন : সিরিয়া	১-১	(১-০)	সিরিয়া
২০. ৯. ৮৫	দামাসকাস	সিরিয়া : বাহরেন	১-০	(১-০)	
২৭. ৭. ৮৫	সিওল	কোরিয়া রিপ : ইন্দোনেশিয়া	২-০	(০-০)	কোরিয়া রিপাবলিক
৩০. ৭. ৮৫	জাকার্তা	ইন্দোনেশিয়া : কোরিয়া রিপ	১-৪	(০-৩)	
১১. ৮. ৮৫	কোবে	জাপান : হংকং	৩-০	(২-০)	জাপান
২২. ৯. ৮৫	হংকং	হংকং : জাপান	১-২	(০-১)	

তৃতীয় রাউন্ড

কাপ পদ্ধতিতে

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ	মেক্সিকোর জন্য যোগ্যতা পেল ↓
১৫. ১১. ৮৫	দামাসকাস	সিরিয়া : ইরাক	০-০	(০-০)	ইরাক
২৯. ১১. ৮৫	তাইফ (এস এ)	ইরাক : সিরিয়া	৩-১	(১-০)	
২৬. ১০. ৮৫	টোকিও	জাপান : কোরিয়া রিপঃ	১-২	(১-২)	কোরিয়া রিপাবলিক
৩. ১১. ৮৫	সিওল	কোরিয়া রিপঃ : জাপান	১-০	(০-০)	

ইরাক ও কোরিয়া রিপাবলিক (দক্ষিণ) মেক্সিকোয় ফাইনাল রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা পেল

ওশিনিয়া

ওশিনিয়া ফুটবল কনফেডারেশনের সদস্য পাঁচটি দেশ। এদের তিনটি দেশ এন্টি পাঠায় ও খেলে যোগ্যতা অর্জনের জন্য। ইজরায়েল এই গ্রুপে থাকলেও তারা ফিফা-র নির্দল সদস্য।

এই গ্রুপ থেকে ফাইনাল রাউণ্ডে যাওয়ার পথ সম্ভবত বেশ দীর্ঘ। ১৯৮১তে নিউজিল্যাণ্ড ওশিনিয়া গ্রুপে বিজয়ী হয়ে প্লে-অফ খেলে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার সঙ্গে। সফল হয়ে যায় সেপনে ১৯৮২তে। কিন্তু চার বছর পর অস্ট্রেলিয়া হারল স্কটল্যাণ্ডের কাছে। কিন্তু ১৯৯০-এর প্রতিযোগিতার (ইতালিতে) জন্য স্থির করেছে ফিফা—সাউথ আমেরিকান কনফেডারেশন থেকে তিনটি দেশ যোগ্যতা পাবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। চতুর্থ দেশ যারা যোগ্যতা পেতে চাইবে, তাদের খেলতে হবে ওশিনিয়া গ্রুপের বিজয়ীর সঙ্গে।

প্রথম রাউণ্ড

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
৩. ৯. ৮৫	তেল আবিব	ইজরায়েল : চাইনিজ তাইপে	৬-০	(৩-০)
৮. ৯. ৮৫	তেল আবিব	চাইনিজ তাইপে : ইজরায়েল	০-৫	(০-২)
২১. ৯. ৮৫	অকল্যাণ্ড	নিউজিল্যাণ্ড : অস্ট্রেলিয়া	০-০	(০-০)
৫. ১০. ৮৫	অকল্যাণ্ড	নিউজিল্যাণ্ড : চাইনিজ তাইপে	৫-১	(৩-১)
৮. ১০. ৮৫	তেল আবিব	ইজরায়েল : অস্ট্রেলিয়া	১-২	(০-০)
১২. ১০. ৮৫	ক্রাইস্টচার্চ	চাইনিজ তাইপে : নিউজিল্যাণ্ড	০-৫	(০-২)
২০. ১০. ৮৫	মেলবোর্ণ	অস্ট্রেলিয়া : ইজরায়েল	১-১	(১-০)
২৩. ১০. ৮৫	অ্যাডিলেড	অস্ট্রেলিয়া : চাইনিজ তাইপে	৭-০	(২-০)
২৬. ১০. ৮৫	অকল্যাণ্ড	নিউজিল্যাণ্ড : ইজরায়েল	৩-১	(২-১)
২৭. ১০. ৮৫	সিডনি	চাইনিজ তাইপে : অস্ট্রেলিয়া	০-৮	(০-১)
৩. ১১. ৮৫	সিডনি	অস্ট্রেলিয়া : নিউজিল্যাণ্ড	২-০	(১-০)
১০. ১১. ৮৫	তেল আবিব	ইজরায়েল : নিউজিল্যাণ্ড	৩-০	(০-০)

লিগ টেবল

					গোল		
	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	০	২০	২	১০
ইজরায়েল	৬	৩	১	২	১৭	৬	৭
নিউজিল্যাণ্ড	৬	৩	১	২	১৩	৭	৭
চাইনিজ তাইপে	৬	০	০	৬	১	৩৬	০
	২৪	১০	৪	১০	৫১	৫১	২৪

দ্বিতীয় রাউণ্ডে

(ওশিনিয়া গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের ৭ নম্বর গ্রুপের রানার্সের সঙ্গে)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রাথমার্ধ
২০. ১১. ৮৫	গ্লাসগো	স্কটল্যাণ্ড ঃ অস্ট্রেলিয়া	২-০	(০-০)
৪. ১২. ৮৫	মেলবোর্ণ	অস্ট্রেলিয়া ঃ স্কটল্যাণ্ড	০-০	(০-০)

স্কটল্যাণ্ড মেক্সিকোর জন্য যোগ্যতা পেল

কনক্যাকাফ

কনফেডারেসিওন নরটে-সেন্ট্রোয়ামেরিকানো ই ডেল ক্যারিব ডে ফুটবল-এর সদস্য দেশ ২৩টি। ১৮টি দেশ এন্ট্রি পাঠিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৪টি দেশ খেলে। এদের অন্যতম উদ্যোক্তা দেশ মেক্সিকো।

মধ্য ও উত্তর আমেরিকার দুটি দেশ এই গ্রুপ থেকে ফাইনাল রাউণ্ডে রয়েছে। একটি মেক্সিকো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা অনেক। উদ্যোক্তা দেশকে প্রস্তুতি নিতে হয় অনেক আগেই। পরিবেশ তার অনুকূলে। এদিক থেকে এই গ্রুপে যোগ্যতা পাওয়া কানাডা অনেকটা 'বিপরীত মেরু'র। তারা যখন যোগ্যতা পেল, তখন দেশে জাতীয় ফুটবল বন্ধ। মেক্সিকোর জাতীয় ফুটবলের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের এক বছর ক্লাবের খেলায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি।

প্রথম রাউণ্ড

কাপ পদ্ধতিতে

গ্রুপ—১

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ	দ্বিতীয় রাউণ্ডে যারা যোগ্যতা পেল
২৯. ৭. ৮৪	সান সালভেডর	এল সালভেডর ঃ পুয়েটো রিকো	৫-০	(৪-০)	এল সালভেডর
৫. ৮. ৮৪	সান জুয়ান	পুয়েটো রিকো ঃ এল সালভেডর	০-৩	(০-২)	
৩০. ৫. ৮৪		কানাডা ঃ জামাইকা জামাইকা বহিষ্কৃত			কানাডা
২৯. ৯. ৮৪	কুরেকাও	নেদ অ্যান্টিলেস ঃ যুক্তরাষ্ট্র	০-০	(০-০)	যুক্তরাষ্ট্র
৬. ১০. ৮৪	সেণ্ট লুইস	যুক্তরাষ্ট্র ঃ নেদ অ্যান্টিলেস	৪-০	(০-০)	

গ্রুপ—২

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল প্রথমার্ধ	দ্বিতীয় রাউণ্ডে যারা যোগ্যতা পেল ↓
৯. ৯. ৮৪		বারবাডোজ ঃ কস্টা রিকা		কস্টা-রিকা
		বারবাডোজ ৭. ৩. ৮৪ নাম প্রত্যাহার করে		
১৫. ৬. ৮৪	কলোন	পানামা ঃ হণ্ডুরাস	০-৩ (০-২)	হণ্ডুরাস
২৪. ৬. ৮৪	তেগুকিগাল্পা	হণ্ডুরাস ঃ পানামা	১-০ (০-০)	
		গুয়াতেমালা—ওয়াক ওভার		গুয়াতে-মালা

গ্রুপ—৩

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল প্রথমার্ধ	দ্বিতীয় রাউণ্ডে যারা যোগ্যতা পেল ↓
২৭. ৫. ৮৪		ত্রিনিদাদ/টোবাগো ঃ গ্রেনেডা		ত্রিনিদাদ/টোবাগো
		গ্রেনেডা নাম প্রত্যাহার করে ২৪. ২. ৮৪তে		
৪. ৮. ৮৪	পোর্ট-আউ-প্রিন্স	অ্যাণ্টিগুয়া ঃ হাইতি	০-৪ (০-২)	হাইতি
৭. ৮. ৮৪	পোর্ট-আউ-প্রিন্স	হাইতি ঃ অ্যাণ্টিগুয়া	১-২ (১-১)	
১৫. ৮. ৮৪	পারামারিবো	সুরিনাম ঃ গুয়ানা	১-০ (১-০)	সুরিনাম
২৯. ৮. ৮৪	জর্জটাউন	গুয়ানা ঃ সুরিনাম	১-১ (১-০)	

দ্বিতীয় রাউণ্ড

লিগ পদ্ধতিতে

গ্রুপ—১

এল সালভেডর, হণ্ডুরাস, সুরিনাম

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৪. ২. ৮৫	সান সালভেডর	সুরিনাম ঃ এল সালভেডর	০-৩	(০-১)
২৭. ২. ৮৫	সান সালভেডর	এল সালভেডর ঃ সুরিনাম	৩-০	(০-০)
৩. ৩. ৮৫	তেগুকিগাল্পা	সুরিনাম ঃ হণ্ডুরাস	১-১	(১-১)
৬. ৩. ৮৫	তেগুকিগাল্পা	হণ্ডুরাস ঃ সুরিনাম	২-১	(০-১)
১০. ৩. ৮৫	সান সালভেডর	এল সালভেডর ঃ হণ্ডুরাস	১-২	(০-১)
১৪. ৩. ৮৫	তেগুকিগাল্পা	হণ্ডুরাস ঃ এল সালভেডর	০-০	(০-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
হণ্ডুরাস	৪	২	২	০	৫	৩	৬
এল সালভেডর	৪	২	১	১	৭	২	৫
সুরিনাম	৪	০	১	৩	২	৯	১
	১২	৪	৪	৪	১৪	১৪	১২

হণ্ডুরাস তৃতীয় রাউন্ডে গেল

গ্রুপ—২

কানাডা, হাইতি, গুয়াতেমালা

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৩. ৪. ৮৫	ভ্যানকুভার	কানাডা ঃ হাইতি	২-০	(২-০)
২০. ৪. ৮৫	ভ্যানকুভার	কানাডা ঃ গুয়াতেমালা	২-১	(২-০)
২৬. ৪. ৮৫	পোর্ট-আউ-প্রিন্স	হাইতি ঃ গুয়াতেমালা	০-১	(০-০)
৫. ৫. ৮৫	গুয়াতেমালা	গুয়াতেমালা ঃ কানাডা	১-১	(১-১)
৮. ৫. ৮৫	পোর্ট-আউ-প্রিন্স	হাইতি ঃ কানাডা	০-২	(০-১)
১৫. ৫. ৮৫	গুয়াতেমালা	গুয়াতেমালা ঃ হাইতি	৪-০	(১-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
কানাডা	৪	৩	১	০	৭	২	৭
গুয়াতেমালা	৪	২	১	১	৭	৩	৫
হাইতি	৪	০	০	৪	০	৯	০
	১২	৫	২	৫	১৪	১৪	১২

কানাডা তৃতীয় রাউন্ডে গেল

গ্রুপ—৩

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কস্টা রিকা, ত্রিনিদাদ/টোবাগো)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
২৪. ৪. ৮৫	সান জোসে	ত্রিনিদাদ/টোবাগো ঃ কস্টা রিকা	০-৩	(০-১)
২৪. ৪. ৮৫	সান জোসে	কস্টা/রিকা ঃ ত্রিনিদাদ/টোবাগো	১-১	(০-১)

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১৫. ৫. ৮৫	সেন্ট লুইস	ত্রিনিদাদ/টোবাগো ঃ যুক্তরাষ্ট্র	১-২	(১-১)
১৯. ৫. ৮৫	লস অ্যাঞ্জেলেস	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ত্রিনিদাদ/টোবাগো	১-০	(১-০)
২৬. ৫. ৮৫	সান জোসে	কস্টা রিকা ঃ যুক্তরাষ্ট্র	১-১	(১-১)
৩১. ৫. ৮৫	লস অ্যাঞ্জেলেস	যুক্তরাষ্ট্র ঃ কস্টা রিকা	০-১	(০-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
কস্টা রিকা	৪	২	২	০	৬	২	৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪	২	১	১	৪	৩	৫
ত্রিনিদাদ/টোবাগো	৪	০	১	৩	২	৭	১
	১২	৪	৪	৪	১২	১২	১২

কস্টা রিকা তৃতীয় রাউণ্ডে গেল

তৃতীয় রাউণ্ড

তারিখ	কোথায় খেলা	কোন্ কোন্ দেশ	ফল	প্রথমার্ধ
১১. ৮. ৮৫	সান জোসে	কস্টা রিকা ঃ হণ্ডুরাস	২-২	(১-২)
১৭. ৮. ৮৫	টরোন্টো	কানাডা ঃ কস্টা রিকা	১-১	(০-১)
২৫. ৮. ৮৫	তেগুচিগাল্পা	হণ্ডুরাস ঃ কানাডা	০-১	(০-০)
১. ৯. ৮৫	সান জোসে	কস্টা রিক ঃ কানাডা	০-০	(০-০)
৮. ৯. ৮৫	তেগুচিগাল্পা	হণ্ডুরাস ঃ কস্টা রিকা	৩-১	(১-১)
১৪. ৯. ৮৫	সেন্ট জন্স	কানাডা ঃ হণ্ডুরাস	২-১	(১-০)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
কানাডা	৪	২	২	০	৪	২	৬
হণ্ডুরাস	৪	১	১	২	৬	৬	৩
কস্টা রিকা	৪	০	৩	১	৪	৬	৩
	১২	৩	৬	৩	১৪	১৪	১২

কানাডা যোগ্যতা পেল মেক্সিকোর ফাইনাল রাউণ্ডের জন্য

যোগ্যতা অর্জনের জন্য কত খেলা এবং লাল ও হলুদ কার্ড দেখেছেন কতজন

ইউরোপ

মোট এন্ট্রি ৩৩, অংশ নেয় ৩২টি দেশ

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হলুদ কার্ড
আলবানিয়া	৬	—	৫
অস্ট্রিয়া	৬	—	১০
বেলজিয়ম	৮	—	৫
বালগেরিয়া	৮	—	১৩
সাইপ্রাস	৬	—	১১
চেকোশ্লোভাকিয়া	৮	—	৬
ডেনমার্ক	৮	—	২
ইংল্যাণ্ড	৮	—	২
ফিনল্যাণ্ড	৮	—	২
ফ্রান্স	৮	১	৫
পূর্ব জার্মানী (জি ডি আর)	৮	—	১০
পঃ জার্মানী (এফ আর)	৮	—	৫
গ্রিস	৬	—	৭
হাঙ্গেরি	৬	—	৮
আইসল্যাণ্ড	৬	—	৮
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড	৮	—	৫
আয়ারল্যাণ্ড রিপাবলিক	৮	—	৬
ইতালি (গতবারের চ্যাম্পিয়ন সুবাদে সরাসরি ফাইনাল রাউণ্ডে)			
লুক্সেমবার্গ	৮	১	১০
মাল্টা	১১	—	৮
নেদারল্যাণ্ডস	৮	১	৮
নরওয়ে	৮	—	—
পোল্যাণ্ড	৬	—	৭
পর্তুগাল	৮	—	৭
রোমানিয়া	৮	১	৫
স্কটল্যাণ্ড	৮	—	৭
স্পেন	৬	—	৯
সুইডেন	৮	—	৫
সুইজারল্যাণ্ড	৮	—	৫

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হলুদ কার্ড
তুরস্ক	৮	১	৫
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৮	—	৮
ওয়েলস	৬	—	৭
যুগোশ্লাভিয়া	৮	১	৭

আফ্রিকা

মোট এন্ট্রি ২৯, অংশ নেয় ২৬টি দেশ

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হলুদ কার্ড
আলজিরিয়া	৬	—	৩
অ্যাঙ্গোলা	৪	—	৩
বেনাইন	২	—	২
ক্যামেরুন	২	—	৩
মিশর (ইজিপ্ট)	৬	—	৬
ইথিওপিয়া	২	—	২
গাম্বিয়া	২	—	৩
ঘানা	৪	২	৭
গিনি	২	—	১
আইভরি কোস্ট	৪	—	৪
কিনিয়া	৪	—	১
লেসোথো	খেলেনি		
লাইবেরিয়া	২	—	—
লিবিয়া	৬	—	১৪
মাদাগাস্কর	২	—	২
মালাউই	৪	—	৪
মরিশাস	২	—	১
মরক্কো	৮	—	৯
নিগার	খেলেনি		
নাইজিরিয়া	৬	—	৩
সেনেগাল	২	—	১
সিয়েরা লিওন	২	—	১
সুদান	৪	—	৩
তানজানিয়া	২	—	১

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হল্দ কার্ড
টোগো	খেলেনি		
টিউনিসিয়া	৮	—	৭
উগান্ডা	২	—	১
জাম্বিয়া	৬	—	৬
জিম্বাবুয়ে	২	—	৪

ওশিনিয়া/ইজরায়েল

ওশিনিয়ায় এন্ট্রি ৩টি দেশের + ইজরায়েল

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হল্দ কার্ড
অস্ট্রেলিয়া	৮	১	১২
চাইনিজ তাইপে	৬	—	৪
নিউজিল্যাণ্ড	৬	—	৪
ইজরায়েল	৬	—	৪

এশিয়া

মোট এন্ট্রি ২৭, খেলে ২৪টি দেশ

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হল্দ কার্ড
বাহরেন	৪	—	১
বাংলাদেশ	৬	—	১
ব্রুনেই	৬	—	৫
চীনা পি আর (পিপলস রিপাঃ)	৬	—	৬
হংকং	৮	—	১০
ভারত	৬	—	৪
ইন্দোনেশিয়া	৮	১	৮
ইরান	খেলেনি		
ইরাক	৮	১	৭
জাপান	৮	—	৯
কোরিয়া ডি পি আর (উত্তর)	৪	—	৩
কোরিয়া রিপাবলিক (দক্ষিণ)	৮	—	৫
কুয়েত	৪	—	২
ম্যাকাও	৬	—	৭
মালেশিয়া	৪	—	১
নেপাল	৪	—	৫

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হলুদ কার্ড
ওমান	খেলেনি		
কাতার	৪	—	২
সৌদি আরবিয়া	২	—	৩
সিঙ্গাপুর	৪	—	২
সিরিয়া	৮	—	৮
তাইল্যান্ড	৬	১	৭
ইউনাইটেড আরব এমিরেটস (ইউ এ ই)	৪	১	৮
ইয়েমেন পি ডি আর	২	—	১
ইয়েমেন এ আর	৪	—	৯
জর্ডান	৪	—	৫
লেবানন	খেলেনি		

কনক্যাকাফ

এন্ট্রি ১৮, খেলেছে ১৪টি দেশ

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হলুদ কার্ড
অ্যান্টিগুয়া	২	—	—
বারবাডোজ	খেলেনি		
কানাডা	৮	২	৬
কস্টা রিকা	৮	২	১৫
গ্রেনেডা	খেলেনি		
গুয়াতেমালা	৪	—	—
গুয়ানা	২	—	—
হাইতি	৬	—	৫
হন্ডুরাস	১০	—	৯
জামাইকা	খেলেনি		
মেক্সিকো	আয়োজক দেশ, তাই সরাসরি ফাইনাল রাউন্ডে		
নেদ অ্যান্টিলিস	২	৩	২
পানামা	২	—	২
পুয়ের্টো রিকো	২	১	৩
এল সালভেডর	৬	—	৩
সুরিনাম	৬	—	৪
ত্রিনিদাদ/টোবাগো	৪	—	৭
যুক্তরাষ্ট্র	৬	—	৬

কনমেবল

এন্ট্রি ১০, খেলেছে ১০টি দেশ

দেশ	খেলা	লাল কার্ড	হলুদ কার্ড
আর্জেন্টিনা	৬	—	১০
বলিভিয়া	৪	—	৩
ব্রাজিল	৪	—	৬
চিলি	৮	২	১৫
কলম্বিয়া	৮	—	১০
ইকুয়েডর	৪	১	৭
প্যারাগুয়ে	৮	—	৯
পেরু	৮	২	১২
উরুগুয়ে	৪	—	৭
ভেনেজুয়েলা	৬	—	৬

কনফেডারেশনগুলির মোট হিসাব

ইউরোপ	১২০	৬	২১৪
এশিয়া	৬৪	৫	১১১
আফ্রিকা	৪৮	২	৯২
কনমেবল	৩০	৫	৮৫
কনক্যাকাফ	৩৪	৮	৬২
ওশিনিয়া/ইজরায়েল	১৪	২	২৪
	৩১০	২৮	৫৮৮

ফাইনাল রাউণ্ডের ২৪টি দেশ

গতবারের চ্যাম্পিয়ন-ইতালি

জার্সি-নীল/সাদা/নীল

সাম্প্রতিক ফল দেখে ইতালিকে যদি বিচার করেন, যদি সেই দলের খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের নিরিখে দলের সমীক্ষা করেন, নিশ্চয়ই ভুল করবেন, ১৯৭৮ ও ১৯৮২ দুটি বিশ্ব কাপেই ইতালিকে যাঁরা দেখেছেন, ঐ সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা।

ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোট ১৯৭৮এ শ্রান্ত ও ক্লান্ত দল নিয়ে হাজির হন আর্জেন্টিনা বিশ্ব কাপে। সেবার উদ্বোধনী ম্যাচে ২০ সেকেণ্ডের মধ্যেই ফ্রান্সের কাছে ১ গোলে পিছিয়ে পড়লেও ২-১-এ জেতে। ইতালি হারায় আর্জেন্টিনাকেও। ১৯৮২তেও বেয়ারজোটকে কম সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি। চ্যাম্পিয়ন

হওয়ার দুই ঘণ্টা আগে পর্যন্তও তাঁকে নানা কথা শুনতে হয়েছে। বেয়ারজোটের স্বপ্ন সফল হয় পাওলো রসি-র 'হঠাৎ পাওয়া' গোলগুলি। শেষ তিনটি ম্যাচে করেন ছয়টি গোল। তবে গত এক বছর দলের অবস্থা ভাল নয়। অধিকাংশ তারকাই মাঝে মাঝে আঘাত পেয়েছেন। রসি দলে থাকলেও বেয়ারজোট তাঁর ওপর আশা রাখতে পারছেন না। জেন্টিল, তার্দেলি, আন্তোগনানি—কেউই আগের মতো নেই। স্পেন বিশ্ব কাপের (১৯৮২) পর কয়েকজন তরুণের প্রতি বেয়ারজোটের নজর ছিল, কিন্তু তাঁরাও আশা জাগাতে পারেননি।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন সুবাদে ইতালিকে কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলতে হয়নি। কিন্তু নিজেদের শক্তি যাচাই করতে কিছু প্রীতি ম্যাচ খেলে। ওই ধরনের ম্যাচে কোন খেলোয়াড়ই গা লাগিয়ে খেলেন না। তাই এবারও ইতালি ফাইনাল রাউণ্ডে যাচ্ছে ছেঁড়া ফাটা দল নিয়ে। সুতরাং এবারও ম্যানেজার বেয়ারজোটকে যাদু দেখাতে হবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত ১৯৭৮ বা ১৯৮২-র বেয়ারজোট আর ১৯৮৬-র বেয়ারজোট এক ব্যক্তি নন। তাঁর যেমন বয়স বেড়েছে, অন্য দেশেও ভাল ভাল ম্যানেজারের আবির্ভাব ঘটেছে। তবে বেয়ারজোটের তূণে অস্ত্র আছে এবং তাঁর রয়েছে বিচক্ষণতা।

এই নিয়ে তিনটি বিশ্ব কাপে বেয়ারজোট ম্যানেজারের দায়িত্ব পেলেন। ইতালির ম্যানেজার ভিট্টরিও পোজ্জো ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ পরপর দুবার বিশ্ব কাপ এনে দেন। বেয়ারজোট এনেছেন একবার। ১৯৭৮-এ তাঁর দল হয়েছিল চতুর্থ। ১৯৭৪ পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ব কাপে বেয়ারজোট ছিলেন ইতালির সহকারী ম্যানেজার। সেবার ইতালি হতাশ করায় ম্যানেজার বার্নার্দিনি পদত্যাগ করলে, দায়িত্ব বর্তায় বেয়ারজোটের স্কন্ধে। ইতালি এর আগে ১০ বার বিশ্ব কাপে খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২তে। ফাইনালিস্ট ১৯৭০ সেমি-ফাইনালিস্ট ১৯৭৮। ম্যানেজার ঃ এঞ্জো বেয়ারজোট (৫৯), অধিনায়ক ঃ আন্তোনিও কাব্রিনি। এবার দৃষ্টি কাড়বেন কাব্রিনি, কন্টি, আল্তোবেল্লি।

আয়োজক দেশ মেক্সিকো

জার্সি—সবুজ/সাদা/লাল

আয়োজক দেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির অনেক। কেননা, অনেক কিছুই তাদের অনুকূলে থাকে। অবশ্য সবার ওপরে চাই শক্তিশালী দল। ১৯৭০-এ মেক্সিকোর তা ছিল না, এবারও নেই। তবে এবার তাদের লক্ষ্য দুটি বিশ্ব কাপের ইতিহাসে প্রমাণ করবে তারাই শ্রেষ্ঠ আয়োজক দেশ এবং দেশের সমর্থকদের সামনে তারা তুলে ধরবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ খেলা।

ইতঃপূর্বে মেক্সিকো ১২টি বিশ্ব কাপের মোট ৮টির ফাইনাল রাউণ্ডে খেলেছে। কারণ ফাইনালে পেঁছতে মেক্সিকোকে কখনও বেগ পেতে হয় না।

মেক্সিকোই একমাত্র দেশ—যারা দু'বার বিশ্ব কাপের আয়োজন করল। খেলোয়াড়দের নামের পাশে জন্ম তারিখ এবং মেক্সিকো যাওয়ার আগে কটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, সে হিসাব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭০ ও ১৯৮৬তে তারা কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলেনি। কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেললেও তার অঞ্চলে তেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হয় না। মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলির মধ্যে মেক্সিকোই ফুটবলে সবচাইতে শক্তিশালী। তবে ফাইনাল রাউণ্ডে তারা শক্তিশালী কখনও প্রমাণ করতে পারেনি।

সাম্প্রতিক কালে তাদের ফল মোটেই ভাল নয়। ১৯৭৪-এ তারা ফাইনাল রাউণ্ডে পৌঁছতে পারেনি। ১৯৭৮-এ চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলেও প্রথম রাউণ্ডের দ্বিতীয় গ্রুপে সর্বনিম্নে স্থান পেয়ে বিদায় নেয় একটি জয় বা ড্র না করতে পেরে। তাদের গ্রুপে ছিল পোল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী ও টিউনিসিয়া। ১৯৮২তে কোয়ালিফাইং রাউন্ডের ওপরে উঠতে পারেনি মেক্সিকো। উত্তর ও মধ্যে আমেরিকার প্লে-অফ গ্রুপে ছয় দেশের মধ্যে মেক্সিকোর স্থান ছিল চতুর্থ। যোগ্যতা পায় হণ্ডুরাস ও এল সালভেডর। যোগ্যতা পায়নি কানাডা, মেক্সিকো, কিউবা ও হাইতি।

মেক্সিকো ১৯৭০ অপেক্ষা ভাল ফল করার জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা নিল। এই প্রথম নিয়োগ করল একজন বিদেশী কোচ—তিনি যুগোশ্লাভিয়ার ভেলিকোর 'বোরা' মিলুতিনোভিচ। ঘটনা হল ১৯৮২তে অত্যন্ত খারাপ ফল হওয়ায় কেউই মেক্সিকো দলের দায়িত্ব নিতে চাননি। মিলুতিনোভিচ তখন মেক্সিকোয় 'উনাম' ক্লাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, ফলও বেশ ভাল। যেহেতু দেশ বিশ্ব কাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে, তাই উদ্যোক্তা দেশের দল ভাল হওয়া উচিত। এবং এতদিন যে সব বাধা ছিল মেক্সিকো ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তা দূর করলেন। অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হল ম্যানেজারকে। প্রায় এক বছর আগে (১৫ জুন ১৯৮৫) দেশের সেরা খেলোয়াড়দের বাছাই করে জাতীয় ফুটবল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। স্থানীয় কোন ক্লাবের খেলায় তাদের খেলা নিষিদ্ধ হল। এই নিয়ম ১৯৮৫ ও ১৯৮৬-র জন্য বলবৎ করা হয়। বলা হল জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছাড়া আর কোন খেলায় অংশ নেবে না।

মিলুতিনোভিচ ১৯৮৩-র মার্চে দায়িত্ব পান। সেই থেকে বিশ্ব কাপের আগে পর্যন্ত মেক্সিকো ৪২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় এবং স্বদেশে। এর মধ্যে স্বদেশে কিছু ফল বলার মতো। যথা: ১-১ পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে, হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ২-০ জয়, উরুগুয়ের সঙ্গে ১-১। দেশের বাইরে পোল্যাণ্ডকে ৫-০ হারায় (লস অ্যাঞ্জেলেস) পশ্চিম জার্মানীকে ২-০, ইংল্যাণ্ডকে ১-০, ইতালির সঙ্গে ১-১, হাঙ্গেরিকে আবার ২-০ ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ১-০ হারায়। পুরো ফল: জয়-২১, ড্র ১৫ ও পরাজয় ৬। মোট খেলা ৪২। গোল করে ৬১টি ও বিপক্ষরা দেয় ৩৩টি। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ নেই, তারা এত ভাল কখনও ছিল না।

মিলুতিনোভিচের সৌভাগ্য, তিনি দেশের সেরা খেলোয়াড়দের সকলকে পেয়েছেন। পাননি দেশের বিশ্ব পর্যায়ের একমাত্র খেলোয়াড় হুগো সানচেজকে। বিশ্ব কাপের তিন সপ্তাহ আগেও সানচেজ স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদের খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। স্পেনের লিগে তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতা, সানচেজ অংশ নিলে মেক্সিকো দলের গোল করার দুর্বলতা কেটে যাবে।

মিলুতিনোভিচ এবং তার শিষ্যরা কোনরকম ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী নন। তবে এঁদের সকলের ধারণা, শারীরিক ক্ষমতার এমন দল মেক্সিকো কখনও বানাতে পারেনি। ড্র-র পর যখন দেখা গেল তারা রয়েছে প্যারাগুয়ে, বেলজিয়ম ও ইরাকের সঙ্গে, ম্যানেজার বললেন, ভাগ্য অনুকূল। সমালোচকরা বললেন, এটি সবচেয়ে দুর্বল গ্রুপ (বি)। উপরন্তু তারা খেলবে স্বদেশী সমর্থকদের সামনে, নিজেদের জীবনের সঙ্গে গড়ে ওঠা উচ্চতায়।

মিডফিল্ডার মানুয়েল নেগ্রেটে বলেছেন, মেক্সিকো ভাল করবে যদি পরাজয়ের ভয় কাটাতে পারে। অধিনায়ক টমাস বয় দলের প্রবীণ (৩৩), সানচেজের পর এই মিডফিল্ডারের ওপর ভরসা। মাঠের মধ্যে 'এল জেফে' (দ্য চিফ) ম্যানেজারের সমস্ত পরিকল্পনা তিনিই রূপায়িত করেন। বয় বলেছেন, ফুটবলে আমাদের কোন খ্যাতি বা প্রতিপত্তি নেই। সুতরাং 'বি' গ্রুপে আমরা সুবিধায় আছি, কথাগুলো যথার্থ নয়। প্রতিটি ম্যাচে আমাদের কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে।

মেক্সিকো এর আগে বিশ্ব কাপে খেলেছে আটবার। ম্যানেজার : বোরা মিলুতিনোভিচ (৪১)। অধিনায়ক : টমাস বয়। নজর রাখতে হবে লারিয়স, বয়, সানচেজ-এর প্রতি।

ব্রাজিল নামটাই ফেবারিট !

জার্সি-হলুদ/নীল/সাদা

ফুটবল, ব্রাজিল, পেলে—তিনটি-বোধহয় মাদকতা আছে। ১৯৭০ শব্দেই এর পর থেকেই তিনটি শব্দ ওতপ্রোত জড়িয়ে। হেতুও যথেষ্ট। ১৯৮৬-র মুন্ডিয়লের আগে যে ১২টি বিশ্ব কাপ হয়েছে, তার প্রতিটির ফাইনাল রাউন্ডে ব্রাজিল খেলেছে। তিনবার হয়েছে চ্যাম্পিয়ন। ২৪টি কোয়ালিফাইং ম্যাচের একটিতেও হারেনি।

মেক্সিকোয় ফাইনাল রাউন্ডে কে কোন্ গ্রুপে খেলবে, ১৫ ডিসেম্বর ড্র-র পর ব্রাজিল বিশ্ব কাপে আবার চ্যাম্পিয়ন হবে বলা হয়। বলা হয় তারা ফেবারিট (৫-২)। তার 'দুর্বল গ্রুপে' (ডি) রয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্পেন ও আলজিরিয়া। অবশ্য এ সম্পর্কে ব্রাজিলকে দোষারোপের হেতু থাকতে পারে না। লটারি করে গ্রুপ তৈরিতে ব্রাজিলের প্রভাব থাকবে কেমন করে !

ড্রর পর ফাটকা বাজারে ব্রাজিলের দর যত অনুকূলেই হোক ব্রাজিলের সমর্থকরা কিন্তু আস্থা রাখতে পারেননি। যে দেশে ফুটবল সব কিছুর ঊর্ধ্বে সেই ফুট-

বল পাগল জনসাধারণের মাত্র ২৮ ভাগ বললেন: মেক্সিকোয় আমরা জিততে পারি। 'জিতবই' এমন কথা বললেন না। কোচ টেলে সান্তানা সম্পর্কে ওঁদের অভিযোগ নেই। বরং ৬১ ভাগ সমর্থক বললেন: সান্তানাই থাকুন। ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে এমন ঘটনা আর নেই। গত বিশ্ব কাপে ('৮২) হারের পর আবার সেই কোচ বহাল—এ কখনও দেখা যায়নি। অবশ্য সান্তানার নিয়োগে এবার দেরি হয়েছিল ওদের জাতীয় ফেডারেশন 'কনফেডারেকো ব্রাসিলিরা ডু ফুটবল'-এর নির্বাচনের জন্য। ফুটবল সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে ওদেশে প্রায়ই মতামত চাওয়া হয় জনসাধারণের। টেলে সান্তানা ম্যানেজার হবেন? না—অন্য কেউ? ওপিনিয়ন পোলে অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে সান্তানা জনসাধারণের ৬১ ভাগ ভোট পান।

যে দেশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন না হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, তারা সেই ম্যানেজারকে অনুকম্পা দেখালেন ১৯৮২তে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইতালির কাছে ৩-২ পরাজয় সত্ত্বেও। কারণ ব্রাজিল প্লেভ দ্য 'জোগো বনিটো'। তারা চমৎকার ফুটবল খেলেছিল। চ্যাম্পিয়ন ইতালির কাছে হেরেছিল ব্রাজিলের রক্ষণের তিনটি ভুলের জন্য।

তবে সান্তানা ৮৬-র কোয়ালিফাইং ম্যাচের ফলে কম সমালোচিত হননি। ব্রাজিল দুটিতে জেতে, ড্রও দুটি। প্যারাগুয়ে ও বলিভিয়ার বিরুদ্ধেও অত্যন্ত রক্ষণাত্মক খেলেছে। অবশ্য এই সময়ও সম্ভবত সান্তানার কিছুই করণীয় ছিল না। এভারিস্টোকে বদল করে তাকে প্রথম ম্যাচের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওয়ার্ম আপ গেমে খারাপ ফলের দরুন কর্মকর্তারা ভয় পেয়ে এভারিস্টোকে সরিয়ে দেন।

অবাক হওয়ারই কথা, টেলে সান্তানার মাসিক বেতন ৯ হাজার ডলার (১ লক্ষ ৮ হাজার টাকারও বেশি)। এছাড়া জাতীয় দলের ম্যানেজারের বোনাস রয়েছে। ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের ম্যানেজারের পদ সে দেশের রাষ্ট্রপতিরও ওপরের সম্মান! ১৯৮২ থেকে মেক্সিকো যাওয়ার আগে অবধি তাঁর দায়িত্বে ব্রাজিল জিতেছে ৩১, ড্র ৮, পরাজয় ৫। ১৯৮২তে তিনি যখন ম্যানেজার হন, সংক্ষেপে বলেন: My plans are simple. When opponents controll the ball it is a reason for all my players to worry, but when Brazil has the ball, the order is attack.

সান্তানা এবার যোগ্যতা অর্জনের খেলাতেও ঐ বক্তব্যে অটল ছিলেন। এ বছর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তিনি মেক্সিকোর জন্য যে ২৯ জনের দল গড়েন, তাতে ১৯৮২-র ১১ জনকে রাখেন। তিনি জানান, আমরা ১৯৮২-র স্টাইলেই খেলব। ওরা তো সেরা খেলোয়াড়। ওদের বয়স মাত্র চার বছর বেড়েছে। তবে ১০ জনের বয়স ৩০ ছাড়িয়েছে।

সান্তানা সাওপাওলোর জুনিয়র কয়েকজনকে নিলেন। এদের অন্যতম সাও-পাওলো ফুটবল ক্লাবের সিলাস। তার নিখুঁত ও পাসিং ব্রাজিলের ১৯৮৫-র জুনি-

য়র ওয়াল্ড কাপ বিজয়ী দলে স্থান করে। রাজ্য লিগে দুই উইং-এ মুলারের গতিও সান্তানাকে টেনে নেয়। ব্রাজিলের তরুণরা যতই নজর কাড়ুন আর একজন জিকো, ফালকাও, সক্রেটেসকে (এঁরাও এবার আছেন, কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত এবং অতীতের মতো কার্যকর নন) তো পাওয়া যাচ্ছে না। পেলে, গ্যারিঞ্চা, রিভেলিনো-র মতো কিংবদন্তিদের পেতে কতকাল কাটবে কে জানে! আর এঁরা তো ছিলেন এই সেদিনও। স্বীকার করতেই হবে ফুটবলে ব্রাজিলের স্বর্ণযুগ অতীত।

টেলে সান্তানা অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ। তাঁর ধারণায় রেফারিরা যদি রাফ ফুটবলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যদি স্কিলফুল বল প্লেয়ারের পাশে তাঁরা দাঁড়ান, ব্রাজিল সফল হবেই। পশ্চিম জার্মানীর কাছে ২-০ ও হাঙ্গেরির কাছে ৩-০ হারে ব্রাজিল মার্চে ইউরোপ সফরে গিয়ে। সান্তানা এই সফর বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কারণ গত জুনে কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের খেলা শেষে ব্রাজিল একরকম বসে ছিল। তিনি যখন এদের জড়ো করলেন, তা তো ইউরোপ যাত্রার কয়েক সপ্তাহ আগে। তবে সফরে যেতে একেবারে নারাজ ছিলেন না; কারণ দলে অনেক খেলোয়াড়, খেলা দেখলে বেছে নিতে বা বাদ দিতে সুবিধা হবে। এর তো প্রয়োজন ছিলই।

সান্তানা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ২৫ জনকে নিয়ে চলে গেলেন রায়ো ডি জেনিরো থেকে ৮০০ মাইল পশ্চিমে ফক্সেস লেয়ার-এ ট্রেনিং ক্যাম্প করতে। সংক্ষিপ্ত ইউরোপ ট্যুর, তারপর স্বল্প দিনের ছুটি, এছাড়া পুরো সময় ক্যাম্প চলেছে। ইতালির ক্লাবে যে চারজন ছিলেন, তাঁরা আসেন ক্যাম্পে মে মাসে। জাতীয় প্রতি-যোগিতায় এবার ক্লাবের খেলোয়াড়দের ছাড়া হয়নি। যদিও তারা ক্ষুব্ধ হল রাজ্য লিগ ও অন্যান্য খেলায় টিকিট বিক্রি কিছু কমে যাওয়ায়।

ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন মেক্সিকো বিশ্ব কাপের জন্য বাজেট করে ৫০ লক্ষ ডলার (সওয়া ৬ কোটি টাকার বেশি)। এজন্য তারা সরকারী সাহায্যও চায়। খেলোয়াড়দের বলা হয়, বিশ্ব কাপ জিতলে প্রত্যেকে পাবে ১ লক্ষ ডলার (প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা)। সান্তানা এই অর্থ পুরস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাই ইউরোপ সফর প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া অনেক আগেই চুক্তিটিও হয়েছিল।

সফরের দুটি খেলাই হয়েছে প্রস্তুতি ছাড়াই। এতে সান্তানার সুবিধা হয়। বলেন, তোমাদের অতঃপর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে তিনি অধিকাংশ অভিজ্ঞ বয়সীদের নামান। তাঁদের খেলা ছিল অত্যন্ত ধীরগতির। হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে নামালেন তরুণদের। তাঁরা গতিময় ফুটবল খেললেন, কিন্তু কোন ছক ছিল না।

সান্তানার আশা, সময় বেশি না থাকলেও বেশি খাটালে এরা তৈরি হয়ে যাবে। প্রবীণরাও ফরমে ফিরতে পারবেন। প্রবীণদের অন্যতম জিকো (বয়স ৩৩)। তাঁর হাঁটুর আঘাত কিছুতেই সারছে না। ঐ দুই ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। যদি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়, মেক্সিকোয় তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ফক্সেস লিয়ার শিবিরে তিনি অনুশীলনে খেলেন যাজ-চিকিৎসক নিয়ে। আজও ব্রাজিলে

এই ধরনের চিকিৎসকের প্রচলন যথেষ্ট।

হাজার হাজার সমর্থক প্রতিদিন অনুশীলন দেখেন, দেখেন প্র্যাকটিস গেম। তাঁদের ধারণা ব্রাজিলের রক্ষণ দুর্বল। শিবির চলাকালে সান্তানা ভাবলেন লিয়েন্ড্রো (ডাইনে) ও জুনিয়র (বাঁয়ে) দ্রুত অ্যাটাকে যাবে। অবশ্য এই পরিকল্পনা বিপজ্জনক হতে পারে যদি বয়সী মিডফিল্ডার জিকো, সক্রেটেস ও ফালকাওরা দ্রুত ফাঁকা জমিতে পৌঁছতে না পারেন। মধ্য অঞ্চল রক্ষণে থাকতে পারে অসকার (১৯৭৮ ও ৮২তে খেলেন) ও এডিনহো (৮২তে রিজার্ভ ছিলেন)। প্রবীণ মিডফিল্ডাররা কার্যকর হলে কারেকা, কাসাগ্রান্ডে সেন্টারে সফল হবেন। থাকবেন ডাইনে রেনাতো। সাওপাওলোর তিন তরুণ দলে শক্তি আনবেন। ৪-২-৪ খেলবে দল, আর তেমন বিপদ এলে ৪-৩-৩। ২২ জনের দলে দুই বয়সী গোলকিপার লিয়াও ও উইং-এ ডিরকু থাকবেন। উভয়েরই হবে চতুর্থ বিশ্ব কাপ। লিয়াও খেলছেন '৭০ থেকে। স্পেনে সান্তানা তাঁকে বাদ দেন। তাঁর বয়স ৩৭, ডিরকুর ৩৪। গত তিনটি বিশ্ব কাপে খেলেছেন।

ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যারা ১২ বারই ফাইনাল রাউণ্ডে খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন—১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০। ফাইনালিস্ট ১৯৫০। সেমিফাইনালিস্ট ১৯৭৮। ম্যানেজার ঃ টেলে সান্তানা (৫৫)। অধিনায়ক ঃ অসকার। নজর কাড়লেন জিকো, সক্রেটেস, ফালকাও, লেনাদ্রো।

১৯৭৮-এর আর্জেন্টিনাকে দেখা যাবে ?

জার্সি—নীল ও সাদা স্ট্রাইপ / কালো / সাদা

১৯৭৮-এ বিশ্ব কাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী অনেক আশা। কিন্তু স্বদেশেই জাতীয় দল সম্পর্কে হতাশা। দেশে প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন ও লিবার্টডোরেস কাপ বিজয়ী আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স দলের মতো আকর্ষণীয় ফুটবল জাতীয় দল খেলতে পারে না। তাদের ধারণা বিশ্ব কাপ জিততে হলে আর্জেন্টেনীয় ফুটবলে ফিরতে হবে। এখনকার স্টাইলকে মানতে পারে, যদি তারা বিশ্ব কাপ জেতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, ১৯৮২তেও পারেনি। দ্বিতীয় রাউণ্ডেই তারা বিদায় নেয়।

আর্জেন্টিনা ৪-৩-৩-খেলার চেষ্টা করে। কিন্তু সে কষ নেই। গত বছর যোগ্যতা অর্জনের খেলায় তাদের কোন পরিকল্পনা আছে মনে হয়নি। দিয়াগো মারাদোনা—এই তরুণ সুপার স্টার ছাড়া যেন আর কেউ নেই। তাও তাকে মেক্সিকোয় খেলতে হবে হাঁটুর আঘাত নিয়েই। মারাদোনা ছাড়া নির্ভর করতে হবে ডিফেন্ডার পাসারেলা, মিডফিল্ডার বারবাস ও উইঙ্গার ভালডানোর ওপর।

ম্যানেজার কার্লস বিলার্ডো যোগ্যতা অর্জনের খেলার পর প্রায় আধ ডজন

খেলোয়াড়কে বাদ দিয়েছেন। জানুয়ারির শুরুতে তিনি স্থানীয় ক্লাবের ১৫ জনকে ডাকেন প্রশিক্ষণ শিবিরে। বিদেশের ক্লাবে রয়েছেন, এমন ৮/১০ জন আর্জেণ্টেনীয়কে ডাকা হতে পারে ঘোষণা করেন। আর তাঁরাই হবেন প্রধান অস্ত্র।

বিলার্ডো মেক্সিকোর সম উচ্চতায়—উত্তর অঞ্চলে টিলবারায় প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নেন মঙ্গল থেকে শুক্র প্রতিদিন দুই দফায়। ট্রেনিং মধ্যাহ্নে প্রখর রোদেও—মেক্সিকোর মতো করেই। বিলার্ডো খেলোয়াড়দের প্রতি রবিবারে ক্লাবের পক্ষে খেলার অনুমতি দিলেন। কিন্তু জাতীয় ট্রেনিং ম্যাচে খুব আগ্রহী ছিলেন না। কারণ বিদেশ থেকে প্লেয়াররা না এলে এবং ফল খারাপ হলে, তা নিয়ে সমালোচনার অন্ত থাকবে না। কে কে খেলেনি, তা না দেখিয়ে বলা হবে জাতীয় দল কত খারাপ খেলেছে।

দলের ক্রীড়া বিজ্ঞানী-চিকিৎসক খল মাডেরো টিলকারায় প্রশিক্ষণ থেকে জানালেন, শিবিরে যারা ছিল, ভাল ফল দেখিয়েছে।

বিলার্ডো বললেন, খেলোয়াড়রা তার পরামর্শ মতো চললে মেক্সিকোয় চতুর্থের নিচে স্থান হবে না। পাসারেলা বলেছেন, কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে দল যা খেলেছে তার থেকে অনেক উন্নত হতে হবে, তা না হলে কোন আশাই নেই মেক্সিকোয়।

১৯৮৩তে সিজার মেনত্তির কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর আর্জেণ্টিনা ৩৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। জয় ১৩, ড্র ১৪ এবং পরাজয় হয়েছে ৭টিতে। তারা গোল করেছে ৪১টি, তাদের গোলে বল প্রবেশ করেছে ২৬টি।

বিলার্ডো নির্ভর করছেন মিডফিল্ডারদের ওপর। তাঁরা কেমন লিংকম্যান হবেন। মারাদোনা ও অভিজ্ঞ বাঁচিনি তা করতে পারেন। কিন্তু গত বছর মেক্সিকোয় উভয়েই ব্যর্থ হন। দুজনের গতি সমান নয়। ২১ বছরের ক্লডিও বরাগিকে প্রতিভাবান বলা হচ্ছে। মারাদোনার সঙ্গে তিনি হবেন ম্যাচ জয়ের জুড়ি। তবে তা পরীক্ষিত নয়।

ম্যানেজার বিলার্ডোর সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্ক ভাল নয়। তাঁর সব কথাই হয় বিতর্কিত। বিলার্ডো সাংবাদিকতার কোর্সও শেষ করেছেন প্রয়োজনে কলম ধরতে। মেক্সিকো যাত্রার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি শপথ নেন ঃ কেবল সংক্ষিপ্ত তথ্য ছাড়া আর কিছু দেব না। বিলার্ডোর মাস মাইনে ৬,২৫০ ডলার (প্রায় ৭৮ হাজার টাকা)। এই অর্থ আর্জেণ্টিনায় প্রেসিডেণ্টের চাইতে পাঁচগুণ বেশি। এছাড়া বোনাস রয়েছে মেক্সিকোয় ম্যাচ জিতলে ৮০০ ডলার, ড্র করলে ৭০০ ডলার ও হারলে ৬০০ ডলার।

কাদের খেলাবেন মেক্সিকোয় ? বিলার্ডো জবাব দেননি। বলেন, ওসব মাথায় আছে এখন। খেলা চলাকালে দলে খামোকা বদল আনব না। আঘাত পেলে বা খেলতে না পারলে অন্য কথা। বিপক্ষের সামনে সেরাদের নামাতেই হবে।

আর্জেণ্টিনা ইতঃপূর্বে বিশ্ব কাপে খেলেছে আটবার। চ্যাম্পিয়ন ১৯৭৮। ফাইনালিস্ট ১৯৩০।

ম্যানেজার ঃ কার্লস বিলার্ডো। অধিনায়ক ঃ ডানিয়েল পাসারেলা, দেখতে হবে মারাদোনা, পাসারেলা ও বোরগিকে।

ডেনমার্ক বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখবে না কেন ?

জার্সি—লাল / সাদা

তর্কশাস্ত্র যদি যুক্তিগ্রাহ্য হয় তা হলে ইউরোপের কোন দেশের ১৯৮৬-র ফিফা কাপ জেতা উচিত। আর সেই দেশগুলির প্রথম দুটির মধ্যে অবশ্যই ডেনমার্ক ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধরতে হবে। মেক্সিকোয় খেলা শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে ফুটবল পণ্ডিতদের মধ্যে এমন ধারণা অযৌক্তিক ছিল না। আর এই দুই দেশের মধ্যে ডেনমার্ক রেকর্ডের দিক থেকে সাম্প্রতিক কালে এগিয়ে। গত বছর জুনের প্রথম সপ্তাহে কোপেনহেগেনে ডেনমার্ক অবিশ্বাস্যভাবে ৪-২ গোলে হারায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে। বিশ্ব কাপে ইউরোপ থেকে যোগ্যতা প্রাপ্ত দুই দেশের মধ্যে এটি ছিল সর্বোত্তম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইউরোপের দুই শক্তিমান স্ট্রাইকার প্রেবেল এলকজায়ের ও মিশেল (না মাইকেল) লাউড্রুপ দুটি করে গোল দেন।

ডেনমার্ক এই প্রথম বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে পৌঁছল, এবং প্রথম বারেই তারা ফেভারিট কাপ জয়ের জন্য ! তাদের সম্পর্কে অন্যদের ইতোমধ্যে এমনই ভীতি যে কেউই প্রথম ম্যাচ খেলতে সম্মত নন। (এ ড্র-র আগের কথা)।

ড্যানিশ ফুটবল সম্পর্কে ছয় বা আট বছর আগে এসব কথা বলা হলে স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ার এই দেশের সব নাগরিকই (জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ) হাসতেন। ড্যানিশরা বিশ্ব কাপ খেলবে ? ইউরোপে অধিপতি হবে ? ড্যানিশরাই অলীক কল্পনা আখ্যা দিতেন নিজেদের সম্পর্কে। ব্যঙ্গ করে কার্টুন আঁকা হত খবরের কাগজে, ম্যাগা-জিনে। সুইডেন এদের বহুদিনের ফুটবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং মাঝে মধ্যে ওদের হারাতে পারলেই ড্যানিশ ফুটবল সম্পর্কে অমন স্বপ্ন দেখতেন কেউ কেউ। এই স্বপ্ন প্রথম দেখেন টিভি-র ভাষ্যকার গানার 'নু' হানসেন। প্রায় বছর কুড়ির মধ্যে ডেনমার্ক একবার হারাল সুইডেনকে। সুযোগ পেয়ে তিনি বলা শুরু করলেন—ডেনমার্কের এই জয়ের রেশ অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপে নয়, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

৮০-র দশকে ডেনমার্কের ঐ স্বপ্ন, আশা অনেকটা এগিয়ে যায়। ৯০-এর দশকে হয়তো তা সফল হতে চলেছে।

এত দ্রুত ডেনমার্কের অগ্রগতির পিছনে তিনটি মূল কারণ। এক—তারা এক-সঙ্গে এক ঝাঁক তারকা ফুটবলার পেয়েছে। যেমন সুইডেন পেয়েছিল ৫০-এর দশকে, হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ডস) পেয়েছিল ৭০-এর দশকে। তেমনি ডেনমার্ক পেয়েছে এলকজায়ের, লাউড্রুপ, মরটেন, ওলসেন, সোরেন, লারবি, ফ্রাঙ্ক আরনেসেন, জেস-পার ওলসেন, অ্যালান সিমোনসেনকে।

ডজন খানেক টগবগে ফুটবল প্রতিভা বছর পাঁচেক ধরে একই ভাবে খেলে

চলেছে। প্রত্যেকেরই অন্তত ২০/২৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের অভিজ্ঞতা আছে। ৫/৬ জনের রয়েছে ৫০টি আন্তর্জাতিক খেলার।

নাগাড়ে একই ক্লাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ একত্রে ওঠা বসা, খেলা। এতে নিজেদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া হয়েছে। ফলে এসেছে সাফল্য। ডেনমার্কের ক্রম উন্নতির দ্বিতীয় কারণ পশ্চিম জার্মানী থেকে আগত ম্যানেজার শেপ পিওনটেক। ১৯৭৯তে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি দলে শৃঙ্খলার দিকে প্রথম নজর দিলেন। আগে ফুটবল চলত অগোছালো ভাবে, যাকে বলে অ্যামেচারিশ। পিওনটেক বললেন, আন্তর্জাতিক মানে একে পেঁছে নিতে গেলে চাই আরও দক্ষতা অর্থাৎ পেশাদাররা যেমন দক্ষ হন, তেমনি করতে হবে ডেনমার্কের ফুটবলকে। পিওনটেক সেরা ড্যানিশ গোলরক্ষক ব্রিজার জেনসেনকে দিয়ে নজীর স্থাপন করলেন, তিনি ব্রিজারকে আহ্বান করেন জাতীয় দলের জন্য। কিন্তু তিনি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলতে রাজি না হওয়ায়, ম্যানেজার পিওনটেক সিদ্ধান্ত নিলেন—তাঁকে আর ডাকা হবে না, অন্যরা এ থেকে শিক্ষা পেলেন। পিওনটেকের এই কঠোরতায় ডেনমার্কের জনসাধারণ খুশি হলেন।

দল নির্বাচনের জন্য ম্যানেজারের এটি অন্যতম কৌশল। সারা ইউরোপে ডেনমার্কের কুশলী ও প্রতিভাবান ফুটবলার ছড়িয়ে। কিন্তু ডেনমার্কে জাতীয় দল হিসাবে তেমন কিছু নেই। বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা খেলেন নিজ নিজ স্টাইলে। প্রথমত বিদেশের বা দেশের ক্লাবগুলি খেলোয়াড় ছাড়বে কিনা—এটি তার প্রধান সমস্যা। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন স্টাইলের একীকরণ চাই।

পিওনটেক ওদের একত্রিত করেন নতুন পদ্ধতি 'কন্ট্রা' সিস্টেম (৩-৫-২)। এতে মরটেন ওলসেনকে খেলাবেন 'লিবেরো' হিসাবে। সোরেন বাসক, ইভান নিয়েলসেন থাকবেন ডিফেন্ডার। এলকজায়ের ও লাউড্রুপ থাকবে অগ্রবর্তী এলাকায়। ক্লাউস বারগপ্রিনের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে। কিন্তু অন্যদের ঐভাবে পৃথক দায়িত্ব দেওয়া হবে না। বিপক্ষের আয়ত্তে বল থাকলে, পাঁচ ড্যানিশ রক্ষক বল কেড়ে এগিয়ে যাবেন। আর বল যদি ড্যানিশদের আয়ত্তে থাকে, এবং মাঠের যে কোন অঞ্চলেই হোক, তারা আক্রমণে যাবেই। বিপক্ষকে কখনও থিতু হতে দেওয়া হবে না। দল আক্রমণে গেলে রক্ষণভাগও এগোবে ওদেরই রক্ষার জন্য। প্রয়োজনে তারাও সরাসরি গোলে মারবে।

১৯৮৫-র নভেম্বরে আয়ারল্যান্ড রিপাবলিকের বিরুদ্ধে লাউড্রুপ ও জন শিবেভিকের স্পিড দেখে সকলে বিস্মিত হন। ১৯৮৩তে ওরা যখন ওয়েমব্লিতে ইংল্যান্ডকে ১-০ হারিয়েছিল, তখন কিন্তু ওদের সম্পর্কে এতটা উন্নতি দেখা যায়নি। তবে ইংল্যান্ডকে হারানোয় ড্যানিশদের ভীতি কমে যায় আন্তর্জাতিক ফুটবল সম্পর্কে। ১৯৮৪তে তাই একজন বিদেশী 'বর্ষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' হলেন। পিওনটেকের এই পুরস্কার যোগ্যতারই স্বীকৃতি।

ডেনমার্কের সাফল্যের আর একটি নেপথ্য কারণ বিপুল অর্থ বিনিয়োগ।

একটি সংস্থা 'কার্লসবার্গ ব্রুয়ারি' সব দেয়। ১৯৭৯ থেকেই তারা জাতীয় দলের জন্য বদান্যতা দেখাচ্ছিল দেশকে বিশ্ব কাপের জন্য যোগ্য করে তুলতে। এর কিছু দিন আগে অবশ্য স্থানীয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের আর্থিক সুযোগ দ্বারা আধা পেশাদারী চালু হয়েছিল। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের জন্য নানা পুরস্কারও ছিল। কার্লসবার্গের সহযোগিতায় পিওনটেক অবিন্যস্ত অ্যামেচার ফুটবলকে বিদায় জানালেন।

ডেনমার্কের আন্তর্জাতিক রেকর্ড এখন বুক ফুলিয়ে বলার মতো। তারা ইতালি ও ইংল্যান্ডকে পরাস্ত করেছে।

সমগ্র ডেনমার্ক এখন ফুটবল-পাগল। 'না আমাদের দেশে বুলিগানস নেই। আমরা রোলিগানস।' রোলিগানরা কোন খারাপ কাজ করে না, গণ্ডগোল করে না। ফুটবল থাকলে ড্যানিশ জাতীয় পতাকার রঙে নিজের মুখে লাল ও সাদা রং মেখে মাঠে আসেন দলকে সমর্থন করতে। ওঁরা বলেছেন, আমরা রোলিগানরা মেক্সি-কোতেও যাবো।

তবে কেবল সমর্থক থাকলেই দল জেতে না। ভারতীয় কোচ ও কর্মকর্তারা বিদেশে হারলে প্রায়ই বলেন, দেশের মাটিতে হলে দেখিয়ে দিতাম। আমাদের মাঠ, আমাদের সমর্থন অনেক সুবিধা। কই ১৯৮২-র এশিয়ান গেমসে তো ভারত জেতেনি! নেহরু গোল্ড কাপে ভারতের স্থান সর্বনিম্নে হয় কেন? সব কিছুর ওপরে চাই ভাল খেলা। ১৯৮২-র বিশ্ব কাপে তো ব্রাজিল থেকে জাহাজ বোঝাই সমর্থকরা স্পেনে গিয়েছিলেন!

এখানেও সেই হক কথা বিশ্ব কাপ জিততে হলে ড্যানিশদের তেমন খেলতে হবে। 'ই' গ্রুপ হোক, আর যারাই থাকুক সে গ্রুপে সেটি বড় কথা নয়। বিশ্ব কাপের ফাইনালে কোন দলকেই সহজে হারানো যায় না। গতবার আলজিরিয়া হারিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীকে ২-১ গোলে। সেই আলজিরিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেতে পারেনি। বরং ফাইনালে খেলে পশ্চিম জার্মানী এবং রানার্স হয়। অর্থাৎ সকলকেই হারাতে হবে, কেবল সূচনা শুভ হলেই শেষও শুভ হবে, এমনটি মনে করার হেতু নেই। মেক্সিকোয় ডেনমার্ক বেশ শক্ত গ্রুপে। এখানে বিশ্রাম বা আত্মতুষ্টির সময় থাকবে না। বরং প্রথম রাউণ্ডে জিততে পারলে ড্যানিশদের মনোবল বাড়বে।

ডেনমার্কের সমস্যা থাকবে মেক্সিকোয়। প্রথমত পিওনটেকের 'কনট্রা' পদ্ধতি কতটা কার্যকর হবে। এতে প্রত্যেককে সারা মাঠ বিচরণ করতে হয় দ্রুত লয়ে। উচ্চতার সমস্যা আছে, থাকবে গরম। 'কনট্রা'-র পক্ষে এই দুটি বিষয় কতটা অনু-কূলে থাকে দেখার। এলকজায়ের ও লাউড্রুপের ওপর অনেকটা নির্ভর করবে। এলকজায়ের বল পেলেই হঠাৎ গতি বাড়াতে পারেন। মেক্সিকোয় এটি সহায়ক হবে। কিন্তু তাঁর আঘাত যদি সেরে (গত বছর সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আহত হন) যায়, এবং মেক্সিকোয় একটু সুযোগ পান, তাকে কেউ আটকে রাখতে পারবেন না।

বিশ্ব কাপে ডেনমার্ক সফল হলে তা কোন 'হঠাৎ' ঘটনা হবে না। দীর্ঘ আট

বছরের তাদের সাধনার ফসল ফলবে মেক্সিকোয়। ফুটবলে যারা আজও পিছিয়ে, ড্যানিশরা তাদের পথপ্রদর্শক হবেন। আর সবচেয়ে খুশি হবেন ৪৬ বছর বয়সী ম্যানেজার শেপ পিওনটেক।

ডেনমার্ক এই প্রথম ফাইনাল রাউণ্ডে এল। ম্যানেজার ঃ শেপ পিওনটেক (৪৫), অধিনায়ক ঃ মরটেন ওলসেন। মেক্সিকোয় নজর রাখতে হবে লাউড্রুপ, এলকজায়ের ও সিভেবেক-এর প্রতি।

ফ্রান্স সব দেশকেই হারাতে পারে

জার্সি—নীল / সাদা / লাল

চার বছর আগে স্পেনে ফ্রান্স বিদায় নিয়েছিল যথার্থই ভাল খেলে। সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে হারে টাইব্রেকারে। পশ্চিম জার্মানী যে শক্তি-শালী ছিল না, তার প্রমাণ হয় ফাইনালে, যখন একতরফা খেলে ইতালি। যাঁরা বলছেন, ফ্রান্স গতবারের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি স্ট্রাইকারের অভাবে-ফ্রান্সের খেলোয়াড় তাঁদের জবাব দিয়েছেন খেলার মাধ্যমে।

স্পেন বিশ্ব কাপের দুই বছর পর, ১৯৮৪তে তারা ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হেনরি মিশেলের ফ্রান্স লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিক্সেও। তবে চিন্তার কথা ঐ দুই বিজয়ের সব খেলোয়াড় মেক্সিকোগামী দলে স্থান পাননি। '৮৪-র দুই বড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেও মুণ্ডিয়ল-৮৬র যোগ্যতা অর্জনের খেলায় হতাশ করে তারা লিপজিগ (পূর্ব জার্মানীর কাছে ২-০ হার) ও সোফি-য়ায় (বালগেরিয়ার কাছেও ২-০ হার)। দুটি খেলাতেই রক্ষণভাগ হতাশ করে। বালগেরিয়ার দুটি গোলই হয়েছে কর্ণার থেকে। মিশেল প্লাতিনি কঠোর সমালোচনা করেন 'লিবেরো'-রাসসের। বাটিসটন, মারিয়াস টেসর কেউই ভাল খেলেননি।

ম্যানেজার বদল করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। উপরন্তু মিশেল হিদালগোর সঙ্গে দলের সকলের সম্পর্ক ছিল মধুর ও নিবিড়। হিদালগো, প্লাতিনি ও সিরেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, ঠিক যেমন ছিলেন হেলমুট শ্যোনের সঙ্গে ফ্রাণ্ড বেকেনবাউয়ার। কিন্তু হিদালগো উপলব্ধি করেন, আর বেশিদিন পদ আঁকড়ে থাকা উচিত নয়। ১৯৭৮-এ আর্জেণ্টিনাতেই হতাশ হয়ে পড়েন বুট কেনার অর্থ পেতে কর্তৃপক্ষের টালবাহানার জন্য।

নতুন ম্যানেজার হেনরি মিশেলের সমস্যা ভাল স্ট্রাইকার নিয়ে। জোসে ট্যুরেকে দিয়ে মুশকিল-আসান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ট্যুরে জানিয়েছেন, ঐ দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না। আশ্চর্য, ফ্রান্সে প্রতিভাবান মিডফিল্ডারের এত প্রাচুর্য কেন! স্ট্রাইকারে ম্যানেজারকে নির্ভর করতে হচ্ছে প্রবীণদের ওপর যদি তাঁরা অতীতের খেলায় ফিরতে পারেন। যুগোশ্লাভিয়ার বিপক্ষে ডোমিনিক রোশেতু

ভাঙা হাত নিয়ে ভাল খেলতে পারেননি। অথচ তাঁর মতো স্ট্রাইকার ফরাসী ফুটবলে কমই এসেছেন। তাই তরুণ স্ট্রাঁপিরা রোশেতুরকেও এখনও ভাবতে হয়।

মিডফিল্ডের ওপর চাপ পড়বেই। কিন্তু তা বহনের শক্তি মিশেল প্লাতিনির রয়েছে। প্লাতিনি অন্যতম সেরা নন, আপাতত বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার। ১৯৮৪-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুতে তত ভাল মনে হয়নি। কিন্তু টিগানার স্ট্যামিনা, ড্রাইভ এবং অদম্য মনোবলের কাছে কোন তারুণ্য পাল্লা দিতে পারছে না। আর রয়েছেন অ্যালেইন গিরেসি, যিনি মেক্সিকোর আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেবেন পুরোপুরি।

রক্ষণভাগে হেড নিয়ে যে সমস্যা ছিল, তা মিটেছে। ফ্রি-কিকে ইউরোপে ফ্রান্সের জুড়ি কমই আছে।

মেক্সিকোয় তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে তো যাবেই। দ্বিতীয় রাউন্ডেও তারা যে কোন প্রতিপক্ষকে হারাবার শক্তি রাখে। কারণ ফ্রান্স প্রতিটি পজিশনে শক্তিশালী হয়ে মেক্সিকো যাচ্ছে।

এর আগে বিশ্ব কাপে খেলেছে আটবার। সেমিফাইনালিস্ট ১৯৫৮, ১৯৮২। ম্যানেজার : হেনরি মিশেল। অধিনায়ক : মিশেল প্লাতিনি। মেক্সিকোয় নজর কাড়বেন প্লাতিনি, টিগানা, গিরেসে ও ফার্নান্ডেজ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আশা দিনামো কিয়েভের কোচের কাছে

জার্সি—লাল / সাদা

কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে ভাল কাজ হলেও ধনতন্ত্রী এমন কি ভারতের মতো নিরপেক্ষ দেশেও তা নিয়ে শুরুতে নানা সন্দেহ বা আশংকা প্রকাশ করা হয়। ঐসব দেশে সৎ উদ্দেশ্যে বদল হলেও বলা হয় 'অপসারণ' বা 'তাড়িয়ে দেওয়া হল'। অবশ্য এজন্য অনেকাংশে দায়ী সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সমাজব্যবস্থা বা নিয়মকানুন। তাদের অতি গোপনীয়তাই নানা সন্দেহ বা আংশকা এনে দেয়। তবে অতি গোপনীয়তা আখেরে যে সুফল দেয়, তা বলাই বাহুল্য। দেশ গড়ার জন্য 'লৌহ যবনিকা'। দেশনেতার মৃত্যু হলে প্রশাসনকে গুছিয়ে নিয়ে মৃত্যুর খবর জানান এসবের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

তেমনি বিশ্ব কাপের তিন সপ্তাহ আগে জাতীয় দলের ম্যানেজার এডুয়ার্ড মালোফিয়েভকে বদলে ভ্যালেরি লোবানভস্কিকে নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমী সংবাদপত্রে নানা 'গল্প' বের হয়। আসলে মেক্সিকোগামী সোভিয়েত দলে ২২ জনের ৬ জনই দিনামো কিয়েভের। এই দিনামো কিয়েভ ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। লোবানভস্কি দায়িত্ব পেয়ে কিয়েভের আরও কয়েকজনকে নিলেন।

এডুয়ার্ড মালোফিয়েভ তাই সোভিয়েত ফুটবল কমিটিকে (মন্ত্রণালয়) অনুরোধ করেন—তাঁর বদলে লোবানভস্কিকে দায়িত্ব দিলে ফল ভাল হতে পারে।

তবে একথা অনস্বীকার্য ফুটবলকে উন্নত করতে ১৯৮০তে সোভিয়েত ফুটবল কমিটি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেন, তাতে খুব ভাল ফল দেখা যায়নি। ১৯৮৪তে তারা ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন শিপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। মেক্সিকোর জন্য যোগ্যতা অর্জনের খেলা শুরু হয় ১৯৮৪তে। তাতেও তারা হারে আয়ারল্যান্ডের কাছে (১-০), নরওয়েকে একটি পয়েন্ট দেয় (১-১), সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ড্র (২-২) করে, হারে ডেনমার্কের কাছেও (৪-২)। ম্যানেজার মালোফিয়েভ বেশ আশাহত হন। কিন্তু স্বদেশের মাঠে যোগ্যতা অর্জনের তিনটি খেলাতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন জেতে। ১৯৮৫তে তারা অনেক উন্নত ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ১৯৬৬-র (ইংল্যান্ডে) বিশ্ব কাপে তারা ছিল চতুর্থ। তবে লেভ ইয়াচিন, ইগর নেটো, নিকিতা সিমোনিয়ানের যুগ আর নেই একথা মানতেই হবে।

এবার যেমন কিয়েভ খেলোয়াড়, কিয়েভ কোচ প্রভৃতির ওপর অনেক আস্থা রাখা হচ্ছে সত্তরের দশকেও অনেকটা তাই করা হয়েছিল। ১৯৭০এ মেক্সিকোয় সোভিয়েত দল কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের কাছে ১-০ হেরে বিদায় নেয় অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটে। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পেঁছয়। ১৯৭২-এ মিউনিখ ওলিম্পিক্সে হয় তৃতীয়। তখনও কিয়েভের খেলোয়াড়দের আধিপত্য ছিল। জাতীয় দল বলতে ওরাই। দেশে ৬টি লিগে বিজয়ী, দুটি নক আউটে চ্যাম্পিয়ন, জিতেছে ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপ। কিয়েভ দলের প্রতি গভীর আস্থা। জাতীয় দল সারা দেশের খেলোয়াড়দের না নিয়ে হল একটি রিপাবলিকের। ১৯৭০-এর পর দুটি বিশ্ব কাপে তারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তারপর তারা 'কিয়েভ পরীক্ষা' বাতিল করে। ১৯৮২তে স্পেনে দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত ওঠে।

কিন্তু ১৯৮৪-র শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পোর্তুগালের কাছে ১-০ হারতেই 'প্রাভদা' কঠোর সমালোচনা করল। ভ্যালেরি লোবানভস্কি মর্মাহত হয়ে জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে ফিরে গেলেন কিয়েভে। তাঁর জায়গায় আসেন স্পার্তাক ম্যানেজার কনস্টান্টিন বেসকভ। বেসকভের পর দায়িত্ব পান মালোফিয়েভ। মেক্সিকোর উচ্চতা ও উষ্ণতা দুটি দিকেই নজর রেখে তিনি প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। তিনি বলেন, তাঁর দলের অসুবিধা হবে না। কারণ দলের একাধিক খেলোয়াড় ইতঃপূর্বে মেক্সিকোর সঙ্গে পরিচিত। স্ট্রাইকার প্রোতাসভ বিশ্ব যুব ফুটবলে দুবার খেলেছেন ওখানে। ডিফেন্ডার ডেমিনিয়ানস্কোও কিয়েভের সঙ্গে খেলে এসেছেন।

তিন সপ্তাহ আগে আবার জাতীয় দলের দায়িত্ব পেয়ে ভ্যালেরি লোবানভস্কি মুখ খোলেননি, সানন্দে ফুটবল কমিটির বক্তব্য মেনে নেন। নিশ্চয়ই বলেছেন 'বলশয় স্পাসিকো'।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঁচবার ফাইনাল রাউণ্ডে খেলেছে। সেমিফাইনালিস্ট ১৯৬৬। ম্যানেজার ঃ ভ্যালেরি লোবানভস্কি। অধিনায়ক ঃ রিনাত দাসায়েভ। দেখতে হবে দাসায়েভ, ব্লখিন, প্রোতাসভ ও চিভারদজেকে। দেখার তিন সপ্তাহের মধ্যে 'নতুন' ম্যানেজার কতটা সফল হতে পারেন!

৩০ বছরের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের এমন দল হয়নি।

জার্সি—সাদা / নীল

দুই দশক আগে (১৯৬৬) ইংল্যাণ্ড ম্যানেজার স্যর আলফ রামসে বলেছিলেন 'বিশ্ব কাপ আমরাই পাচ্ছি'। দুই দশক পরে এবারের (১৯৮৬) ইংল্যাণ্ড-ম্যানেজার ববি রবসন পুনরাবৃত্তি করছেন রামসের কথারই। ডি রবসন বলেছেন, মেক্সিকোর সব সমস্যা আমার ছেলেদের জানা। এবার ফাইনাল রাউণ্ডে দশটি খুব ভাল দল (বা দেশ) আছে, ওদের কারুকে আমার দল ভয় পায় না। এমন কুশলী ফুটবল দল আমার ৩০ বছরের ম্যানেজারশিপে দেখিনি।

রামসের মতোই রবসন প্রতিটি খেলোয়াড়কে আপন করে নিতে পেরেছেন। জাতীয় দলের মধ্যে একটি ক্লাবের বা পরিবারের পরিবেশ গড়ে তুলেছেন।

অধিনায়ক ব্রায়ান রবসনও বলেছেন, প্রত্যেকেই একসঙ্গে কাজ করছেন, চলাফেরা করছেন। আমরা সত্যিই একটি টিম।

তবুও দলে অনেক সমস্যা। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের অংশ নিতে হয়েছে ক্লাবের খেলায়, আছে চোট, আঘাত। দলে রয়েছেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক। ১৯৬৬তে ঠিক যেমন ছিলেন গর্ডন ব্যাংকস।

এভার্টনের গ্যারি স্টিভেন্স ও আরসেনালের কেনি স্যানসম ফুল-ব্যাকে ইংল্যাণ্ডের দুর্গ রক্ষা করবেন। সেণ্টার হাফে ইপসউইচের টেরি বুচার চমৎকার সেণ্টার হাফ। মিডফিল্ডে গ্লেন হডলে এবং রে উইলকিনস মেক্সিকোয় মানিয়ে নেবেন। কিন্তু বেশি নির্ভর করতে হবে অধিনায়ক ব্রায়ান রবসনের ওপর। শিলটনের মতোই তিনিও দলের প্রেরণাদাতা।

খেলোয়াড়দের কাছে অনেক আশা করছেন দেশবাসী। কিন্তু কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে তিন নম্বর গ্রুপের ফল তেমন আশাদায়ক হয়নি। ৮টিতে তারা একটিও হারেনি। ৪টি জয় ও ৪টি ড্র। তাই ম্যানেজার যত আশাই করুন, মেক্সিকোয় কী হবে বলা শক্ত।

ইংল্যাণ্ড ইতঃপূর্বে সাতবার খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন—১৯৬৬। ম্যানেজার ঃ ববি রবসন (৫৩)। অধিনায়ক ঃ ব্রায়ান রবসন। দেখতে হবে রবসন, হডলে ও লিনেকারকে।

স্পেনের সমস্যা অনেক

জার্সি—লাল/নীল/কালো

ফুটবলে বিশ্বে স্পেনের সুনাম কম নয়, বিশেষত স্থানীয় টুর্নামেন্টে। কিন্তু বিশ্ব কাপে তাদের বলার মতো কোন রেকর্ড নেই। ফুটবলে স্পেনের সর্বত্র অসম্ভব মাতামাতি থাকলেও তা তো বিদেশ থেকে আমদানী করা খেলোয়াড় নিয়ে। তাই স্পেনের ক্লাবগুলি শক্তিশালী হলেও জাতীয় দল দুর্বল হয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গেলে। ১৯৮২-র উদ্যোক্তা দেশকে (স্পেন) ম্যানেজার জোসে সান্তামারিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে নিয়েছিলেন কি ভাবে, সেটাই গবেষণার। অথচ দ্বিতীয় রাউণ্ডে পশ্চিম জার্মানির কাছে ২-১-এ হারের পর দেশ জুড়ে 'আন্দোলন' হল ম্যানেজারকে সরাবার।

জাতীয় ফুটবল ফেডারেশন অতঃপর দায়িত্ব দেন রিয়েল মাদ্রিদের ম্যানেজার মিগুয়েল মুনোজকে। মুনোজ ১৯৮৪-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্পেনকে নিয়ে ৮২-র ব্যর্থতায় প্রলেপ দেন। এবারের বিশ্ব কাপে যোগ্যতা অর্জন করলেও মেক্সিকোর পথ তাদের কাছে অত্যন্ত বন্ধুর। ছটি ম্যাচে তিনি ২৫ জন খেলোয়াড় ব্যবহার করেন। তাদের গোলে আইসল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র দেশও দুটি বল প্রবেশ করায়। তারা আশাবাদী দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়া সম্পর্কে। ড্র তাদের অনুকূলে! তাদের আরও আশা—দল তরুণদের নিয়ে। ১৯৮৪'তে দল ইউরোপীয়ান রানার্স হয় যে ২১ বছরীদের নিয়ে, তারাই বিশ্ব কাপ দলে স্থান পেয়েছে। পাঁচজন তো আছেই। যেমন জুবিজারেট্টা, ফ্রান্সিসকো, মিশেল, জুলিও সালিনাস ও বুত্রাগুয়েনো।

স্পেন এর আগে ছবার খেলেছে। সেমিফাইনালিস্ট ১৯৫০। ম্যানেজার ঃ মিগুয়েল মুনোজ। অধিনায়ক ঃ জোসে কামাচো। লক্ষ্য রাখতে হবে বুত্রাগুয়েনো, গয়াডিল্লো, গোয়িকোয়েচি-এর দিকে।

উত্তর আয়ারল্যান্ড মেক্সিকোয় খেলার আগেই আতঙ্কিত

জার্সি—সবুজ/সাদা

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে আগমন ও উইলিয়ম লরি বিংহামেরও সঙ্গে থাকা, যেন কাকতালীয় ঘটনা। ১৯৫৮-য় সুইডেন বিশ্ব কাপে বিংহাম ছিলেন দলের রাইট উইঙ্গার। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড খেলেছিল কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি। ১৯৮২তে বিংহাম দলকে নেতৃত্ব দেন ম্যানেজাররূপে। এবং দ্বিতীয় পর্যায় পেঁছায় তারা। ১০ লক্ষ ৫০ হাজার জনসংখ্যার ছোট দেশের পক্ষে এ কৃতিত্ব নিশ্চয়ই গৌরবের। বিংহাম ম্যানেজার এবারও। কাকতালীয়ই বটে! জর্জ বোস্টও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করেন। তারপর আসেন ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার। ১৯৭৯তে তিনিও পদত্যাগ করেন। ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপসে

ইংল্যাণ্ডের কাছে ৯-১ গোলে হারের পর কে দায়িত্বে থাকবে। বিংহাম দায়িত্ব নিয়ে মে মাসে ৬৬ বছরের মধ্যে প্রথম স্বদেশী (হোম) চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব এনে দেন। ১৯৮৪তে আইরিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষে আবার বিজয়ী হল। বিংহাম তারপর স্বদেশে ও বিদেশে দেশকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছেন।

তিনি খেলোয়াড়দের তিনটি কথা বলেন ঃ ফিটনেস, ডেডিকেশন ও মোটিভেশন। তার বড় স্কিল মোটিভেশন। গলফ্ কোর্সে দেখা পান উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রবীণতম (৪১) গোলরক্ষক প্যাট জেনিংসকে। লিগ থেকে অবসর নিলেও, তিনি আছেন টটেনহাম হসপারের রিজার্ভ রূপে। বিংহাম বললেন প্যাটকে দলের গোল-রক্ষকের সমস্যার কথা। বললেন, দেশের স্বার্থে প্যাটকে খেলানো উচিত। প্যাট রাজি হলেন।

সমস্যা তবুও মিটল না। এত অল্প জনসংখ্যার দেশে সমস্যাই থাকে। আবার বিপরীত চিত্রও আছে। প্রায় ৭৪ কোটির ভারত তো আজও বিশ্ব কাপের প্রাথমিক রাউণ্ডের সাব-গ্রুপের গণ্ডী পার হতে পারল না।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সমস্যা বেশি প্রতিবেশী ইংল্যাণ্ড থাকায়। ইংল্যাণ্ড গোল করলে অনেক অর্থ দেয়। গেরি আর্মস্ট্রং এই কারণেই স্পেনে, বিলি হ্যামিল-টনের হাঁটুতে আঘাত, মার্টিন ও'নিল ফরমে নেই।

খুঁজে-পেতে বিংহাম যাদের নির্বাচন করেছেন মেক্সিকোর জন্য, তাদের গড় বয়স ৩০। তিনি ভয় পাচ্ছেন গরম, আদ্রতা এবং উচ্চতাকে। তদুপরি তাদের গ্রুপে আছে ব্রাজিল। তবে ভরসা ঐ প্যাট জেনিংস। প্যাট ১২ জুন ব্রাজিলের সঙ্গে ম্যাচের দিন ৪১তম জন্মদিন উদযাপন করবেন। ২২ বছর তিনি উত্তর আয়ার-ল্যাণ্ডের গোলরক্ষক। কোন গোলরক্ষকের গুরু তো নেই অন্য কারুরও নেই। সুইডেনের সেণ্টার ব্যাক বরন নরডভিস্টের (১৯৬৩-১৯৭৮) রেকর্ড ছিল ১১৫টি খেলার। প্যাট জেনিংসের ১১৬তম খেলা হল মেক্সিকো যাওয়ার আগে মরক্কোর বিরুদ্ধে। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ২-১ জেতে। তবে এ নিয়ে বেলফাস্টের উইণ্ডসোর পার্কে কোন উৎসব হয়নি। কিন্তু খুব খুশি হন ম্যানেজার বিংহাম। তাঁর ধারণা তাঁর দেশ আশানুরূপ খেলবে।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এর আগে দুবার খেলেছে। ম্যানেজার ঃ বিলি বিংহাম (৫৪)। অধিনায়ক ঃ স্যামি ম্যাকলরয়। লক্ষ্য রাখতে হবে জেনিংস, আর্মস্ট্রং, ম্যাকলরয় ও হোয়াইট সাইডের প্রতি।

বেলজিয়াম ৮২-র চাইতে ভাল খেলতে মেক্সিকো যাচ্ছে

জার্সি—সাদা

বিশ্বের ফুটবল আন্দোলন সংগঠনে বেলজিয়াম অন্যতম পথিকৃৎ দেশ হলেও ফুট-বলে তাদের সাফল্য বলতে ১৯২০র এন্টোয়ার্প ওলিম্পিক্সে সোনা।

অথচ বেলজিয়ম ফুটবল ইউনিয়ন ফিফা-র অন্যতম প্রতিষ্ঠা সদস্য। আর বেলজিয়ম অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ১৮৯৫ সালে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ১৯৭২য় ছিল তৃতীয়, ১৯৮০তে রানার্স। গতবার স্পেন বিশ্ব কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে হারিয়েছিল ১৯৭৮-এর চ্যাম্পিয়ন আর্জেণ্টিনাকে। কিন্তু তার আগের পাঁচটি বিশ্ব কাপে কেবল একটি খেলায় জিতেছিল। সেটি ১৯৭০-এ ব্রাজিলে এল সাল-ভেডরের সঙ্গে। কিন্তু গতবার শুরুটা চমৎকার ছিল। প্রথম রাউণ্ডে গ্রুপ-৩-এ আর্জেন্টিনা হাঙ্গেরি ও এল সালভেডরের সঙ্গে খেলে শীর্ষস্থান পায়। তবে দ্বিতীয় রাউণ্ডে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গ্রুপে স্থান হয় সর্বনিম্নে। বেলজিয়ম একটিও জেতেনি দ্বিতীয় রাউণ্ডে।

বেলজিয়মকে ফুটবলে এগিয়ে নেওয়ার সব কৃতিত্ব ম্যানেজার গুই থাইস-এর। ১৯৭৬-এ দায়িত্ব পাওয়ার পর ৭৮-এর বিশ্ব কাপের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। কিন্তু হল্যাণ্ড ঐ স্বপ্ন সফল হতে দেয়নি। তরুণদের নিয়ে তিনি দল গঠনে মনো-নিবেশ করেন। ১৯৮২-র বিশ্ব কাপে বেলজিয়মের দ্বিতীয় রাউণ্ডে গমন তারই প্রয়াসের ফল। মিউস, গেরেটস, রেনকুইন, কুলেমানস, ভানডেনবার্গ—সকলেই থাইসের শিষ্য। কিন্তু বেলজিয়ান ফুটবলে 'কালো দিন' থাইসের সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দেয় ১৯৮৪তে। স্ট্যাণ্ডার্ড লিগে ওয়াটারশি ক্লাবের খেলোয়াড়দের ঘুষ দেওয়ার জন্য দায়ী হলেন গেরেটস, মিউস, প্লেসার্স, ভানডারমিশেন প্রমুখ। ১৯৮১/৮২-র সিজনে ঐ ঘুষ দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে। ওটি ধরা পড়ে '৮৪তে।

কিন্তু থাইসের প্রচেষ্টায় সব মিটল। না, আর কিছু দ্বারা নয়, জাতীয় দলকে সাফল্য দিতে হবে।

মেক্সিকোর জন্য যোগ্যতা অর্জনের খেলায় জয়-৩, ড্র-২ ও পরাজয়-১ গ্রুপ শীর্ষে স্থান দিতে পারল না। বেলজিয়ম হল রানার্স। তাই ৫ নম্বর গ্রুপের রানার্স নেদারল্যাণ্ডসের সঙ্গে খেলা পড়ল। প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ম জিতল ১-০, কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে হারল ২-১-এ। গোলের হিসাবে বেলজিয়ম যোগ্যতা পেল।

বিশ্ব কাপে থাইসের এটি শেষ ম্যানেজারশিপ। তাই তিনি অনেক শক্তিশালী দল গড়েছেন মেক্সিকোর জন্য। মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে ও ইরাকের সঙ্গে তারা অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রুপে থাকলেও পরবর্তী রাউণ্ডে তো যুঝতে হবে! বেলজিয়ম এর আগে ছটি বিশ্ব কাপে খেলেছে। ম্যানেজার ঃ গুই থাইস (৬৩)। অধিনায়ক ঃ ফ্রাঙ্ক ভেরকুটেরন। নজর রাখতে হবে ভেরকুটেরন, কুলেমানস, গেরেটস ও স্কিফোর দিকে।

কানাডা কি একটিও গোল পাবে!

জার্সি—লাল

বিশ্ব কাপ ফুটবল যেন ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার কুক্ষিগত না থাকে। ফুটবল যাতে প্রসারিত হয়, তাই নানা গ্রুপ ভাগ করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের

দেশকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে ফিফা। এ অবশ্যই ফিফার গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ, পরিচয় তার উদারতার। এর খারাপ দিকও আছে। এর দরুনই ইউরোপের অনেক অগ্রণী দেশ বিশ্ব কাপে খেলতে পারছে না। যথা ঃ নেদারল্যান্ডস, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী। লাতিন আমেরিকার পেরু, চিলিও সর্বদা সুযোগ পায় না। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে এবার কানাডার মতো দেশ, যারা ফুটবলে হয়তো উন্নতদের চাইতে শতবর্ষ পিছনে।

আমার ধারণা ভারত, বাংলাদেশের সঙ্গেও কানাডা বড় ব্যবধানে হারবে।

যে কানাডায় একটি লিগ টুর্ণামেণ্ট চলে না, তারা যাচ্ছে এবার বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনাল রাউণ্ডে! নর্থ আমেরিকান সকার লিগ (এন. এ. এস. এল.) নিয়ে সারা পৃথিবীতে ঠাট্টা। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড়দেরই এরা সুযোগ দিতে পারে না। তেমন ব্যবস্থাও নেই। তাই এই দুই দেশে খেলোয়াড় তৈরি হয়নি। কানাডা যাদের নিয়ে বিশ্ব কাপে যাবে, তাদের সকলেই এন. এ. এস. এল. ক্লাবগুলির। তবে একথা ঠিক ১৯৭১-এ কানাডা একটি জাতীয় দল গড়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল। এবার যে তারা বিশ্ব কাপে পেঁছিল, তার মূলে জন ম্যাক-মোহন, ফ্রাঙ্ক পাইক প্রমুখ।

কানাডার জন্য বাজির দর ১০০০-১। কেউ কেউ এমনও বাজি ধরেছেন—তারা একটিও গোল করতে পারবে না। এদের যত খাটোই করা হোক, বড় ধরনের ফুটবলের অভিজ্ঞতা দলের কয়েকজনের আছে। যেমন ব্রুস উইলসন, বব লেনার ডুন্ডিজ, ইয়ান ব্রিজ, গেবি গ্রে, ব্যান্ডি রাগান, কার্ল ভ্যালেনটাইন। অনেকেই বড় বড় ম্যানেজারের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এঁদের সুবিধা—এঁরা অধিকাংশ সময় মেক্সিকোতেই খেলেন। স্বদেশে ফুটবল পরিবেশ না থাকায় ওঁরা মেক্সিকোতেই বেশি সময় কাটান। মেক্সিকোর আবহাওয়ার সঙ্গে কানাডিয়ানরা যতই রপ্ত হোন, প্রতিকূলতাও কম নেই। কানাডা এমনই দেশ—যেখানে জাতীয় পর্যায়ে লিগ নেই। কোন প্রফেশনাল ক্লাব টিম নেই। তাই অধিকাংশ কানাডীয় দল মার্কিন দেশে মেজর ইনডোর সকার লিগে (এম. আই. এস. এল.) খেলে। বিশ্ব কাপের জন্য এদের কাউকে পাওয়া যায়নি। কানাডার দুই ফুটবল কর্তা টনি ওয়েটার্স ও লেস উইলসন ভীষণ চিন্তায় পড়েন যখন এম. আই. এস. এল. ক্লাবগুলো বলে, কানাডার বিশ্ব কাপ পরিকল্পনায় আমেরিকার কোন মাথাব্যথা নেই। অর্থাৎ বিশ্ব কাপের জন্য কানাডার প্রস্তুতি সম্ভব নয়। অনেক অনুরোধের পর যা জানা গেল, মোটা-মুটি সব খেলোয়াড় একত্রিত হতে পারেন বিশ্ব কাপ খেলার সপ্তাহ দুয়েক আগে। মিনেসোটা স্ট্রাইকার্স ক্লাব জানাল, তারা গোলরক্ষক টিনো লেট্টিরিকে মের মাঝা-মাঝির আগে ছাড়তে পারবে না, এম. আই. এস. এল. সিজন চলার দরুন। কলিন মিলার ও টেরি মুরের অন্য সমস্যা। তাঁরা খেলেন ইউরোপের টিমে।

কানাডার আরও সমস্যা—কানাডার খেলোয়াড়দের অধিকাংশই কানাডীয় নন। তাঁদের জন্ম বিশ্বের অন্যত্র। কানাডায় তাঁরা মানুষ হয়েছেন মাত্র। তবে

খেলা শিখেছেন ওন্টারিও, আলবার্টা অথবা ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়। তবুও কনক্যাকাফ গ্রুপের ১৪টি দেশের মধ্য থেকে তাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছে।

এদেশের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই এমন নয়। ১৯৭৫-এ বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির সঙ্গে ১-১ করেছিল, টরোণ্টোয় হাঙ্গেরির কাছে হারে ৪-১ এবং ১৯৭৫-এ মণ্ট্রিয়লে ৩-২। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ২-১ হারে ১৯৭৬ ওলিম্পিক্সে।

অদূর ভবিষ্যতে কানাডায় ফুটবলের (সকার) উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। আইস হকি, বেসবল ও আমেরিকান ফুটবলের (হাতে খেলা হয়) পরেই স্থান সকারের। সকার ওরা দেখতে ভালবাসেন, খেলতে নয়। কানাডা বিশ্ব কাপে যোগ্যতা পেয়েছে শুনে কারুর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। ব্রুস উইলসন, ববি লেনার-ডুজ্জ বিশ্ব কাপ দলের; কিন্তু কেউ যেন তাদের নাম শোনেননি। তবে জুনে মেক্সিকোয় বিশ্ব কাপ চলাকালে হয়তো এই অনীহা কেটে যাবে। ঐ সময় কেবল দুটি বিদেশী রাষ্ট্র দূরদর্শনে সব খেলা সরাসরি দেখাবে, কানাডা তার অন্যতম।

কানাডা আগে কখনও বিশ্ব কাপে খেলেনি।

ম্যানেজার: টনি ওয়েটার্স (৪৯)। অধিনায়ক: ব্রুস উইলসন। লক্ষ্য রাখতে হবে উইলসন, সোগোটা, ডোলান ও ভ্যালেনটাইনের দিকে।

পশ্চিম জার্মানরা যে কোন মুহূর্তে সফল হয়

জার্সি—সাদা/কালো

কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে পোর্তুগালের কাছে ১-০ পরাজয় শুধু নয়, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সুইডেনের সঙ্গে ড্র (২-২) ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়েরের পশ্চিম জার্মানীর কাছে সুখকর নয়। ম্যানেজার বেকেনবাউয়েরের ঘন ঘন পরীক্ষা-নিরীক্ষাই নাকি এজন্য দায়ী। জার্মানীর বড় ক্লাবগুলির ম্যানেজারদের মুখ বন্ধ হয়েছে সম্প্রতি ৮২-র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারাবার পর। ১৯৮৪-তে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জার্মানীর পরাজয়ের পর দেখি সমগ্র দেশ জুড়ে বিক্ষোভ। জুবা ডারওয়েলকে তখনই ম্যানেজারশিপ থেকে বিদায় নিতে হয়। কোচেস লাইসেন্স-হীন বেকেনবাউয়ার হন ম্যানেজার। তার আগে তিনি অন্যতম 'বুণ্ডেসট্রেনার'। জার্মানীর সবচেয়ে কৃতি ফুটবলার—১০৩টি আন্তর্জাতিক খেলার রেকর্ড নিয়ে। সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশ্ব কাপ, ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, ইউরোপীয়ান কাপ, কাপ উইনার্স কাপ, ওয়ার্ল্ড ক্লাব কাপ ইত্যাদি জেতায়।

জার্মান জাতীয় দল থেকে এই বেকেনবাউয়েরের অবসরের পর (যখন নিউইয়র্ক কসমসে) এ পর্যন্ত তারা ১৬ জন লিবেরোকে (সুইপার) চেষ্টা করেছে। কিন্তু মিডফিল্ডে কেউই কার্যকর হননি। দল যখন প্রচণ্ড চাপের মুখে, তখন একজন বেকেনবাউয়ের বা তাঁর ছায়াকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তৈরি হননি একজন জেনারেল বা নেতা যিনি বাহিনীকে জয়ের পথে নিয়ে যাবেন।

বোরুশিয়া মনশেন গ্লাডবাখ এর উইলফ্রেড হানস-কে দিয়ে এই প্রয়াস হয়েছে।

হামবুর্গের ফেলিক্স মগথ মিডফিল্ডে পরিকল্পনা রচনা করেন, তবে খুব সফল নন। তবে মেক্সিকোর উচ্চতায় মগথ সফল হতে পারেন।

তবে জার্মানদের মধ্যে একটি বিষয় দেখা গিয়েছে—ওরা খেলা চলতে চলতেই নিজেদের উন্নত করে তোলে। পঞ্চাশের দশকে তো শেপ হারবার্জার বা সত্তরের দশকে হেলমুট শ্যোনের কালেও দেখা গিয়েছে শুরুতে তাঁরা দলের মধ্যে বিশ্ব কাপ জয়ের আশা দেখেননি। প্রতিযোগিতার শুরুতে দল তেমন তৈরি ছিল না। ১৯৭২-এ জার্মানীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দলও ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালের আগে তেমন আভাস দিতে পারেনি তারাই চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে। তবে এটা ঘটনা ১৯৫৪য় এবং কুড়ি বছর পরে ১৯৭৪-এ তাদের অনেক তারকা ছিলেন। ১৯৫৪য় ছিলেন ফ্রিজ ওয়াল্টার, হেলমুট রান, ওয়ার্নার লিবরিশ, ম্যাক্স মরলক, হান্স শেফার প্রমুখ। ১৯৭৪-এ বেয়ার্ন মিউনিকের ছজন। যথা বেকেনবাউয়ের, বার্টি ফোগটস, পল ব্রেটনার, উলফগ্যাং ওভারাথ, জার্ড মুলার। দু বছর আগে ছিলেন গুন্টার নেৎজার। এখন আছেন কার্ল হাইনজ রুমেনিগে। অধিনায়ক রুমেনিগে—যিনি দু বছর আগে দুবার 'ইউরোপীয়ান ফুটবলার অভ দ্য ইয়ার' হন, সেই উৎকর্ষতা আজ নেই। পিটার ব্রিজেল মেক্সিকোর নানা সমস্যার সঙ্গে মানাতে পারবেন না। শুমাশার নির্ভরশীল গোলে। কিন্তু লিটবারস্কির মেজাজ শান্ত না থাকলে বা ভোলার হার্নিয়া অপারেশনের পর পূর্ণ সুস্থ না হলে সমস্যা বাড়বে। এক্ষেত্রে তরুণদের ওপর বেকেনবাউয়েরকে নির্ভর করতে হবে।

তাদের গ্রুপ যত শক্তই হোক দ্বিতীয় রাউণ্ড বেকেনবাউয়ের বাহিনী যাবেই। এবং তারপর যদি উন্নত হতে থাকে, আরও ভাল ফল করবে। বেকেনবাউয়ের শেষ মুহূর্তে প্রবীণ শুস্টারকে দলে নিয়েছেন, ইতালির ক্লাবগুলি থেকে জার্মানদের ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাতে দলের একতা বাড়বে কি? রুমেনিগেই তো মাঝে মাঝে তর্ক করছেন! এ জন্যই কি ম্যানেজার 'কাইজার' ফ্রাঞ্জ বলেছেন—আমরা সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারি?

এবার কিন্তু কোন দেশই অসাধারণ নয়। তাই যত খারাপই হোক পশ্চিম জার্মান দল—তারা যে কোন সময়ে জ্বলে উঠতে পারে।

পশ্চিম জার্মানী ১০ বার বিশ্ব কাপের ফাইনালে খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন ১৯৫৪, ১৯৭৪। ফাইনালিস্ট ১৯৬৬, ১৯৮২। সেমিফাইনালিস্ট ১৯৩৪, ১৯৫৮, ১৯৭০।

ম্যানেজার ঃ ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ের (৪০)। অধিনায়ক ঃ কার্ল হাইনজ রুমেনিগে। লক্ষ্য রাখার মতো খেলোয়াড় রুমেনিগে, লিটবারস্কি, ব্রিজেল।

দক্ষিণ কোরিয়া ভাল খেলা দেখাবে

জার্সি—লাল

কোরিয়রা ইতঃপূর্বে দুবার বিশ্ব কাপ ফাইনালে অংশ নিয়েছে। ১৯৫৪য় সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ব কাপে খেলে দক্ষিণ কোরিয়া। কিন্তু দুটি খেলাতেই শোচনীয়

ভাবে হারে। হাঙ্গেরি হারায় ৯-০ গোলে এবং তুরস্ক ৭-০ গোলে। ১৯৬৬তে ইংল্যান্ডের বিশ্ব কাপে উত্তর কোরিয়া প্রথম রাউণ্ডে লিগের খেলায় গ্রুপ-৪-এ রানার্স হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যায়। এই গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। তৃতীয় ও চতুর্থ যথাক্রমে ইতালি ও চিলি। উত্তর কোরিয়ার কাছে ইতালি হারে ১-০ গোলে। চিলি ঃ উত্তর কোরিয়ার ফল ছিল ১-১। উত্তর কোরিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে ৫-৩ হারে প্োর্তুগালের কাছে।

বিশ্ব কাপে এই হল কোরিয় ফুটবলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ২০ বছর আগে উত্তর কোরিয়রা উজ্জ্বল ধারণা নিয়েই দেশে ফিরেছিল। ম্যানেজার কিম জুং-নাম বলেছেন ১৯৫৪র কালিমা আমরা মুছে দেবই মেক্সিকোয়। কোরিয়া বা এশিয়র ফুটবল সম্পর্কে বিশ্ববাসীর যাতে মানসিকতার বদল হয়, আমার ছেলেরা তেমন ফুটবলই খেলবে—যদিও আমাদের অনেক দুর্বলতা আছে।

কিম বলেছেন, আমাদের গ্রুপে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি, রয়েছে শক্তিশালী আর্জেণ্টিনা এবং বালগেরিয়া। ওরা প্রত্যেকেই ফুটবলে অনেক এগিয়ে। কিন্তু আমার ছেলেরা সহজে হারবে না।

দক্ষিণ কোরিয়া যোগ্যতা অর্জনের খেলায় সাব-গ্রুপ-'৩এ' তে মালেশিয়া ও নেপালের সঙ্গে ৪টি খেলার ৩টিতে জিতে দ্বিতীয় রাউণ্ডে যায়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়াকে ২-০ ও ৪-১-এ হারায়। তৃতীয় রাউণ্ডে জাপানকে হারায় ২-১ ও ১-০য়। এশিয়া থেকে আর যোগ্যতা অর্জন করে ইরাক।

মেক্সিকোর প্রস্তুতি হিসাবে কিম জুং-নাম জাতীয় দলকে প্রথমেই নেন মেক্সিকোয় উদ্যোক্তা দেশের সঙ্গে খেলতে। কোরিয়া ২-১-এ হারল। হারল হাঙ্গেরির কাছে ১-০, ১-১ করল স্থানীয় আটলাণ্টা ক্লাবের সঙ্গে। কিন্তু ২-০য় জিতল আলজিরিয়ার বিপক্ষে।

এই খেলাগুলিকে কোরিয়দের সাহস বাড়াল বিশ্ব কাপে খেলার। কিন্তু কিম দেখলেন শারীরিক দিক থেকে এশীয়রা কত পিছিয়ে। বুঝলেন ট্যাকলিং-এ আরও শক্ত হতে হবে। ৮৬র শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়া গেল ইউরোপ সফরে। ব্রাসেলসের আণ্ড্রেলেশট কোরিয়দের ২-০ পিছিয়ে দেয় শুরুতে। কিন্তু কোরিয়রা পিছন থেকে ধরে ফেলে জেতে ৩-২-এ। আণ্ড্রেলেশট ইউরোপের অন্যতম শক্তিধর শুধু নয়, এ বছর তারা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নস কাপে সেমিফাইনাস্টিও।

অনেকের ধারণা ১৯৮৩তে দক্ষিণ কোরিয়া প্রফেশনাল ফুটবল চালু করায় তারা উন্নত হয়েছে। কিন্তু জাপানে এখনও অ্যামেচার ফুটবল। আর এজন্যই মূলত ফিফা এশিয়া কনফেডারেশন থেকে দুটি দেশকে ফাইনালে যাওয়ার যোগ্যতা দিয়েছে।

তাই এশিয়ার দেশগুলি পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় কোরিয়া দুটি শক্তিশালী দেশকে এড়াতে পেরেছে। অস্ট্রেলিয়া রয়েছে ওশিনিয়া গ্রুপে। পৃথক গ্রুপ আরব অঞ্চলের দেশগুলি নিয়ে। কোরিয়রা এতদিন

বাদ পড়ত ওদের কাছে হেরে।

কোরিয়া ফুটবল খেলছে প্রায় ৭৫ বছর ধরে। তারা ফিফার সদস্য হয়েছে ১৯৪৮-এ। ১৯৫০-৫৩ কোরিয় যুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়া ফুটবলে বেশি দৃষ্টি দেয়। তবে সাফল্য যা, তা এশিয়ার ঐ অঞ্চলে। ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপের যোগ্যতা অর্জনে অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্লে-অফে হারে। ১৯৭৮-এ হারে প্লে-অফ গ্রুপে ইরানের কাছে। ১৯৮২তে কুয়েত হারায় যোগ্যতা অর্জনের খেলায়।

এবারও যোগ্যতা অর্জনের খেলায় পেশাদাররা নেপালের সঙ্গে ২-০ জিতলেও খুশির খেলা হয়নি। তারপর হারল মালেশিয়ার কাছে। ম্যানেজার মুং চোং-শিক সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে পদত্যাগ করলেন। তারপর দায়িত্ব পড়ল কিম জুং-নামের ওপর। দায়িত্ব পেয়েই বিশ্ব কাপের পরবর্তী খেলাগুলির জন্য দলকে শক্ত করতে নজর দেন। ডাকলেন প্রবীণ অভিজ্ঞদের। প্রবীণ পার্ক চ্যাং-সুনকে। তাঁকেই অধিনায়ক করলেন। বেশ ভাল ফল হল পরবর্তী দুটি খেলায়। ইন্দোনেশিয়ায় প্রেসিডেণ্ট কাপে দক্ষিণ কোরিয়া দুটি দল ছিল ওয়ার্ল্ড কাপ ও ওলিম্পিক দল। এই দুটি দলই ফাইনালে গেল। প্রফেশনালরা জিতল ১-০য়।

মেক্সিকো যাত্রার আগে ম্যানেজার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা দলকে সুগঠিত করেছেন। বেছেছেন অনেককে। নতুনদের যেমন 'বুলেট' বুন বুং-জু, তেমনি ওলিম্পিক দলের কিম জু-সুং, কো মিন-কুক। কিম জু-সুং জাপানের বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচেই গোল করেছিলেন।

ম্যানেজার সবশেষে বলেছেন, আমার বিশ্বাস আমার ছেলেরা মেক্সিকোয় নিজেদের হাস্যাস্পদ করবে না। গরিমা নিয়েই দেশে ফিরবে।

দক্ষিণ কোরিয়া এর আগে একবার বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে খেলেছে।

ম্যানেজার ঃ কিম জুং-লাম। অধিনায়ক ঃ পার্ক চ্যাং-সুন। নজর রাখতে হবে চা বুম-কিউন, কিম জং-বু ও চোই সুন-হোর দিকে।

মরক্কো আলো দেখাতে চায় আফ্রিকাকে

জার্সি—লাল

১৯৭০-এ মেক্সিকো বিশ্ব কাপে মরক্কোর আগমন অবিশাস্যভাবে। যোগ্যতা অর্জনের খেলায় টিউনিসিয়ার সঙ্গে অতিরিক্ত সময়েও মীমাংসা (২-২) না হওয়ায় লটারিতে তারা জিতে তৃতীয় রাউণ্ডে যায়। তৃতীয় রাউণ্ডে চারটি খেলায় পাঁচ পয়েণ্ট পেয়ে হয় চ্যাম্পিয়ন ও ফাইনাল রাউণ্ডে পেঁছয়। মেক্সিকোয় প্রথম রাউণ্ডে (বা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে) গ্রুপ-৪-এ পশ্চিম জার্মানী, বালগেরিয়া ও পেরুর সঙ্গে স্থান হয় চতুর্থ। তারা পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ১-০ এগিয়ে থেকে ২-১ হারে। ইদ্রিস বামাউসের নেতৃত্বে ওরা ড্র করে বালগেরিয়ার সঙ্গে (১-১)। কিন্তু পেরুর কাছে ৩-০ হারে। তখন এদের ম্যানেজার যুগোশ্লাভিয়ার প্রাক্তন গোলরক্ষক

ব্লাগোলেভ ভিদিনিচ। বিশ্ব কাপে স্বাধীন আফ্রিকার প্রথম প্রতিনিধি ছিল মরক্কো।

মরক্কো তারপর বাইরের কোন বড় প্রতিযোগিতায় কার্যত প্রতিনিধিত্ব করেনি। ১৯৮২র বিশ্ব কাপে যোগ্যতা পায়নি। খেলেছে যা তা আফ্রিকার ন্যাশনাল কাপে। ১৯৮৫ সালে মরক্কোর সাফল্য ফুটবলে। তবে এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ-দাতা মূলত দুই অ্যাথলিট—সৈদ আউইতা এবং নওয়ান এল মৌতাওয়াকিল। ১৯৮৪তে লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিক্স থেকে পদক জিতে জাতীয় সম্মান পেলেন। ফুটবল দলও লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী ও ব্রাজিলের কাছে হারে।

হালফিলে মরক্কোর ফুটবলে নবজীবন এনেছেন ব্রাজিলীয় ম্যানেজার জোসে ফারিয়া। তিনি ফার ক্লাবেরও ম্যানেজার। ব্যাথলিক জোসে ধর্মান্তরিত হয়ে নাম নিয়েছেন মেহ্দি বেন ফারিয়া। মরক্কোর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে তিনি ঐ সিদ্ধান্ত নেন।

মেক্সিকোয় তাঁর প্রধান অস্ত্র স্ট্রাইকার ক্রিমাউ এবং আজিজ বাউদেবালা। তবে সম্প্রতি দারুণ খেলেছেন তরুণ জাকি, হাদাউই, টিমৌমি প্রমুখ। বয়সীদের মধ্যে আছেন দ্রলমি ও বৌহিআউই। অধিনায়ক ও গোলরক্ষক জাকি বাদৌ বিশ্বমানের। অসংখ্যবার তিনি দলকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। ডিফেণ্ডার বৌহিআউই-এর তুলনা নেই। মিডফিল্ডার ডলমি সর্বত্র উপযোগী। তবে স্কিমার টিমৌমি সবার ওপরে। তবে তার আঘাত মরক্কোকে চিন্তায় রেখেছে।

অবশ্য রিজার্ভে অনেক প্রতিভাবান তরুণ আছেন। ফারিয়ার ধারণা, মেক্সিকোয় ওদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রয়োজনে ফ্রান্সে ক্রীড়ারত মরক্কোর প্রফেশ-নালদের ডাকতে পারেন। তবে আফ্রিকার অন্য দেশ আলজিরিয়ার মতো বেশি ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ তো মরক্কোর নেই।

মরক্কো ইতঃপূর্বে একবারই বিশ্ব কাপে খেলেছে।

ম্যানেজার ঃ মেহ্দি বেন (জোসে) ফারিয়া (৫২)। অধিনায়ক ঃ জাকি বাদৌ। দেখতে হবে জাকি, টিমৌমি ও ক্রিমাউ-এর খেলা।

আশানিরাশার মাঝে আলজিরিয়া

জার্সি—সবুজ/সাদা/লাল

তেমন পরীক্ষিত হয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আফ্রিকার দ্বিতীয় দেশ বা দল আলজিরিয়া ৮৬-র মুণ্ডিয়লে যাচ্ছে না। যোগ্যতা অর্জনের খেলাতে আলজিরিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে যায় ওয়াক-ওভার পেয়ে। দ্বিতীয় রাউণ্ডের আঙ্গোলার সঙ্গে করে ০-০ ও ৩-২। তৃতীয় রাউণ্ডে জাম্বিয়ার সঙ্গে জেতে ২-০ ও ১-০য়। এবং চতুর্থ রাউণ্ডে টিউনিসিয়াকে হারায় ৪-১ ও ৩-০য়।

শেষ দিকে গোলের ব্যবধান বাড়ালেও ম্যানেজার রাবাহ্ সাদানের ধারণা,

আলজিরিয়া এবার হতাশ করতে পারে ফাইনাল রাউণ্ডে, আশাও দেখাতে পারে। তবে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬, চার বছরের ব্যবধানে আলজিরিয়া যে পিছিয়ে পড়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ১৯৮২র তারকাদের কয়েকজন এবারও দলে রইলেও, তাদের সে ধার নেই।

স্পেনে তারা প্রথম খেলায় পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ২-১ জয়ী হয়। অথচ ঐ জার্মানী ফাইনালিষ্ট ছিল। ৫২ মিনিটে মাদজের ১-০ করেন, ৬৭ মিনিটে রুমে-নিগে সমতা আনেন (১-১)। এক মিনিটের মধ্যে বেলুমি আবার এগিয়ে দেন ২-১। দ্বিতীয় খেলায় তারা অস্ট্রিয়ার কাছে ২-০ হারে। কিন্তু শেষ খেলায় চিলিকে ৩-২ পরাস্ত করে। পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও আলজিরিয়া তিন দলেরই তিনটি খেলায় ৫ পয়েণ্ট হয়। কিন্তু গোলের হিসাবে প্রথম দুই দেশ পশ্চিম জার্মানী ও অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে যায়।

মাহেদিন খালেফ-এর ম্যানেজারশিপে ও আলি ফারগানির নেতৃত্বে দলকে জীবন্ত করে দেন বেলুমি, মাদজের, আসাদ ও অন্যরা। টেলিভিশনে গতবারের খেলা দেশময় সে কি উল্লাস!

চার বছর পর আলজিরিয়ার ফুটবলে এখন অন্য চিত্র। খালেফ আর প্রশিক্ষক নন। ছেড়ে দেওয়ার পর আবার তাঁকে ডাকা হয়েছিল। তারপর আবার চলে যান চ্যাম্পিয়ন জেট ক্লাবে। ১৯৮৪র শেষে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে আসেন সাদানে।

ফুটবল প্রশাসক হিসাবে সাদানের নামডাক আছে। আলজিরিয়াকে মেক্সিকোর জন্য যোগ্য করে তুলেছেন তিনি। কিন্তু সমস্যা অনেক। কয়েকজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় রয়েছেন ইউরোপে। মেক্সিকোয় খাপখায়ানোর ম্যাচে আলজিরিয়া হতাশ করেছে মেক্সিকো, হাঙ্গেরি ও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে। মার্চে আফ্রিকান নেশনস কাপে অবশ্য তারা কিছু ভাল ফল করে। এর মাঝে আবার খালেফের নাম ওঠে।

আলজিরিয় ফুটবলে এক ঝাঁক নতুন তারকা এসেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য- ডিফেণ্ডার আবদেলহামিদ সাদমি, ফডিল মেঘারিয়া, ফাওজি বেনখালিডে, মৌরাদ বেলহাডজ ও ১৮ বছরের হাকিম মেডানে। এদের আত্মবিশ্বাস কম দেখে সাদানে প্রবীণদেরও দলে রেখেছেন। ৮২-র রক্ষণকেন্দ্র চাবানে মেরজেকেন ও ফারগানিকে ডেকেছেন। মেক্সিকো যাওয়ার আগে বিদেশ থেকে ৭জন আলজিরিয় প্রফেশনালকে এনেছেন। তাঁদের নিয়ে জাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ জেতেও। ঐ দলে স্বদেশে বসবাসকারীদের ভেতর থেকে রাখেন কেবল গোলরক্ষক নাসেরেডাইন ড্রিড, মিড-ফিল্ডার মহম্মদ কাটি-সাইদ ও সেণ্টার ফরওয়ার্ড জামাল মেনাডকে।

নেশনস কাপেও এই দলের সঙ্গে স্থানীয় দুজন—মেঘারিয়া ও বেংকহালিডিকে নিয়ে নাইজিরিয়ায় ১-০ জিতেছে ২০০০ ফুট উচ্চতায়। এসবই মেক্সিকোর প্রস্তুতি। আলজিরিয়া একবারই বিশ্ব কাপে খেলেছে।

ম্যানেজার : রাবাহ্ সাদানে (৪১) অধিনায়ক : লাখডর বেলুমি। লক্ষ্য রাখতে হবে বেলুমি ও মাদজের-এর প্রতি।

আরব-শ্রেষ্ঠ ইরাক এবার বিশ্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায়

জার্সি—সবুজ/সাদা

চীনের কোন কোন শহরে দেখা যায় টেবল নেই, অথচ টেবল টেনিস খেলা চলছে। পাঁচিলে চক দিয়ে দাগ কেটে একাকীই প্র্যাকটিস করছেন তরুণ-তরুণী বা কিশোর-কিশোরীরা। স্কুল-কলেজ থেকে ফিরছেন ওঁরা, কিংবা কলকারখানা থেকে। পাঁচিলে খালি ১০/১৫ মিনিট প্র্যাকটিস করলেন ওঁরা ব্যাগ থেকে ব্যাট আর পিং পং বল বের করে। বল মারছেন ওরা পাঁচিলের গায়ে। লেগে ফিরতেই তাতে রিটার্ন মারছেন। টেবল টেনিস এমনই জনপ্রিয় ওদেশে। জানি না চীনে টেবল টেনিস এক নম্বর খেলা কিনা! অনেকে বলেন, খেলার রাজা হল মাউন্টোনিয়ারিং। আরব দেশ ইরাক নিশ্চয়ই তা মানে না। তাদের দেশে সব খেলার সেরা বাঙালীর ফুটবলের মতো ফুটবলই। কোথাও খালি জমি পড়ে থাকলেই দেখা যাবে বাচ্চারা ফুটবল খেলছে।

দারুণ নজির দিয়েছেন ইংরাজ সাংবাদিকরা। কয়েক মাস আগের ঘটনা। ইরাক-ইরান যুদ্ধক্ষেত্রের ১৫ মাইল দূরে বসরার কাছে হঠাৎ একটি কামানের গোলা পড়ল। কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। তা প্রায় এক ঘণ্টা কাটল। কিশোররা মাতল ফুটবলে।

ইরাক যেদিন যোগ্যতা পেল মেক্সিকোর জন্য, বাগদাদের রাজপথে সেদিন উল্লাস। সারা শহর আনন্দে অবগাহন করছে। সহস্র সহস্র বন্দুকের গুলিতে মুখরিত হয়েছে বাগদাদ। মেক্সিকোয় ইরাক যদি ভাল খেলে ইরাকের জনসাধারণ কী ধরনের উৎসব করবে কল্পনা করা যায় না! ফিফার নিয়মানুযায়ী বিশ্ব কাপে অংশ গ্রহণকারী দেশে ম্যাচ নিতে হয়। সব খেলাই যে হোম ও আওয়ে পদ্ধতিতে। কিন্তু ইরাক-ইরান যুদ্ধের দরুন ফিফা বাগদাদে কোন খেলা দেননি। তাই জর্ডান, কাতার, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস (ইউ এ ই) ও সিরিয়া—প্রত্যেকের সঙ্গে খেলতে হয়েছে বিদেশের মাটিতে।

স্পার্স-এর প্রাক্তন ম্যানেজার কিথ বারকিনশ বলেছিলেন, গালফ অঞ্চলে ইরাকের চাইতে ভাল ফুটবল দেশ নেই। এশিয়ার বিভিন্ন টুর্নামেণ্টের দিকে নজর রাখলেই একথা বোঝা যায়। সম্প্রতি আরব গেমসের ফাইনালে তারা হারায় মরক্কোকে। জিতেছে কানাডার জাতীয় একাদশের বিরুদ্ধেও ৬-২ গোলে। ব্রাজিলীয় কোচ এডুয়ার্ডো আণ্টুরেস কইমলোয়ার (এডু) তত্ত্বাবধানে আহামরি কিছু না করলেও খুব লজ্জাও দেবে না—জানালেন বারকিনশ।

তারা মিলিটারীদের মতো শৃংখলায় ফুটবল খেলে। ফুটবলের অনুশীলন করে জাতীয় দল এই ভাবেই। মেক্সিকোয় যাচ্ছে ওরা নিজেদের ওই ভাবে শাণিত করে, যাতে অন্যদের সঙ্গে যুঝতে অসুবিধা না হয়। এবং তারা জানে, তাদের প্রতি-পক্ষ মেক্সিকো, বেলজিয়াম ও প্যারাগুয়ে।

যোগ্যতা অর্জনের খেলার শুরু থেকে তারা যে গতিতে খেলেছে তা বজায়

রাখতে পারলে তাদের সবুজ/সাদা জার্সির গরিমা বাড়বে। ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি হুসেন ফাইনাল রাউন্ডের যোগ্যতার জন্য দিয়েছেন দলের প্রত্যেককে একটি বাড়ি ও গাড়ি, যদি দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে পারে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য থাকবে আরও বড় কোন পুরস্কার। মেক্সিকোয় পেঁছনর আগে ডেনমার্কের সঙ্গে ইরাক প্রথম ম্যাচে ২-০ হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ঠিক বিপরীত ফল করে। ড্যানিশ ম্যানেজার শেপ পিওনটেক ঐ খেলার পর বলেছেন, মেক্সিকোয় ভাল করতে ইরাককে অনেক খাটতে হবে। আরব দেশগুলির মধ্যে তাদের ফিটনেস সম্পর্কে উঁচু ধারণা আছে, কিন্তু আরও স্ট্যামিনা আরও শক্তি চাই। তাদের বড় দুর্বলতা গোলমুখের ব্যর্থতা। পিওনটেক কেবল হুসেন সাইদের প্রশংসা করেছেন। আরও নাম আছে। যেমন আহমেদ রাজি, আদনেন দারজালে, রাদ হমৌদি ইত্যাদি। ১৯৮২তে দিল্লির এশিয়ান গেমসে এরাই সোনা জেতে। তখন হারিয়েছিল এশিয়ার বিশ্ব কাপের (১৯৮২) দল কুয়েতকে। দু বছর পর ওলিম্পিক্সের যোগ্যতার জন্য হারায় দক্ষিণ কোরিয়াকে। লস অ্যাঞ্জেলেসে উদ্বোধনী ম্যাচে কানাডার সঙ্গে ড্র পরে ১-০ হারে ক্যামেরুনের কাছে। জিততে পারেনি পরের খেলায় যুগোশ্লাভিয়ার কাছেও।

ঐ সময় কোচ ম্যানেজার ছিল প্রাক্তন ইরাকী তারকা ফুটবলার আম্মু বাবা। ওলিম্পিক্সে শোচনীয় ফলের পর তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। একের পর এক কোচ আসতে থাকেন ও চলে যান। প্রেসিডেন্ট সাদাম হুসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদাই তখন ফুটবল প্রশাসনের পুরোধা। তিনি ব্রাজিল থেকে চারজনের একটি প্রশিক্ষক দল আনলেন জোর্গে ভিরিয়ার নেতৃত্বে।

১৯৪৮ এ যে দেশ ফিফার সদস্য হয় এবং যারা ১৯৬০ পর্যন্তও জানত না আন্তর্জাতিক ফুটবল কী, তারাই ১৯৭৪-এ বিশ্ব কাপের জন্য তৈরী হয়। ১৯৭৮-এ খেলেনি ইজরায়েলের অংশ গ্রহণের প্রতিবাদে। ১৯৮২তে হারে সৌদি আরবিয়ার কাছে।

ব্রাজিলীয় ম্যানেজার এডু (জিকোর বড়দা) ছিলেন ভিরিয়ার দলের অন্যতম কোচ। স্বল্প দিন তিনি ছিলেন ব্রাজিলে ফ্লেমেঙ্গোর দায়িত্বে। ইরাকে এসে প্রথম ভার নেন আল রশীদ ক্লাবের। ওরা গত ডিসেম্বরে আরব চ্যাম্পিয়নস কাপ জেতে। দেখা যাক এডু এখন কোন পথে নেন জাতীয় দলকে। বোঝা যাবে মাসে ২৫,০০০ ডলার দেওয়ার সার্থকতা কতটুকু।

ইরাক এর আগে বিশ্ব কাপে খেলেনি।

ম্যানেজার : এডু (৩৯)। অধিনায়ক : রাদ হামৌদি। দেখতে হবে হামৌদি, হুসেন সইদ ও রাদিকে।

বালগেরিয়া শেষ ১৬-র মধ্যে থাকতে চায়

জার্সি—সাদা/সবুজ

ইংল্যান্ড বিশ্ব কাপে (১৯৬৬) বালগেরিয়ার ডিফেন্ডার ইভান ভাৎসব এখন

দলের ম্যানেজার। বালগেরিয়া ওর আগের (১৯৬২ চিলি) বিশ্ব কাপেও খেলেছিল। খেলে ১৯৭০ ও ১৯৭৪-এও। কিন্তু কোনবারই ভাল ফল করেনি। ম্যানেজার ভাৎসব এবারও খুব আশাবাদী নন। বলেছেন, আমার দলে তারকা খেলোয়াড় নেই, তাই নির্ভর করব দলগত সংহতির ওপর। আমার ডিফেন্স ভাল, কিন্তু অ্যাটাক দুর্বল ; তবুও মনে হয় শেষ ১৬-র মধ্যে স্থান হবে।

ম্যানেজারের কন্তব্যেই স্পষ্ট বালগেরিয়া খুব ভাল কিছু করতে পারবে না। যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৮টি খেলায় তারা জেতে ৫টি, ড্র ১, হার ২। ইউরোপের গ্রুপ ৪-এর সম পয়েন্ট (১১) ফ্রান্স হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন। বালগেরিয়া যেমন একটি করে ম্যাচ হারে পূর্ব জার্মানী ও ফ্রান্সের কাছে, তেমনি ওদের হারায়ও একটি করে। অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জনে বালগেরিয়া মন্দ ফল করেনি। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের সঙ্গে ঐ ফল নিঃসন্দেহে আশার।

ম্যানেজার ভাৎসব মেক্সিকোর জন্য প্রস্তুত করতে ফুটবল ফেডারেশনকে যে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ফেডারেশন তা নিয়ে দেশনেতাদের সিদ্ধান্তও বদলাতে বাধ্য করেন।

ঘটনাটি জানাই। গত বছর বালগেরিয়া কাপ ফাইনালে সেনাদল সি এস কে এ এবং স্পার্তাক লেভস্কি প্রচণ্ড গণ্ডগোল করে। কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল ওর পরেই দেশের সেরা গোলরক্ষক বরিস্লার্ভ মিখাইলভকে সারাজীবনের জন্য সাসপেণ্ড করে। একই রকম শাস্তি দেওয়া হয় 'প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার' প্লামেন নিকলভকে। অন্য কয়েকজন পান স্বল্পকালীন শাস্তি। নিকলভ-এর শাস্তি কমানো যায়নি। কিন্তু ফুটবল ফেডারেশনের অনুরোধে মিখাইলভের ওপর থেকে ব্যান তুলে নেওয়া হয়। এবং তিনি মেক্সিকোর প্রস্তুতির জন্য তৎক্ষণাৎ ফুটবল শিবিরে চলে যান। তাঁর গোলকিপিং যোগ্যতা অর্জনের খেলাগুলিতে বালগেরিয়াকে যথেষ্ট সাহায্য করে। ভাৎসবের দূরদৃষ্টি সফল হল।

বালগেরিয়া খেলোয়াড়দের সকলেই অ্যামেচার। তবে জাতীয় দলের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনে প্রত্যেককে দীর্ঘকালীন সবেতন ছুটি দেওয়া হয়। তবে এখন স্থির হয়েছে ফুটবল জীবনের শেষ দিকে ঐ দেশের খেলোয়াড় বিদেশে ট্রান্সফার নিতে পারবেন, গ্রহণ করতে পারবেন অর্থও। ৩৩ বছর বয়সী চমৎকার সেন্টার ফরোয়ার্ড আন্দ্রেই জেলিয়োসকভ প্রথম বিদেশে (হল্যাণ্ডের ফেয়েনুর্ড) গিয়েছিলেন। সম্প্রতি এসেছেন ফ্রান্সের স্ট্রাসবরোয়। পেশাদার হওয়ায় তাঁকে মেক্সিকোগামী দলভুক্ত করার কথা ভাবা হয়নি। অবশ্য শেষ মুহূর্তে ভাৎসব আবার কোন অনুরোধ করবেন সেণ্ট্রাল কমিটির কাছে কে জানে ! তবে তিনি প্রবীণদের অভিজ্ঞতায় বেশি নির্ভর করেন।

বালগেরিয়া চারবার খেলেছে বিশ্ব কাপে।

এবার ম্যানেজার ঃ ইভান ভাৎসব (৪৫)। অধিনায়ক ঃ গিয়রগি ডিভিত্রভ। লক্ষ্য রাখতে হবে ডিমিএভ, আরাবভ, গৎশেভ, ইস্কেনভ-এর দিকে।

প্যারাগ্যুয়ে

জার্সি—লাল/সাদা/নীল

দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলে প্যারাগুয়েই একমাত্র দেশ, যেখানে পেশাদার ফুটবল থাকলেও খেলোয়াড়রা কার্যত আধা পেশাদার। কারণ দেশের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তারকা ফুটবলারদেরও মোটামুটি চাহিদা মেটানও সম্ভব হয় না। প্রতি বছরই দলে দলে প্যারাগুয়ের ফুটবলাররা বিদেশে চলে যান। আর্থিক অবস্থা এমন থাকলে এদেশ থেকে ফুটবলার রপ্তানী চলতেই থাকবে। ম্যানেজার কাইতানো রে—ও ২০ বছর ছিলেন স্পেনে।

বিশ্ব কাপে প্যারাগুয়ে বেশিদূর যেতে পারে না, তার প্রধান কারণ দেশের কুশলীরা বিদেশে চলে যান, এবং জাতীয় দলের জন্য ওদের সার্ভিস (খেলা) অনিশ্চিত। আর তাই ১৯৫৮র পর ওরা ফাইনাল রাউণ্ডে যেতে পারেনি।

এই এবার মেক্সিকোয় প্যারাগুয়ের যিনি তারকা, সেই জুলিও সিজার রোমেরো খেলেন ব্রাজিলের ক্লাবে। গোলরক্ষক ফার্ণাণ্ডেজ, লুনেস, ফেরিরা, কাবানাস এসেছেন কলম্বিয়া থেকে, ক্যানেটে মেক্সিকো থেকে। দলের এরা প্রধান শক্তি।

ম্যানেজার কাইতানো রে অবশ্য ১৫জনকে নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন ক্লাব থেকে। তিনি দলকে ৪-৩-৩ খেলাতে চান। অবশ্য তার জন্য মিডফিল্ড ও ফরওয়ার্ডের প্রত্যেকের কঠোর প্রশিক্ষণ দরকার। ত্রুটিগুলির সংশোধন দরকার। প্যারাগুয়ে সমর্থকরাও আশাবাদী—২৮ বছর পর তারা ফাইনালে ভাল ফল করবেই। রে বলেছেন, ওরা অ্যাটাকে মন দিয়েছে, প্রয়োজন ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। উপরন্তু তিনি 'টোটাল' ফুটবলে বিশ্বাসী। যোগ্যতা অর্জনের খেলাগুলিতে চেষ্টা করেছেন, দল যাতে তাঁর পরিকল্পনায় এগোয়।

কনমেবল গ্রুপ থেকে এবার চারটি দেশ খেলে যোগ্যতা অর্জন করাতেই প্যারাগুয়ের সুবিধা হল। কারণ এবার লাতিন আমেরিকার কোন দেশ সংগঠক নয়, গত চ্যাম্পিয়নও নয়, ফলে সরাসরি কেউই চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়নি। তারা গ্রুপ-৩-এ ব্রাজিল ও বলিভিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে যায় এবং কলম্বিয়ার সঙ্গে ৩-০ ও ১-২ ফল করে মেক্সিকোর ছাড়পত্র পায়। কিন্তু প্রথম রাউণ্ডে বলিভিয়ার সঙ্গে ১-১ ও ৩-০, ব্রাজিলের সঙ্গে ০-২ ও ১-১ করেছিল। ব্রাজিলের সঙ্গে ড্র নিশ্চয়ই বাহবার।

মেক্সিকোয়ও দেশবাসী বেশি নির্ভর করছেন রোমেরোর ওপর। দলের সকলের অসীম শ্রদ্ধা তার সম্পর্কে। তাদের সাহায্য পেলে দল ভাল খেলবে এবং প্রথম রাউণ্ডে উত্তীর্ণ হবেই।

প্যারাগুয়ে এবার নিয়ে চতুর্থবার ফাইনালে পেঁছিল।

ম্যানেজার ঃ কাইতানো রে। অধিনায়ক ঃ রোজেলিও ডেলেগাডো। নজর কাড়বেন রোমেরো, কাবানাস, ডেলগাডো।

হাঙ্গেরির অনেক সমস্যা

জার্সি—লাল/সাদা/সবুজ

ইউরোপের গ্রুপ-৫ থেকে ভাল পয়েন্টে (৬টি খেলে ১০) চ্যাম্পিয়ন হয়ে (একটি হেরেছিল নেদারল্যাণ্ডসের কাছে) মেক্সিকোর জন্য যোগ্যতা পায়। বাকি ছটি দেশ অস্ট্রিয়া ও সাইপ্রাসকে হারাতে হাঙ্গেরির কোন সমস্যাই হয়নি। যদিও যোগ্যতা অর্জনের খেলাগুলিতে হাঙ্গেরির অনেক সমস্যা ছিল খেলোয়াড়দের চোট আঘাত নিয়ে। কিন্তু মেক্সিকো রওনা হওয়ার কয়েক মাস তা আরও বাড়ে। দলের প্রধান নির্ভর অধিনায়ক টিবর নিইলাসি, রক্ষণভাগের আনটল রথ, ফুলব্যাক জলটর পিটার, ফেরেঙ্ক মেসজারস—সকলেই আহত এবং অধিকাংশের হল অপারেশন।

১৯৮৩র গ্রীষ্মে ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে গিয়াগি মেজে দলকে যেভাবে তৈরি করছিলেন তা বিস্ময়কর, কিন্তু ফাইনাল রাউণ্ড শুরুর কয়েক মাস আগেই দলের যাঁরা মূল শক্তি তাঁদের সকলেই এমন দুর্বল হবেন, অকল্পনীয়।

তবে মেক্সিকো যাওয়ার কিছু আগে নিইলাসি, রথ ও পিটার অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন ও মেজের স্বস্তি ফেরে, কিন্তু ইউরোপীয় ৭টি গ্রুপের মধ্যে প্রথম যোগ্যতা পেয়ে মেজের যে আত্মবিশ্বাস হয়েছিল, মেক্সিকো গিয়ে সাফল্যের যে মনোবল গত বছর মে মাসে ছিল ১৯৮৬র এপ্রিলে তা অনেক কমে যায়। গত বছরের খেলা দেখে ১৯৫০-এর যারা ফুটবল ফেডারেশনে রয়েছেন, তাঁরা বলেন হাঙ্গেরিয় ফুটবল সোনালি দিনগুলিতেও হাঙ্গেরি এমন আত্মপ্রত্যয়ী ছিল না। আর তাই তো হাঙ্গেরি অস্ট্রিয়াকে ৩-১, নেদারল্যাণ্ডসকে ২-১ ও সাইপ্রাসকে ২-১ হারাতে পেরেছিল পিছিয়ে থেকেও। গত সাত বছর হাঙ্গেরির ফুটবলে এমন সাফল্য নেই (আন্তর্জাতিক ম্যাচে পর পর তিনটি জয়)।

এসব সম্ভব হয় মেজে ও তার সহকারী জোসেফ তার্জাতির জন্য। আবার দলে চোট আঘাতের জন্য ম্যানেজার ও তার সহকারী দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। শারীরিক সামর্থ্য বাড়াতে উভয়ে এমন সব ব্যায়াম দেন যা অনেক ক্ষতি করেছে, হেড-অন ট্যাকলে আঘাত বেড়েছে। সবচেয়ে চোট লাগে খেলোয়াড়দের এবছর মার্চে ব্রাজিলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে। এই ম্যাচের আগে ম্যানেজার দারুণ পরীক্ষামূলক কাজ করেন বিভিন্ন ম্যাচে মূল ১৩ জনের বদলীরূপে আরও ৯জনকে নামিয়ে। মেজে এসব করেন মেক্সিকোর গরম আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে। ওখানে তিনটি ম্যাচও খেলে হাঙ্গেরি। গরম কাতারেও। হাঙ্গেরি সেদেশেও গেল।

হাঙ্গেরি কেমন হল ? হাঙ্গেরির ক্রীড়া সাংবাদিকরা এই প্রশ্নটি করতে চেয়েছিলেন ও-দেশের ফুটবলের অন্যতম কিংবদন্তী গুসতাভ সেবেসকে। পঞ্চাশের দশকে তিনি হাঙ্গেরির বিখ্যাত ম্যাজিক ম্যানিয়াস দলের ম্যানেজার ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি গুসতাভ অসুস্থ থাকায়। ঐ নিয়ে আরও প্রশ্নও করা যায়নি। কয়েকদিন পর ৮০ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তবে নিজেরাই বিশ্লেষণ করলেন—মেক্সিকোয় হাঙ্গেরির ভাল খেলা উচিত। কেননা, মেজের অধীনে

হাঙ্গেরি ২৬টি আন্তর্জাতিকের মধ্যে জিতেছে ১৬টিতে, ড্র ৫, হার ৫। গোল দিয়েছে ৪৬ টি, খেয়েছে ২০টি। তবে মেক্সিকোর বেশ শক্ত গ্রুপে (সি) তারা। কানাডা ভাল হতে পারে, কিন্তু ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তো আছে!

হাঙ্গেরি এবার নিয়ে ন'বার বিশ্ব কাপে খেলছে। ফাইনালিস্ট ১৯৩৮ ও ১৯৫৫য়।

ম্যানেজার: গিয়র্গি মেজে (৪৫)। অধিনায়ক: টিবর নিইলাসি। দেখতে হবে নিইলাসি, এস্তেরহাজি ও কিপরিচকে।

স্কটল্যান্ড বিশ্ব কাপ জিতলে, তা হবে শতাব্দীর বড় সংবাদ

জার্সি—গাঢ় নীল/সাদা/লাল

যোগ্যতা অর্জনের খেলায় ইউরোপের গ্রুপ-৭এ স্পেন ছিল শীর্ষে। ৬টি খেলে ৮ পয়েন্ট এবং স্কটল্যান্ড দ্বিতীয় ৬টি খেলে ৭ পয়েন্ট। অর্থাৎ স্কটল্যান্ড তখন যোগ্যতা পায়নি। যোগ্যতা পাওয়ার জন্য তাকে অর্থাৎ এই গ্রুপের রানার্সকে খেলতে হল ওশিনিয়া গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। গ্লাসগোয় প্রথম খেলায় স্কটল্যান্ড ২-০ হারায় অস্ট্রেলিয়াকে, দ্বিতীয় খেলাটি মেলবোর্নে ০-০ হল অর্থাৎ স্কটল্যান্ড বিজয়ী হয়ে মেক্সিকো যাওয়ার যোগ্যতা পেল।

গ্রুপ লিগে স্কটল্যান্ড জেতে স্পেনের বিরুদ্ধে ১টি (৩-১), আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২টি (৩-০, ১-০) ড্র ওয়েলসের সঙ্গে (১-১) এবং পরাজয় ২টি—স্পেনের কাছে (১-০) ও ওয়েলসের কাছে (১-০)।

অর্থাৎ ভাল ও মন্দ ফল করে স্কটল্যান্ড যোগ্যতা পেয়েছে। ওয়াক-ওভার পেয়ে বা না খেলে তারা ২৪ দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাদের অতীত ইতিহাস খুব খারাপ নয়। ১৯৭৪, ১৯৭৮ ও ১৯৮২ তিনটি বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউন্ডে ৯টি খেলায় ৩টি জয়, ৪টি ড্র ও ২টি হার হয়। এ ফল চার, আট বা বার বছর আগের কথা। স্কটল্যান্ডের অতীত দলে অনেক বদল হয়েছে। তাই মেক্সিকোয় তারা কী করবে, এ নিয়ে নানা কথা বলা হচ্ছে ফাইনাল রাউন্ডের ফিকশ্চার তৈরির সঙ্গে সঙ্গে। কারণ তার 'ই' গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক ও উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দেশগুলি রয়েছে। স্কটল্যান্ড একটিও ম্যাচ জিতবে আশা করা যায় না। মেক্সিকোয় খেলা শেষে বোঝা যাবে স্কটল্যান্ডের শক্তি কেমন—একথা বললেন কেউ কেউ। কিন্তু অধিকাংশই মেক্সিকো রওনার পাঁচ মাস আগে স্কটল্যান্ড সম্পর্কে হতাশার চিত্র তুলে ধরেন। কেউ বললেন, স্কটল্যান্ড দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলে, তা হবে রূপকথার সঙ্গে তুলনীয়। কেউ বললেন, স্কটল্যান্ড একটি ম্যাচ জিতলে, সেটি হবে সংবাদপত্রে শতাব্দীর সেরা হেডলাইন।

ম্যানেজার অ্যালেক্স ফার্গুসনকে লক্ষ্য করে গ্রেটব্রিটেনের পত্রপত্রিকাগুলি ব্যঙ্গ করল, বিদ্রূপ করল, কঠোর সমালোচনা করল। আর সে সমালোচনা গঠনমূলক

নয়, দলকে দেশবাসীকে হতাশ করার মতো সবই লেখা হল। কিন্তু কেন স্কটল্যান্ড পারবে না, বা ভাল খেলার জন্য কী করতে হবে, তা কেউ লেখেননি। শুধু বলা হল, তিনজন নয়—গোলরক্ষক নিন দুজন। অবশ্য একথা মানতেই হবে মেক্সিকোর খেলা শুরুর এক মাস আগে কেনি ডালগলিশের না যাওয়ার সিদ্ধান্ত দলকে অনেক দুর্বল করেছে। বছর জুড়ে চোট আঘাত তাকে এই বিশ্ব কাপ থেকে বঞ্চিত করল। বিশ্ব কাপে গিয়ে একটি ম্যাচ খেললেই ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের দলভুক্ত হতে পারতেন।

স্কটল্যান্ড এর আগে পাঁচটি বিশ্ব কাপে খেলেছে।

ম্যানেজার ঃ অ্যালেক্স ফার্গুসন (৪০)। অধিনায়ক ঃ গ্রিম সাউনেস। লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে স্পিডি, লাইটন ও সাউলেসকে।

অনেক ফুটবলার, তবুও উরুগুয়ের দল নেই !

জার্সি—আকাশী নীল/কালো

দক্ষিণ আমেরিকা বা কনমেবল থেকে তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে যে তিনটি দল যোগ্যতা পায়, তাদের অন্যতম উরুগুয়ে। এই গ্রুপে আর ছিল চিলি ও ইকুয়েডর। উরুগুয়ে ৪টি খেলায় ৬ পয়েন্ট পায়। চিলির সঙ্গে প্রথম খেলা ২-০ হারলেও পরের খেলায় ২-১ জেতে। ইকুয়েডরের সঙ্গে জেতে ২-১ ও ২-০।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মেক্সিকোর জন্য যোগ্যতা পেলেও, ১৯৩০ ও ১৯৫০-এর বিশ্ববিজয়ী দলের পক্ষে এই ফল আশাপ্রদ নয়। কেবল খুশির কথা ১৯৭৮ ও ১৯৮২তে, যে উরুগুয়ে ফাইনাল রাউন্ডে উঠতে পারেনি, তারা আবার যোগ্যতা পেয়েছে। ৮২-র পর ওদের ভাল রেকর্ড নেই, তা নয়। তবে তা দক্ষিণ আমেরিকায়। ১৯৮৩তে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন। গত বছরের নানা খেলার ফল বলে কনমেবলে তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী।

মাত্র ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ হলে কি হবে, এদেশে ফুটবল প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু আর্থিক কারণে প্রতিবছর ফুটবল প্রতিভাগুলি চলে যায় বিদেশে। উরুগুয়ের এত তারকা ফুটবলার নানা দেশে ছড়িয়ে যে তাদের নিয়ে ম্যানেজার ওমর বি বোরাস তিনটি বা চারটি জাতীয় দল তৈরি করতে পারেন বিশ্ব কাপের জন্য।

প্রাথমিক খেলাগুলির জন্য যাদেরই নিন না কেন ম্যানেজার, তখন তিনি যথার্থ জাতীয় দল তৈরি করতে পারেননি। যদিও ঐ দলের অধিকাংশই ছিলেন প্রবাসীরা। তাঁর পক্ষে বিদেশের ক্লাবে ক্রীড়ারত সেরা সকলকে আনা সম্ভবও নয় স্থানীয় চুক্তি ভঙ্গ করে বা তাদের খেলায় অনুপস্থিত রেখে। বিদেশে উরুগুইনরা যাওয়ায় লাভবান উরুগুয়ের ক্লাবগুলি কেননা তারা পায় ট্রান্সফার ফি।

ম্যানেজার বোরাস সমস্যায় পড়েন ১৯৮৬র শুরুতেই। প্রস্তুতি পর্বে তাঁকে

প্রবাসী সেরা বা ভালদের নিয়ে প্রশিক্ষণ সম্ভব হয়নি। কার্যত উরুগুয়ের দু নম্বর দল নিয়ে তিনি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেললেন প্রথমে দেশের সেরা ক্লাবগুলির সঙ্গে এবং তারপর বিদেশে গিয়ে। মায়ামিতে মার্কিন দলের সঙ্গে ১-১ হল, বিশ্ব কাপে যোগ্যতা প্রাপ্ত কানাডার সঙ্গে জিতল ৩-১। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে চমৎকার খেলে ২-২ করল। এ বছর ফেব্রুয়ারির কথা। জাতীয় 'বি' দল ম্যানেজার ভেঙে দিলেন। মেক্সিকোয় খেলার দু মাস আগে তাঁকে আবার নতুন চিন্তা নিয়ে বসতে হল। অনেক হিসাব কষে দেখলেন প্রবাসীদের ৬ জনকে হয়তো পেতে পারেন। চোট আঘাত দেখে, সব কিছু বিচার করে কোয়ালিফাইং ও বিদেশে ফেব্রুয়ারির দলের অর্ধেককেও মেক্সিকোগামী দলে পেলেন না। তাই সমস্যা দেখা দেয় ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার আগে ওখানকার পরিবেশ আবহাওয়ার সঙ্গে রপ্ত হতে মানিয়ে নেওয়ার খেলাগুলিতেই বা ওদের পাবেন কেমন করে!

বোরাস ১২ জনকে নিয়ে যে প্রথম দল তৈরি করেন তার ৪ জন খেলেন ফ্রান্সের নানা ক্লাবে, ৩ জন ব্রাজিলে, ২ জন আর্জেন্টিনায়, কলম্বিয়া ও ফ্রান্সে ১ জন করে। কেবল দেশে ন্যাশিওনাল মন্টিভিডিওতে আছেন ১ জন।

একদিকে গুরুতর সমস্যা দল তৈরি নিয়ে, অন্যদিকে তাদের শক্ত গ্রুপ। স্কটল্যাণ্ড সম্পর্কে ম্যানেজার বোরাসের চিন্তা নেই। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী ও ডেনমার্ক তো আছে। দুটি দলই অত্যন্ত শক্তিশালী। ম্যানেজার তাই বলেন, উরুগুয়েকে ভাল ফল করতে হলে অনেক শক্তিধরকে হারাতে হবে।

বোরাস সময় পাননি সকলকে একত্রিত করে ট্রেনিং-এর। তবে তাঁর মনোনীত সকলেই বিশ্বের নামী ক্লাবের খেলোয়াড়। যেমন রুডোলফো রডরিগুয়েজ, ব্রাজিলের স্যাণ্টোস, ভিক্টর ডিয়োনেস—ব্রাজিলের পালমিরাস; জোসে বাতিস্তা—আর্জেন্টিনার ডেপোর্টিভো এসপানল; নেলসন গুটিয়েরেজ—আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেট; ডায়িও পেরিরা—ব্রাজিলের সাওপাওলো; সার্জিও সানটিন—কলম্বিয়ার ন্যাশিওনেল মেতোলিন; মারিও সারালেগুই—স্পেনের এলচে; এঞ্জো ফ্রান্সেসকলি—আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেট; উইলমার কাবরেরা—স্পেনের ভ্যালেনসিয়া কারলস নাডাল—স্পেনের আটলেটিকো মাদ্রিদ ভেলানসিও রামোস—ফ্রান্সের লেনস।

বোরাস তাঁর গ্রুপের পশ্চিম জার্মানী ও ডেনমার্কের বিভিন্ন খেলার ভিডিও বিশ্লেষণ করেছেন। তৈরি করেছেন নানা পরিকল্পনা। যেহেতু দলকে পছন্দমতো একত্রে খেলাতে পারেননি, তাই বারে বারে বলেছেন মেক্সিকো গেলেই বুঝব উরুগুয়ে কেমন খেলবে। তখনই আমার ছেলেরা প্রকৃত একত্রিত হবে।

উরুগুয়ে এই নিয়ে আটবার ফাইনাল রাউণ্ডে। বিশ্ব কাপ জিতেছে ১৯৩০ ও ১৯৫০-এ। সেমিফাইনালিস্ট ১৯৫৪ ও ১৯৭০-এ।

ম্যানেজার : ওমার বোরাস। অধিনায়ক : রুডোলফো রডরিগুয়েজ। লক্ষ্য রাখতে হবে গোলরক্ষক রডরিগুয়েজ ও মিডফিল্ডার ফ্রান্সেসকলির দিকে।

পোল্যাণ্ডের আশা অনেক, যদি গরম কাবু না করে

জার্সি—সাদা/লাল

পোল্যাণ্ড ১৯৭৪ থেকে টানা চারবার বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনাল রাউণ্ডে এল। ১৯৭৪ ও ১৯৮২তে ছিল তৃতীয়, ১৯৭৮-এ দ্বিতীয় রাউণ্ডে বিদায় নেয়। এবার যোগ্যতা পেয়েছে ইউরোপের গ্রুপ 'এ' তে ৬টি ম্যাচে ৮ পয়েণ্ট পেয়ে। এর ৩টিতে জেতে, ড্র ১টি ও হার ১টিতে বেলজিয়মের কাছে ২-০য়। ড্র করে আলবানিয়ার সঙ্গেও। আর ১টি পয়েণ্ট হারায় বেলজিয়মের সঙ্গে ০-০ করে। গ্রিসকে হারায় ২টি খেলাতেই।

মেক্সিকোর ফিকশ্চার সম্পর্কে পোল্যাণ্ড খুশি। যেহেতু তাদের কাছে মরক্কো, পোর্তুগাল ও ইংল্যাণ্ড তেমন শক্ত দল নয়। তাদের সমস্যা মেক্সিকোর মণ্টেরি শহরের গরম নিয়ে। গত চার দশক ধরে ঐ শহরে সাধারণত গরম থাকে ৮৬ ডিগ্রি ফারেনহিট। খেলার সময় তা থাকবে ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহিট।

তবুও ম্যানেজার অ্যাণ্টনি পিয়েচনিকজেক অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী দলের সাফল্য সম্পর্কে। পোলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের মতো নয়। ফুটবলাররা ভাল ফল দেখালে বোনাস পান। যেমন গতবার স্পেনে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ওঠায় দল পেয়েছিল ৪০ হাজার ডলার, সেমিফাইনালে ওঠায় পায় ৫০ হাজার ডলার। এই অর্থ খেলোয়াড়রা বাঁটোয়ারা করে নেন। মেক্সিকোর জন্য মোট ৬ লক্ষ ডলার বোনাসের কথা বলা হয়েছে। তবে এর মধ্যে প্রস্তুতি পর্বের ব্যয় ধরা আছে। মেক্সিকোর যোগ্যতার পর মাথা পিছু পেয়েছে ৫০০ ডলার।

পিয়েচনিকজেক চান, খেলোয়াড়রা এই পুরস্কার জিতে নিক। মেক্সিকোর প্রস্তুতি পর্বে তারা গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে মনোবল বাড়িয়েছে। ম্যানেজার যাদের নিয়ে দল গড়েছেন, তাদের গড় বয়স ২৩। এই অল্প বয়স অন্যদের ঘায়েল করছে। পিয়েচনিকজেকের পরিকল্পনায় ৫০টি আন্তর্জাতিক দল জিতেছে ২১, ড্র ১৪ ও হার ১৫। ইতালির বিরুদ্ধে পোলরা তেমন গা ঘামিয়ে খেলেনি, তাই আশা মুণ্ডিয়লে ফল আরও ভাল হবে। ম্যানেজারের ধারণা দল ৮২ অপেক্ষা অনেক প্রস্তুত।

অতীতের তারকারা আজ অস্তমিত, কিন্তু অনেক তরুণ শক্তিমান আছেন। এবার তাদের মিডফিল্ড অত্যন্ত শক্তিশালী। এই অঞ্চলটি সাজানো হবে জিকোনোভস্কি, বানকল, আরবান, মাতিসিক অথবা তারাসিউইকজ দ্বারা। আক্রমণে, রক্ষণে সব কিছুতে এরা কুশলী। কিন্তু রক্ষণের পলাক ও অস্ট্রোওয়স্কির অভিজ্ঞতা কম। বিপক্ষের চাপে এরা কুঁকড়ে না যায়! সম্মুখ ভাবে একদার তারকা বনিয়েক ও স্মোলায়েকের সে ধার আর নেই। গতি শ্লথ হয়েছে। মেক্সিকোয় উচ্চতায় এরা খুব কার্যকর হবেন না। তবে গোলে যোসেফ ম্লিনার্কজিক পোর্তুগালে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞ হয়েছেন। ওদেশের চ্যাম্পিয়ন দল পোর্টোর দুর্গরক্ষী তিনি। ম্লিনার্কজিক পোর্তুগাল সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য দিতে পারবেন পিয়েচনিকজেককে।

পোলিশরা এবার ভাল খেলবেন নানা কারণে। মেক্সিকোর সাফল্য তাঁদের ভবিষ্যতের বনিয়াদ। বিদেশে তারা মোটা অর্থে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন। পোলিশ কর্তৃপক্ষও জানিয়েছেন—যতই তোমরা এগোবে বোনাসও বাড়বে। পিয়েচনিকজেকের বাড়তি সুযোগ, ১৯৮২তে তিনি ম্যানেজার ছিলেন। অভিজ্ঞতা তার নানা দিক থেকে!

পোল্যাণ্ড এর আগে চারবার ফাইনাল রাউণ্ডে উঠেছে। সেমিফাইনালিস্ট-১৯৭৪, ১৯৮২।

ম্যানেজার ঃ অ্যান্টনি পিয়েচনিকজেক (৪৪)। অধিনায়ক ঃ ভ্লাদিস্ল জমুদা। লক্ষ্য রাখতে হবে—জিকোনোভস্কি ও আরবানকে।

সেই জোসে টোরেস পোর্তুগালকে কতটা এগিয়ে নেবেন

জার্সি—লাল/সবুজ

ইউরোপের ২ নম্বর গ্রুপে রানার্স হয়ে পোর্তুগাল যোগ্যতা পেল মেক্সিকো যাওয়ার। (চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পশ্চিম জার্মানী)। পোর্তুগাল ৮টি খেলে ১০ পয়েণ্ট পায়। হারে ৩টিতে সুইডেনের কাছে ৩-১, পশ্চিম জার্মানীর কাছে ২-১ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে ১-০। জেতে সুইডেনের বিরুদ্ধে ১-০, চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ২-১, মাল্টার বিরুদ্ধে ৩-১ ও ৩-২ এবং পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ১-০য়।

২০ বছর আগে পোর্তুগাল বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে প্রথম উপনীত হয়। আশ্চর্য সেবার ১৯৬৬তে যিনি ছিলেন দলের প্রধান শক্তি, এবার তিনি পোর্তুগিজ জাতীয় দলের ম্যানেজার। জোসে অগাস্টো কস্টা ডে সেনিকা টোরেসের পোর্তুগাল ৬৬-র বিশ্ব কাপে সেমিফাইনালে হেরেছিল ইংল্যাণ্ডের কাছে ২-১। তবে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় তাদের কাছে লেভ ইয়াচিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন হারে ২-১-এ। প্রথম গোলটি করেন পেনাল্টি থেকে ইউসেবিও, দ্বিতীয়টি টোরেস। সোভিয়েতের পক্ষে একটি গোল শোধ করেছিলেন মালোফিয়েভ। এই মালোফিয়েভ শুরুতে এবারের সোভিয়েত দলের ম্যানেজার ছিলেন। মেক্সিকো আসার তিন সপ্তাহ আগে তাঁকে বদল করা হয়।

জোসে টোরেস ইংল্যাণ্ডের বিশ্ব কাপে কেবল সেণ্টার ফরওয়ার্ড ছিলেন না, দলের গুরু দায়িত্ব ছিল তাঁর স্কন্ধে। তাঁর হেডগুলি গোলমুখে যেতেই ইউসেবিও তা থেকে অধিকাংশ গোল করেন। ২০ বছর পর একই ব্যক্তির ভিন্ন দায়িত্ব—এবার মাঠের বাইরে বসে দল পরিচালনা।

পোর্তুগালের কাছে মেক্সিকোয় যেতে বড় চ্যালেঞ্জ আসে ১৯৮৫র ১৬ অক্টোবর। কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে শেষ খেলা পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে স্টুটগার্টে।

পোর্তুগালের এর আগে ৭টি খেলে ৮ পয়েণ্ট হয়েছে। অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন করতে হলে এই শেষ খেলায় তাদের জিততে হবে। জার্মানীর সঙ্গে আগের খেলায় তারা ২-১-এ হেরেছে। সুতরাং চ্যালেঞ্জটি বড় রকমের। জার্মানী কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে কোন ম্যাচেই হারেনি। এ যাত্রায় প্রথমার্ধ ০-০ রইল। দুই দলই সমানে লড়াই করছে। বিরতির কিছু পরে বেনফিকার মিডফিল্ডার কার্লস ম্যানুয়েল ২৫ গজ দূরের ড্রাইভে দলকে ১-০ জেতালেন এবং পোর্তুগাল মেক্সিকোর জন্য যোগ্যতা পেল। যোগ্যতা পেলেও ম্যানেজারের সমস্যা মিটল না। ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার নানা দেশের মতো এখানেও একই ব্যাপার—অধিকাংশই ক্লাবের খেলা নিয়ে ব্যস্ত আর্থিক চুক্তিতে। সুতরাং টানা ট্রেনিং বা জাতীয় দলের প্রয়োজনে সকলকে সর্বদাই একত্রে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে জোসে টোরেসের একটু সুবিধা ছিল তার দলের অধিকাংশই পোতুর্গালের তিন ক্লাব—স্পোর্টিং, পোর্টো ও বেনফিকার। ২২ জনের জাতীয় দলে পোর্টো ও বেনফিকার আছেন ৬ জন। পোর্টোর অধিনায়ক গোলদাতা ইউরোপের 'গোল্ডেনবুট' বিজয়ী ফার্নাণ্ডো গোমসকে তিনি পেলেন, কিন্তু স্পোর্টিং-এর অধিনায়ক দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতা কিছুতেই টোরেসের জাতীয় দলে এলেন না।

তবুও টোরেস বললেন, এবারের পোর্তুগাল ১৯৬৬র পোর্তুগালের চাইতে অনেক শক্তিশালী। একত্রে আমার ছেলেরা বেশিদিন অনুশীলন না করলেও গত কয়েক বছর ক্লাবের খেলাগুলো থেকে তারা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

মেক্সিকো পেঁছে টোরেসের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা ২০ বছর আগে যাদের কাছে হেরে পোতুর্গাল সেমিফাইনালে হেরেছিল এবার মেক্সিকোয় প্রথম খেলা সেই ইংল্যাণ্ডেরই বিরুদ্ধে। দেখা যাক পোতুর্গাল গতবারের গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারে কিনা।

পোতুর্গালের বিশ্ব কাপ ফাইনালে এবার দ্বিতীয় অংশগ্রহণ।

ম্যানেজার : জোসে টোরেস (৪৮)। অধিনায়ক : ম্যানুয়েল বেন্টো। লক্ষ্য রাখতে হবে—গোমস, ডায়মান্টিনো ও চালানার দিকে।*

কে কার বিরুদ্ধে খেলবে

মেক্সিকো সিটির টেলিভিসা সংস্থার টেলিভিসন হলে ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ ও সাধারণ সচিব যোসেফ এস ব্লাটার এবং অন্যান্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ত্রয়োদশ বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডের জন্য ক্রীড়া তালিকা তৈরী হল লটারির মাধ্যমে। ২৪টি দেশকে ছয় গ্রুপে খেলানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগেই। ছয় গ্রুপে

* ২৪টি দেশের সম্ভাবনা ও তাদের কারা ভাল খেলতে পারেন ইত্যাদি মেক্সিকোয় খেলা শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া। প্রধান সূত্র জাতীয় ফেডারেশনগুলি। মেক্সিকোয় খেলার পর বোঝা যাবে কাদের অনুমান কেমন।

ছটি দলকে আগেই রেখে দেওয়া হয়। এরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি, এবারের উদ্যোক্তা মেক্সিকো, ইউরোপের ১, ২ ও ৪ নম্বর গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন—পোল্যাণ্ড পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্স এবং দক্ষিণ আমেরিকার ৩ নম্বর গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। তাই বাকি ১৮টি দেশের জন্য কাঁচের ১৮টি বোল ছিল। তিনটি শিশু একে একে ১৫টি দেশের নাম তুলল এবং স্থির হয়ে গেল কে কোন গ্রুপে। অর্থাৎ স্থির হল কে কার বিরুদ্ধে খেলবে। ৩১ মে উদ্বোধন দিনে একটি খেলা, গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি ঃ বালগেরিয়া।

মাত্র ২৩ মিনিটে লটারি শেষ। সব দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার অবসান হল আপাততত। কিন্তু চিন্তা আরও। ৯টি শহরের ১২টি স্টেডিয়ামে খেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক একটি স্টেডিয়ামের উচ্চতা ভিন্ন রকম। উচ্চতার সমস্যা আছে, তদুপরি গরম, বাতাসে আর্দ্রতা। এসব খেলোয়াড়দের সমস্যায় রাখবে।

গত বার (১৯৮২) প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা হয়েছিল লিগ পদ্ধতিতে। এবার প্রথম রাউণ্ড লিগ পদ্ধতিতে, কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ড নকআউট বা কাপ পদ্ধতিতে হবে স্থির হল। তবে ঠিক হল দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠবে প্রথম রাউন্ডের ছয় গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী সেরা চারটি দেশ। অর্থাৎ দ্বিতীয় রাউণ্ডে ১৬টি দেশ। তারপর কোয়ার্টার ফাইনালে আটটি দেশ, সেমিফাইনাল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান এবং ফাইনাল।

প্রথম রাউণ্ডে কোন গ্রুপে কারা

'এ'—ইতালি, বালগেরিয়া, আর্জেন্টিনা, কোরিয়া রিপাবলিক (দক্ষিণ)।

'বি'—মেক্সিকো, বেলজিয়ম, প্যারাগুয়ে, ইরাক।

'সি'—ফ্রান্স, কানাডা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি।

'ডি'—ব্রাজিল, স্পেন, আলজিরিয়া, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড।

'ই'—পশ্চিম জার্মানী, উরুগুয়ে, স্কটল্যাণ্ড, ডেনমার্ক।

'এফ'—পোল্যাণ্ড, মরক্কো, পোর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড।

কোন শহরে কোন স্টেডিয়াম

শহর ঃ মন্টেরি (নিউভো, লিয়") । জনসংখ্যা ২,৯৬৭,৯০০। উচ্চতা ৫৩৮ মিটার। স্টেডিয়াম—টেকনোলজিকো (আসন ৪০,০০০) ও ইউনিভার্সিটারিও (আসন ৪৫,০০০)।

শহর ঃ মেক্সিকো ডি এফ। জনসংখ্যা ১৯,০০০,০০০। উচ্চতা ২,২৭৮ মিটার। স্টেডিয়াম—আজটেকা ২০০০ (আসন ১০৮,০০০+অস্থায়ী ৬,০০০= ১১৪০০০)। ওলিম্পিকো ৬৮ (৭২,২০০)।

শহর ঃ তল্‌কা (এ ডে ডে মেক্সিকো)। জনসংখ্যা ৪৫০,০০০। উচ্চতা ২,৬৫১ মিটার। স্টেডিয়াম—এস্টাডিও তল্‌কা (আসন ৪০,০০০)।

শহর ঃ নেজাহুয়ালকয়টন। জনসংখ্যা ২,৭২৪,৭০০। উচ্চতা ২,২৩৮ মিটার। স্টেডিয়াম—নেজা '৮৬ (আসন ৪০,০০০)।

শহর ঃ লিয়ঁ (গুয়ানাজুয়াতু)। জনসংখ্যা ৭০০,০০০। উচ্চতা ১,৮৪৫ মিটার। স্টেডিয়াম—এস্টাডিও লিয়ঁ (আসন ৪০,০০০)।

শহর ঃ ইরাপুয়াতু (গুয়ানাজুয়াতু)। জনসংখ্যা ৩২৭,০০০। উচ্চতা ১,৭২৫ মিটার। স্টেডিয়াম—এস্টাডিও ডে ইরাপুয়াতু (আসন ৪০,০০০)।

শহর ঃ কুয়েরেতারো (কুয়েরেতারো)। জনসংখ্যা ৪১০,৩৯০। উচ্চতা ১,৮১৬ মিটার। স্টেডিয়াম—লে করিজিডোরা (আসন ৪০,০০০)।

শহর ঃ পুয়েবলা (পুয়েবলা)। জনসংখ্যা ১,৪০৭, ৯০০। উচ্চতা ২,১৫২ মিটার। স্টেডিয়াম—কুয়াহুটেমক (আসন ৪৭,০০০)।

শহর ঃ গুয়াদালাজারা (জালিস্কো)। জনসংখ্যা ১,০০০,০০০। উচ্চতা ১,৫৬৭ মিটার। স্টেডিয়াম—৩ ডে মারজো (আসন ৪০, ০০০)। জালিস্কো (আসন ৬৬,২০০)।

মেক্সিকোয় রেফারি যাঁরা

আন্দ্রে ডায়না ঃ (সুইজারল্যান্ড) বয়স ৪৬। রেফারির যোগ্যতা ১৯৭০। প্রথম ডিভিশনে পরিচালনা ১৯৭৫ থেকে। ফিফার প্যানেলে ১৯৭৭। জানেন ফরাসী, জার্মান, ইংরাজি ও ইতালি ভাষা। নেশা ঃ প্রবীণদের দলে ফুটবল খেলা, হাঁটা, সাঁতার। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। ১৯৮৫ তে ইউরোপীয়ন চ্যাম্পিয়নস কাপের অভিশপ্ত ফাইনালটির পরিচালক ছিলেন, ব্রাসেলসে খেলা হয় জুভেন্টাস ও লিভারপুলে।

আন্তনিও মারকুয়েজ রামিরেজ ঃ (মেক্সিকো) বয়স ৫০। রেফারির যোগ্যতা ১৯৫৯-এ মার্কিন যুক্তরাষ্টে। প্রথম ডিভিশনে খেলান ১৯৬৪ থেকে। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৭-এ। জানেন স্প্যানিশ ও ইংরাজি। চাকরি রেফারিং ইনস্ট্রাক্টর।

আলেক্সি পনেট ঃ (বেলজিয়ম) বয়স ৪৭। রেফারির যোগ্যতা ১৯৬১তে। প্রথম ডিভিশন শুরু ১৯৭২-এ। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৫। জানেন জার্মান, ফ্লেমিশ, ফরাসী ও ইংরাজি। নেশা ঃ ফুটবল ও সিনেমা। চাকরি ঃ প্রকাশন সংস্থার অফিসার। দ্বিতীয়বার বিশ্ব কাপ ফাইনাল রাউণ্ডে দায়িত্ব পেলেন।

অ্যালান স্নডি ঃ (উত্তর অ্যায়ারল্যান্ড) বয়স ৩১। যোগ্যতা ১৯৭২। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৯তে। ফিফা প্যানেলে ১৯৮০। ইংরাজি জানেন। নেশা ঃ গলফ খেলা ও বাগান তৈরি। চাকরি ঃ ব্যাঙ্কে করণিক।

আলি বেন নাসের ঃ (টিউনিসিয়া) বয়স ৪২। যোগ্যতা ১৯৬৮। প্রথম ডিভিশন শুরু ১৯৭৫। ফিফা প্যানেলে ১৯৮০। জানেন আরবি, ফরাসী। চাকরিঃ স্ট্যাটিসটিসিয়ান। এবার আফ্রিকান নেশনস কাপ ফাইনাল খেলিয়েছেন।

আইওয়ান ইগনা ঃ (রোমানিয়া) বয়স ৪৬। যোগ্যতা ১৯৭৩। প্রথম ডিভেশনে ১৯৭৬। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৯। জানেস রোমানিয়ান, ফরাসী, হাঙ্গেরিয়ান। নেশা ঃ ফুটবল দেখা ও অপেরা মিউজিক। চাকরি ঃ কেমিস্ট্রির শিক্ষক।

ইদ্রিসা ট্রাওরে ঃ (মালি) বয়স ৩৯। রেফারি ঃ যোগ্যতা ১৯৬৮। প্রথম ডিভিশনে শুরু ১৯৭২। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৬। ফরাসী জানেন। নেশা ঃ সিনেমা, সাহিত্য। চাকরি ঃ হোটেল ফিনান্স অডিটর।

এরিক ফ্রেডরিকসন ঃ (সুইডেন) বয়স ৪৩। যোগ্যতা ১৯৬২। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭২ থেকে। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৩। জানেন সুইডিশ ও ইংরাজি। নেশা ঃ সাহিত্য পড়া। চাকরি ঃ রান্নার সরঞ্জাম তৈরির কারখানার ডিরেক্টর। এটি দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ ফাইনালের দায়িত্ব।

কারলস আন্টনিও সিলভা ভালেন্টে ঃ (পোর্তুগাল) বয়স ৪১। রেফারির যোগ্যতা ১৯৭৩। প্রথম ডিভিশনে ১৯৮১। ফিফা প্যানেলে ১৯৮৪। জানেন পোর্তুগিজ, ইংরাজি ও স্প্যানিশ। নেশা ঃ সংগীত ও খেলা দেখা।

ক্রিস্টোফার বামব্রিজ ঃ (অস্ট্রেলিয়া) ৩৯। যোগ্যতা ১৯৬৯। প্রথম ডিভিশন ১৯৭৪। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৯। ইংরাজি জানেন। নেশা ঃ সংগীত ও নানা খেলা। চাকরি ঃ ফিনান্স ডিরেক্টর।

কারলস এসপসিতো ঃ (আর্জেন্টিনা) ৪৫। যোগ্যতা ১৯৬৪। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৭। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৮। স্প্যানিশ জানেন। নেশা ঃ সবরকম খেলা। চাকরি ঃ জুতো তৈরি।

গ্যাব্রিয়েল গঞ্জালেস ঃ (প্যারাগুয়ে) ৪৪। যোগ্যতা ১৯৭১। প্রথম ডিভিশন ১৯৭৩। ফিফা যোগ্যতা ১৯৭৬। জানেন স্প্যানিশ, গুয়ারানি, ইংরাজি ও পোর্তুগিজ। নেশা ঃ ফুটবল খেলা। চাকরি ঃ একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বার্নি উল্লোয়া মোরেরা ঃ (কস্টা রিকা) ৩৬। যোগ্যতা ১৯৭৬। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৯তে। ফিফা প্যানেলে ১৯৮১। স্প্যানিশ জানেন। নেশা ঃ দৌড়, সিনেমা, পড়াশুনা। চাকরি ঃ ডেলিভারি ড্রাইভার।

ডেভিড শোচা ঃ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ৪৮। ১৯৭০-এ যোগ্যতা পান। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭২। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৭। জানেন ইংরাজি, স্প্যানিশ, পোর্তুগিজ। নেশা ঃ খেলাধুলো, সংগীত। পেশা ঃ পারিবারিক ব্যবসা। দ্বিতীয়বার বিশ্ব কাপ ফাইনালের দায়িত্বে।

লুইগি আগনোলিন ঃ (ইতালি) ৪৩। যোগ্যতা ১৯৬১। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৩ থেকে। ফিফা প্যানেলে ১৯৭৮। জানেন ইতালিয়ান, জার্মান, ফরাসী ও ইংরাজি। আগ্রহ ঃ যে কোন জলক্রীড়ায়। চাকরি ঃ সাঁতার প্রশিক্ষক। নিজেকে

বলেন 'খেলোয়াড়দের বন্ধু'।

ফাল্লাজ খুজাম আল-শানার ঃ (সৌদি আরবিয়া) ৩৯। যোগ্যতা ১৯৭২। ফিফা প্যানেলে ১৯৮১। জানেন আরবি ও ইংরাজি। চাকরি ঃ ইয়ুথ স্পোর্টস ডিরেক্টর।

রমুয়াল্ডো আরীপ ফিলহো ঃ (ব্রাজিল) ৪৭। রেফারির যোগ্যতা ১৯৫৭। প্রথম ডিভিশনে শুরু ১৯৬০। ফিফা যোগ্যতা ১৯৬৩। জানেন পোর্তুগিজ, স্প্যানিশ। নেশা ঃ ফুটবল, ভলিবল ও টেনিসে। পেশা ঃ আসবাবপত্রের ব্যবসা ছাড়াও বাড়ি ও জমির এজেন্ট। গত বছর ব্রাজিলের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা রেফারির পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৪তে টোকিও বিশ্ব ক্লাব কাপ ফাইনালে রেফারি ছিলেন। আর্জেণ্টিনার ইন্ডেপেন্ডিয়েণ্টে ১-০ হারায় লিভারপুলকে।

হর্স্ট ব্রুম্মেইর ঃ (অস্টিয়া) ৪১। যোগ্যতা ১৯৬৪। প্রথম ডিভিশনে শুরু ১৯৭৫। ফিফায় ১৯৭৭। জানেন জার্মান, ইংরাজি ও ফরাসী। নেশা ঃ হাইকিং। পেশা ঃ ফটো কপিং অফিসার।

ভ্যালেরি বুটেনকো ঃ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ৪৫। যোগ্যতা ১৯৬১। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৬। ফিফা ১৯৭৯। জানেন রুশী ও জার্মান। নেশা ঃ ফুটবল দেখা। চাকরি ঃ আইস হকি ও ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর।

ভোজতেচ ক্রিস্তভ ঃ (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৪১। যোগ্যতা ১৯৬১। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৪। ফিফা ১৯৭৬। জানেন চেক, জার্মান ও রুশী। নেশা ঃ খেলাধুলা সম্পর্কে লেখা, টেবল টেনিস ও পড়া। চাকরি ঃ অর্থনীতিবিদ। ১৯৮৪র ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলান প্যারিসে। ফ্রান্স ২-০ হারায় স্পেনকে। দ্বিতীয়বার বিশ্ব কাপ ফাইনালের দায়িত্বে। ১৯৮২তে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলান। বার্সিলোনায় বেলজিয়ম ১-০ হারিয়েছিল আর্জেণ্টিনাকে।

জর্জ কোর্টনে ঃ (ইংল্যান্ড) ৪৫। যোগ্যতা ১৯৬২। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৪। ফিফা ১৯৭৭, জানেন ইংরাজি ও ফরাসী। নেশা ঃ গলফ ও অন্যান্য খেলা। চাকরি ঃ প্রধান শিক্ষক।

জেসাস ডিয়াজপালাসিত ঃ (কলম্বিয়া) ৩২। যোগ্যতা ১৯৭৫। প্রথম ডিভিশনে শুরু ১৯৮১। ফিফা প্যানেলে ১৯৮৬। স্প্যানিশ জানেন। নেশা ঃ খেলাধুলা, পড়া, সিনেমা, সংগীত ও নাচ। চাকরি ঃ বারানকুইলায় আটলাণ্টিকো স্পোর্টস ক্লাবের প্রশিক্ষক। কলম্বিয়া থেকে এঁর আগে বিশ্ব কাপ ফাইনালের দায়িত্ব পাননি। এত দ্রুত উন্নতি করেছেন যে ফিফা প্যানেলে এসে সেই বছরেই বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউন্ড খেলালেন।

বগদান ডোশেভ ঃ (বালগেরিয়া) ৫০। যোগ্যতা ১৯৭০। ফিফায় ১৯৭৭। জানেন বালগেরিয়ান, জার্মান, রাশিয়ান। নেশা ঃ ভায়োলিন বাজান, টেন-পিন বোলিং। চাকরি ঃ পুলিস ইন্সপেক্টর। সোফিয়ার শীর্ষস্থানীয় ক্লাব লেভস্কি স্পার্তাসকের প্রাক্তন খেলোয়াড়। দ্বিতীয়বার বিশ্ব কাপ।

জান ফিজার : (হল্যাণ্ড) ৪৬। যোগ্যতা ১৯৫৭। প্রথম ডিভিশান ১৯৬৭। ফিফায় ১৯৭২। জানেন ডাচ, জার্মান, ইংরাজি ও ফরাসী। নেশা : হালকা গানবাজনা, পুরনো জিনিস সংগ্রহ। চাকরি : ব্যবসা। ১৯৮৪র ওলিম্পিক্স ফাইনাল (ক্যালিফোর্নিয়ার পাসডেনায়) পরিচালনা করেন। ফ্রান্স ২-০ হারায় ব্রাজিলকে।

সিগফ্রিড কিরসেন : (পূর্ব জার্মানী) ৪৩। ১৯৬১তে যোগ্যতা। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭২। ফিফা যোগ্যতা ১৯৭৪। নেশা : সংগীত ও সাহিত্য। জানেন জার্মান ও ইংরাজি। পেশা : শিশু চিকিৎসক।

জোসে লুইস মার্টিনেজ বাজান : (উরুগুয়ে) ৪৪। যোগ্যতা ১৯৬৬। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৩। ফিফায় ১৯৭৫। জানেন স্প্যানিশ, ইংরাজি। নেশা : তেমন সময় নেই। পেশা : পোলট্রি চালান।

রোমুলো মেণ্ডেজ মলিনা : (গুয়াতেমালা) ৪৮। যোগ্যতা ১৯৬৬। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭০। ফিফা ১৯৭২। জানেন ইংরাজি ও স্প্যানিশ। নেশা : জগিং। চাকরি : স্পোর্টস ইনস্ট্রাক্টর। এটি দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ।

লাজস নেমেথ : (হাঙ্গেরি) ৪২। যোগ্যতা ১৯৭০। প্রথম ডিভিশনে ১৯৮১। ফিফা প্যানেল ১৯৮৩। জানেন হাঙ্গেরিয়ান। নেশা : ফুটবল দেখা, চাকরি : বেকেস্কসাবার স্পোর্টস কাউন্সিলের ডিরেক্টর।

জোরান পেত্রোভিচ : (যুগোশ্লাভিয়া) ৩৪। যোগ্যতা ১৯৭০। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৯। ফিফা ১৯৮১। জানেন ইংরাজি ও সারবো-ক্রোট। নেশা : ক্লাব ও ফেডারেশন প্রতীক ও ব্যাজ সংগ্রহ। চাকরি : কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়র।

সিডনি পিকন : (মরিশাস) ৪৬। যোগ্যতা ১৯৬৫। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৩। ফিফা ১৯৭৮। জানেন ইংরাজি ও ফরাসী। নেশা : পড়া ও টেবল টেনিস। চাকরি : স্পোর্টস ইনস্ট্রাক্টর।

জোয়েল কুইনিউ : (ফ্রান্স) ৩৬। যোগ্যতা ১৯৬৮। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৯। ফিফা ১৯৮১। জানেন ফরাসী, জার্মান, ইংরাজি। নেশা : হাইকিং, পর্যটন, খেলাধুলা। পেশা : সিভিল সার্ভিস। তাঁর জীবনের 'কলঙ্কিত' ম্যাচ ফরাসী কাপ ফাইনাল। বোরদেও অতিরিক্ত সময়ে ২-১ খেলে হারায় মার্সেলকে। মার্সেল খেলোয়াড়রা অভিযোগ করেন লাইন্সম্যানের ফ্ল্যাগ রেফারি জোয়েন এড়িয়ে যান। তিনি ফাউল দেননি। আর তখনই বোরদেওয়ের অ্যালেইন জয়সূচক গোলটি দেন ১১৭তম মিনিটে।

ভলকার রথ : (পশ্চিম জার্মানী) ৪৪। যোগ্যতা ১৯৫৮। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৩। ফিফা ১৯৭৮। জানেন জার্মান, ফরাসী ও ইংরাজি। নেশা : নেই! পেশা : সালজগিটার স্টিল কোম্পানির অংশীদার এবং স্নানাগারের সরঞ্জামে বিশেষজ্ঞ। স্মরণীয় পরিচালনা : ১৯৮৪-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপসের উদ্বোধনী ম্যাচে ফ্রান্সের ম্যানুয়েল অমোরোসকে বহিষ্কার করা। এবং ১৯৮৫-তে

টোকিওয় বিশ্ব ক্লাব কাপের ফাইনাল। জুভেন্টাস হারায় পেনাল্টিতে আর্জেন্টিনোস জুনিয়ারসকে।

ভিক্টোরিয়ানো সানচেজ আরমিনিওঃ (স্পেন) ৪৪। যোগ্যতা ১৯৫৭। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৫। ফিফা ১৯৭৮। ইংরাজি জানেন। নেশাঃ খেলাধূলা।

হারনান সিলভা আরসেঃ (চিলি) ৩১। যোগ্যতা ১৯৬৯। প্রথম ডিভিশনে ১৯৭৩। ফিফা প্যানেলে ১৯৮০। জানেন স্প্যানিশ ও ইংরাজি। নেশাঃ সংগীত ও স্থাপত্য। চাকরিঃ টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার।

শিজু তাকাদাঃ (জাপান) ৩৯। যোগ্যতা ১৯৬৯। প্রথম ডিভিশনে ১৯৮২। ফিফা প্যানেল ১৯৮৪। জানেন ইংরাজি ও জাপানী। নেশাঃ ছোটদের ফুটবল সংগঠনা। চাকরিঃ ক্রীড়া সরঞ্জাম বিক্রি।

লাইন্সম্যান

এডগার্ডো কডেসান মেণ্ডেজঃ (মেক্সিকো) ৩৫। যোগ্যতা ১৯৭৬ (উরুগুয়েতে) প্রথম ডিভিশনে ১৯৮২। ফিফা যোগ্যতা ১৯৮২। জানেন স্প্যানিশ। নেশাঃ পরিবারের সকলের সঙ্গে কাটানো। চাকরিঃ শিশু চিকিৎসক। প্রথম সন্তান যিনি বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। বাবা এডগার্ডো কডেসান (উরুগুয়ে) ১৯৫৮ ও ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে রেফারি ছিলেন।

জোকুইন উরি রেয়েসঃ (মেক্সিকো) ৪৪। রেফারির যোগ্যতা ১৯৭০। প্রথম ডিভিশনে শুরু ১৯৭৬। ফিফা প্যানেলে ১৯৮২। স্প্যানিশ জানেন। নেশাঃ ভ্রমণ। পেশাঃ লটারি এজেন্সি পরিচালনা।

প্রথম রাউণ্ড

গ্রুপ—এ

(ইতালি, বালগেরিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া)

ত্রয়োদশ বিশ্ব কাপের ফাইনালে প্রথম গোল আলতোবেল্লির

ইতালি—১ ঃ বালগেরিয়া—১

(আলতোবেল্লি ৪৩ মিঃ) (নাসাকো সিরাকভ ৮৬ মিঃ)

৩১ মে। ত্রয়োদশ বিশ্ব কাপের প্রথম গোলটি নিজের নামের পাশে খোদাই করে রাখলেন ইতালির আলেসান্দ্রো আলতোবেল্লি। গতবার ফাইনালে দলের শেষ গোলটিও ছিল তাঁরই। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে উৎসবের সজ্জা ছিল। কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়াম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সর্বত্র ছায়া ছায়া। টসে জিতে বালগেরিয়া কিক অফ করে।

পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক ম্যাচে আলতোবেল্লির এটি ৪০তম গোল। এবার বিশ্ব কাপে দ্বিতীয় গোলটি বালগেরিয়ার নাসাকো সিরাকভের।

ইতালির সূচনাই ছিল নড়বড়ে এবং তাদের দিকেই বল ঘোরাফেরা করেছে, যা ছিল অনভিপ্রেত। দুই দলই বল পেয়েছে, গোলের দিকে এগিয়েছে, কিন্তু কেমন যেন লক্ষ্যহীন। দৃষ্টিকটু লেগেছে ওরা যখন বল বাদ রেখে মানুষকে লক্ষ্য করেছেন। বিসদৃশ ছিল গতবারের বিজয়ী দলের তারকা ব্রুনো কন্টিকে ফাউল।

প্রথম মূল্যবান শটটি ইতালির মিডফিল্ডার ফার্ণান্ডো ডে ন্যাপলির। নবম মিনিটে কর্ণার কিক থেকে কন্টি পেয়ে ন্যাপলিকে দেন। ন্যাপলির এটি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। তবে তিনি বালগেরিয় গোলরক্ষক বরিস্লাভ মিহাইলভকে বেগ দিতে পারেননি। এর এক মিনিট আগে বালগেরিয়া কর্ণার পায়। ত্রয়োদশ মিনিটে ডিরেক্ট ফ্রি-কিকেও বালগেরিয়ার প্লামেন গেটভ ইতালিকে কাবু করতে পারেননি।

গতবার উদ্বোধনী ম্যাচে বেলজিয়ম অবাক করেছিল চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ১-০ হারিয়ে। এবার তার পুনরাবৃত্তি না হলেও বালগেরিয়া আক্রমণ করে গেছে।

আলতোবেল্লির একটি প্রয়াস ব্যর্থ হয় স্ট্রাইকার গালদেরিসি হতাশ হয়ে বলে হাত দেওয়ায়। ৩০ মিনিটে বালগেরিয়া সুযোগ পায়। গেটভ চমৎকার ক্রস দেন; সিরাকভ দ্রুত এলেও মাথা লাগাতে পারেননি। প্রথমার্ধে বালগেরিয়া লড়াই করছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রুনো কন্টির আক্রমণে খেলার গতি বদলে যায়। ৪৭ মিনিটে ন্যাপলি মাত্র ২৪ মিটার দূরে। আলতোবেল্লি ওর কাছ থেকে বল নিয়ে বাড়ান গায়েতানো স্কিরিয়াকে। সামনে কেবল গোলরক্ষক। কিন্তু মিহাইলভ আটকে দিলেন।

এর আগেই প্রথমার্ধে আন্টনিও ডি গেলারের ফ্রি কিক থেকে আলতোবেল্লি ১-০ করেছেন। ৭৩ মিনিটে ডি গেলারে আর একটি ফ্রি কিক পেয়েছিলেন। আলতোবেল্লি হেড করে পিছনে দিতেই কাবরিনি তাতে গতি দিলে ওপর দিয়ে চলে যায়।

বালগেরিয়া দুটি সুযোগ পেয়েছিল। সিরাকভ ৭১ মিনিটে গেটভের ক্রসে হেড দিতে পারেননি। তবে ৮৬ মিনিটে রাডোস্লাভ জাদকভের ক্রসে সিরাকভ হেড দিতেই ১-১ হয়।

প্রথম ম্যাচে তিনজন হলুদ কার্ড দেখলেন। বার্গোমি দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি সীমার বাইরে ইচ্ছে করেই হাতে ধরেছিলেন। আর দুজন তাঁর সতীর্থ কাবরিনি এবং বালগেরিয় ডিফেন্ডার আলেকজান্ডার মারকভ।

এটি বালগেরিয়ার পঞ্চম বিশ্ব কাপ ফাইনাল। কিন্তু ১৯৭৪ থেকে এ পর্যন্ত তারা একটি ম্যাচও জেতেনি। হার ৮, ড্র ৫।

ইতালি

গিওভান্নি গাল্লি ; গিউসেপ্পে বার্গোমি, আন্টনিও কাবরিনি, ফার্ণান্ডো ডে

বালগেরিয়া

বরিস্লাভ মিহাইলভ ; নাস্কো সিরাকভ, নিকোলাই আরাবভ, গিরর্গি ডিমিত্রভ,

ন্যাপলি, পিয়েত্রো ভিয়েরচোওড, গায়তানো স্কিরিয়া, ব্রুনো কন্টি, আন্টনিও ডিজেন্নারো, গিউসেপ্পে গালদেরিসি, সালভাতোরে বাগনি, আলেসান্দ্রো আলতোবেল্লি।

আলেকজান্ডার ইস্ক্রেনভ, রাডোশ্লাভ ভ্রাভকম, কানিও সাডকভ, স্তইতশো ম্লাদেনভ, ইভকো গসপদিনোভ, বঝিদর ইস্ক্রেনভ, প্লামেন গেটভ।

রেফারি ঃ এরিক ফ্রেড্রিকসন (সুইডেন)

কোরিয়া মারাদোনাকে মেরেও ঘায়েল করতে পারেনি

আর্জেন্টিনা—৩ ঃ দক্ষিণ কোরিয়া—১

(জর্গে ভালদানো ৬ ও ৪৬ মিঃ অসকার রাগেরি ১৮ মিঃ) (পার্ক চ্যাং-স্থন ৭৩ মিঃ)

২ জুন। ওলিম্পিকো '৬৮ স্টেডিয়ামে দক্ষিণ কোরিয়া হারলেও বেশ কিছু সময় লড়াই করেছে লাতিন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশের সঙ্গে।

১৯৫৪র পর দক্ষিণ কোরিয়া এই প্রথম বিশ্ব কাপে খেলছে। কিন্তু আজ তাদের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল যেন মারাদোনাকে ঘায়েল করা। দক্ষিণ কোরিয়া মারাদোনাকে আক্রান্ত করবে আগেই ঘোষণা করেছিল। আসলে মারাদোনাকে কাবু করতে পারলেই আর্জেন্টিনাকে অনেকটা দুর্বল করা যায়। দক্ষিণ কোরিয়া তা করলেও দলকে ৩-১ জেতাতে তার অবদান অনেক।

যে দুটি পাকে লক্ষ্য করে দক্ষিণ কোরিয়া লাথি ছুঁড়েছে, ঘিরে ধরেছে, ভূ-পতিত করেছে এবং অবশেষে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ত্যাগ করেছে, সেই দুটি পার দাম বছরে ৫০ লক্ষ ডলার এবং এর জন্য বীমা-প্রিমিয়াম বছরে ৩০ হাজার ডলার। মারাদোনা দেখেছিলেন গতবার স্পেনে কীভাবে তাঁকে আঘাত করা হচ্ছে। এবার মেক্সিকো পেঁাছেই তাই বলেন, রেফারিদের কিছু করা উচিত।

তবে এদিন রেফারির দৃষ্টি এড়ায়নি।

কোরিয়রা মারাদোনাকে ফাউল করতেই উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন। মারাদোনার দুটি ফাউল থেকেই দুটি গোল পেয়েছে আর্জেন্টিনা। দুটি ফ্রি-কিকই করেন মারাদোনা। প্রথম কিকটি মারেন কোরিয়ার পাঁচিলে। ওদের গায়ে লেগে ফিরতে মারাদোনা উঁচু করে পাঠান ভালদানোকে। কোনাচে শটে ওটি জালে (১-০) পাঠান। আর একটি ফ্রি-কিক সেন্টার ব্যাক অসকার রাগেরি ধরে কোরিয় ডিফেন্স ভেদ করে ২-০ এগিয়ে দেন।

এরপর আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার জোর্গে বারাশাগা পোস্টে মারেন। তখনই রেফারি সতর্ক করেন হুজুং-মুকে। তিনি মারাদোনাকে ফাউল করেন। কোরিয়রা তখন হতাশ হচ্ছে কেবলই। তারপর মারাদোনা দ্রুত বল নিয়ে দুই ডিফেন্ডারকে

কাটিয়ে নিখুঁত ক্রশ দেন ভালদানোকে। তিনি ৩-০ করলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা খেলা একটু শ্লথ করে দেয়। ইতোমধ্যে ভালদানোকে ফেলে দেওয়ায় রেফারি হলুদ কার্ড দেখালেন পার্ক চ্যাং-সুনকে। শেষ দিকে কোরিয়রা গতি বাড়ায়। আর্জেন্টিনা একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল, আর তখনই কোরিয়রা দুটি বিপজ্জনক আক্রমণ করে। সন্দেহ নেই ২০ গজ দূর থেকে পার্ক যে গোলটি (৩-১) দেন, সেটিই ছিল দিনের ৪টি গোলের সেরা। গোলরক্ষক পাম্পিদু হতভম্ব হয়ে যান।

খেলা শেষে আর্জেন্টিনার ম্যানেজার কার্লস বিলার্ডো বলেন, কোরিয়রা এমন শক্তসমর্থ জানা ছিল না। মারাদোনা বলেন, আমরা জিতেছি, কিন্তু তা খুব সহজে হয়নি।

আর্জেন্টিনা

নেরি পাম্পিদু ; নেস্টর ক্লসেন, জোসে লুইস ব্রাউন, অসকার রাগেরি, অসকার গাররে, রিকার্ডো গিউস্তি, সার্জিও বাতিস্তা (জুলিও ও লারতিকোয়েতি ৭৪ মিঃ), জোর্গে বারাশাগা, পেড্রো পাসকুলি (কার্লস তাপিয়া ৭৩ মিঃ), দিয়াগো মারাদোনা, জোর্গে ভালদানো।

দক্ষিণ কোরিয়া

ওহ্ ইয়ুন-কিও, পার্ক কুং-হুন, হু জুং-মু, চো মিন-কুক, জাং ইয়ং-হন, কিম ইয়ং-সে (বুন বুং-জু ৪৬ মিঃ), কিম পিয়ুং সুক (চো কোয়াং-রে ২২ মিঃ), পার্কচাং-সুন, কিম জু-সাং, চা বুম-কুন, চোই সুন-হো।

রেফারি ঃ ভিক্টোরিয়ানো সানচেজ (স্পেন)

আর্জেন্টিনা—১ ঃ ইতালি—১

(মারাদোনা ৩৩ মিঃ) (আলতোবেল্লি ৭ মিঃ)

৫ জুন। পুয়েবলায় সপ্তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইতালি ১-০ এগোয়। ৩৩ মিনিটে ভালদানোর পাস থেকে মারাদোনা ১-১ করেন।

ইতালি এদিন প্রথম ম্যাচের দলই নামায়। আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার ডানিয়েল পাসারেল্লা ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হতে পারেননি, তাঁর জায়গায় নামানো হয় জোসে কুক উফ.ফুকে।

এবার নিয়ে আর্জেন্টিনা ও ইতালি চারবার মুখোমুখি হল। ১৯৭৪-এ ১-১ হয়েছিল। ১৯৭৮ ইতালি ১-০য় জেতে। ১৯৮২তেও ইতালি জেতে ২-১-এ।

দুই দলই বদমেজাজী ফুটবল খেলেছে। ফলে দুই মহাদেশের দুই সেরা দলের সঙ্ঘয়ে যে উচ্চাঙ্গের ফুটবল আছে, তার দর্শন মেলেনি। ইতালি সপ্তম মিনিটে

পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনার ডিফেণ্ডার অসকার গাররে হ্যাণ্ডবল করলে। এর এক মিনিট পরেই ইতালি আর একটি সুযোগ পায় কণ্টির ক্রসে গিউসেপ্পে গালদেরিসি হেড করলে। সামান্য ওপর দিয়ে চলে যায় বল। শেষ আধঘণ্টা ইতালি খেলেছে ড্র রাখার জন্য।

আর্জেন্টিনার খেলা এদিনও ছিল মারাদোনা কেন্দ্রিক। আর তিনি ফুঁসে ওঠেন ০-১ পিছিয়ে পড়তেই। রেফারি জান কাইজারের পেনাল্টি সিদ্ধান্তে কেবল আর্জেন্টেনীয়রা নন, স্টেডিয়ামে তাঁদের সমর্থকরা, প্রেস বক্সে ঐ দেশের সাংবাদিকরাও চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

মারাদোনা ২৩ মিনিটে হাওয়ায় ভাসানো তাঁর কর্ণারে জোসে লুইস ব্রাউন হেডে গোলে পাঠান। এক ইতালিয় ডিফেণ্ডার লাইনের ওপরে হাত দিয়ে আটকান। আর্জেন্টিনার এই প্রতিবাদে রেফারি কর্ণপাত করেননি। এর ১১ মিনিট পরে অবশ্য মারাদোনা ১-১ করেন।

উত্তেজনা আর একবার চরমে পেঁছয় আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক পাম্পিদুকে বাগনি ফাউল করলে। আধ ডজন খেলোয়াড়ে তখন ধাক্কাধাক্কি। রেফারি তখন কাউকে সতর্ক করেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি কমে যায়। ৫০ মিনিটে কণ্টির বাঁ পায়ের ড্রাইভ পোস্টে ধাক্কা দিয়ে ফিরে আসে। কণ্টি বেশ খেলছিলেন। কিন্তু কেন তাঁকে বসিয়ে গিয়ানলুকা ভিয়াল্লিকে আনা হল! তিনি বলে পা দিতেই ধরাশায়ী হলেন গাররে কর্তৃক।

৯০ মিনিটে তিনজন সতর্কিত হন। হল অসংখ্য ফ্রি-কিক। খেলা শেষে ইতালির ম্যানেজার এঞ্জে বেয়ার্জোট দারুণ প্রশংসা করলেন মারাদোনার।

আর্জেন্টিনা

নেরি পাম্পিদু ; জোসে কুকিফফো, জোসে লুইস ব্রাউন, অসকার রাগেরি, অসকার গাররে, রিকার্ডো গিউস্তি, সার্জিও বাতিস্তা (জুলিও ওলারতিকোয়েরি ৫৮ মিঃ), দিয়েগো মারাদোনা, জোর্গে বারাশাগা, ক্লাডিও বরাঘি (হেক্টর এনরিক ৭৪ মিঃ), জোর্গে ভালদানো।

ইতালি

গিওভান্নি গাল্লি ; গিওসেপ্পে বার্গমি, আন্টনিও কাবরিনি, গারতানো স্কিরিয়া, পিয়েত্রো ভিয়েরচোওড, সালভাতোরে বাগনি, ফার্নাণ্ডো ডে ন্যাপলি (গিওসেপ্পে বারেসি ৮২ মিঃ), আন্টনিও ডে জেন্নারো, ব্রুনো কণ্টি, (গিয়ানলুকা ভিয়াল্লি ৬৪ মিঃ), আলেসান্দ্রো আলতোবেল্লি, গিউসেপ্পে গালদেরিসি।

রেফারি ঃ জাল কাইজার (নেদারল্যাণ্ডস)

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম পয়েন্ট

দক্ষিণ কোরিয়া—১ বালগেরিয়া—১
(কিম জং-বু ৭০ মিঃ) (প্লামেন গেটভ ১১ মিঃ)

৫ই জুন। ওলিম্পিকো '৬৮ স্টেডিয়ামে পিছিয়ে থেকেও বালগেরিয়াকে জয় থেকে বঞ্চিত করল। বলাবাহুল্য বিশ্ব কাপের ইতিহাসের দক্ষিণ কোরিয়ার এই প্রথম পয়েন্ট প্রাপ্তি। মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে কোরিয়রা খেলায় চমক দিয়েছে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কাদামাঠে। আর তিন মাস রাজধানী সিওলে এশিয়ান গেমসে তাদের পদক প্রাপ্তি যে অবধারিত, তারা এশিয়ার দর্শকদের তা জানিয়ে দিল।

কোরিয়রা ১১ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে গোলরক্ষক ওহ্‌ ইয়ুন কিওর ভুলে। তা না হলে সারাক্ষণ ওহ্‌ যেভাবে গোল রক্ষা করে দশর্কদের বাহবা কুড়িয়েছেন, এশিয়ার কোন গোলরক্ষক তা কখনও পারেননি। ওহ্‌ লাইন ছেড়ে চলে আসতেই গেটভ একদল খেলোয়াড়ের ওপর দিয়ে লব করেন শূন্য গোলে। গোল খেয়েও কোরিয়ার খেলোয়াড়রা মনোবল হারাননি। বরং দ্বিতীয়ার্ধে কাদার মধ্যে তাদের নৈপুণ্য দেখান। কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা গোল থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। বদলি স্ট্রাইকার কিম জং-বু (বয়স ২১) এসে দলে শক্তি যোগালেন। ৩৭০ মিনিটে ১-১ করলেন। কিম হঠাৎ পেনাল্টি বক্সে ঢুকে পড়েন এবং হুক করে সমতা আনেন।

এরপর অ্যানিও স্যাডকভ বালগেরিয়াকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গোলরক্ষক ওহ্‌ তা ফলপ্রসূ হতে দেননি। ইউরোপীয় দলটি জয়ের জন্য ট্যাকটিক্সও বদলায়। কোরিয়ার কিম জু-সাং ডান পায়ের জোরালো সটে বালগেরিয়াকে পরাস্ত করতে গেলে তা পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

দ্বিতীয়ার্ধে এইভাবে উভয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু দুই গোলরক্ষক সবকিছু ব্যর্থ করে দেন।

দক্ষিণ কোরিয়া যদি প্রথম রাউণ্ডের ওপরে যেতে না পারে, তবুও মেক্সিকোয় তারা যে অনেক সমর্থক রেখে যাবে তা নিয়ে কোন সংশয় নেই।

৫৭ মিনিটে গেটভকে তুলে নেওয়া হয় পরবর্তী ম্যাচের (আর্জেণ্টিনার সঙ্গে) জন্য বিশ্রাম দিতে। গেটভই ছিলেন বালগেরিয়ার বিপজ্জনক খেলোয়াড়। চমৎকার খেলেন কাদা জলে ম্লায়েনভ, গোসপোডিনভ ও ইস্কেনভ।

দক্ষিণ কোরিয়া

ওহ্‌ ইয়ুন-কিও ; পার্ক কুং-হুন, হু জুং-মু, চো ইয়ং-জেয়ুং, জাং ইয়ং-হন, চো কোয়াং-রে (চো মিন-কুক ৭০ মিঃ), পার্ক

বালগেরিয়া

বরিশ্লাভ মিখাইলভ ; রাওশ্লাভ জ্ঞাভকভ, নিকোলাই আরাবভ, পিটার পেত্রভ, গিয়র্গি ইমিত্রভ, নাস্কো সিরিকভ, আনিও সাডকভ, স্তইতশো ম্লাদেনভ, ইভকো গসপাদি

চাং-স্থন, নো স্থ-জিন (কিম জং-বু ৪৫ মিঃ), বুন বুং-জু, কিম জু-সাং, চাবুম কুন।

নোভ, প্লামেন গেটভ (আন্দ্রে ইলিয়াসকভ ৫৭ মিঃ), বোঝদার ইস্কেনভ (কোস্টাডিন কস্টাভিনভ ৪৬ মিঃ)।

রেফারি ঃ ফালাজ আল-তানার (সৌদি আরবিয়া)

এশিয়া খুব পিছিয়ে কি ?

ইতালি—৩ দঃ কোরিয়া—২

(আলতোবেল্লি ১৮,৭৩,৮২ মিঃ) (চোই স্থন-হো ৬২ মিঃ, হু ইয়ং-মু ৮৯মিঃ)

১০ জুন। পুয়েবলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে দুই গোল দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ার অগ্রগতিই তুলে ধরেছে। বিশ্ব কাপ ফুটবলের প্রথম রাউন্ডেই দক্ষিণ কোরিয়া বিদায় নিলেও ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। গতি, সামর্থ্যে তারা পিছিয়ে নয়, উপযুক্ত ট্রেনিং পেলে তারা এগোবেই।

আলতোবেল্লি কি হ্যাটট্রিক করেছেন? তৃতীয় গোলটি কি তাঁর দেওয়া? না, কোরিয়ার ডিফেন্ডার চো কাওয়াং-রের আত্মঘাতী? টি ভি রিপ্লেতে দেখা গেছে ন্যাপলির ক্রস গোলমুখে ধরতে পারেননি। ওটি কোরিয় ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করছে। রেফারি ডেভিড সোচা ও পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষরে দেখা গেল তারা আলতোবেল্লিকেই তৃতীয় গোলের কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি এদিন চারটি গোলই করতে পারতেন এবং প্রথমটি আসত ১০ মিনিটে। হু ইয়ং-মু ঐ সময় তাঁকে বক্সের মধ্যে ফেলে দেন ফাউল করে। আলতোবেল্লির পেনাল্টি শট ডান দিকের পোস্টে লেগে ফেরে। কোরিয় আক্রমণ এখানেই শেষ হয়নি। প্রথমার্ধে তাঁদের দুজন সতর্কিত হয়েছেন। ইতালির একজনই রেফারির ভর্ৎসনা পান। তিনি মিডফিল্ডার অস্ত্র সালভাটোর বাগনি। দুই ডিফেন্ডারকে ট্যাকল করে হু জাং-মুর সঙ্গে লড়তে গিয়ে পড়ে যেতেই হু-র মুখে তিনি থাপ্পড় মারেন। রেফারির চোখ এড়ায়নি।

আজকের জয়ে ইতালি গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে (প্রথম আর্জেন্টিনা) দ্বিতীয় রাউন্ডে গেল। আলতোবেল্লির গোলের রেকর্ড রইল অব্যাহত। তিনি প্রতিটি খেলায় গোল করেছেন। পাঁচটি গোলে তিনি অতিক্রম করলেন ডেনমার্কের এলকাদেরকে।

দক্ষিণ কোরিয়ার চোই স্থন-হু ৬২ মিনিটে ১-১ করে ইতালিকে চিন্তায় ফেলে দেন। হু ইয়ং-মু প্রায় শেষ মুহূর্তে দলের দ্বিতীয় গোলটি দেন।

ইতালি অধিকাংশ সময় আধিপত্য রেখেছিল। কোরিয়া কয়েকবার মাত্র প্রতি-আক্রমণ করে। আলতোবেল্লি ১৮ মিনিটে ১-০ এগিয়ে দেন কোরিয়া গোলরক্ষককে হতভম্ব করে। গেন্নায়োর পাস বুকে ধরে আলতোবেল্লি বাঁ পায়ে গোলে

মারেন। পিছিয়ে পড়েও কোরিয়রা হাল ছাড়েননি, বরং ১-১-এর পর যেন ইতালির ওপর কর্তৃত্ব করেন কিছুক্ষণ। চোই এই গোলের জন্য মিডফিল্ড থেকে বল কুড়িয়ে ২৫ মিটার দূরের গাল্লিকে পরাস্ত করেন। মেক্সিকান দর্শকরা চিৎকার দ্বারা সমর্থন করতে লাগলেন কোরিয়দের। আলতোবেল্লির দ্বিতীয় গোল এল ফ্রি কিক থেকে। বল পেয়ে তিনি আলতো করে গোলে ঢুকিয়ে দেন। তাঁর দর্শনীয় গোলটি আসে সবশেষে। ফার্নাণ্ডে ডে ন্যাপলির সঙ্গে দেওয়া নেওয়া করে এগিয়ে পোস্টের গা ঘেঁষে মারলেন।

ম্যানেজার বেয়ারজোট বিরক্তি প্রকাশ করলেন দলের এই ফলে। যদিও তাঁর মতে দল ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। কোরিয়ার ম্যানেজার কিম জুং-নাম বললেন, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সর্বশক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করেছি। কিন্তু এর বেশি সম্ভব ছিল না।

ইতালি

গিওভান্নি গাল্লি ; আণ্টনিও কাবরিনি, ফালভিও কল্লিভাতি, গায়তানো স্কিরিয়া, পিয়েত্রো ভিয়েরচোওড, সালভাতোরে বাগনি (গিউসেপ্পে বারেসি ৬৭ মিঃ), ফার্ণাণ্ডো ডে ন্যাপলি, আণ্টনিও ডি গেন্নারো, ব্রুনো কণ্টি, আলেসান্দ্রা আলতোবেল্লি, গিউসেপ্পে গালদেরিসি, (গিয়ানলুকা ভিয়াল্লি ৮৮ মিঃ)।

দক্ষিণ কোরিয়া

ওহ্ ইয়ুন কিও ; পার্ক কুং-হুন, জাং ইয়ং-হন, চো ইয়ং-জেয়ুং, চো কোয়াং রে, পার্ক চ্যাং-সুন, বুন বুং-জু (কিম জং-বু ৭০ মিঃ), চোই সুন-হো, চা বুম-কুন, কিম জু-সাং (চাং জং-সু ৪৬ মিঃ), হুং হয়ং-মু।

রেফারি ঃ ডেভিড শোচা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

দুটি হেডে দুই জোর্গের দুই গোল

আর্জেন্টিনা—২ **বালগেরিয়া—০**

(জোর্গে ভালদানো ৩ মিঃ। জোর্গে বারাশাগা ৭৬ মিঃ)

১০ জুন। ওলিম্পিকে '৬৮ স্টেডিয়ামে এই জয়ের সুবাদে ১৯৭৮-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেণ্টিনা গ্রুপ শীর্ষে স্থান পেল। গ্রুপে বালগেরিয়ার স্থান তৃতীয়। এবারের প্রতিযোগিতায় এটিই তাদের শেষ খেলা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ প্রথম রাউণ্ড থেকে তৃতীয় স্থানাধিকারী ৪টি দেশ দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়ার কথা। তবে এ পর্যন্ত পাঁচটি বিশ্ব কাপের ১৫টি ম্যাচে তাদের জয়ের ঘর এখনও শূন্য।

আর্জেণ্টিনার প্রথম রাউণ্ডের শেষ ম্যাচে দুটি গোলই হল হেডে এবং তা করলেন দুই জোর্গে।

তৃতীয় মিনিটে ক্লডিও বোরাঘি বালগেরিয় ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে গোল মুখে উঁচু বল পাঠান ও জোর্গে ভালদানো হেডে পরাস্ত করেন মিখাইলভকে। প্রতি-

যোগিতায় এটি ভালদানোর তৃতীয় গোল। এই গোলের পর বালগেরিয়ার খেলায় ভাঁটা পড়ে। এরপর প্রায় এক ঘণ্টা প্রাণহীন ফুটবল হয়েছে। ৬৩ হাজার দর্শক কয়েকবার দেখলেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ স্ট্রাইকার মারাদোনার একক ড্রিবলিং। তিনিই দর্শকদের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত করেন ও আক্রমণে এগিয়ে যান। ৭৭ মিনিটে বাঁদিক থেকে এগিয়ে তাকালেন কে তাঁর পাস গ্রহণ করতে প্রস্তুত। চমৎকার ক্রস দিলেন হাওয়ায় ভাসিয়ে। বারাশাগা দ্রুত দৌড়ে দর্শনীয় হেডে গোলরক্ষককে অসহায় করে ফেললেন (২-০)। বারাশাগা গোল করলেন, কিন্তু হাজার হাজার আর্জেণ্টিনিয় সমর্থক ১০ নম্বর জার্সির মারাদোনার জন্য অভিনন্দন ও চুম্বন ছুঁড়ে দিলেন।

ভালদানো এদিন সারাক্ষণ গোলের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। সুযোগ পেলে তার নামের পাশে সংখ্যাও বাড়ত। কিন্তু মারাদোনার পাশে কাউকে তুলনা করা যায়? তার দু পায়ের পাস ও ড্রিবলিং দেখাল তিনি বিশ্বের সেরা অলরাউণ্ডার না হোন, শ্রেষ্ঠ বল প্লেয়ার নিশ্চয়ই।

বালগেরিয়ার মিডফিল্ডে গিয়র্গি ইওরদানোভ চমৎকার খেললেন। স্ট্রাইকার প্লামেন গেটভের সঙ্গে তিনি ছিলেন সবচাইতে বিপজ্জনক।

ম্যাচের পর আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার বিলার্ডো মন্তব্য করলেন: আমরা কাউকে ভয় পাই না। বালগেরিয়ার খেলায় বৈচিত্র্য নেই দেখে ছেলেদের বলি ছোট ছোট পাসে খেলতে।

আর্জেণ্টিনা

নেরি পাম্পিদু; জোসে কুসিয়োফফো, জোসে লুইস ব্রাউন, অসকার রাগেরি; অসকার গাররে, রিকার্ডো গিউস্তি, সার্জিও বাতিস্তা (হেক্টর এনরোক ৪৬ মিঃ), জোর্গে বারাশাগা, ক্লডিও বরঘি (জুলিও ওলারতিকোয়েচি ৪৬ মিঃ), দিয়েগো মারাদোনা, জোর্গে ভালদানো।

বালগেরিয়া

বরিশ্লাভ মিখাইলভ; নাস্কো সিরিকভ (রাডোস্লাভ জ্ঞাকভ ৭০ মিঃ), আলেকজাণ্ডার মারকভ, গিওর্গি ডিমিত্রভ, আন্দ্রেই ইয়েলিয়াস্কভ, আনিও সাডকভ, স্তইতশো ম্লাদেনভ (বয়েতশো ভেলিতশকভ ৫২ মিঃ), গিয়র্গি ইওরদানোভ, প্লামেন মারকভ, পিটার পেত্রভ, প্লামেন গেটভ।

রেফারি: বার্নি উল্লোয়া (কস্টারিকা)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
আর্জেণ্টিনা	৩	২	১	০	৬	২	৫ এ-১
ইতালি	৩	১	২	০	৫	৪	৪ এ-২
বালগেরিয়া	৩	০	২	১	২	৪	২ এ-৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৩	০	১	২	৪	৭	১

গ্রুপ—বি

(মেক্সিকো, বেলজিয়ম, প্যারাগুয়ে, ইরাক)

রেফারির সিদ্ধান্ত মেক্সিকোর অনুকূলে

মেক্সিকো—২ বেলজিয়ম—১

(ফার্নান্ডো কুইরারটে ২৩ মিঃ, হুগো সানচেজ ৩৮ মিঃ) (এডুইন ভাণ্ডেনবার্গ ৪৫ মিঃ)

৩ জুন। উদ্যোক্তা দেশের সর্বদাই কিছুটা বাড়তি সুবিধা থাকে। প্রতিযোগিতায় মেক্সিকোর প্রথম খেলায় তা ছিল। সকালে টানা বৃষ্টি সত্ত্বেও অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে ১ লক্ষ ১২ হাজার দর্শক এসেছেন প্রিয় খেলোয়াড়দের সমর্থন জানাতে। রেফারি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং তা মেক্সিকোরই অনুকূলে।

গত বছর ভূমিকম্পের (১৯ সেপ্টেম্বর) পর থেকে সারা দেশ ছিল বেদনাহত। কিন্তু এদিন জয়ের পর মেক্সিকানরা যা করেছেন, যে আনন্দোৎসব করেছেন, তা বিরল। তারা আত্মীয় পরিজনের কথা (নিহত, আহত এবং গৃহহীন) ভুলে গিয়েছিলেন। আনন্দের ফলও নিরানন্দ এনেছে। ২০০ জন আহত, ৫০ জন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে এবং ৮১ জন হয়েছেন গ্রেফতার। জয়ের পর শহরের সব বাসিন্দাই বোধ হয় রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন।

অ্যাজটেকায় লক্ষাধিক দর্শকের অন্যতম ছিলেন রাষ্ট্রপতি মিগুয়েল ডে লা মাদ্রিদ।

তিনটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। এবং মেক্সিকোর দুটি গোলের জন্য সবচেয়ে অবদান টমাস বয়-এর। বয়ের ফ্রি কিকে লেফট ব্যাক কুইরারটে হেডে ১-০ করেন ২৩ মিনিটে। এর ১৫ মিনিট পরে বয়ের কর্নার টেনে নেন জেভিয়ার অগুইররে এবং পোস্টের কাছে উঁচু করে পাঠান। হুগো সানচেজ মাথা ছোঁয়াতেই ২-০ হয়। বিরতি মুহূর্তে বেলজিয়ম ব্যবধান কমায় (২-১) এডুইন ভাণ্ডেনবার্গের কর্নারে। গোলরক্ষক পেড্রো লারিয়সের হাতের তালু স্পর্শ করে বল গোলে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ার্ধে বেলজিয়ম গোলশোধের জন্য আপ্রাণ খেলে। মেক্সিকোও আপ্রাণ রক্ষা করে। খেলা হয় মাঝারি পর্যায়ের। কিন্তু মেক্সিকোর সমর্থকরা এগিয়ে থাকার আনন্দে স্টেডিয়াম প্রাণবন্ত করে রাখেন।

বিরতির পর বেলজিয়মের ডিফেন্ডার গেরেটস বক্সের মধ্যে হ্যাণ্ডবল করেছেন দাবি জানান মেক্সিকানরা। রেফারি পেনাল্টি নাকচ করে বলেন এটি উদ্দেশ্যমূলক ছিল না। তবে দু মিনিট পরে ডিফেণ্ডার ভান ডার এলেস্টকে সতর্ক করা হয় সানচেজকে ফাউলের জন্য।

খেলা যা হয়েছে, জয় যে কোন দলের পক্ষে যাওয়ার মতো। বেলজিয়মের মিডফিল্ড ক্ষণে ক্ষণে চেষ্টা করেছে আক্রমণ রচনার। কিন্তু ২-১-এ এগিয়ে থাকা মেক্সিকো এই ফল বজায় রাখতে চায়। ক্লান্ত বয়কে বদল করেন মিগুয়েল এসপানা। কুলেমানসের সঙ্গে সংঘর্ষে মাথায় আঘাত পেলে মেক্সিকোর ফুল ব্যাক মারিও ট্রেজর

স্ট্রেচারে শুয়ে বাইরে যান। অবশ্য তাড়াতাড়িই তিনি ফেরেন, চোট বেশি না থাকায়। বেলজিয়ম গোল শোধের চেষ্টা করলেও পারেনি, তাদের খেলার পরিকল্পনাকারী এঞ্জে স্কিফো-কে মেক্সিকানরা নড়াচড়া করতে না দেওয়ায়।

ছোট ছোট পাশে মেক্সিকোও এগোতে চায়। কিন্তু বারে বারে তারা অফ-সাইডের ফাঁদে পড়ে।

ডেমনকে ফেলে দিলে কার্লস মুনোজ সতর্কিত হন। সমাপ্তির দু মিনিট আগে পাফ মেক্সিকোকে একটি অবধারিত গোল থেকে বঞ্চিত করেন। মিশেল ডেওলফের অসাধারণ ব্যাক পাসে এসপানা জোরালো শট করেছিলেন।

খেলা শেষে মেক্সিকোর ম্যানেজার বোরা মিলুতিনোভিচ বলেন, বেলজিয়ম শক্ত দল, তবে আমার ছেলেরা ঠিকমতো খেলেছে। বেলজিয়ম ম্যানেজার গুই থাইসের বক্তব্য ঃ আমরা বড্ড সতর্ক ছিলাম। দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে ওঠাটা বেশ দেরিতেই হয়েছে।

খেলা শেষ হতেই মেক্সিকো সিটির অন্য চেহারা। বেলা ১২টায় সহস্র কন্ঠে 'মে-ক্সি-কো', 'মে-ক্সি-কো' শুরু হয়েছিল। রাত ১২টাতেও তা শেষ হয়নি।

জয়ের পর হুগো সানচেজ বলেন, আমি দেখতে চাই আমাদের গোলের মাধ্যমে আমাদের জয়ের মাধ্যমে মেক্সিকানরা দুঃখ ভুলে যাক কিছু সময়ের জন্য, ভুলে যাক তিক্ততা। সানচেজ বলেন, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উর্ধ্বে থেকে দেশবাশীকে নতুন পথে নেওয়ার জন্যই আমার গোল। এই সমস্যা ভোলার বা তাকে বের করার জানলা তো চাই, আমার গোল ঐ সব সমস্যার দরজা বা জানলা।

সানচেজ হৃদয়বান মানুষ। গত সেপ্টেম্বরের দুর্গতদের তিনি প্রচুর সাহায্য করেছেন। বয়স ২৭। কিন্তু ১৭ বছর থেকেই বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাহায্য করে আসছেন। মেক্সিকোর এই ফুটবল কিংবদন্তীর বছরে রোজগার ৪০ লক্ষ ডলার। পাঁচ বছরের চুক্তিতে এখন আছেন রিয়াল মাদ্রিদে। গত মরশুমে ওদের হয়ে ২২টি গোল করেছেন। স্প্যানিশ ফুটবলে ওটি সর্বাধিক।

মেক্সিকো

লারিয়স ; ট্রেজো, ফেলিক্স ক্রুজ, কুইরারটে, সার্ভিন, অগুইররে, নেগ্রেটে, মুনোজ, বয় (এস্পানা ৭০ মিঃ), ফ্লোরেস (ক্রুজ ৮০ মিঃ), সানচেজ।

বেলজিয়ম

পাফ, গেরেটস, ব্রস, ভান ডার এলেস্ট, ডে উলফ, ভেরকুটেরেন, ভের্নোরিকেন, স্কিফো, কুলেমানস, ভানডেনবার্গ (ডেমল ৬৫ মিঃ), ডেসমেট (ক্লায়েসেন ৬০ মিঃ)।

রেফারি ঃ কার্লস এ এস্পোসিটো (আর্জেণ্টিনা)।

ইরাক বঞ্চিত রেফারির বাঁশিতে

প্যারাগুয়ে—১ : ইরাক—০

(জুলিও সিজার রোমেরো ৩৫ মিঃ)

৪ জুন। বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে প্রথম এসে প্রথম খেলাতেই ইরাকের তিক্ত অভিজ্ঞতা হল রেফারিং সম্পর্কে। বলও গোলে প্রবেশ করল আর সেই মুহূর্তে রেফারির বাঁশি বাজলো বিরতির জন্য। ফলে গোল বাতিল। উত্তেজিত ইরাকী খেলোয়াড়রা ঘিরে ধরেন মরিশাসের (বিশ্ব কাপে প্রথম) রেফারি সিডনি পিকনকে।

তলুকার এই খেলায় শুরু থেকে ইরাকীরাই আক্রমণ হানতে থাকেন। তারা যেমন আক্রমণে, তেমনি রক্ষণে দর্শকদের খুশি করেন। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকান দেশ প্যারাগুয়েকে বেশ নড়বড়ে মনে হয়। কিন্তু ৩৫ মিনিটে বুয়েনাভেলতুরার পাস থেকে ওদের মিডফিল্ড জেনারেল রোমেরো লব করে আগুয়ান গোলরক্ষক রাড হামোদিকে পরাস্ত করেন। আর তখনই প্যারাগুয়ের খেলা অন্য রূপ নেয়।

অথচ এর আগে ইরাকের কুশলী স্ট্রাইকার হুসেন সইদ দুবার প্যারাগুয়ের গোলরক্ষকের পরীক্ষা নেন জোরালো শটে। প্রথম ১৯ মিনিট খেলা ছিল ইরাকের দখলে, প্যারাগুয়ে এই সময় শুধু রক্ষণ আগলেছে।

২০ মিনিটেই তারা প্রথম আক্রমণ করে অ্যাডলফিনো কানেটের মারফৎ। রবার্টো কাবানাসের হেড থেকে বল পান কানেটে, তার জোরালো শট বার কাঁপিয়ে ওপর দিয়ে চলে যায়। ১৫ মিনিট পরে ০-০ অচলাবস্থার অবসান ঘটায় ১২ মিটার দূর থেকে রোমেরোর লব (১-০)।

বিরতি মুহূর্তে ন্যায্য গোল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্রোধে ইরাকীরা দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় আর দর্শনীয়ভাবে ফিরতে পারেননি। বরং প্যারাগুয়ের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। তাদের আরও দুটি গোল করা উচিত ছিল। বিরতির ঠিক পরেই সিজার জাবালার ফ্রি কিক পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ৪৮ মিনিটে একই পোস্টে ধাক্কা দেয় উইঙ্গার আলফ্রেডো মেনডোজার শট।

এদিন ইরাকের বাসিন শাকের ও প্যারাগুয়ের ভ্লাদিমিরো শেষেট্টিনা সতর্কিত হন।

খেলা শেষে ইরাকী ম্যানেজার এভারিস্টে ডে মাসেডো সাংবাদিকদের জানান, বিরতির আগের মুহূর্তে রেফারির ঐ গোলটি দেওয়া উচিত ছিল। সময় হয়ে থাকলে কর্নার কিকের আগে কেন বাঁশি বাজাননি তিনি! কর্নার কিক করতে দিয়ে তার একটি পরিণতির আগে এভাবে বিরতির বাঁশি বাজানো বেআইনী।

ইরাক

রাড হামোদি ; খলিল আলাউই, নাধুম শাকের, বাসির শাকের, আলি হুসেন,

প্যারাগুয়ে

রবার্টো ফার্নান্ডেজ ; জুয়ান টোরালেস, সিজার জাবালা, ভ্লাদিমিরো

হারিস মহম্মদ (রহিম হামিদ ৫৭ মিঃ), আহমেদ রাধি, হুসেন সইদ, বসিল গোরগিয়েস (বাসেম কাসেম বাট), নাটেক হাশেম, ঘানেম উরাইবি।

শেহেট্রিনা, রোগেলিও ডেলগাডো, জোর্গে নানেজ, বুয়েনাভেনতুরা ফেরিরা, জুলিও রোমেরো, রবার্টো কাবানাস, অ্যাডলফিলো কানেটে, অ্যালফ্রেডো মেনডোজা (জোর্গে গুরাশ ৮৮ মিঃ)।

রেফারি ঃ সিডনি পিকন (মরিশাস)

ফ্লোরেসের অভ্যুত্থান

মেক্সিকো—১ ঃ প্যারাগুয়ে—১

(লুইস ফ্লোরেস ২ মিঃ) (জুলিও রোমেরো ৮৫ মিঃ)

৭ জুন। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা, মেক্সিকোর প্রতিটি সংবাদপত্র এবং হাজার হাজার সমর্থক যখন জানতে পারেন এদিন তাদের গোলে খেলবেন পাবলো লারিয়স এবং স্ট্রাইকার লুইস ফ্লোরেস, তাদের মন্তব্য ছিল লারিয়স গোলে খেলা মানে আধ গোলে পিছিয়ে থাকা, ফ্লোরেস খেলা মানে ঠিক তাই-ই। অর্থাৎ মেক্সিকো ৭ জুন কিক অফের আগেই ১-০ পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু খেলা শেষে সকলেই অনুতপ্ত হলেন। এরাই দুজন হলেন হিরো। আর হুগো সানচেজ—যিনি ইতোমধ্যে মেক্সিকোর ফুটবল কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছেন, তার ব্যর্থতায় দল জয় থেকে বঞ্চিত হল। তার পেনাল্টি কিকে গোল হলে ফল হত ২-১।

ফ্লোরেস হিরো হয়ে গেলেন শুরুর সওয়া দুই মিনিটের মধ্যে। একটি ক্রস পাস বুকে ধরিয়ে নামান এবং তা গোলে পাঠালে রবাটো ফার্নাণ্ডেজকে পরাস্ত করে (১-০)। শুরুতে যে ফার্নাণ্ডেজ প্যারাগুয়েকে রক্ষা করতে সক্ষম হননি, সমাপ্তিতে পেনাল্টি আটকে তিনিই অ্যাজটেকার ১ লক্ষ ১৪ হাজার দর্শকের অধিকাংশের প্রশংসা পেলেন।

ইংল্যাণ্ডের রেফারি জর্জ কোর্টনির নড়বড়ে পরিচালনা উভয় দল ও দর্শকদের ক্ষুব্ধ করে। প্রথমার্ধেই মেক্সিকোকে একটি পেনাল্টি থেকে তিনি বঞ্চিত করেন। মেক্সিকানদের দাবি তিনি মানেননি। কিন্তু স্টেডিয়ামের ঘড়িতে যখন দেখা গেল ৯০ মিনিট হয়ে গিয়েছে, ঠিক তখনই মেক্সিকোর অনুকূলে পেনাল্টি দিলেন। অথচ বক্সের বাইরেই প্যারাগুয়ের ডিফেণ্ডার ভ্লাদিমিরো শেহেট্রিনার সঙ্গে সানচেজের সংঘর্ষ হয় এবং সানচেজ ছিটকে পড়েন বক্সের ভিতরে। পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত যেন রেফারির আগের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। কারণ ছিল আরও। রেফারি কোর্টনি এর আগে সানচেজকে হলুদ কার্ড দেখালে মেক্সিকানরা প্রায় সব গ্যালারিতেই রেফারি বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকেন। হয়তো ভেবেছিলেন এই পেনাল্টিতে তারা শান্ত হবেন। কিন্তু সানচেজ পেনাল্টিতে গোল দিতে ব্যর্থ হলেন। প্রসঙ্গত জানাই সানচেজ এদিন হলুদ কার্ড দেখেছিলেন প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক

ফার্নাণ্ডেজকে ফাউল করায়। ফার্নাণ্ডেজ বল ধরছিলেন যখন, তখনই ফাউলটি হয়। সানচেজের এই ফাউলের অর্থ পর পর দুটি হলুদ কার্ড দেখায়, পরবর্তী খেলা ইরাকের বিরুদ্ধে তিনি নামতে পারবেন না। সানচেজ এর আগে বেলজিয়মের বিরুদ্ধে গোল করে মহা আনন্দে দর্শকদের মধ্যে বল পাঠান কিক মেরে। এই অখেলোয়াড়ী (!) আচরণের জন্য হলুদ কার্ড দেখেন।

মেক্সিকান গোলরক্ষক লারিয়স ৮৪ মিনিট পর্যন্ত অক্ষত ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণে জুলিও রোমেরো ক্রস পাস পেলেন বদলী সতীর্থ রামন হিকসের কাছ থেকে। রোমেরো সুন্দর হেডে ১-১ করেন। এই ফলই থাকবে শেষ পর্যন্ত— এরকম ধারণাই ছিল। স্টেডিয়ামের ঘড়িতে যখন ৯০ মিনিট দেখা যাচ্ছে, তখনও ১-১। সকলে অপেক্ষা করছেন শেষ বাঁশির জন্য। ঠিক তখনই প্যারাগুয়ের বক্সের বাইরে সানচেজকে ফাউল করা হল। কিন্তু দেওয়া হল পেনাল্টির সিদ্ধান্ত। প্যারাগুয়ের খেলোয়াড়রা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। তাঁরা রেফারির সঙ্গে তর্ক করলেন, কনুইয়ের ধাক্কাও এর প্রতিবাদে। কিন্তু গোলরক্ষক ফার্নাণ্ডেজ অবিশ্বাস্য ভাবে গোল বাঁচালেন।

খেলার পর ফার্নাণ্ডেজ পেনাল্টি রক্ষা সম্পর্কে জানালেন, আমি বহুবার সানচেজের খেলা দেখেছি ভিডিও টেপে। দেখেছি উনি পেনাল্টি মারেন সর্বদাই ডাইনে। আজও তাই করেছেন। জানি, এটা ফাটকা, ঝুঁকি। কিন্তু জিতলাম ঝুঁকি নিয়ে ওর ডান দিকের প্রবণতার কথা ভেবে। মেক্সিকান সমর্থকরা এই ম্যাচের পর সানচেজকে 'ব্রাউন' আখ্যা দেন। কেউ আর 'হুগো' 'হুগো' চিৎকার করেননি।

মেক্সিকো

পাবলো লারিয়স; মারিও ট্রেজো, ফার্নাণ্ডো, কুইরারটে, ফেলিক্স ক্রুজ, রাউল সার্ভিন, কার্লস মুনোজ, জেভিয়ার আকুইরয়ে, ম্যানুয়েল মিগরেটে, টমাস বয় (মিগুয়েল এসপানা ৫৭ মিঃ), হুগো সানচেজ, লুইজ ফ্লোরেস ফ্রান্সিসকো ক্রুজ ৭৫ মিঃ)।

প্যারাগুয়ে

রবার্টো ফার্নাণ্ডেজ, জুয়ান টোরালেস (রামন হিকস ৮০ মিঃ), সিজার জাবালা, ভ্লাদিমিরো শেহেট্টিনা, রেগেলিও ডেলগাডো, জোর্গে লানেজ, বুয়েনাভেনতুরা ফেরিরা, জুলিও রোমেরো, রবার্টো কাবানাস, অ্যাডলফিলো কানেটে, আলফ্রেডো মেণ্ডোজা (জোর্গে গুয়াশ ৬১ মিঃ)।

রেফারি : জর্জ কোর্টনি (ইংল্যাণ্ড)

ইরাকিদের চড়া মেজাজের খেলা

বেলজিয়াম—২ : ইরাক—১

(এঞ্জো সিকফো ১৫মিঃ, নিকোল্লায়েসন ২১মিঃ পেনাল্টি) (আহমেদ রাহাডি ৫৭মিঃ)

৮ জুন। তলুকার বোম্বেরোনা স্টেডিয়ামে ইরাক বড় ধাক্কা খেল নক্ষত্র ফরওয়ার্ড হুসেন সঈদকে না নামিয়ে। ডান গোড়ালির আঘাত না সারায় তিনি

খেলতে পারেননি। তাঁদের ব্রাজিলিয় ম্যানেজার এভারিস্টো মাসেডোর ধারণা ছিল সঈদ খেলতে পারবেন। আঘাত না সারায় নামালেন করিম সাদ্দামকে।

ওদিকে বেলজিয়ম আক্রমণকে আরও ক্ষুরধার করতে ম্যানেজার গাই থাইস তরুণ স্টেফানে ডেমলকে নামালেন। হাঁটুর আঘাতের জন্য স্ট্রাইকার অরউইন ভ্যানডেনবার্গকে বাদ রাখা হল। ৩ জুন মেক্সিকোর সঙ্গে খেলার দিনই তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয় ঐ আঘাতের জন্য। তার বদলে নামেন নিকো ক্লায়েসন।

এ পর্যন্ত জয় না পাওয়া এই দুই দেশ আজ খেলতে নামে মাত্র ১১ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে।

ক্লায়েসন প্রথম মিনিটেই আক্রমণ করেন হেডে। কিন্তু সেটি ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। ইরাকের আক্রমণ আসে নবম মিনিটে। কিন্তু বেলজিয়ম গোলরক্ষক পাফ খলিল আলউইর শট ধরে ফেলেন। দুই দলেরই আক্রমণে কোন ধার নেই। বেলজিয়মের যেমন দুর্বল পাস, তেমনি ইরাকের মাঝমাঠের পর খেই হারিয়ে ফেলা দর্শকদের বিরক্ত করে তোলে।

ইরাক দ্বিতীয়ার্ধের অধিকাংশ সময় খেলেছে ১০ জনে। কারণ ইরাকি ডিফেন্ডার বেসিল গোরগিয়েসকে বের করে দেন রেফারি। ২১ মিনিটে বেলজিয়ম ২-০ এগিয়ে যাওয়ায় মনে হচ্ছিল ফলটা একপেশে হচ্ছে, ইরাকিরা তাই চড়া মেজাজে খেলেন এবং দু দলের ৬ জন হলুদ কার্ড দেখেন। এঁদের ৫ জনই ইরাকের। গোরগিয়েস বহিষ্কৃত হন এঞ্জো স্কিফোকে লাথি মারায়। তবে তাঁকে মার্চিং অর্ডারের কিছু পরে ইরাক গোল পায় (২-১)। বিরতির ১২ মিনিট পরে আহমেদ রাহডি ১৫ মিটার দূরে থেকে জোরালো শটে পাফকে পরাস্ত করেন। সমগ্র গ্যালারি তখন ইরাকিদের সমর্থক।

বেলজিয়ম গোলরক্ষক জিন ম্যারি পাফ কেবল আহমদ রাহডিরই তিনটি চমৎকার শট রোখেন। সমাপ্তির আগের মুহূর্তে হৃদকম্প সৃষ্টি করেন হারিস মহম্মদ। সেটি অবশ্য সামান্য ওপর দিয়ে চলে যায়।

বেলজিয়ম প্রথম খেলায় ১-২ হেরেছিল মেক্সিকোর কাছে, কিন্তু এদিন তাদের বেশ উন্নত মনে হয়েছে। ৪৫ মিনিট নাগাড়ে চমৎকার খেললেন ওঁদের স্ট্রাইকার ফিলিপ ডেসমেট, স্টেফেন ডেমেন ও ডেসমেট খেলেছেন সারা মাঠ জুড়ে।

১৫ মিনিটে জান কুলেমানসের কাছ থেকে বল পেয়ে পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেন স্কিফো। স্কিফোর শট গোলরক্ষক রাড হামোদির ডান হাত ছুঁয়ে প্রবেশ করে গোলে (১-০)। ৬ মিনিট পরে ক্লায়েসন পেনাল্টি থেকে ২-০ এগিয়ে দেন। ফুল ব্যাক খলিল আলাউই ফাউল করেছিলেন ফ্রাঙ্কি ভেরকুটেরনকে। এরপর ভেরকুটেরন একটি সুযোগ পান হেডে।

বিরতির পর বেলজিয়মের গতি কমে যায়। ইরাকিরাই তখন এগিয়ে চলেছে গোল শোধের জন্য। তবে কেবল ৫৭ মিনিটেই আহমদ রাহডি সফল (২-১) হতে পেরেছিলেন।

বেলজিয়ম

জিন-ম্যারি পাফ ; এরিক গেরেটস, ফ্রাঙ্কি ভান ডার এল্স্ট, স্টেফেন ডেমল (জর্জেস গ্রন ৬৮ মিঃ), মিশেল দে উলফ, এঞ্জো সিফো, (লিও ক্লাইস্টার্স ৬৭ মিঃ), রেনে ভান্ডেরেশেন, ফ্রাঙ্কি ভেরকুটেরন, জান কুলেমানস, নিকো ক্লায়েসন, ফিলিপ ডেসমেট।

ইরাক

রাড হামৌদি ; খলিল আলাউই, নাধুম শাকের, বাসির শাকের, আলি হুসেন, হারিস মহম্মদ, আহমেদ রাহাডি, করিম সাদ্দম, (হামিদ ৮১ মিঃ), বসিল গৌরগিয়েস, নাটেক হাসেম, ঘানেম উরাইবি।

রেফারি ঃ জেসাস ডিয়াস (কলম্বিয়া)

গ্রুপ শীর্ষে মেক্সিকো

মেক্সিকো—১ ইরাক—০

(ফার্নান্ডো কুইরারটে ৫৫ মিঃ)

১১ জুন। মেক্সিকো সিটিতে 'দুর্বল' ইরাকিদের হারিয়ে আয়োজক দেশ মেক্সিকো 'বি' গ্রুপের শীর্ষে স্থান পেল। অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে ১ লক্ষ ৮ হাজার দর্শকের উৎসাহ ও সমর্থনই যেন মেক্সিকোকে জয়ের মালা পরিয়ে দিল। হুগো সানচেজ খেলেননি সাসপেন্ড থাকায়। কিন্তু শুরু থেকেই তাঁর অভাব পূরণের জন্য গোটা দল শপথ নিয়ে খেলে। প্রথমার্ধে তারা ইরাককে কোণঠাসা করে রেখেছিল। কিন্তু বেশি গোল পায়নি শেষ কাজটি করতে না পারার জন্য।

আজও মেক্সিকান দলের মাঝ মাঠ নিয়ন্ত্রণ, গোলের সুযোগ—সব কিছুর মূলে ছিলেন দুর্দান্ত স্ট্রাইকার লুইস ফ্লোরেস। গোল না হলেও তারই একটি শটকে ঘিরে ঐ ১ লক্ষ ৮ হাজার দর্শক 'গোল' চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দেন। ১৯ মিনিটে তার শট ক্রসবারের নিচের দিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে গোল লাইনের ওপর পড়ে। দর্শকরা 'গোল' বলে লাফিয়ে উঠলেও কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়রা নিশ্চুপ ছিলেন।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিট পর দর্শক খেলোয়াড় কাউকে দমিয়ে রাখা যায়নি ফার্নান্ডো কুইরারটের অভূতপূর্ব গোলের পর। মেক্সিকোর এই সেন্টার ব্যাক ইরাকের বক্সের ডানদিকে হাজির হলেন। এদিকে মিডফিল্ড থেকে বল আসছে কুইরারটের কাছে। ফ্রিকিক থেকে বল পেয়ে ম্যানুয়েল নেগ্রেট চিপ করে বাড়ান। বল বাইরে চলে যাচ্ছিল। কুইরারটে অবিশ্বাস্যভাবে বলটি ধরলেন এবং ডান পায়ে গোলে পাঠালেন (১-০)। গোলরক্ষক আব্দুল ফাটাহ নাসেইফ ডাইভ দিয়েছিলেন। কিন্তু ২৯ বছর বয়সী কুইরারটের অমন কোনাচে শট তাঁর পক্ষে আটকানো সম্ভব ছিল না।

এদিনের খেলা থেকে বোঝা গেল মেক্সিকো হুগো সানচেজ-নির্ভর নন। তাঁকে ছাড়াও দল ভাল খেলতে পারে। আর ইরাক? বিশ্ব কাপের ফাইনালে প্রথম এসে একটিও পয়েন্ট পেল না এশিয়ার এই দেশটি।

মেক্সিকো

পাবলো লারিয়স ; রাফায়েল আমাদর (আলেজান্দ্রো ডোমিনগুয়েজ ৬২ মিঃ), ফার্নান্ডো কুইরারটে, ফেলিক্স ক্রুজ, রাউল সার্ভিন, কার্লস ডে লস কোবোস (ফ্রান্সিস্কো ক্রুজ ৭৮ মিঃ), মিগুয়েল এস্পানা, ম্যানুয়েল নেগ্রেটে, জাভিয়ের অগুইররে, টমস বয়, লুইস ফ্লোরেস।

ইরাক

আবদুল-ফাটাহ নাসেফ ; মাড ইব্রাহিম, খলিল আলউই, নাধুম শাকের, আলি হুসেন, আহমেদ রাহাডি, করিম সার্দম, নাটেক হাসেম (রহিম হামিদ ৬০ মিঃ) ইনাদ আবেদ (শাকের মাহমুদ ৬৯ মিঃ), বাসেন কাসেম, ঘানেম উরাইবি।

রেফারি ঃ জোরান পেত্রোভিচ (যুগোশ্লাভিয়া)

কাবানাস পয়েন্ট দিলেন প্যারাগুয়েকে

বেলজিয়ম—২ ঃ প্যারাগুয়ে—২

(ভেরকুটেরন ৩১ মিঃ, ভিত ৬০ মিঃ) (কাবানাস ৫০ ও ৭৩ মিঃ)

১১ জুন। তলুকার বোম্বেরোনা স্টেডিয়ামে উভয়পক্ষের গোল দেখে দর্শকরা খুশি হলেন না কেবল, সাক্ষী হলেন নানা ঘটনার। বালগেরিয় রেফারি বগদান ডটশেভ নির্দেশ দেন প্যারাগুয়ের ম্যানেজার কেয়েতানো রে-কে আপনি বেঞ্চ ছেড়ে (ম্যানেজারের আসন) চলে যান। রেফারি হলুদ কার্ড দেখান জাল কুলেমান্স ও জুলিও রোমেরোকে। কাবানাস পড়ে গেলে ওঁরা দুজন তর্ক করছিলেন মেজাজ হারিয়ে।

ড্র হওয়ায় দু দলই দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য যোগ্যতা পেল। প্যারাগুয়ের স্থান গ্রুপে দ্বিতীয়। বেলজিয়ম ৩ পয়েণ্টে তৃতীয়।

প্রথমার্ধে ভেরকুটেরন উঁচু শটে ১-০ এগিয়ে দেন বেলজিয়মকে। প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক চিপ ভেবে এগিয়ে যেতেই গোলটি হল। ৩৭ মিনিটে প্যারাগুয়ে সমতা আনতে পারত। রোমেরো বল নিয়ে পেনাল্টি সীমানার মধ্যে প্রবেশও করেন। ভেরকুটেরন মতলব করেন, গোলরক্ষকও এগিয়েছিলেন, কিন্তু ফুলব্যাক মিশেল রেনকুইন ছুটে গিয়ে গোল লাইনে ছোঁ মেরে বলটি তুলে নেন।

বেলজিয়ম দলে এদিন একাধিক নতুন মুখ দেখা যায়, গত খেলায় কয়েকজন আহত হওয়ায়। তবে এদিন নতুনরা গত দুটি খেলা অপেক্ষা পরিশ্রম করেছেন, সারাক্ষণ জয়ের লক্ষ্যেই খেলে।

বেলজিয়ম

জিন-ম্যারি পাফ; জর্জেস গ্রুন, হুগো ব্রুস, মিশেল রেনকুইন, প্যাট্রিক ভেরভুর্ট, এঞ্জো স্কিফো, স্টেফেন ডেমল, জান কুলেমানস, ফ্রাঙ্ক ভেরকুটেরন, ডানিয়েল ভিত, নিকো ক্লায়েসন।

প্যারাগুয়ে

রবার্টো ফার্নান্ডেজ; জুয়ান টোরালেস, সিজার জাবালা, রোগেলিও ডেলগাডো, জোর্গে গুয়াশ, জোর্গে নানেজ, বুয়েন-ভেনতুরা ফেরিরা, জুলিও রোমেরো, রবার্টো কাবানাস, অ্যাডলফিনো কানেটে, আলফ্রেডো মেন্ডোজা (রামন হিকস ৬৭ মিঃ)।

রেফারি ঃ বগদান ডটশেভ (বালগেরিয়া)।

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
মেক্সিকো	৩	২	১	০	৪	২	৫ বি-১
প্যারাগুয়ে	৩	১	২	০	৪	৩	৪ বি-২
বেলজিয়ম	৩	১	১	১	৫	৫	৩ বি-৩
ইরাক	৩	০	০	৩	১	৪	০

গ্রুপ-সি

ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, হাঙ্গেরি

ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নের শুরু ভাল হল না

ফ্রান্স—১ ঃ কানাডা—০

(জিন পিয়ের পাপিন ৭৯ মিঃ)

১ জুন। লিঁও-র ইওরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের উদ্বোধনী ম্যাচে 'নবাগত' কানাডার বিরুদ্ধে জিততে ৭৯টি মিনিট অপেক্ষা করতে হল। অথচ ফ্রান্স এবারের বিশ্ব কাপে অন্যতম ফেবারিট দেশ। আর সেই দলে আছেন 'ইওরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' মিশেল প্লাতিনি। ৭৯ মিনিটে জিন পিয়ের পাপিন গোলটি করলেও, এর আগে অন্তত আধ ডজন গোল তিনি দিতে পারতেন। কানাডার ডিফেন্স তিনি বারে বারে ভেদ করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন মাত্র একবার এবং তখনই সতীর্থদের মনে স্বস্তি এনে দেন। গোলের আট মিনিট আগে বদলী নেমেছিলেন ইয়ানিক স্টপিয়ারা, তাঁরই পাস থেকে পাপিনের শট কানাডার গোলরক্ষক পল ডোলানকে পরাস্ত করে।

কানাডা প্রথমার্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিল এবং ১১ মিনিটে মাইক সুইনি গোল এনে দিয়েছিলেন প্রায়। ফরাসী গোলরক্ষক জোয়েল বাটস গোটা ৯০ মিনিট ছিলেন নড়বড়ে, আর ঐ সময় গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, ৭০টি আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞ ম্যাক্সিম বসিস দ্রুত হেডে সুইনির আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধে সারাক্ষণ কানাডা প্রভুত্ব করেছে। ম্যানুয়েল অমোরস নিজের পজিশন রাইট ব্যাকে না খেলে আহত লেফট ব্যাক উইলিয়ম আয়শের স্থান পূরণ করেন এবং ফ্রান্সের প্রয়োজন মেটান। তিনি দুবার গোলে শটও করেন। স্টপিয়ারা বদল করলেও, তার আগে রশেতু অনেকগুলি সুযোগ বানান। পাপিন গোল করেছেন ঠিক, কিন্তু বাকিগুলি কার্যকর না হওয়ায় সব দায়িত্ব তাঁরই।

কানাডা তৃতীয় মিনিটেই গোল পেত। সুইনির ফ্রি-কিক ধরে আয়ান ব্রিজ এগিয়ে গেলেন, ফরাসী ডিফেন্স চুরমার করলেন, কিন্তু হেডটি চলে গেল ওপর দিয়ে। অবশ্য ফ্রান্সের সুযোগ ছিল অনেক। পাপিনের গোলের ১০ মিনিট আগে লুইস ফার্নান্ডেজের শট পোস্টে লাগে। পাপিনের শট ধাক্কা খায় বারে। প্লাতিনিও একাধিক আক্রমণ হানেন। তিনি নিখুঁত পাস দেন অমোরসকে। পাপিন বল পেয়ে এগোন, কিন্তু পাঁচ গজ দূরে থেকে ওপরে মারলেন। পরের চেষ্টাও প্লাতিনির পা থেকে। এবারও ওপর দিয়ে চলে গেল।

কানাডা এদিন নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার ব্রাঙ্কো সেগোতা ছাড়াই খেলে। খেলেননি গোলরক্ষক টনি লেটার। সেগোতা অবশ্য সমাপ্তির ৯ মিনিট আগে নামেন।

খেলা শেষে ফরাসী ম্যানেজার হেনরি মিশেল বলেন, কানাডার খেলা দেখে আমি মাথা নত করে সম্মান জানিয়েছি। ওরা কেবল রক্ষণ আগলায়নি, বরং আক্রমণে উঠে আমাদের ঘায়েল করেছে, এনেছে গোলের সুযোগ। আমরা কেবল প্রয়োজনীয় দুটি পয়েন্টই পেলাম।

ফরাসী অধিনায়ক প্লাতিনি জানান, না, ফ্রান্স হতাশ করেনি। কানাডার ম্যানেজার (ইনি ১০০০-১-এরও ম্যানেজার) বলেন, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলের সঙ্গে আমরা যুঝে দেখালাম বিশ্ব কাপে খেলার যোগ্যতা কানাডার আছে।

দ্বিতীয় মিনিটে অবশ্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ফ্রান্সকে। কানাডার ডিফেন্ডার বব লেনারডুজ্জি ধাক্কা দিয়ে ফেলেন জিন-পিয়ের পাপিনকে। কিন্তু চিলির রেফারি সিলভা খেলা অব্যাহত রাখার সংকেত দেন।

ফ্রান্স

জোয়েল বাটস। ম্যানুয়েল অমোরস, প্যাট্রিক ব্যাটিসটন, ম্যাক্সিম বসিস, থিরি টুসাউ; লুইস ফার্নান্ডেজ,

কানাডা

পল ডোলান। বব লেনারডুজ্জি, ইয়ান ব্রিজ, র‍্যান্ডি সামুয়েল, ব্রুস উইলসন। পল জেমস, (ব্রাঙ্কো সেগোতা ৮১ মিঃ),

অ্যালাইন গিরেসে, জিন টিগানা, মিশেল প্লাতিনি। জিন-পিয়ের পাপিন, ডোমিনিক রশেতু (ইয়ানিক স্টপিয়ারা ৭১ মিঃ)। র‍্যাণ্ডি রাগান, ডেভিড নরম্যান, মাইক সুইনি (জেমস লোয়েরি ৫৪ মিঃ)। কার্ল ভ্যালেনটাইন, ইগর স্রাবলিক।

রেফারি ঃ হারনান সিলভা (চিলি)।

সোভিয়েত ইউনিয়ন—৬ ঃ হাঙ্গেরি—০

(পাভেল ইয়াকোভেঙ্কো ২ মিঃ, সের্গেই আলেই-
নকিভ ৪ মিঃ, ইগর বেলানকভ ২৪ মিঃ পেনাল্টি,
ভাদিম ইভতুশেঙ্কো ৬৫ মিঃ, ইভান ইয়ারেমচুক
৭৩ মিঃ, সের্গেই রোডিয়োনভ ৭৯ মিঃ)

২ জুন। ইরাপুয়াতু স্টেডিয়ামের অপর নাম রেভলিউশিয়ন স্টেডিয়াম। বিশ্ব কাপে বিপ্লব করল সোভিয়েত ইউনিয়ন আর এক সমাজতন্ত্রী দেশ হাঙ্গেরিকে আধ ডজন গোল দিয়ে।

চার মিনিটের মধ্যে দুটি গোল দিয়ে সোভিয়েত দল হাঙ্গেরিকে কোণঠাসা করে ফেলে। এরপর রক্ষণ বা আক্রমণ বলে কিছু আছে, মনে হয়নি। অথচ সোভিয়েত দল নেমেছিল নানা 'সমস্যা' নিয়ে। প্রায় শেষ মুহূর্তে তাদের কোচ বদল হয়েছিলেন। দলের বড় খুঁটি (ডিফেন্ডার) আলেকজাণ্ডার শিভাদজে নামেননি আহত থাকায়। নামনো হয়নি অভিজ্ঞ দুই ফরওয়ার্ড ওলেগ প্রোতাসভ ও ওলেগ ব্লখিনকে। উপরন্তু খেলার আগের দিন (রবিবার) গোলরক্ষক রিনাত দাসায়েভ পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়েছেন হাসপাতালে। ১৯৮২-র অসাধারণ গোলরক্ষক দাসায়েভ মেক্সিকোর খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন, সারা শরীরের চামড়া ফুলে ওঠে।

শুরুর চার মিনিটের মধ্যেই সোভিয়েত দল ২-০ এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় মিনিটে পাভেল ইয়াকোভেঙ্কো ও চতুর্থ মিনিটে সের্গেই আলেইনিকভ গোলের পর ওরা আর পিছনে তাকাননি। ইগর বেলানভ ৩-০ করেন পেনাল্টি থেকে।

হাঙ্গেরিয়রা শুরুটা ভাল করলেও দ্বিতীয় গোলের পর কোথায় যেন হারিয়ে গেল। হাঙ্গেরির কিপারিচের কর্ণারে কারডস হেড দেন, কিন্তু দাসায়েভের তৎপরতা গোল হতে দেয়নি।

বিজয়ী দলের প্রথম গোলটি আসে হাঙ্গেরির রক্ষণ একটি ফ্রি-কিক আটকাতে না পারায়। খুব কাছ থেকেই ইয়াকোভেঙ্কো পরাস্ত করেন। দ্বিতীয় গোলটি হয় ২০ মিটার দূরের শটে।

সোভিয়েট দল ৭-০ করতে পারতই, যদি ইয়েভতুশেঙ্কোর পেনাল্টি, ক্রস বারের ওপর দিয়ে না যেত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

রিনাত দাসায়েভ। ভ্লাদিমির বেসনভ, ওলেগ কুজনেৎসভ, নিকলাই লারিওনভ, আনতলি ডেমিয়ানেনকো। ইভান ইয়ারেমচুক, পাভেল ইয়াকোভেঙ্কো (ভাদিম ইয়েভতুশেঙ্কো ৭৩ মিঃ), সের্গেই আলাইনিকভ, ভাসিলি রাটস। ইগর বেলানভ (সের্গেই রডিয়োনভ ৭০ মিঃ), আলেকজাণ্ডার জাভারভ।

হাঙ্গেরি

পিটার ডিজট্লে। স্যাণ্ডর সাল্লাই, অ্যাণ্টল রথ (গিয়োজো বার্বকসা ১৩ মিঃ), ইমরে গারাবা, যোসেফ কারডস। যোসেফ কিপরিচ, আনটল ন্যাগি, লাজস ডেটারি, জলটান পিটার (লাজলো ডাজকা ৬৩ মিঃ)। মারটন এস্টেরহাজি, গিয়রগি বগনার।

রেফারি ঃ লুইগি আগনলিন (ইতালি)

প্রথম সুযোগ ফ্রান্সের

ফ্রান্স—১ ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন—১

(লুইস ফার্নাণ্ডেজ ৬২ মিঃ) (ভাসিলি রাটস ৫৪ মিঃ)

৫ জুন আগের খেলায় হাঙ্গেরিকে পর্যুদস্ত করলেও লিওঁতে দ্বিতীয় খেলায় ফ্রান্সকে হারাতে পারল না তরুণ সোভিয়েতরা। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্স দুটি বদল করে। থিরি টুসাউকে নামানো হয়নি। খেলেছেন উইলিয়ম আয়াশে। অ্যাটাকে ডোমিনিক রশেতুকে বসিয়ে ইয়ানিক স্টপিয়ারাকে পুরো সময় খেলানো হল। তবে সোভিয়েতের সেই দল অটুট রইল, যাঁরা খেলেছিলেন হাঙ্গেরির বিপক্ষে।

হুইশলের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতরা আক্রমণে ওঠে এবং ৩০ সেকেণ্ডেই কর্নার পায়। তবে গোলের সুযোগ করে প্রথমে ফ্রান্স—তৃতীয় মিনিটে। প্লাতিনির নিখুঁত ক্রসে স্টপিয়ারা হেড দিলে ওপর দিয়ে চলে যায়।

দুই দলই বক্সের বাইরের ফ্রি-কিকে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সোভিয়েত দলের আলেকজাণ্ডার জাভারভ দুবার নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হন, সামান্যর জন্য গোল পাননি সের্গেই আলাইনিকভ। ফরাসীরা বারে বারে হারতে থাকেন রুশীদের দ্রুত দৌড়ের কাছে।

আঘাত থেকে উঠে আয়াশে আজ ২০ মিনিটে সোভিয়েত রক্ষণ ভেদ করেছিলেন, কিন্তু বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক রিনাত দাসায়েভ অত্যন্ত বিচক্ষণতায় দলকে বাঁচান। গিরেসি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন খেলা নিজেদের দখলে আনতে। কিন্তু সোভিয়েত খেলোয়াড়দের মিডফিল্ড ও দুই ফ্লাঙ্কের আক্রমণের কাছে তাল রাখতে পারেনি। তবুও গিরেসির প্রয়াসে ভাঁটা পড়েনি। ৩২ মিনিটে ভাসিলি রাটস পেনাল্টি বক্সের বাইরে টেনে ফেলে দেন। রাটস সতর্কিত হলেন, কিন্তু প্লাতিনির ফ্রি-কিক কোন কাজে এল না। ডোমিয়ানেনকোর সজোর লাথিতে আঘাত পেলেন পাপিন।

প্লাতিনির একটি ডিরেক্ট ফ্রি-কিকে পাঁচিল-দলে ছিলেন ইগনর বেলানভ। শট নেওয়ার আগে ছুটে আসায় রেফারি তাঁকে হলুদ কার্ড দেখান। প্লাতিনি সুযোগ পেলেন আবার। কিন্তু ফ্রান্স সুবিধা করতে পারল না। বিরতির পাঁচ মিনিট আগে প্লাতিনির আর একটি পাস পাপিন ধরে গোল লক্ষ্য করলেন। দাসায়েভ এবারও আটকালেন। এর পরেই হলুদ কার্ড দেখলেন ফ্রান্সের লুইজ ফার্নাণ্ডেজ। অপরাধ, পিছন থেকে তিনি জাভারভকে ট্যাকল করেছিলেন।

সোভিয়েত শিবিরে আতঙ্ক ছিল প্লাতিনির চতুর ফ্রি-কিকে। তার ২৫ গজের শট ভাগ্যিস পোস্টে লেগেছিল! তা না হলে গোল হতই। কারণ দাসায়েভ এটি বুঝতেই পারেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলমুখের ঘটনা কমই ছিল। কিন্তু গোল দুটি হয় এই অর্ধেই। ভাসিলি রাটস ৫৩ মিনিট পর ৩০ গজ দূর থেকে ড্রাইভ করলেন, আর ১-০ হল। বেলানভের পাস থেকে যখন রাটস বল ধরলেন, ফরাসী রক্ষণভাগ তখন যেন থমকে দাঁড়িয়ে। হতভম্ব রাটসের শটে গোলরক্ষক জোয়েল বাটসও। ৫৮ মিনিটে ফ্রান্সের সমস্যা বাড়ে সোভিয়েত দল যখন জাভারভের বদলে ওলেগ ব্লখিনকে নামায়।

কিন্তু প্লাতিনির ফ্রি-কিক আবার সন্ত্রস্ত করল, তবে দাসায়েভের ডাইভের কাছে প্লাতিনি পরাস্ত হলেন।

ফ্রান্স ১-১ করে গিরেসের চমৎকার থ্রু মাঝ মাঠে লুইজ ফার্নাণ্ডেজের কাছে পেঁছিলে। দ্রুত ছুটে নিচু শটে তিনি পরাস্ত করেন দাসায়েভকে।

এই খেলার পর আর্জেন্টিনার তারকা মারাদোনা বলেন, ইওরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স সম্পর্কে অনেক উঁচু ধারণা দেওয়া হচ্ছে। ওরা অত্যন্ত 'স্লো'। প্লাতিনির সমস্যা এই গরম, তার শরীরও ফিট নয়।

ফ্রান্স

জোয়েল বাটস। উইলিয়ম আয়াশে, প্যাট্রিক ব্যাটিসটন, ম্যাক্সিম বসিস, ম্যানুয়েল অমোরস। লুইজ ফার্ণান্ডেজ, জিন (বা জাঁ) টিগানা, অ্যালাইন গিরেসে (ফিলিপ ভেরকু-য়েসে ৮২ মিঃ), মিশেল প্লাতিনি। ইয়ানিক স্টপিয়ারা, জিন-পিয়েরে পাপিন (ব্রুনো বেলনে ৭৬ মিঃ)।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

রিনাত দাসায়েভ। নিকলাই লারিওনভ, ভ্লাদিমির বেসনভ, ওলেগ কুজনেৎসভ, আনাতলি ডেমিয়ানেনকো। ইভান ইয়ারে-মচুক, সের্গেই আলাইনিকভ। পাভেল ইয়াকোভেঙ্কো (সের্গেই রডিয়োনভ ৬৯ মিঃ), ভাসিলি রাটস, ইগর বেলানভ, আলেকজাণ্ডার জাভারভ (ওলেগ ব্লখিন ৫৯ মিঃ)।

দুই দলেরই গোলরক্ষক বদল

হাঙ্গেরি—২ কানাডা—০

(মারটন এসটের হাজি ২ মিঃ, লাজস
ডেটারি ৭৬ মিঃ)

৬ জুন। ইরাপুয়াতুতে কানাডাকে হারিয়ে হাঙ্গেরি দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার আশা জাগিয়ে রাখল। শুরুতে সোভিয়েতের কাছে ৬-০ হেরে ইস্তক তারা যে খেলায় ফিরে আসতে চাইছে, বোঝা যাচ্ছে। আজ দুই দলই গোলরক্ষক বদল করে খেলতে নামে। কানাডা নামায় পল ডোলানের জায়গায় অভিজ্ঞ টিলো লেট্রিরিকে। হাঙ্গেরির পিটার ডিজটল ৬টি গোল খেয়েছিলেন সোভিয়েতের কাছে, তার বদলে এলেন যোসেফ সেন্দ্রি। কানাডা উদ্বোধনী ম্যাচে হেরেছিল ১-০য়।

হাঙ্গেরির প্রথম গোল এ পর্যন্ত ত্রয়োদশ বিশ্ব কাপের দ্রুততম। মারটন এস্টেরহাজি ১ মিঃ ১০ সেকেণ্ডের সময় গোলটি করেন। এবার তার আগে দ্রুততম গোল ছিল হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথমটি ১ মিঃ ৫৬ সেকেণ্ডের সময়। কানাডা থিতু হওয়ার আগেই ডেটারির ক্রস কিপারিচের কাছে যায়; তিনি এস্টেরহাজিকে দিলে, এস্টেরহাজি ডান পোস্ট ঘেঁষে গোল করেন (১-০)।

শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও কানাডা অনেক সুযোগ পেয়েছে। বিপক্ষের গোলকে শুটিং সীমার মধ্যে পেয়েও তারা সফল হতে পারেনি। গেরি গ্রের শট ৪৪ মিনিটে ও ৪৫ মিনিটে কার্ল ভালেনটাইনের শট ধরেন হাঙ্গেরির গোলরক্ষক।

হাঙ্গেরি দ্বিতীয়বার উৎকণ্ঠায় ফেলে কানাডাকে ৩৮ মিনিটে। কিপরিচ এগিয়ে গেলে কানাডা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে। ওদের আক্রমণ বাড়ে দ্বিতীয়ার্ধে। এস্টের-হাজির শট সামান্যর জন্য গোলে প্রবেশ করেনি। কানাডার বদলি মাইক সুইনি ৫২ মিনিটে সতর্কিত হন কিপরিচকে ফাউল করায়। তারা মিড ফিল্ডার পল-জেমসের জায়গায় স্ট্রাইকার ব্রাঙ্কো সেগোতাকে এনে আক্রমণের চেষ্টা করে। চার মিনিটের মধ্যে তিনটি সুযোগও পায়। প্রথমে ব্যর্থ হন ডেভিড নরম্যানের ক্রস ইগর ড্রাবলিক কাজে লাগাতে না পারায়। তারপর সেগোতা দুবার বিপদে ফেলেন গোলরক্ষক সেন্দ্রিকে। দ্বিতীয়ার্ধের অর্ধেক পর্যন্ত তারা হাঙ্গেরিকে ১-০-র বেশি করতে দেয়নি।

কানাডা এদিন ভাল খেললেও কলঙ্কের ভাগী হল এবারের প্রতিযোগিতায় তাদেরই একজন বহিস্কৃত হওয়ায়। ১৯৭০-এর মেক্সিকোয় তাদের একজনও এমন শাস্তি পায়নি। মিখায়েল সুইনি দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখেন সমাপ্তির চার মিনিট আগে এবং বাইরে গেলেন। কিপরিচকে ধরাশায়ী করলে তাঁকে হলুদ কার্ড দেখানো হয় ৫২ মিনিটে। ৮৬ মিনিটে সুইনি হাঙ্গেরির গিয়রগি বগনারের জামা টেনে ধরলে ফাউল হয়। এবার হলুদ কার্ড মানেই লাল কার্ডের শাস্তি! ফলে কানাডাকে শেষ চার মিনিট ১০ জনে খেলতে হয়। কারণ সুইনি ছিলেন অধিনায়ক উইলসনের বদলি।

হাঙ্গেরি

যোসেফ সেন্দ্রি ; স্যাণ্ডর সাল্লাই, যোসেফ ভার্গা, আণ্টান্যাগি (লাজলো ডাজকা ৬৩ মিঃ), ইমরে গারাবা ; যোসেফ কিপরিচ, যোসেফ কারডস, লাজস ডেটারি, গিয়োজো বুকসা (আণ্টাল রথ ২৯ মিঃ) ; মারটন এস্টেরহাজি, গিয়রগি বগনার।

কানাডা

টিনো লেট্টিরি ; বব লেনারডুজ্জি, ইয়ান ব্রিজ, র‍্যান্ডি সামুয়েল, ব্রুস উইলসন (মাইক স্যুইনি ৮৬ মিঃ) ; পল জেমস (ব্রাঙ্কো সেগোতা ৫৫ মিঃ), গেরি গ্রে, র‍্যাণ্ডি রাগান এভি নরম্যান ; কার্ল ভ্যালেনটাইন, ইগর ভ্রাবলিক।

রেফারি ঃ জামাল অল-শরিফ (সিরিয়া)

হাঙ্গেরির বিদায়

ফ্রান্স—৩ **হাঙ্গেরি—০**

(ইয়ানিক স্টপিয়ারা ৩০ মিঃ, টিগানা ৬৩ মিঃ, রোশেতু ৮৫ মিঃ)

৯ জুন। লিওঁ-য় ফ্রান্সের কাছে হেরে হাঙ্গেরি বিদায় নিল। আর ইউরোপিয়ন চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স চলে গেল দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৫ পয়েণ্ট অর্জন করে। স্টপিয়ারা, টিগানা ছাড়াও গোল করলেন দ্বিতীয়ার্ধের বদলী রোশেতু।

৩০ মিনিটে উইলিয়ম আয়াশের হাওয়ায় ভাসানো চমৎকার ক্রস এসে পড়ে পেনাল্টি বক্সে এবং স্টাপিয়ারা হেডে ১-০ করেন। তিন মিনিট পরে ফরাসীরা অবধারিত গোল নষ্ট করে। ম্যাক্সিম বসিস তখন দ্রুত এগিয়ে যান হাঙ্গেরির ডিফেন্সকে ট্যাকল করতে করতে। তিনি বল বাড়ান লুইস ফার্ণাণ্ডেজকে। তার চিপ পোস্টের অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল।

এরপর ৪২ মিনিটে আয়েশে হলুদ কার্ড দেখলেন পেনাল্টি সীমার ঠিক বাইরে ট্যাকল করতে গিয়ে। হাঙ্গেরির সুযোগ এল এর এক মিনিট পরে। যোসেফ কারডসের হেড সামান্যর জন্য গোলে প্রবেশ করতে পারেনি।

ফ্রান্সকে ২-০-র জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৬৩ মিনিট পর্যন্ত। নিজের ৪৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে টিগানা এই প্রথম গোলের কৃতিত্ব পেলেন। ঐ গোলের এক মিনিট আগে জিন-পিয়ের পাপিনের বদলে এসেছিলেন রোশেতু। টিগানার সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া করতে করতে বক্সে ঢুকে পড়েন ও জোরালো বাঁ-পায়ী শটে ৩-০ করেন। কিন্তু তার আগে রোশেতু হলুদ কার্ড দেখেন হাঙ্গেরির ডিফেণ্ডার যোসেফ কারডসকে ফাউল করায়।

রোশেতুর গোলটিই ছিল এদিন সবচেয়ে দর্শনীয়। গোলে অবদান সর্বাধিক অধিনায়ক মিশেল প্লাতিনির। ম্যানুয়েল অমোরসের কাছ থেকে বল নিয়ে প্লাতিনি মাঝ মাঠ অতিক্রম করে বাঁদিকে বল বাড়ান রোশেতুকে। এবং তাঁর শটে ৩-০ হয়।

ফ্রান্স এদিন সব উজাড় করতে পারেনি। তার প্রয়োজনও হয়নি। হাঙ্গেরির আধিপত্য ছিল প্রথম ১৫ মিনিট। অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর কয়েক মিনিটও তারা আক্রমণ করে এবং ৪৮ মিনিটে তাদের প্রয়াস ক্রস বারের ওপর দিয়ে চলে যায়। লাজস ডেটারি বেশ কয়েকবার এগোন। তার একটি লং পাস লাজলো ডাজকা ধরে মারতেই বারের নিচে লেগে মাটিতে পড়ে। কিন্তু সামান্যর জন্য গোল লাইন অতিক্রম করেনি। হাঙ্গেরিয়রা অবশ্য গোলের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু রেফারি তা নাকচ করেন। ৮৬ মিনিটে হাঙ্গেরি চমৎকার সুযোগ পায়। মারটন এস্টেরহাজি অতি নিকট থেকেও গোল ভেদ করতে পারেননি।

ফ্রান্স	হাঙ্গেরি
জোয়েল বাটস ; উইলিয়ম আয়াশে, প্যাট্রিক ব্যাটিসটন, ম্যাক্সিম বসিস, ম্যানুয়েল অমোরস ; লুইজ ফার্ণান্ডেজ, জিন টিগানা, আলাইন গিয়েসে, মিশেল প্লাতিনি ; ইয়ানিক স্টপিয়ারা (জিন মার্ক ফেরেরি ৭২ মিঃ), জিন-পিয়ের পাপিন (ডোমিনিক রোশেতু ৬২ মিঃ)।	পিটার ডিজটল ; স্যান্ডর সাল্লাই, যোসেফ কারডস, অ্যান্টল রথ, যোসেফ ভার্গা ; ইমরে গারাবা, লাজলো ডাজকা, লাজস ডেটারি, পিটার হান্নিশ (আন্টল ন্যাগি ৪৬ মিঃ) ; কালমান কোভাকস (গিয়রগি বগনার ৬৬ মিঃ), মারটন এস্টেরহাজি।

রেফারি ঃ ভালেন্তে সিলভা (পোর্তুগাল)

'সি' গ্রুপের শীর্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন

সোভিয়েট ইউনিয়ন—২ ঃ কানাডা—০

(ওলেগ ব্লখিন ৫৮ মিঃ, জাভরভ ৭৫ মিঃ)

৯ জুন। ইরাপুয়েতুতে জিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন 'সি' গ্রুপের শীর্ষস্থান পেল ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল।

সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ হেলায় হারাল কানাডাকে। কারণ তারা প্রথম দলের ৯ জনকে না নামিয়ে খেলায় দ্বিতীয় দলের বা রিজার্ভ ৯ জনকে। কারণ তারা নিশ্চিত ছিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়া সম্পর্কে। তারা হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সের কাছ থেকে ৩ পয়েণ্ট পেয়েছিল। তা ছাড়া কানাডার যে ফুটবল শক্তি নেই তা রুশীরা জানতেন। কানাডা দুর্বল থাকলেও এটি ঘটনা, প্রথমার্ধে সোভিয়েট বাহিনী গোল করতে পারেনি। বরং ১৮ মিনিটের সময় কানাডার ডেল মিচেল একটি সুযোগ পান।

সোভিয়েটের প্রবীণ স্ট্রাইকার ওলেগ ব্লখিন ১০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ৫৮ মিনিটে তিনি ১-০ করেন। এর পরেই তাঁকে খোঁড়াতে দেখা যায় এবং চার মিনিট পরে বেরিয়ে যান। বদলী আসেন আলেকজাণ্ডার জাভারভ। ২-০ হয় এই জাভারভের শটেই।

ম্যানেজার ভ্যালেরি লোবেনভস্কির দ্বিতীয় বাহিনী যে প্রথম দলের মতো নয়,

স্পষ্ট হল। প্রথমার্ধে গোল না পেয়ে তিনি দ্বিতীয়ার্ধে দুই সিনিয়রকে আনেন বদলী হিসাবে। গোলও হয়। ইগর বেলানভ এই সময় এসে পেনাল্টি সীমানায় বল ফেলেন এবং ব্লখিন নিকট থেকে গোলটি দেন। রুশীদের দ্বিতীয় গোলটিও আসে প্রায় একই ভাবে।

কানাডা এই নিয়ে বিশ্ব কাপে প্রথম এসে তিনটি খেলাতেই হারল এবং দেশে ফিরবে একটিও পয়েন্ট অর্জন না করে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন

ভিক্টর চানভ ; গেন্নাডি মরোজভ, আলেকজাণ্ডার বুবনভ, ওলেগ কুজ-নেতসভ, আন্দ্রেজ বল ; গেন্নাডি লিটভ-শেঙ্কো, ভাদিম ইয়েভতুশেঙ্কো, সের্গেই আলাইনিকভ, সের্গেই রোডিয়োনভ, ওলেগ প্রোতাসভ (ইগর বেলানভ ৫৮ মিঃ), ওলেগ ব্লখিন (আলেকজাণ্ডার জাভারভ ৬২ মিঃ)।

কানাডা

টিনো লেট্টিরি ; বব (বা রবার্ট) লেনার-ডুজ্জি, র‍্যাণ্ডি সামুয়েল, ইয়ান ব্রিজ, ব্রুস উইলসন ; র‍্যাণ্ডি রাগান, গেরি গ্রে (জর্জ পাকস ৭১ মিঃ), পল জেমস (ব্রাঙ্কো সেগোতা ৬৫ মিঃ), ডেভিড নরমান ; কার্ল ভ্যালেনটাইন, ডেল মিচেল।

রেফারি ঃ ইদ্রিসা ট্রাওরে

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
সোভিয়েট ইউনিয়ন	৩	২	১	০	৯	১	৫ সি-১
ফ্রান্স	৩	২	১	০	৫	১	৫ সি-২
হাঙ্গেরি	৩	১	০	২	২	৯	২ সি-৩
কানাডা	৩	০	০	৩	০	৫	০

গ্রুপ-ডি

ব্রাজিল, স্পেন, আলজিরিয়া, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড

ব্রাজিলের জয় বিতর্কিত গোলে

ব্রাজিল—১ ঃ স্পেন—০

(সক্রেটেস ৬৩ মিঃ)

১ জুন। গুয়াদালাজারার জালিস্কো স্টেডিয়ামে মিডফিল্ডার সক্রেটেসের বিতর্কিত (?) গোলে ব্রাজিল জিতল। প্রথমার্ধে তারা হতাশ করলেও হাজার হাজার সমর্থকের (দেশ থেকে আসা) চিৎকার, উল্লাস খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করে রাখে।

অস্ট্রেলিয় রেফারি ক্রিশ ব্যামব্রিজের দুটি সিদ্ধান্ত স্পেনের খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও সমর্থকদের ক্ষোভ এনে দেয়।

তখন ৫৪ মিনিট হয়েছে খেলার। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ম্যাসেডা ব্রাজিল গোলের ২০ মিটার দূরে একটি বল ধরলেন এবং গোলে তাক করলেন। বল বারের নিচে লেগে পড়ল। গোলরক্ষক কারলস সম্পূর্ণ পরাজিত ও পতিত। বল গোল-লাইনের ওপর। কারলস উঠে বলটি ধরলেন। স্পেনিয়রা তখন উল্লাস করছেন—'গোল, গোল' বলে। রেফারি ব্যামব্রিজ বললেন, এটি গোল নয়। যদিও টিভি রিপ্লে বলেছে স্পেনিয়দের দাবি ও উল্লাস অযৌক্তিক নয়।

আশ্চর্য, এরই ঠিক নয় মিনিট পরে কারেকার একটি শট একইভাবে বারের নিচের দিকে লেগে বাইরে আসে, আর তখনই সক্রেটেস হেডে ১-০ করেন। সক্রেটেসের এই গোলকে কীভাবে রেফারি 'গোল' দিলেন, তা নিয়ে সন্দেহ। কেননা, সক্রেটেস নিশ্চিত অফসাইড ছিলেন এবং গোলরক্ষকহীন গোলে বল পাঠান।

এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এই রেফারির নিযুক্তি সম্পর্কে অনেক বলা যায়। স্পেনের দেওয়া গোলটি নাকচের পর তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন একবার। স্পেন-উদ্ধারে প্রয়াসী হন। ঐ ঘটনার দু মিনিট পরে কর্ণার থেকে ব্রাজিল একটি বল গোলে পাঠায়। কিন্তু রেফারি বাঁশি বাজান—উহুঁ, এটি গোল নয়, এডিনহো হাত দিয়ে গোল করেছেন। অর্থাৎ নাকচ। এতে স্পেনের খুব লাভ হল না। ওদিকে সক্রেটেসের গোলে ব্রাজিল উদ্দীপিত হয়ে খেলা শুরু করেছে। ১৬ বছর আগে (১৯৭০) এই স্টেডিয়ামেই তারা তৃতীয় ও শেষ ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ের পথে এগিয়েছিল।

এদিন খেলা শুরু হয় বেশ চড়া মেজাজে। স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক অ্যান্ডনি গোয়িকোয়েক্সির দুটি ট্যাকলে ব্রাজিলের দুজন ধরাশায়ী হন। কিন্তু অ্যান্ডনিকে হলুদ কার্ড না দেখিয়ে রেফারি দেখালেন জুলিফ আলবার্টোকে। শুরুর তিন মিনিটের মধ্যে তিনি ফাউল করেছিলেন ব্রাজিলের কাসাগ্রান্ডেকে।

উভয় দলই কেন, বোঝা গেল না বেশ নির্ভরশীল ছিল ডিফেন্সর ওপর। আর এই খেলায় বিরক্ত হয়ে ৬০ হাজার দর্শকের অধিকাংশই বক্রোক্তি করছিলেন।

ব্রাজিল-স্টপার জুলিও সিজারের একটি ৩০ গজী শট সামান্যর জন্য ওপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু প্রথমার্ধে মিডফিল্ডার এলজো প্রায় গোল করে ফেলেন। তাঁর জোরালো শট ডান পোস্টের কাছে জুবিজারেটা ঝাঁপিয়ে কোনরকমে বাঁচান।

ম্যাচ যতই এগিয়েছে, ব্রাজিলের পক্ষে ততই সুবিধা হয়েছে। ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস' তাপে স্পেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হঠাৎ তারা জ্বলে ওঠে ৫ মিনিটে, এবং ৩টি গোলের সুযোগ তৈরি করে। কারেকা ও মুলার সামান্যর জন্য গোল পাননি। এর পরই ব্রাজিল দুই ফ্লাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ হানা শুরু করে। এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে স্পেন মরীয়া হয়ে পেনাল্টি অঞ্চলের মধ্যে ব্রাজিলের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত রইল।

স্পেনের আক্রমণে তেমন পরিকল্পনা ছিল না। হানা কালেভদ্রে হয়েছে মাত্র।

ম্যানেজার মিগুয়েল মুনোজ আগেই বলেছিলেন, আমার কাজ হবে ব্রাজিলের গোল যাতে না বাড়ে। আর সেই কথানুযায়ীই যেন তাঁর দল খেলছিল।

এদিকে ব্রাজিল গোল করতে পারছে না বলে একবার তাদের সমর্থকরা দাবি জানাতে থাকেন 'সক্রেটেসকে নামাতে হবে।'

স্পেন হতাশ হয়ে পড়ে মন্দভাগ্যের দরুন। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের আক্রমণ বাড়লেও, তার দ্বারা জয় আনতে পারত না। মিগুয়েল গঞ্জালেজের চমৎকার ভলি এবং জোসে আন্তনিও কামাচোর হেড শেষ ১০ মিনিটে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রোখেন ব্রাজিল গোলরক্ষক কারলস। স্পেনের ড্রর স্বপ্নও বাস্তব রূপ পেল না।

ব্রাজিল

কারলস ; এডসন, জুলিও সিজার, এডিনহো, ব্রাঙ্কো ; এলজো, জুনিয়র (ফালকাও ৭৯ মিঃ), সক্রেটেস ; আলেমাও, কাসাগ্রাণ্ডে, (মুলার ৬৮ মিঃ), কারেকা।

স্পেন

জুবিজারেটা ; টোমাস, কামাচো মাসেডা, গোইকোয়েট্স্কি ; মিশেল, ভিক্টর, ফ্রান্সিস্কো লোপেজ (সেনর ৮২ মিঃ), জুলিও আলবার্টো, বুট্রাগেনো, জুলিও সালিনাস।

রেফারি : ক্রিস্টোফার ব্যামব্রিজ (অস্ট্রেলিয়া)

এই খেলার পরে

রেফারি ব্যামব্রিজ স্পেনকে গোল থেকে বঞ্চিত করেছেন—এ জন্য স্পেনের খেলোয়াড়রা হোটেলে ফিরেও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। তারা বারে বারে ভিডিও টেপে দেখতে থাকেন টেলিভিশনে দেখানো 'রিপ্লে'। ঐ না দেওয়া গোলের গোলদাতা মিশেল মন্তব্য করেন ; ফিফার এই রেফারি নিয়োগ অত্যন্ত লজ্জার। এটা কেলেঙ্কারী বৈ নয়। স্প্যানিশ লিবেরো মাসেডা বলেন, আমাদের দুটি গোল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের গোলটি অফসাইড।

তবে অনেকে মিশেলের গোল সম্পর্কে বলেছেন, তার শট এমনই ছিল যে খালি চোখে বোঝা সম্ভব ছিল না।

ব্রাজিলের খবরের কাগজগুলি স্বীকার করে রেফারির ভুলে স্পেন গোল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'কোরিও ব্রাজিলিয়েন্স' পত্রিকায় শিরোনাম হয় 'ধন্যবাদ সক্রেটেস, ধন্যবাদ ব্যামব্রিজ'।

সক্রেটেস তার ঐ গোল সম্পর্কে বলেন, রেফারির দোনামোনা মনোভাব বা চিন্তা চিরকালই যায় ব্রাজিলের অনুকূলে।

ফিফা এ সম্পর্কে জানায় : রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। টেলিভিশন কী দেখাল বা না দেখাল আমরা মানি না, আমরা চলি আমাদের আইনে।

দুটি গোলই ফ্রি-কিক থেকে

আলজিরিয়া—১ : উত্তর আয়ারল্যান্ড—১

(জামেল জিদানে ৫৮ মিঃ) (নরম্যান হোয়াইট সাইড ৬ মিঃ)

৩ জুন। গুয়াদাজালারায় ডি গ্রুপের এই খেলাটিতে কোন দলকেই তেমন গা লাগাতে দেখা যায়নি। দুটি গোলই হয়েছে পেনাল্টি সীমানার বাইরে ফ্রি-কিক থেকে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডই শুরুর পাঁচ মিনিট পরেই প্রাধান্য পায় ১-০ এগিয়ে। পেনাল্টি সীমার বাইরের থেকে (২০ গজ দূরে) নরম্যান হোয়াইট সাইড ফ্রি-কিক করলে, তা আলজিরিয় রক্ষণ পাঁচিল ছুঁয়ে গোলে প্রবেশ করে। প্রসঙ্গত জানাই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের এই নরম্যান চার বছর আগে স্পেনে প্রথম বিশ্ব কাপ খেলেন। বিশ্ব কাপে কনিষ্ঠতম ছিলেন তার আগে পেলে। নরম্যান যখন খেললেন, তখন তাঁর বয়স পেলে অপেক্ষা কয়েক মাস কম। অর্থাৎ পেলের রেকর্ড ভাঙেন নরম্যান।

আইরিশরা এদিন 'থার্ড অফ মার্চ' ('৩ ডেমারজো') স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে দুটি স্বর্ণ সুযোগ পায়, কিন্তু তা যেমন কাজে লাগাতে পারেননি তেমনি এই ব্যর্থতার পর তাঁদের আক্রমণেও ভাঁটা পড়ে।

আলজিরিয়া সমতা (১-১) আনে ৫৮ মিনিটে। জামেল জিদানে নিচু শটে গোলটি করেন। এর পরেই খেলা উত্তাপহীন হয়ে পড়ে। দুই দলই মাঝ মাঠে বল নিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

অথচ এই ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের জেতা উচিত ছিল। ২০ মিনিটের সময় জন ও'নিলের হেড বাইরে চলে যায়। আর চিলি হ্যামিলটনের শট যায় বারের ওপর দিয়ে।

আলজিরিয়া ছিল অত্যন্ত ধীর গতির। কিন্তু যখন রাশিদ হারকাউককে আনা হল বাবাহু মাদজের-এর জায়গায়, তখন কিছুটা গতি আসে। হারকাউক দুটি গোলের সুযোগ বানান। আলজিরিয়ার গোল আইরিশদের জয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তবে ওরাও স্টিভ পেনির বদলে ইয়ান স্টুয়ার্টকে এনে আশা জাগায়। এবং আলজিরিয় গোলরক্ষককে প্রায় ঐ মুহূর্তেই গোল আগলাতে ব্যস্ত হতে হয়।

আলজিরিয়া ৭১ মিনিটে বিস্মিত করে জিদানেকে তুলে নিয়ে। তার বদলে আনা হয় লাখদার বেলুমিকে।

আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক সামি ম্যাকলরয় ছিলেন দলের দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি এদিন হলুদ কার্ড দেখেন বিপক্ষের একজনকে লাথি মারায়। হোয়াইট হাউস হন সতর্কিত। খেলার ৯ মিনিট বাকি থাকতে হোয়াইট সাইডের বদলে কলিন ক্লার্ককে আনা হয়। কিন্তু তখন যেন দুই দলই ড্র-র জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে মানসিকভাবে।

আলজিরিয় ম্যানেজার বাবাহু সাদানে এই ফলে খুশি হন। 'এটি আমাদের প্রথম পয়েন্ট। এর পরে আরও পাবো।'

আইরিশ কোচ বিলি বিংহাম মন্তব্য করলেন ঃ আমাদের মনোবলে ধাক্কা লাগেনি ড্রর জন্য। আমাদের দুর্ভাগ্য—জিততে পারলাম না। অথচ আরও দুটি গোল করা উচিত ছিল।

উত্তর আয়ারল্যান্ড

প্যাট জেনিংস ; জিমি নিকহন, ম্যাল ডোনাঘি, জন ও'নিল, অ্যালান্ ম্যাকডোনাল্ড ; ডেভিড ম্যাকক্রিরজ, স্টিভ পেনি (ইয়ান স্টুয়ার্ট ৬৭ মিঃ), স্যামি ম্যাকলরয়, নিজেল ওর্দিংটন, নরম্যান হোয়াইট সাইড (কলিন ক্লার্ক ৮০ মিঃ), বিলি হ্যামিলটন।

আলজিরিয়া

লার্বি এল-হাডি ; আবদেল্লা মেডজাডি, ফৌজি মানসৌরি, করিলি নাউরেডাইন, মেহমুদ গুয়েনডৌজ ; মহম্মদ কাসি সৈদ, আসাদ সালাহ, আবদেলহামিদ বেন-মাবরুক, জামেল জিদানে (লাখদার বেলুমি ৭১ মিঃ), মারক করিস, মাডজের রাবাহ (রাশিদ হারকাউক ৩৩ মিঃ)।

রেফারি ঃ ভ্যালেরি বুটেনকো (সোভিয়েট ইউনিয়ন)

দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রথম দেশ এবার ব্রাজিল

ব্রাজিল—১ ঃ আলজিরিয়া—০
(কারেকা ৬৭ মিঃ)

৬ জুন। গুয়াদালাজারার জালিস্কো স্টেডিয়ামে কারেকার দর্শনীয় গোল ব্রাজিলকে ছিয়াশির বিশ্ব কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে পেঁছে দেয় সকলের আগে। ৬৬ মিনিটে জুনিয়র বল বাড়ান সতীর্থ কাসাগ্রানডেকে। কিন্তু আলজিরিয়ার মহম্মদ গুয়েনডৌজ নিজ এলাকাতেই পাস দেন ডিফেন্ডার আবদেল্লা মেডজাডিকে। আবদেল্লা বুঝতে পারেননি পিছনে কারেকা আছেন। দু মিটার দূর থেকে তার কাজ ছিল কেবল বলটি ঠেলে দেওয়া। কারেকা নিখুঁত ভাবে তা করেন (১-০)।

তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এবার ফেবারিট। অবশ্য আজ জিতলেও স্পেনের সঙ্গে গত ম্যাচের সমস্ত ব্যাপার নিয়ে কেউ কেউ আশংকা প্রকাশ থেকে বিরত হননি। তবে আজ দক্ষিণ আমেরিকি দলটি দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ২০ মিনিট ছাড়া বাকি সময় প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এই বাকি ২০ মিনিটে আলজিরিয়া কম্পন এনেছিল ব্রাজিল ডিফেন্সে। তারা যদি সফল হত দেখা যেত ১৯৮২ সালে তারা যে ফল করেছিল পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে (২-১ জয়), এদিনও তাই-ই হয়েছে। উইঙ্গার সালাহ্ আসাদের শট ব্রাজিল গোলরক্ষক কারলস লাইনের ওপর থেকে ক্লিয়ার করেন। এরপর মিডফিল্ডার লাখদার বেলুমির খুব কাছের শটটিও ব্যর্থ হয় কারলসের গায়ে লেগে ফেরায়।

ব্রাজিলেরই ছিল আধিপত্য। আর তা গাণিতিক হিসাবে বোঝা যেত, যদি আলজিরিয়ার গোলে অ্যাথলিটের ফিটনেসে ড্রিড না থাকতেন। অবশ্য ব্রাজিল এদিন শুরু করে, যেখানে আগের খেলায় স্পেনের সঙ্গে শেষ করেছিল।

ফালকাও মাঠে নামেন ১১ মিনিটে আহত এডসনের বদলীরূপে এবং জুনিয়রের সঙ্গে খেলতে থাকেন। ৩০ মিনিটে কারেকার পিছন দিক থেকে হেড করে গোলে পাঠান জুনিয়রের সুন্দর ক্রস থেকে। আলজিরিয় গোলরক্ষক এই প্রথম পরীক্ষিত হলেন। ব্রাজিল গোলের কাছাকাছি চলে এসেছিল সক্রেটেস কর্তৃক ওর ৩ মিনিট পরে। কাসাগ্রানডের হেড ড্রিড অসাধারণ তৎপরতায় রক্ষা করলেন, ওটি ড্রিডের হাত থেকে বাইরে গেলে সক্রেটেস ছুটে এসে গোলে পাঠান। কিন্তু গুয়াতেমালার রেফারি রোমুলো মেণ্ডেজ ফাউলের বাঁশি বাজালেন।

বিরতির পর অন্য আলজিরিয়াকে দেখা গেল। জামেল মেনাড, রাবাহ্ মাডজের ও বেলুমি বারে বারে আঘাত হানছিলেন ক্লান্ত ব্রাজিল ডিফেন্সে। কিন্তু কারেকার গোল ওদের সব আশা নির্মূল করে দেয়। এই গোলটি বাদ দিলে আলজিরিয় ডিফেন্স চমৎকার ছিল। মার্কিং এবং কভারিং ছিল দর্শনীয়। এবং এজন্যই ব্রাজিলের সব আক্রমণ ব্যর্থ হচ্ছিল।

ব্রাজিলকে লড়তে হচ্ছে আলজিরিয়ার সঙ্গে এবং এজন্য ব্রাজিল সমর্থকরা ম্যানেজার টেলে সান্তানাকে বক্রোক্তি শুনতে হচ্ছিল গোল হওয়ার আগে পর্যন্ত। সান্তানা জানতেন ১৯৭৩-এ পেলের যে ব্রাজিল খেলেছিল মেক্সিকোয়, এবারের দলের সঙ্গে তার ফারাক অনেক।

আলজিরিয় ম্যানেজার রাবাহ্ সাদানে মন্তব্য করলেন: তারা দ্বিতীয় রাউণ্ডে পেঁছিলে, আরও সমস্যায় পড়তে হবে, মুখোমুখি হতে হবে অনেক শক্ত দলের।

ব্রাজিল

কারলস; এডসন (ফালকাও ১১ মিঃ), এডিনহো, জুলিও সিজার, ব্রাঙ্কো, এলজো, অলেমাও, সক্রেটেস, জুনিয়র; কারেকা, কাসাগ্রাণ্ডে (মুলার ৫০ মিনিট।

আলজিরিয়া

নাসেরেডাইন ড্রিড; আবদেল্লা মেডজাডি, ফৌজি মানসৌরি, ফডিল মেঘারিয়া, মেহমুদ গুয়েনদৌজ, মহম্মদ কাসি সৈদ, আলাহ্ আসাদ, (টড্জ বেনসৌলা ৬৮ মিঃ), আবদেলামিদ বেনমাবরুক; জামে মেনাড, লাখদার বেলুমি (জামেল জিডানে ৭৯ মিঃ)।

রেফারি: রোমুলো মেনডেজ (গুয়াতেমালা)

দ্রুততম গোল

স্পেন—২
(এমিলিও বুত্রাজেনো ১ মিঃ,
জুলিও সালিনাস ১৯ মিঃ)

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—১
(কলিন ক্লার্ক ৪৬ মিঃ)

৭ জুন। গুয়াদালাজারার '৩ ডে মার্জো' স্টেডিয়ামে ৩০ হাজার দর্শক তাদের আসনে বসতে না বসতেই স্পেন একটি গোল দিয়ে ফেলল। অথচ আইরিশরাই বল নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিল কিক অফের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু মাঝ মাঠ অতিক্রমের

আগেই আক্রমণ ভেঙে পড়ে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মিশেলের ছোঁ-এ। বুত্রাজেনো ওর কাছ থেকে বল পেয়ে দেরি না করে দ্রুত দৌড়তে থাকেন এবং তাঁর শট গোল-রক্ষক প্যাট জেনিংসের হাত পিছলে গোলে প্রবেশ করে। ৭ জুন পর্যন্ত এবারের প্রতিযোগিতার এটি দ্রুততম গোল।

ব্রাজিলের কাছে বিতর্কিত গোলে পরাজয়ের পর এই দ্রুত গোল স্পেনকে মনোবল এনে দেয়। পুরো দলটাই চমৎকার খেলেছে। মিডফিল্ডে রাফায়েল গরডিল্লো ছিলেন অনবদ্য। ডিফেন্সে রিকার্ডো গালেগো শুধু নিখুঁত নন, প্রয়োজনে আক্রমণে উঠেছেন। ১৯ মিনিটে তাঁদের দ্বিতীয় গোল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ওপর প্রাধান্য বিস্তারেরই ফল। ঐ সময় একটি বল লাফাতে লাফাতে আসছিল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড জুলিও সালিনাস তখন পেনাল্টি সীমানার ধারে। বলটি ধরে বাঁ পায়ে জোরালো শটে প্যাট জেনিংসকে পরাস্ত করলেন (২-০)।

প্রথমার্ধের সারাক্ষণ স্প্যানিশ কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিট কাটার আগেই স্প্যানিশ ডিফেন্সে মারাত্মক ত্রুটি দেখা দিল। গোলরক্ষক অ্যাণ্ডমি জুরিজারেটা নিজ এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে বলটি কেবল আকাশে উঠল। রিকার্ডো গ্যালেগো হেড করে ব্যাক পাস দিলেন যাতে অ্যাণ্ডমি ধরতে পারেন। কিন্তু ঐ বলে হেড দিলেন কাছে থাকা আইরিশ খেলোয়াড় কলিন ক্লার্ক (২-১)।

আয়ারল্যাণ্ড এবার খেলায় ফিরল এবং উপলব্ধি করল তারা ১৯৮২-র পুনরাবৃত্তি করতে পারে। স্পেন হেরেছিল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের কাছে। কিন্তু তারা তা পারল না। এমন কি দলের প্রধান শক্তি রাফায়েল গরডিল্লো আঘাত পেয়ে বাইরে গেলেও। আইরিশরা চাপ দিয়েছিল, তবে স্পেনের ডিফেন্স ভেদ করা তেমন সহজ ছিল না।

দুই দলের অনেক সুযোগ ছিল গোলের। কিন্তু স্পেনের মিডফিল্ডার রিকার্ডো গাল্লেগো সুইপারের ভূমিকায় চমৎকার খেলেন। আয়ারল্যাণ্ডের সুযোগ যা, তা পান ঐ কলিন ক্লার্ক। স্প্যানিশ ফুল ব্যাক টমাস ও জোসে অ্যান্টনিও কামাচো উইং দিয়ে ওভারল্যাপে ওঁকে নিরস্ত করেন। তখনই মনে হয়েছে স্পেন আরও গোল দেবে।

স্পেন

অ্যাণ্ডমি জুরিজারেটা; পেড্রো টমাস, অ্যাণ্ডনি গোইকোয়েটক্সি, রিকার্ডো গ্যাল্লেগো, জোসে অ্যাণ্টনিও কামাচো; ভিক্টর, মিশেল, ফ্রান্সিস্কো লোপেজ, রাফায়েল গরডিল্লো (রামন কালডেরে ৫৩ মিঃ); জুলিও সালিনাস (জুয়ান অ্যাণ্টনিও সেনর ৭৮ মিঃ), এমিলিও বুত্রাজেনো।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড

প্যাট জেনিংস; জিম্মি নিকহল, অ্যালান ম্যাকডোনাল্ড, জন ও'নিল, মাল ডোনাঘি; মিজেল ওয়াজিংটন (বিলি হ্যামিলটন), সামি ম্যাকলরয়, ডেভিড ম্যাকক্রিরি; স্টেভেন পেনি (ইয়ান স্টুয়ার্ট ৫৩ মিঃ); নরম্যান হোয়াইটসাইড, কলিন ক্লার্ক।

অপরাজেয় ব্রাজিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে, ১১৯ তম খেলায় হতাশ প্যাট জেনিংস

ব্রাজিল—৩ : উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—০
(কারেকা ১৫ ও ৮৭ মিঃ,
যোসিমার ৪১ মিঃ)

১২ জন। গুয়াদালাজারার জালিস্কো স্টেডিয়ামে ৩-০ জিতে ব্রাজিল ফুটবল কৃতিত্ব প্রদর্শন করল। এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে তো গেলই, তারাই একমাত্র দল যারা গ্রুপের তিনটি খেলার একটিতেও হারেনি। এদিন উত্তর আয়ারল্যাণ্ড পরাজিত হওয়ায় এবারের বিশ্ব কাপ থেকে তাদের বিদায় নিতে হল।

এই ফল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রবীণ গোলরক্ষক ৪১ বছর বয়সী প্যাট জেনিংসের পক্ষে অত্যন্ত হতাশকর। আজ ৪১ তম জন্মদিনে তিনি আশা করেছিলেন, নিজের ১১৯ তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে রুখে দিতে পারবেন ব্রাজিল ফরওয়ার্ডদের। তাঁর দলের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যাট জাতীয় দলের পক্ষে ২২ বছরের খেলোয়াড় জীবনেরও ইতি টানলেন। তবে এদিনের তিনটি গোলের একটিরও জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। এই একটি খেলাতেই তিনি ১১ বার বল ধরেছেন এবং শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে একটি বলকে দুবার আটকাতে হয়েছে।

ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস আজ এতই ছিল যে দ্বিতীয়ার্ধে তারা জিকোকে নামায়। জিকো কয়েক মাস ধরে হাঁটুর আঘাতে ভুগছিলেন। সক্রেটেসের বদলী নেমে চমৎকার ব্যাক-হিলে এমন একটি বল পাঠালেন, যার দ্বারা কারেকা তৃতীয় গোলটি করেন।

ব্রাজিল সম্পূর্ণরূপে কোণঠাসা করে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে ১৫ মিনিটে, যখন মুলারের ক্রস থেকে কারেকা ১-০ করেন।

গুয়াদালাজারার দর্শকরা এই প্রথম দেখলেন ব্রাজিল মিডফিল্ডের ওপারে (নিজেদের দিকে) বল নিতে দিচ্ছে না। যোশিমার এই প্রথম মেক্সিকোয় খেললেন এবং সমাপ্তির চার মিনিট আগে বল দেওয়া নেওয়া করতে করতে ৩০ মিটার দূরে থেকে বার ও পোস্টের বাঁ কোণ লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করলেন।

প্রথমার্ধে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। কলিন ক্লার্ককেই কেবল আগিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে তো কোন চেষ্টাই ছিল না আক্রমণের। আর তাই তারা বিদায় নিল।

ব্রাজিল মুলারকে আক্রমণে রাখে গতি বাড়াতে। কিন্তু প্রথম গোলের পর আঘাত পেয়ে বাইরে গেল কাসাগ্রাণ্ডেকে আনা হয়। জুনিয়র এখন ব্রাজিলের শক্ত খুঁটি। তিনি এবং সক্রেটেস এদিন কয়েকবার আয়ারল্যাণ্ডকে শক্ত ট্যাকলে আটকান। ব্রাজিলের অভিজ্ঞতার কাছে আইরিশ ডিফেন্স তছনছ হয়ে যায়। শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্যাট জেনিংসকে কখনও দুর্বল মনে হয়নি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন

কারেকার প্রথম গোল আটকাবেন। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর তিনটি রক্ষণ অতুলনীয়।

২-০ এগিয়ে যাওয়ার পর ব্রাজিল যেন প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলছিল। সক্রেটেসের বদলী জিকো নামায় খেলার গতিও বদল হল।

৮৪ মিনিটে ১০ মিটার দূর থেকে জুনিয়র শট না করে পাঠান জিকোকে। জিকোর শট আটকালেন আইরিশ গোলরক্ষক। কিন্তু মুহূর্তে মধ্যে আবার বল পেলেন এবং ব্রাঙ্কোকে বাড়ালেন। জেনিংস আবার রুখে দিলেন। কাসাগ্রাণ্ডেও গোল করতে পারলেন না।

দেরিতে হলেও আয়ারল্যাণ্ড স্ট্রাইকার বিলি হ্যামিলটন ও গেরি আর্মস্ট্রংকে নামিয়ে কিছুটা গতি সঞ্চার করেন। ৮৩ মিনিটে অধিনায়ক স্যামি ম্যাকলরয় জোরালো শট করেন। কিন্তু গোলরক্ষক কারলস সেটি ঘুষি মেরে বাঁচান।

গতবার আইরিশরা স্পেনে দ্বিতীয় রাউণ্ডে পেঁাছেছিলেন। এবার মাত্র এক পয়েণ্টের জন্য তা সম্ভব হল না।

ব্রাজিল

কারলস ; যোশিমার, জুলিও সিজার, এডিনহো, ব্রাঙ্কো ; এলজো, আলেমাও, জুনিয়র, সক্রেটেস(জিকো ৬৮ মিঃ) ; মুলার (কাসাগ্রাণ্ডে ২৭ মিঃ), কারেকা।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড

প্যাট জেনিংস ; জিম্মি নিকহল, মাবল ডোনাঘি, জন ও'নিল, অ্যালান ম্যাকডোনাল্ড ; ডেভিড ম্যাকক্রিরি, স্যামি ম্যাকলরয়, ইয়ান স্টুয়ার্ট, কলিন ক্লার্ক ; নরম্যান হোয়াইট সাইড (বিলি হ্যামিলটন ৬৮ মিঃ), ডেভিড ক্যাম্পবেল (গেরি আর্মস্ট্রং ৭২ মিঃ)।

রেফারি ঃ সিগফ্রিড কিরশেন (পূর্ব জার্মানি)

জেনিংসের জন্য

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড হারলেও ব্রাজিল ঐ দলের প্রবীণ গোলরক্ষক প্যাট জেনিংসকে অভিনন্দন জানান। জানান বিদায় শুভেচ্ছা। ব্রাজিল ম্যানেজার টেলে সান্তানা বলেন, আজকের অনবদ্য খেলার জন্য নয়, আপনাকে অভিনন্দন চমৎকার ফুটবল জীবনের জন্য। দীর্ঘদিন আপনি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেললেন। এবং তা ৪১ বছর বয়স অবধি। এর জন্য গর্বিত হওয়া উচিত।

এদিনে যে বলে খেলা হয়, সেই বলে সই করে ব্রাজিলের সব খেলোয়াড় বলটি উপহার দেন প্যাট জেনিংসকে।

আলজিরিয়াকে হারিয়ে স্পেন দ্বিতীয় রাউন্ডে

স্পেন—৩ : আলজিরিয়া—০

(রামন ক্যালডেরে ১৫ ও ৬৯ মিঃ
এলয় ওলায়া ৭১ মিঃ)

১২ জন । মন্টেরির টেকনোলজিকো স্টেডিয়ামে গরমে না খেলতে পেরে বা গোলরক্ষক নাসেরেডাইন ড্রিড প্রথমার্ধে আঘাত পেয়ে বাইরে যাওয়ায় আলজিরিয়া হেরেছে, এমন নয়—তাদের পরাজয় স্পেনের উন্নত ফুটবলের কাছে। স্পেন জিতল সহজেই।

আহত রাফায়েল গরডিল্লোর জায়গায় এদিন নামেন রামন ক্যালডেরে। তবে তিনি বদলী ছিলেন না আজ। বদলী নামেন ৪৬ মিনিটে এলয় ওলায়া। গোল তাই দুই 'বদলীর'ই। স্পেন বিজয়ী হলেও কদর্য ফাউল হয়েছে, বিরক্তিকর খেলা হয়েছে।

এদিনের ফলে স্পেন শেষ ১৬ দলে স্থান পেয়েছে ঠিক, কিন্তু আরও এগোতে গেলে খেলায় উন্নত হতে হবে।

আলজিরিয়াকে মনে হয়েছে, ১৮ মিনিট পর্যন্ত তাদের কষ ছিল, গোলরক্ষক ড্রিড আহত হয়ে স্ট্রেচারে চড়ে মাঠের বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের সব শক্তিও যেন নিয়ে গেলেন। মাথা, কাঁধ ও গলায় আঘাত লাগায় তিনি বাইরে যান। এবং তখনই তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ড্রিডের বদলী আসেন এল হাডি লার্বি। ১১ মিনিটের সময় ড্রিড আঘাত পান কর্ণারের পর অ্যান্ডনি গোইকোয়েটক্সির সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। একে অবশ্য কেবল 'ধাক্কা' বলা ঠিক হবে না। বলা হল 'দ্য বুচার অফ বিলবাও' কোন শাস্তি পেলেন না তখন, তবে শেষ দিকে তার অখেলোয়াড়ী আচরণের জন্য রেফারি সতর্ক করে দেন। ১৯ মিনিট পর্যন্ত ড্রিড সাহসে ভর করে মাঠে ছিলেন।

ড্রিডের সাহসিকতা ১৫ মিনিটের সময় চেষ্টা করে ক্যালডেরের গোল আটকাতে। কিন্তু জুলিও সালিনাসের পাস দ্রুত গোলে পাঠান ক্যালডেরে (১-০)। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি দৌড়ের গতি বাড়ালেন, বিচরণ করছিলেন সারা মাঠে। ২-০ করলেন ফ্রান্সিস্কো লোপেজের পাস থেকে। লোপেজের থ্রু ওলায়াকে অফসাইড ট্র্যাপের বাইরে নেয়, এগিয়ে আসেন গোলরক্ষক এবং ক্যালিডেরে ঐ বল ধরে গোলে পাঠান—শূন্য গোলে।

এরপর কোন আক্রমণ ছিল না, ছিল না গ্যালারিতে উত্তেজনা। তবে দু মিনিট পরে স্পেন প্রাণবন্ত করল গ্যালারি আলজিরিয়ার ডিফেন্সে প্রবেশ করে এবং একটি গোল দিয়ে। বুত্রাজেনোর বদলী ওলায়া খুব কাছ থেকে গোলটি দেন।

স্পেন

অ্যান্ডনি জুবিজারেরটা ; টোমাস রেনোহেস, জোসে আন্তনিও, কামাচো, ভিক্টর মুনোজ ; অ্যান্ডনি

আলজিরিয়া

নাসেরেডাইন ড্রিড (এল হাডি লার্বি ১৯ মিঃ) ; ফডিল মেঘারিয়া, ফৌজি মানসৌরি, করিম নাউরেডাইন, মেহমুদ

গোইকোয়েইস্কি, এমিলিও বুত্রা-জোনো (এলয় ওলায়া ৪৬ মিঃ), রিকার্ডো গ্যালেগো, ফ্রান্সিসকো লোপেজ, র‍্যামন ক্যালডেরে; জুলিও সালিনাস, মিশেল (জুয়ান সেনর ৬৫ মিঃ)।

গুয়েনডোজ ; মেহমুদ কাসি সৈদ, রাবাহ্ মাডজের, মারক করিম, রাশিদ হারকাউক ; লাখদার বেলুমি, জামেল জিদানে (জামেল মেনাদ ৫৯ মিঃ)।

রেফারি ঃ শিজু তাকাদা (জাপান)

গ্রুপ-ই

পশ্চিম জার্মানি, উরুগুয়ে, ডেনমার্ক, স্কটল্যাণ্ড

ড্র করতে পশ্চিম জার্মানির ৮০ মিনিট লাগল

পশ্চিম জার্মানি—১ ঃ উরুগুয়ে—১

(ক্লাউস আলফস ৮৫ মিঃ) (আন্তনিও আলজামেণ্ডি ৫ মিঃ)

৪ জুন। কুয়েরতারোয় গ্রুপ-ইর প্রথম খেলায় নিজেদের ভুলেই গোল খেয়ে তা শোধ করার জন্য পশ্চিম জার্মানিকে ৮০ মিনিট লড়াই করতে হল। পশ্চিম জার্মানির রাইট ব্যাক থমাস বার্থহোল্ড কোন চিন্তা না করে ব্যাক পাস দিয়েছিলেন। পিছন দিকে যে বিপক্ষের আন্তনিও আলজামেণ্ডি ছিলেন, তা তিনি ভাবেননি। আন্তনিও বল ধরে বার ঘেঁষে মারলেন (১-০)। জার্মানরা প্রতিবাদ করলেন—গোল হয়নি, বারে লেগে ফিরেছে, লাইন অতিক্রম করেনি। কিন্তু চেকোশ্লোভাক রেফারি ক্রিস্টভ বললেন, বল লাইন পেরিয়েছে।

প্রারম্ভিক পর্বের গোল খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং জার্মানি মরীয়া হয়ে খেলতে থাকে। উরুগুয়ে চেষ্টা করে ফল বজায় রাখতে, আর এজন্য মারাত্মক ফাউল করতে থাকে। এবং তা রেফারির পক্ষে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

লোথার ম্যাথিয়ুস, রুডি ভয়লার, হ্যান্স পিটার ব্রিজেল গোলের কাছাকাছি পেঁছে যান, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হন উরুগুয়ের গোলরক্ষক ফার্নাণ্ডো আলভেজের তৎপরতায়। এই সঙ্গে উরুগুয়ের ফরওয়ার্ডরা প্রতিআক্রমণেও যায় এবং জার্মানদের বেগ দেয়। তারা একটি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় যখন জোরগে ডা সিলভা ৫৩ মিটার একাকী বল নিয়ে ক্লাউস আউগেনথালারের লাথিতে ধরাশায়ী হলেন।

জার্মান অধিনায়ক কার্ল হাইনজ রুমেনিগে এদিনও বসেছিলেন বদলী বেঞ্চে। হাঁটুর আঘাতের দরুন তাঁর বদলে আক্রমণে ছিলেন ক্লাউস আলফস। রুমেনিগে অবশ্য শেষ দিকে কিছুক্ষণ খেলেন। উরুগুয়েও প্রথম গোলরক্ষক রুডলফো রডরিগুয়েজ আহত থাকায় আলভেজকে নামানো হয়।

এদিনের খেলাটি ছিল শুরু থেকেই একটু নৃশংসতায় ভরা। উল্লেখ্য, গ্রুপ-ই হল সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার। ডেনমার্ক, স্কটল্যান্ডও এখানে।

খেলা চড়া মেজাজের হওয়ার মূলে নিঃসন্দেহে উরুগুয়ে। ২৫ সেকেন্ডের সময় নেলসন গুটিরেজ জার্মান স্ট্রাইকার রুডি ভয়লারকে ফেলে দেন। তারপর দক্ষিণ আমেরিকিরা যথেষ্ট ট্যাকলিং-এ গেছে যা চেকোশ্লোভাক রেফারির নিয়ন্ত্রণে বাইরে ছিল।

উরুগুয়ের ভিক্টর ডিওগো ও মারিও সারালেগালের নাম রেফারির খাতায় নথি-ভুক্ত হয়, কিন্তু যুদ্ধ থামেনি।

এদিন উরুগুয়ের গোলটিকে অনেকে বিতর্কিত বলেই ক্ষান্ত থাকেননি; বলেছেন এটি স্পেন-ব্রাজিলের খেলার মতোই। তবে সেদিন স্পেন বঞ্চিত হয়েছিল।

শেষ ২৫ মিনিট জার্মানি বারে বারে আঘাত হেনেছে বারে ও পোস্টে জার্মানি ক্লাউস আউগেনথালারের মাধ্যমে। বার্থহোল্ডও চেষ্টা করেন। সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে কার্ল হাইনজ ফরস্টার বল পাঠালেন আলফসকে বাঁদিকে এবং তিনি ভুল করেননি গোলে পাঠাতে (১-১)।

উরুগুয়ে এরপর কয়েকটি সুযোগ পায় এঞ্জো ফ্রান্সেসকলি ও জোরগে ডা সিলভা কর্তৃক। জার্মানদের খুব চিন্তায় ফেললেও গোল করতে পারেনি।

এই খেলার পর হেলিকপ্টারে নেজাহাউলকয়টলে যাওয়ার আগে জার্মান ম্যানেজার বেকেনবাউয়ার বলেন, এবারের বিশ্ব কাপ একেবারে অন্য ধরনের। আজকের ম্যাচটি টাফ হলেও ফেয়ার প্লের বাইরে যায়নি। আর আজ জার্মানিই ভাল খেলেছে। রেফারি ও লাইন্সম্যানদ্বয়ের অনেক কিছু করার ছিল, তবে তারা ভুল করেননি।

উরুগুয়ের ম্যানেজার বলেন, আমাদের পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল। জার্মানদের সম্পর্কে রেফারির কঠোর হতে হত।

উরুগুয়ে

ফার্নান্ডো আলভেজ; নেলসন গুটিরেজ, এডুয়ার্ডো এসভেডো, ভিক্টর ডিওগো, মিগুয়েল বসিও; জোসে বাতিস্তা, আন্তনিও আলজামেন্ডি (ভেলানসিও রামোস), জোরগে বারিওস (মারিও সারালেগুই ৫৭ মিঃ), জোরগে ডা সিলভা; এঞ্জো ফ্রান্সেসকলি, সের্গিও সানটিন।

পশ্চিম জার্মানি

হারাল্ড শুমাখার; হান্স-পিটার ব্রিজেল, থমাস বার্থহোল্ড, কার্ল হাইনজ ফরস্টার, ক্লাউস আউগেনথালার; নরবারটির, লোথার ম্যাথিউস (কার্ল হাইনজ রুমেনিগে ৭০ মিঃ), ফেলিক্স মাগাথ, আন্দ্রিয়াস ব্রেজে (পিয়ের লিটবারস্কি ৪৬ মিঃ), রুডি ভয়লার, ক্লাউস আলফস।

রেফারি ঃ ভজটেচ ক্রিস্টভ (চেকোশ্লোভাকিয়া)

ডেনমার্ক আঘাত দিল স্কটল্যাণ্ডকে

ডেনমার্ক—১ : স্কটল্যাণ্ড—০

(প্রেবেন এলকজায়ের ৫৭ মিঃ)

৪ জুন। নিজাহাউলকয়টলে 'নেজা ৮৬ স্টেডিয়ামে' বড় রকমের আঘাত এল স্কটদের ওপর। ড্যানিশরা প্রমাণ করলেন, তাঁরা প্রকৃতই 'ইউরোপের ব্রাজিল'। স্কটরা মেক্সিকো যাত্রা করেন ফুটবল-প্রেমীদের মনে উঁচু ধারণা দিয়ে, কিন্তু প্রতিভাধর ড্যানিশরা প্রথম দিনেই সে ধারণা বদলে দিলেন। তবে চার ঘণ্টা আগে এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ১-১ ফল দেখে এখনই বলা শক্ত স্কটল্যাণ্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়া সম্পর্কে।

৫৭ মিনিটে প্রেবেন এলকজায়েরের গোল ডেনমার্কের জয়ে এমনও হতে পারে প্রথম ফাইনালে এসে জ্বলে উঠে নিভে গেল। আসলে স্কটল্যাণ্ডই সূচনা ভাল করেছিল এবং ৪৫ মিনিট পর্যন্ত আশাও জাগায়। কিন্তু তাদের মন্দ ভাগ্য গোল করতে পারেনি। আর ডেনমার্ক অপেক্ষা করেছে বিপক্ষের দুর্বল মুহূর্তের জন্য। এবং সমাপ্তির ১২ মিনিটের মধ্যে লক্ষ্যেও পেঁাছে যায়।

এলকজায়েরের বিদ্যুৎ গতির অগ্রগমন এবং চমৎকার দৈহিক নৈপুণ্য স্কটিশ ডিফেন্সের চিন্তার কারণ ছিল প্রতিমুহূর্তে। আর যখন গোল দিলেন, পুরস্কার পেলেন কুশলতারই। এ পর্যন্ত এটিই এবারের সেরা ম্যাচ। দুটি গোলমুখই এদিন ছিল ব্যতিব্যস্ত।

গ্যালারিতে ছিলেন বর্ণময় পোশাকে ড্যানিশ সমর্থকরা। দ্বিতীয় মিনিটেই তাঁরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন জুভেণ্টাস স্ট্রাইকার মিশেল লাউড্রুপ স্কটল্যাণ্ডের পেনাল্টি সীমায় প্রবেশ করলে। তিনি ব্যাক পাস দেন ইতালির দলের সতীর্থ এলকজায়েরকে। কিন্তু এলকজায়েরের জোরালো শটটি ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়।

এলকজায়ের এদিন যে সুযোগগুলি পেয়েছিলেন, তা সফল হলে এই বিশ্ব কাপে প্রথম হ্যাটট্রিকের অধিকারী হতেন। একইভাবে ব্যর্থ হয়েছে স্কটল্যাণ্ডও। রিচার্ড গফ, গ্রিম সাউনেস ও চার্লি নিকোলাস গোলের কাছে পেঁাছেছেন, কিন্তু লক্ষ্যে পেঁাছতে পারেননি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হলেও আনন্দময় ছিল। ৯০ মিনিটে কেবল ক্লাউস বারগ্রিন সতর্কিত হন নিকোলাসকে ফেলে দেওয়ার দরুন। তখন ১০ মিনিট বাকি খেলার। ইতোমধ্যে তারা দুজন পরিবর্ত ব্যবহার করেছে। ফলে বাকি ৮০ মিনিট খেলতে হয়েছে স্কটল্যাণ্ডকে ১০ জনে।

দ্বিতীয়ার্ধে ডেনমার্ক অত্যন্ত নিপুণতায় বল নিজেদের অধিকারে রাখে। নিখুঁত পাসে খেলে, আর স্কটিশদের করে কোণঠাসা। এলকজায়ের ও লাউড্রুপ বেগ দিতে থাকেন এবং চমৎকার দেওয়া-নেওয়ায় জয়ের গোলটি করেন। লাউড্রুপের পাস এলকজায়ের ধরেন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে এবং তাঁর শট পোস্টের মধ্য ধার ঘেঁষে গোলে প্রবেশ করে (১-০)।

স্কটল্যান্ডের চিন্তা আরও বাড়ে ৮০ মিনিটে যখন স্ট্রাইকার চার্লি নিকোলাস গোড়ালিতে আঘাত পেয়ে বাইরে গেলেন। ক্লাউস বারগ্রিন ওঁকে পিছন থেকে ট্রিপ করেছিলেন। নিকোলাস এমন সময় বাইরে গেলেন যখন স্কটল্যাণ্ড গোল শোধের চেষ্টা করছে। দলের অন্যতম বদলী ফ্রাঙ্ক ম্যাক অ্যাভেনাইন সামান্যর জন্য বঞ্চিত হন ৮৫ মিনিটে। তার উঁচু শট বারের ওপর দিয়ে চলে যায়। ড্যানিশ গোলরক্ষক তখন পরাস্ত।

ডেনমার্ক

ট্রোয়েলস রাসমুসেন ; সোয়েরেন বাস্ক, মর্টেন ওলসেন, ইভান নিয়েলসেন, জেসপার ওলসেন (জান মোয়েলবি ৮০ মিঃ), ক্লাউস বারগ্রিন ; জেন্স জোয়ার্ন বার্টেলসেন, ফ্রাঙ্ক আর্নেসেন (জন সিভেবায়েক ৭৫ মিঃ), সোয়েরেন লার্বি; প্রেবেন এলকজায়ের, মিশেল লাউড্রুপ।

স্কটল্যান্ড

জিম লিটন ; রিচার্ড গফ, আলেক্স ম্যাকলিশ, উইলি মিলার, গর্ডন স্ট্রাশান (এমোন বানন ৭৫ মিঃ) ; রয় এইটকেন গ্রিম আউনেস, স্টিভ নিকল, মরিস মালপাস ; চার্লি নিকোলাস, পল স্টারক (ফ্রাঙ্ক ম্যাক-অ্যাভেনাইন ৬১ মিঃ)।

রেফারি : লাজস নেমেথ (হাঙ্গেরি)

পশ্চিম জার্মানি প্রতিদ্বন্দ্বী পেলে ভাল খেলে

পশ্চিম জার্মানি—২ : স্কটল্যান্ড—১

(রুডি ভয়লার ২২ মিঃ, ক্লাউস আলফস ৫০ মিঃ) (গর্ডন স্ট্রাশান ১৮ মিঃ)

৮ জুন। কুয়েরেটারোয় কারিজডোরা স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানি গোল খেয়েও এগিয়ে গেল দর্শনীয় ফুটবল খেলে। এই গ্রুপের প্রতিটি খেলাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা। আগে গোল দিলেও স্কটিশরা শেষ দিকে চেষ্টা করেছে অমীমাংসিত রাখতে। কেননা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এটি তাদের প্রয়োজন ছিল।

শুরুটা ছিল জার্মানদের দ্বারা। প্রথম মিনিটেই গোলরক্ষক জিম লিটন রক্ষা করলেন ক্লাউস আলফসের হেড। রুডি ভয়লারের হেড অবশ্য পোস্টে ধাক্কা খায়। লোথার ম্যাথিয়ুস ও ফেলিক্স গোলের কাছে যেমন পেঁছন, তেমনি ডান দিকে সমস্যা সৃষ্টি করেন থমাস বার্থহোল্ড।

স্কটিশরা প্রচণ্ড আক্রমণ হানেন ১১ মিনিটে। মরিস মালপাস ১১ মিনিটে যে জোরালো শটটি করেন, তা বারের ওপর দিয়ে গেলেও জার্মান গোলরক্ষক শুমাখার হন পরাস্ত। ১৮ মিনিটে স্কটল্যাণ্ড ১-০ করে। রয় এইটকেন জার্মান রক্ষণ-দুর্গ ভেদ করে বল বাড়ান স্ট্রাশানকে। ডান পায়ে তিনি শুমাখারকে ভেদ করেন।

জার্মানদের ১-১ করতে চার মিনিটও লাগেনি। তা এবারও বিপক্ষের মতো রক্ষণভেদকারী পাসে। বক্সের মধ্যে ক্লাউস আলফস পেলেন পিয়ের লিটবারস্কির পাস। তিনি ক্রস দিলেন ফাঁকায় দাঁড়ানো ভয়লারকে। তিনি ১-১ করেন।

লিটন এরপর চমৎকার খেলে গোল বাঁচালেন হান্স-পিটার ব্রিজেলের কাছ থেকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা এগিয়ে গেল। স্কটিশ ডিফেন্স প্রায় তছনছ, তবুও ডেভিড নারে চেষ্টা করলেন পেনাল্টি বক্সে ভয়লারকে রুখতে। আলফস ততক্ষণে বল পেয়ে ২-১ করেছেন।

এই গোলের পর জার্মানদের শক্তি বৃদ্ধি হল এবং স্কটল্যান্ডের আক্রমণে ব্যাঘাত ঘটল।

উরুগুয়ের সঙ্গে ড্র-র পর এদিন জিতে জার্মানরা দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার দিকে এগোল। কিন্তু স্কটল্যান্ডের আশা তিরোহিত হল ডেনমার্ক ও পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরে। পশ্চিম জার্মানি মেক্সিকোয় তেমন কোন আশা নিয়ে আসেনি। কিন্তু তারা হঠাৎ প্রাণ পেল।

আগের খেলায় উরুগুয়ের বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানি ৮০ মিনিট ০-১ পিছিয়ে ছিল ১-১ করার আগে। কিন্তু আজ আর তাদের তেমন কষ্ট করতে হয়নি। আগের দিনের সেই তিনজনই এদিন জার্মানদের সাফল্য এনে দেয়। সেই লিটবারস্কি, ভয়লার ও আলফস দলকে শক্তি যোগান। কিন্তু দিনের সেরা ছিলেন লিটবারস্কি। ম্যানেজার বেকেনবাউয়ার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার অন্দ্রিয়াস ব্রেহমের বদলে তাকে এনে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

স্কটল্যান্ডের চারজন হলুদ কার্ড দেখেন। স্ট্রাশান দেখেন গোলের পর হোর্ডিং-এর ওপরে লাফিয়ে উল্লাস প্রকাশ করায়। স্টিভ আর্চিবল্ড প্রতিশোধপরায়ণের জন্য এবং এমোন ব্যানন ও মরিস মালপাস ফাউলের দরুন।

সমাপ্তির মুহূর্তে স্কটল্যান্ড প্রায় এক পয়েন্ট পেয়েছিল। কুশলী উইঙ্গার ডেভিড কুপার শরীর বাঁকিয়ে চমৎকার ক্রশ পাঠান। কিন্তু রিচার্ড গফের হেড সামান্যর জন্য বারের ওপর দিয়ে চলে যায়।

পশ্চিম জার্মানি

শুমাখার ; বার্থহোল্ড, ফরস্টার, আউগেন-থালার, নরবার্ট এডের ; পিটার ব্রিজেল (ডিটমার জ্যাকবস ৬৩ মিঃ), ম্যাথিয়ুস, মাগাথ, লিটবারস্কি (রুমেনিগে ৭৬মিঃ); ভয়লার, আলফস।

স্কটল্যান্ড

জিম লিটন ; গফ, ডেভিড নারে, উইলি মিলার, মালপাস, স্ট্রাশান ; সাউনেস, রয় ইটকেন, স্টিভ নিকল (ম্যাকঅ্যাভেনি ৬০ মিঃ); এমোন ব্যানন (ডেভিড কুপার ৭৫ মিঃ), স্টিভ আর্চিবল্ড।

রেফারি ঃ আইওহা ইগনা (রোমানিয়া)

এলকজায়েরের তিনটি গোল

ডেনমার্ক—৬ : উরুগুয়ে—১

(এলকজায়ের ১১, ৬৮ ও ৭৯ মিঃ, লারবি ৪১ মিঃ, লাউড্রুপ ৫২ মিঃ, জেওলসেন ৮৮ মিঃ) (ফ্রান্সিসকোলি পেনাল্টি ৪৫ মিঃ)

৮ জুন। নেজা স্টেডিয়ামে ডেনমার্ক লাতিন আমেরিকান ফুটবলে লজ্জা এনে দিল দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নকে আধ ডজন গোল দিয়ে। বিরতির আগে একটি ও পরে দুটি গোল করে স্ট্রাইকার এলকজায়ের দর্শকদের বাহবা পেলেন।

ডেনমার্কের আক্রমণভাগ 'গ্রুপ অফ ডেথ' নামে পরিচিত। তাঁরা এদিন প্রাণবন্ত ফুটবল খেললেন। তাঁরা দেখালেন রুদ্ধশ্বাস ফুটবল। খেলা উচ্চমার্গে পেঁছেছিল মেক্সিকান রেফারি আন্তনিও মার্কুয়েজের দৃঢ়তায়। উরুগুয়ের মিগুয়েল বসিওকে দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখিয়ে বহিষ্কৃত করেন। মার্কুয়েজ উরুগুয়ের স্ট্রাইকার জোর্গে ডা সিলভা ও ড্যানিশ ডিফেন্ডার ইভান নিয়েলসেনকে সতর্ক করেন। তাঁর ঠাণ্ডা মাথায় পরিচালনার জন্য ডেনমার্ক ফুটবলের প্রকৌশল প্রদর্শন করতে পেরেছে।

এদিনের ফলে ডেনমার্ক হল দ্বিতীয় দল বা দেশ যারা দ্বিতীয় পর্যায়ে অবশ্যই যেতে পারছে।

ম্যাচ জিতলেও দিনটি ড্যানিশদের পক্ষে আনন্দের ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধে ডা সিলভার আক্রমণে আহত হয়ে জেলস জোয়ার্ন বারটেলসেন মাঠের বাইরে যান।

ডেনমার্কের ৬ গোলের উত্তরে উরুগুয়ে পেনাল্টিতে একটিই শোধ করলেও, তা মনে রাখার মতো নয়। ড্যানিশরা একতরফা আক্রমণ আরম্ভ করে মাঠে নেমেই। হতাশ উরুগুয়ে অতঃপর লাথালাথি করেছে।

উরুগুয়ের বক্সের মধ্যে লাউড্রুপ ধরেন অধিনায়ক মর্টেন ওলসেনের পাস। এই জুভেন্টাস স্ট্রাইকার অতঃপর সেটি পাঠান দুই ডিফেণ্ডারকে অতিক্রমের পর এলকজায়েরকে। ৫৫তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে এটি তাঁর ৩৪ তম গোল। বিরতির চার মিনিট আগে ডেনমার্ক ২-০ করে যখন ফ্রাঙ্ক আর্নেসেন ডান দিক থেকে লারবিকে পাস দেন। ছ মিটার দূর থেকে লারবি গোল করলেন।

উরুগুয়ের উত্তর ছিল একটিই, তা পেনাল্টি থেকে। ফ্রান্সিসকোলিকে ফাউল করেছিলেন সোয়েরেন বাস্ক।

ডেনমার্কের পাঁচ মিডফিল্ডার দ্রুত খেলা আয়ত্তে এনে গোল পেলেন বিরতির পরে। লাউড্রুপ প্রায় একক প্রয়াসে ৩-১ করলেন। এরপর এলকজায়ের আরও দুটি গোল করলেন লাউড্রুপের মতোই এককভাবে। সমাপ্তির দু মিনিট আগে জেসপার ওলসেনের গোলের জন্যও অবদান বেশি এলকজায়েরেরই।

ডেনমার্ক

ট্রোয়েলস রাসমুসেন ; সোয়েরেন বাস্ক, মর্টেন ওলসেন, ইভান নিয়েলসেন, সোয়েরেন লার্বি ; ক্লাউস বারগ্রিন, জেন্স জোয়েন বার্টেলসেন (জান মোয়েলবি ৫৫ মিঃ), ফ্রাঙ্ক আর্নেসেন, হেনরিক আণ্ডেরসেন ; প্রেবেন এলকজায়ের, মিশেল লাউড্রুপ (জেসপার ওলসেন ৮১ মিঃ)।

উরুগুয়ে

ফার্নাণ্ডো আলভেজ ; নেলসন গুটিরেজ, এডুয়ার্ডো আসেভেডো, ভিক্টর ডিওগো, মিগুয়েল বসিও ; জোসে বাতিস্তা, মারিও সারালেগুই, সারজিও সাণ্টিন (জোসে জালাজার ৫৫ মিঃ), আন্তনিও আলজামেন্ডি (ভেনানসিও রামোস ৫৫মিঃ); জোরগে ডা সিলভা, এঞ্জো ফান্সেসকোলি।

রেফারি ঃ আন্তনিও মার্কুয়েজ (মেক্সিকো)

সব ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে ডেনমার্ক

ডেনমার্ক—২ ঃ পশ্চিম জার্মানি—০

(জেসপার ওলসেন ৪৪ মিঃ, জন এরিকসেন ৬৩ মিঃ)

১৩ জুন। কুয়েরেতারোর করিজিডোরা স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়ে ডেনমার্ক ৬ পয়েণ্ট অর্জন করে দ্বিতীয় রাউণ্ড গেল। জার্মানরাও দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলবে। তারা গ্রুপে রানার্স হয়েছে। ড্যানিশরা প্রথম গোলটি পায় পেনাল্টি থেকে।

ডেনমার্কের পক্ষে সুখকর ছিল না মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্ক আর্নেসেনের বহিষ্কারের ঘটনাটি। সমাপ্তির এক মিনিট আগে বেলজিয়ান রেফারি তাঁকে বাইরে পাঠান বিপক্ষের খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে। এর আগে আর্নেসেন আর একবার হলুদ কার্ড দেখেছিলেন।

ড্যানিশরা আজ অবশ্য পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলেননি, যেমন খেলেছিলেন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে (৬-১)। তবে জয় তাঁদের সহজ ব্যাপার ছিল।

ব্রাজিল যেমন সর্বাধিক পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে পৌঁছেছে, ঠিক তেমনি ডেনমার্কও। আরও বড় কথা ডেনমার্ক ছিল সবচেয়ে কঠিন গ্রুপে।

এদিন ডেনমার্ক সূচনা ভাল করলেও পশ্চিম জার্মানরা ধীরে ধীরে খেলা আয়ত্তে আনে এবং গোটা ছয়েক ভাল সুযোগ পায়। এবং তার মধ্যে সেরা সুযোগ ছিল ২৫ মিটার দূর থেকে আন্দ্রিয়ান ব্রেহমের শট। দুর্ভাগ্য, ওটি বারে লেগে ফিরে আসে।

কিন্তু ডেনমার্কই প্রথম গোল করে পেনাল্টি থেকে। গোল দেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড় জেসপার ওলসেন। ড্যানিশ অধিনায়ক মরটেন ওলসেনকে ফেলে দেন উলফগ্যাংগ রলফ বক্সের মধ্যে এবং তা রেফারির দৃষ্টি এড়ায়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে তো সারাক্ষণই বল ডেনমার্কের আয়ত্তে ছিল। সোয়েরেন লার্বি ও জান

মোয়েলবির সম্মিলিত প্রয়াসে বল চলে যায় ফ্রাঙ্ক আরনেসেনের কাছে। তিনি ব্যাক পাস দেন এরিকসনকে ও সহজেই ২-০ করেন। এরিকসন সমাপ্তির ১১ মিনিট আগে আর একটি গোলের সুযোগ করেছিলেন, কিন্তু সেটি পোস্টের ধার দিয়ে চলে যায়।

পশ্চিম জার্মানি দ্বিতীয়ার্ধে লিটবারস্কি ও রুমেনিগেকে পাঠায়, কিন্তু ফল হয়নি। ড্যানিশ গোলরক্ষক লার্স হোয়েগ সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন।

এদিনের উল্লেখ্য ঘটনা—প্রাক্তন ইউরোপীয় ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার অ্যালান সিমোনসনের খেলতে নামা। ডেনমার্ক ৭১ মিনিটে তাঁকে বদলী আনে। এই বিশ্ব কাপে তিনি প্রথম খেললেন। ৩৩ বছর বয়সী সিমোনসন দু বছর আগে ফ্রান্সে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সময় পা ভাঙেন। তিনি চেষ্টা করেন ভাল খেলার।

ড্যানিশ ম্যানেজার শেপ পিওনটেক রেফারির সমালোচনা করেন আয়নেসেনেকে বহিষ্কারের জন্য। তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য অপেক্ষা করছেন। বললেন, স্পেন ভাল দল। ১৯৮৪-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ওরা হারিয়েছিল, এবার আমাদের পালা।

জার্মান ম্যানেজার বেকেনবাউয়ার বলেন, আমার দল হারলেও সেরা ম্যাচ খেলেছে। পেনাল্টি নিয়ে বলার নেই, তবে দ্বিতীয়টি ছিল অফসাইড।

ডেনমার্ক

লার্স হোয়েগ; জন সিভেবায়েক, সোয়েরেন বাস্ক, মরটেন ওলসেন, হেনরিক আন্ডেরসেন; ফ্রাঙ্ক আরনেসেন, সোয়েরেন লার্বি, জাম মোয়েলবি, জেসপার ওলসেন (অ্যালান সিমোনসন ৭১ মিঃ); প্রেবেন এলকজায়ের (জন এরিকসেন ৪৬ মিঃ), মিশেল লাউড্রুপ।

পশ্চিম জার্মানি

শুমাখার; বার্থহোল্ড, ফরস্টার, (রুমেনিগে ৭১ মিঃ), ম্যাথিয়েস হেরগেট, নরবার্ট এডের; ডিটমার জ্যাকবস, লোথার ম্যাথিয়ুস, উলফগ্যাংগ রলফ (লিটবারস্কি ৪৬ মিঃ), ব্রেহমে; ভয়লার, ক্লাউস আলফস।

রেফারি ঃ আলেক্সিস পনেট (বেলজিয়ম)

একটিও না জিতে উরুগুয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে

স্কটল্যান্ড—০ ঃ উরুগুয়ে—০

১৩ জুন। 'নেজা ৮৬' স্টেডিয়ামে বিশ্ব কাপের ইতিহাসে উরুগুয়ে রেকর্ড করল। তবে এই রেকর্ড ফাইনাল রাউন্ডে। তাদের দলের নির্ভরশীল ডিফেন্ডার জোসে বাতিস্তা ৪০ সেকেন্ডের সময় স্কটল্যান্ডের মিডফিল্ডার গর্ডন স্ট্রাশানকে ট্যাকল করতে গেলে স্ট্রাশান হাঁটুর ওপরে আঘাত পান। ফরাসী রেফারি জোয়েল কুইনিউ দ্বিধা করলেন না বাতিস্তাকে লাল কার্ড দেখাতে। ফলে ১৬ জুন পুয়েবলায়

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি খেলতে পারবেন না।

উরুগুয়ে এদিন পয়েন্ট পেল একটি, তবে অত্যন্ত কুরুচিকর ফুটবল খেলে। একটিও ম্যাচ জেতেনি তারা। বরং ১-৬ হেরেছিল ডেনমার্কের কাছে। 'ই' গ্রুপে তৃতীয় হয়ে তারা নক আউট পর্যায়ে গেল।

উরুগুয়ে একই সপ্তাহে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলল প্রায় সারাক্ষণ ১০ জনকে নিয়ে।

স্কটল্যান্ড এর আগে ডেনমার্ক ও পশ্চিম জার্মানির কাছে হারলেও তাতে গ্লানি ছিল না, বরং পেয়েছিল প্রশংসা। কিন্তু আজ তারা নিষ্প্রভ ছিল। সম্ভবত টাফ ট্যাকলে সন্ত্রস্ত ছিল। টাফ ট্যাকলের স্ট্রাটেজি নিয়েছিল উরুগুয়ে। তবে নিশ্চয়ই স্কটিশদের হাড়গোড় সুভেনির রূপে পেতে চায়নি। কিন্তু তাঁরা খেলাকে বিরক্তির পর্যায়ে নিয়ে যান বল নিয়ে অকারণে সময় নষ্ট করে। সমাপ্তির দিকে উরুগুয়ের গোলরক্ষক আলভেজ খুব ব্যস্ত ছিলেন। স্কটল্যান্ড আক্রমণে গেলেও তা সুপরিকল্পিত ছিল না। কেবল ৮০ মিনিটে চার্লি নিকোলাস একবার ভাল সুযোগ পান। তখনও অনেকের মনে হয়েছিল আজ স্কটিশরাই জিতছেন।

খেলার পর উরুগুইয়ান ম্যানেজার ওমর বোরাস্ 'খুনী' আখ্যা দেন ফরাসী রেফারিকে, বাতিস্তাকে লাল কার্ড দেখানোয়। আমরা ১১ জনে খেললে জিততাম বললেন তিনি।

স্কটিশ ম্যানেজার আলেক্স ফার্গুসন উরুগুয়ের ট্যাকটিক্সের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, ওমর বোরাসই খেলাটিকে শেষ করেছেন।

স্কটল্যান্ড

জিম লিটন ; রিচার্ড গঘ, আর্থার অলবিস্টন, রয় এইটকেন, ডেভিড নারে ; উইলি মিলার, গর্ডন স্ট্রাশান, পল ম্যাকস্টে, গ্রিম শার্পে ; স্টিভ নিকহল (ডেভি কুপার ৬৯ মিঃ), পল স্টারক (চার্লি নিকোলাস ৬৯ মিঃ)।

উরুগুয়ে

ফার্নান্ডো আলভেজ ; নেলসন গুটিয়েরেজ, এডুয়ার্ডো এসেভেডু, ভিক্টর ডিওগো, জারিয়া পেরিরা ; জোসে বাতিস্তা, ভেনান্সিও রামোস (মারিও সারালেগুই ৭১ মিঃ), জোরগে বারিওস, উইলমার কাবরেরা ; এঞ্জো ফ্রান্সেসকোলি (আন্তনিও আলজানেনডি ৩৪ মিঃ), সারাজিও সানটিন।

রেফারি ঃ জোয়েন কুইনিউ (ফ্রান্স)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট	স্থান
ডেনমার্ক	৩	৩	০	০	৯	১	৬	ই-১
পশ্চিম জার্মানি	৩	১	১	১	৩	৪	৩	ই-২
উরুগুয়ে	৩	০	২	১	২	৭	২	ই-৩
স্কটল্যান্ড	৩	০	১	২	১	৩	১	

গ্রুপ—এফ

পোল্যাণ্ড, মরক্কো, পোর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড

মরক্কো বেশ খেলেছে

মরক্কো—০ : পোল্যাণ্ড—০

২ জুন। মণ্টেরির ইউনিভার্সিটারিও স্টেডিয়ামে বিস্মিত করল মরক্কো। বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক ফুটবলে মরক্কোর তেমন খ্যাতি নেই। বরং তারা অনামীই। অথচ সেই-ই রুখে দিল গত তিন বারের মধ্যে দুবার যারা বিশ্ব কাপে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল—সেই পোল্যাণ্ডকে।

মণ্টেরির আবহাওয়া ছিল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মরক্কানরা শুরুতে একটু কাঁপতে কাঁপতেই মাঠে নামেন, কিন্তু খেলার শুরু থেকেই পুরো প্রথমার্ধ কোণঠাসা করে রাখেন। পোল্যাণ্ড খেলে কেবল দ্বিতীয়ার্ধে। তারা অন্তিম দিনে জয় প্রায় পেয়ে গিয়েছিল। পরিবর্ত খেলোয়াড় জান আরবান দ্বিতীয়ার্ধে খেলার চেহারা বদল করে দেন, শেষ মিনিটে তার শটটি পোস্টে লেগে বাইরে যায়।

মরক্কানরা অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে পরিকল্পনামাফিক খেলেই রক্ষা করেছেন পোলিশদের। এবং ড্র করে একটি পয়েণ্ট অর্জন তাদের ঈপ্সিতই ছিল। এই ড্র পোর্তুগাল ও ইংল্যাণ্ডের খেলার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল।

এদিনের ড্র-এ ইংল্যাণ্ড থেকে আগত দর্শকরা মরক্কোকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। পোল্যাণ্ডের নক্ষত্র খেলোয়াড় জ্বিগনিউ বনিয়েককে (ইতালির এ এস রোমায় খেলেন, গতবার জুভেণ্টাসের সঙ্গে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন কাপ পদক জেতেন) নিস্তেজ করে রাখলেন মরক্কোর মিডফিল্ডার মহম্মদ টিমুনি। ১৯৮৫-র আফ্রিকার এই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এমন কয়েকটি সুযোগ করে দেন, যা থেকে বিরতির আগে একাধিক গোল করতে পারত। দুই স্ট্রাইকার ক্রিমাউ মেরি ও আজিদ বৌদেরবালার সারা মাঠ জুড়ে খেলা ও লম্বা লম্বা শট সকলের প্রশংসা কুড়োয়। প্রথম ২০ মিনিট তো এরা দুজন পোলিশ গোলরক্ষক যোসেফ ম্লিনার্কজিককে বারে বারে পরীক্ষা করেন, কিন্তু ফল হয়নি। এরপর পোলিশরা ধীরে ধীরে খেলা ধরতে থাকেন। তাঁদের দলের কেবল ঐ বনিয়েকই যা খেলেন। মাঝ মাঠ থেকে দুবার তিনি পেনাল্টি সীমানা পর্যন্ত পেঁছন। একবার বৌদেরবালা ও আর একবার আবদেল মজিদ তাঁকে আটকে ফেলে দেন। দুটি ফ্রি কিকে পোল্যাণ্ড সুফল পেল না। বরং অন্যদিকে ম্লিনার্কজিক পরীক্ষিত হলেন। মহম্মদ টিমোনি ও ক্রিমাউ মেরির শট থেকে পোলিশ গোলরক্ষক সামান্যর জন্য রক্ষা পেলেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পোল্যাণ্ড দুজন বদলী নামায়। এতে খেলার কিছু উন্নতি হয়। শেষ দিকে ৩০ মিটার থেকে আরবানের শট মরক্কো-গোলরক্ষক রুখে দেন। ছ মিনিটের পরে তাঁর আর একটি শট পোস্টে লাগে। মরক্কো-গোলরক্ষক এটি ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মরক্কোর কাছে ড্র অভিপ্রেত নয়, জয়ই ছিল ঈপ্সিত। তাদের নৈপুণ্য, পরিশ্রম ও ভাল খেলার প্রয়াস—সবই ছিল।

মরক্কো

বাদৌ জাকি ; খলিফা লাবড, আবদেল মজিদ লেমরিস, মুস্তাফা বিয়ান, নৌরিন বৌয়াহেকুই ; আবদেলমজিদ ডলমি, মুস্তাফা হাড্ডাউই (আবদেল-আজিজ সোলেমানি ৮৯ মিঃ), আবদেলআজিজ বৌদেরবালা, ক্রিমাউ মেরি ; মহম্মদ টিমৌমি (আব্দেররাজ্জাক খৈরি ৮৯ মিঃ), মুস্তাফা মেরি।

পোল্যান্ড

যোসেফ ম্লিনার্কজিক ; মারেক অস্ত-রোয়স্কি, রোমান উজাচিচাক, স্টেফান মাজেওস্কি, ভলাদেমার মার্তিসিক ; ডারিউসজ কুবিচাক (কাজিমিরজ প্রিজিবিস ৪৬ মিঃ), রিসজারড কোমোর-নিচাকি, আন্দ্রেজেজ বানকল, লডজি-মিরজ স্মোলারেক ; জবিগিনিউ বনি-য়েক, ডারিউসজ জিকানোওস্কি (জান আরবান ৫৫ মিঃ)।

পোর্তুগাল—১ : ইংল্যান্ড—০

(কারলস ম্যানুয়েল ৭৫ মিঃ)

৩ জুন। মন্টেরির টেকনোলজিকো স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পোর্তুগাল অবিশ্বাস্যভাবে জিতল কারলস ম্যানুয়েলের গোলে। বেনফিকার প্রবীণ এই মিড-ফিল্ডারের গোলেই গত বছর যোগ্যতা অর্জনের খেলায় পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে পোর্তুগাল জিতেছিল প্রায় শেষ মুহূর্তে। খেলা হয়েছিল স্টুটগার্টে।

পোর্তুগালের ভাগ্যটাই বোধ হয় ভাল। তা না হলে যে কারলস আঘাতের জন্য খেলবেন কিনা আশংকা ছিল সেই কারলস নামলেন এবং হারালেন কেমন করে ইংল্যান্ডকে !

অথচ আজকের খেলায় প্রথমার্ধে ইংল্যান্ড ভাল না খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে তারা বেশ খেলছিল, কেবল ফরোয়ার্ডরা গোলটা পাচ্ছিলেন না। ১২টি আন্তর্জাতিক খেলায় এটি ইংল্যান্ডের প্রথম পরাজয়। আজকের হারে আশংকা দেখা দিল—ইংল্যান্ড দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবে কিনা !

মোটামুটি ভাবে এই ম্যাচটি ছিল মাঝ মাঠের সংগ্রামে সীমিত। তবে এইভাবে খেলা চলাকালে উভয় দলই কয়েকটি সুযোগ করে নেয় গোলের। ইতালির লিগে এ সি মিলানের খেলোয়াড় মার্ক হাটেলে ইংল্যান্ডের সেরা সুযোগ আনেন প্রথমার্ধে গ্লেন হডল-এর সেন্টার থেকে। মাত্র ৬ মিটার দূরে থেকে হাটেলের শট ওপর দিয়ে চলে যায়। বিরতির একটু আগে ব্যর্থ হন গ্যারি লিনেকারও। ক্রিশ ওয়াড্‌লের সেণ্টার থেকে গোল হওয়ার অসাধারণ সুযোগ ছিল। লিনেকার এদিন নামেন বাঁ কব্জিতে ফাইবার গ্লাসের ব্যান্ডেজ বেঁধে।

শুরুর দিকে মনে হয়েছিল পোর্তুগিজরা খেলা ড্র রাখতেই চান। কিন্তু ৭৩ মিনিটে ফার্নাণ্ডো গোমসের বদলে পাওলো ফুতরেকে আনতেই খেলার গতি বদলে যায়। এবং দু মিনিটের মধ্যে তারা গ্রুপের প্রথম গোল করে। ডায়ামাণ্টিনো ডানদিকে দ্রুত বল নিয়ে এগোলেন এবং বল বাড়ালেন মুক্ত অঞ্চলে দাঁড়ানো কারলস ম্যানুয়েলকে। তিনি ১-০ করলেন সহজেই।

ইংল্যাণ্ড অতঃপর অমীমাংসিত করতে চাপ দেয়। কিন্তু ফুতরে দুবার ইংলিশ ডিফেন্স ভেদ করেন। প্রথমবার তিনি মারাত্মক ভাবে ভূপাতিত হলেন। কিন্তু জার্মান রেফারি ভলকার রথ পেনাল্টির বদলে দিলেন কর্ণার। মুহূর্ত পরে ফেনউইককে কাটালেন ফুতরে, এবার আটকে দেন গোলরক্ষক পিটার শিলটন।

পোর্তুগাল ২০ বছর পরে এদিন হারের বদলা নিল। ১৯৬৬তে ওয়েম্বলিতে সেমিফাইনালে তারা হেরেছিল ইংল্যাণ্ডের কাছে।

ইংল্যাণ্ড-ম্যানেজার ববি রবসন হারের জন্য দায়ী করেন গোলমুখে তাঁর খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা। আমরা দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম নয় মিনিটে তিনটি সুযোগ পাই, মোট সুযোগ ছিল সাতটি। আর পোর্তুগাল একটিই ভাল সুযোগ পেয়ে গোল করল।

পোর্তুগাল ম্যানেজার জোসে টোরেস বলেন, আমি খুশি। উপরন্তু প্রথম ম্যাচেই জয় তো!

পোর্তুগাল

ম্যানুয়েল বেণ্টো ; আলভারো মাগালহেস, ফ্রেডেরিকো রোসা, আন্তনিও ওলিভিয়া, অগাস্টো ইনাসিও ; ডায়ামাণ্টিনো মিরাণ্ডা (জোসে আন্তনিও ৮৩ মিঃ), আন্তনিও আন্দ্রে, কারলস ম্যানুয়েল, জাইমে পাচেকো ; আন্তনিও সোসা, ফার্নাণ্ডো গোমস (পাওলো ফুতরে ৭১ মিঃ)।

ইংল্যাণ্ড

পিটার শিলটন ; গ্যারি স্টিভেন্স (এভারটন), কেনি সানসম, গ্লেন হড্ল, টেরি ফেনউইক ; টেরি বুচার, ব্রায়ান রবসন (স্টিভ হজ ৮০ মিঃ), রে উইলকিন্স, মার্ক হাটেলে ; গ্যারি লিনেকার, ক্রিশ ওয়াড্ল (পিটার বিয়ারডস্লে ৮০ মিঃ)।

রেফারি ঃ ভলকার রথ (পশ্চিম জার্মানি)

ইংল্যান্ডের মর্যাদাহানি করল মরক্কো

ইংল্যাণ্ড—০ ঃ মরক্কো—০

৬ জুন। টেকনোজিক্যাল স্টেডিয়ামে ইংল্যাণ্ড শুধু পয়েণ্ট নয়, হারাল মর্যাদাও। ৩৬ বছরের মধ্যে তারা এমনভাবে নাস্তানাবুদ হয়নি। ১৯৫০-এ ব্রাজিলের বিশ্ব কাপে বেলো হরিজণ্টেয় ইংল্যাণ্ড হেরেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ০-১ গোলে।

এদিন ড্র করে মাঠ ছাড়ার সময় ইংল্যান্ডকে যথেচ্ছ বিদ্রূপ করেন তার সমর্থকরা। দর্শকরা বক্রোক্তি করেন মরক্কানদেরও। কারণ তাঁরা শুরু থেকে ড্র করার মনোভাব নিয়েছিলেন এবং শেষার্ধে গোলের সুযোগ পেয়েও গোল করেননি। বিপক্ষে তখন ১০ জন।

ইংল্যান্ডের খারাপ খেলার হেতুও ছিল। মিডফিল্ডার রে উইলকিন্স রেফারি কর্তৃক বহিষ্কৃত হলে খেলতে হয় দশজনে। এছাড়া অধিনায়ক ব্রায়ান রবসনকে বাইরে নেওয়া হয় আঘাত পাওয়ায়।

উইলকিন্সের ওপর ইংল্যান্ড খুবই নির্ভর করছিল। তিনি দলের সবচাইতে অভিজ্ঞ আউটফিল্ড খেলোয়াড়। বিরতির তিন মিনিট আগে তিনি বহিষ্কৃত হন। ততক্ষণ ইংল্যান্ডের প্রাধান্য থাকলেও বল নিয়ে বিপক্ষ গোলে যাওয়ার কোন পরিকল্পনা দেখা যায়নি।

৩৯ মিনিটে মহম্মদ টিমুমিকে লাথি মারায় উইলকিন্সকে সতর্ক করা হয়। কিন্তু তিন মিনিট পরে অফ সাইডের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্যারাগুয়েন রেফারির সঙ্গে তর্ক করায় দেখানো হয় লাল কার্ড। বিশ্ব কাপের ফাইনালে এই প্রথম ইংল্যান্ডের একজনকে বের করে দেওয়া হল। এর আগে কোন আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইংল্যান্ডের বহিষ্কৃত হন ১৯৭৭-এ ট্রেভর চেরি। বুয়েনস এয়ারেসে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সেটি বড় বিশ্রী ম্যাচ ছিল।

আজ নিষ্ঠুর ফাউলের জন্য দায়ী কেবল এই উইলকিন্স নন, জামা টানাটানি ও নেতিবাচক ফুটবল অন্যরাও দেখিয়েছেন। উপরন্তু প্যাচপেচে গরমে দর্শকরাও মেজাজ হারিয়েছিলেন।

এটি সত্য উইলকিন্সের মাঠ ত্যাগ দলের কাছে বড় রকমের ধাক্কা, কিন্তু এর ছয় মিনিট আগে রবসনের পতন মানে মিডফিল্ড থেকে ইংল্যান্ডের হৃদযন্ত্রটি সরিয়ে নেওয়া। বিরতির একটু আগে যে ঘটনা ঘটল, তা থেকে সেরে ওঠা সম্ভব ছিল না বিরতির পর আপ্রাণ পরিশ্রম সত্ত্বেও। এদিকে গ্যালারিতে ছিল ইংল্যান্ড সমর্থকদের কোরাস করে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, নানারকম শ্লোগান।

উইলকিন্সের শাস্তি ছাড়াও এদিন হলুদ কার্ড দেখেন মরক্কোর খলিফা লাবদ, আব্দেররাজ্জাক খৈরি এবং ইংল্যান্ডের মারক হাটেলে।

রবসনের বদলী আসেন স্টেভ হজ এবং তিনি দুটি সুন্দর সুযোগও পান। দুর্ভাগ্য ইংল্যান্ডের, গ্লেন হড্‌লের ফ্রি কিকে হজ ঠিক মতো মাথা ছোঁয়াতে পারেননি। ফলে বল চলে যায় ওপর দিয়ে।

মরক্কোর খেলা দেখে দর্শকরা ছিলেন আশান্বিত। বিশেষ করে তাঁদের চোখে লাগে মহম্মদ টিমৌমি ও আবদেলাজিজ বৌদেরবালার খেলা। উভয়েই ইচ্ছা করলে ইংল্যান্ড রক্ষণব্যূহ যে কোন সময়ে ভেদ করতে পারতেন।

খেলা শেষে উইলকিন্স বললেন, রেফারি যখন হুইশ্‌ল বাজান, মনে করেছিলাম ফ্রিকিক দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমাদের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক। আমি বল ধরে

খেলোয়াড়দের দিকে ছুঁড়ি, তার দিকে নয়। আমি কি বোকা ? অমন করব ! আমার জীবনে এটা প্রথম, আশা করব এটিই শেষ। আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, রাগও হয়েছে। মনে করি আমাকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়েছে।

এদিনের রেড কার্ডের ফলে উইলকিন্স পোল্যান্ডের সঙ্গে পরবর্তী ম্যাচে নামতে পারবেন না।

ব্রায়ান রবসনের এই নিয়ে তার ডান কাঁধে তৃতীয় বার আঘাত লাগল। প্রথম আঘাত লাগে ১৯৮৫-র জানুয়ারিতে, তারপর গত মাসে।

মরক্কোর ব্রাজিলিয় কোচ জোসে ফারিয়া বলেন, আমি খুশি। তবে আমরা ড্র নয়, জয়ের জন্যই খেলেছিলাম। তবুও আজকের ফল খুবই ভাল।

ইংল্যান্ড

পিটার শিলটন ; গ্যারি স্টিভেন্স, (এভারটন), টেরি ফেনউইক, টেরি বুচার, কেনি সানসম ; গ্লেন হড্‌ল, রে উইলকিন্স, ব্রায়ান রবসন (স্টিভ হজ ৪১ মিঃ), গ্যারি লিনেকার ; মার্ক হাটেলে (গ্যারি স্টিভেন্স ৭৬ মিঃ), ক্রিশ ওয়াডল।

মরক্কো

বাদো জাকি ; খালিফা লাবুড, আবদেল মজিদ লেমরিস (লাচেন কোয়াদ্দানি ৭৩ মিঃ), মুস্তাফা বিয়াজ, নৌরেদ্দিন বৌয়াহেয়াউই ; আবদেলমজিদ ডলমি, আবদেল আজিজ বৌদেরবালা, ক্রিমাউ মেরি, মুস্তাফা মেরি, মহম্মদ টিমৌমি ; (আবদেল আজিজ সোলেমানি ৮৮ মিঃ), আবদেরাজ্জক খৈরি।

রেফারি ঃ গ্যাব্রিয়েল গঞ্জালেজ (প্যারাগুয়ে)

গ্রুপ শীর্ষে পোল্যান্ড

পোল্যান্ড—১ ঃ পোর্তুগাল—০

(ওলোদজিমিয়ারজ স্মোলারেক ৬৮ মিঃ)

৭ জুন। ইউনিভার্সিটারিও স্টেডিয়ামে স্মোলারেকের গোলে জিতে পোল্যান্ড গ্রুপ শীর্ষে স্থান পেল। ৬৮ মিনিটে ডারিয়ুসজ জিকানোয়াস্কির ক্রস পাস পেয়ে নিচু শটে ১০ মিটার থেকে স্মোলারেক গোলটি করেন। আজকের গোলটি পোল্যান্ডের মনোবল বাড়াল, কিন্তু পোর্তুগিজ গোলরক্ষক ভিটর ডামাসের পক্ষে দুঃখবহ। অধিনায়ক গোলরক্ষক ম্যানুয়েল বেন্টো ট্রেনিং কালে বাঁ পা ভাঙলে রিজার্ভ ভিটরকে এক নম্বর করা হয়।

ভিটর ডামাস ডানদিক থেকে আসা সুইং শটটি একদম বুঝতে পারেননি। ফলে হারতে হল। অথচ দ্বিতীয়ার্ধেও তাদেরই খেলা ছিল পোল্যান্ডের চাইতে ভাল। ড্র করলে তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতই এবং তাই-ই ধরে নেওয়া হয়েছিল।

পোল্যাণ্ড দুটি খেলায় তিন পয়েণ্ট পেয়ে শীর্ষে থাকলেও এই খেলায় কোন দল দর্শকদের খুশি করতে পারেনি। প্রথমার্ধে পোর্তুগাল অকারণে অতিমাত্রায় সতর্কতা নিয়ে খেলেছে। তাই বিরতিতে দুই দলই দর্শকদের বিদ্রূপ শুনেছে।

পোর্তুগাল পিছিয়ে পড়েও প্রায় অমীমাংসিত করে ফেলেছিল। ফ্রেডেরিকো রোসার একটি প্রয়াস এক পোলিশ ডিফেণ্ডার ঠেকাতে গিয়ে ইনসাইড পোস্টে মারেন। জোসেফ ম্লিনার্কজিক তখন পরাস্ত। বল বেরিয়ে এল। পোর্তুগিজরা দাবি করেন এটি গোল হয়েছে, বল ভিতরে প্রবেশ করেছিল। টিউনিসিয়ার রেফারি আলি বেন নাসিউর দাবি নাকচ করে দেন।

প্রথমার্ধ ছিল অপরিকল্পিত ফুটবল। ফুটবলের কোন কলাকৌশল ছিল না। উভয় দলই ভিড় করেছে মাঝ মাঠে। পোল্যাণ্ডের বনিয়েকই কেবল দুবার সাড়া জাগান গ্যালারিতে, দুটি বল গোলে মেরে। তাঁর একটি ভলি ডামাস ধরে নেন। এবং হেডটি বারের ওপর দিয়ে চলে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের চিত্র ভিন্ন। পোর্তুগাল নামাল তরুণ পাওলো ফুতরেকে। তার দ্রুত দৌড় এবং বাঁ পায়ের চমৎকার ড্রিবলিং পোলিশ ডিফেন্স ত্রস্ত করে দেয়। একবার রোমান উর্জাচচাকি তাকে বাধা দিলে উর্জাচচাকি সতর্কিত হন। কিন্তু এককভাবে ফুতরে কি করবেন! গোটা দলই যে নেতিবাচক ফুটবল খেলছিল!

পোর্তুগাল	পোল্যান্ড
ভিটর ডামাস; মাগালহেস, রোসা, ওলিভিরা, ম্যানুয়েল; অগাস্টো ইনাসিও, জাইমে পাশেকো, আন্দ্রে, (জাইমে মাগালহেস ৭৩ মিঃ), আন্তনিও সোমা; ডায়ামাণ্টিনো মিরাণ্ডা, গোমস (ফুতরে ৪৬ মিঃ)।	ম্লিনার্কজিক; অস্তরোয়াস্কি, উর্জাচচাকি, মাতিসিক, আরবান; মাজেওস্কি, স্মোলারেক, (আন্দ্রেজ জাগুৎকজিনস্কি ৭৫ মিঃ), রিসজার্ড কোমোরনিচকি (জান কারাস ৫৭ মিঃ); ক্রিসতফ পওলক, জিবগিনিউ বনিয়েক, ডারিউসজ জিকানোওস্কি।

রেফারি ঃ আলি বেন নাসিওর (টিউনিসিয়া)

-

মরক্কোর কাছে পোর্তুগাল বিপর্যস্ত

মরক্কো—৩	ঃ	পোর্তুগাল—১
আবদুর রেজ্জাক খৈরি ১৯ ও ২৬ মিঃ, ক্রিমাউ মেরি ৬১ মিঃ)		(ডায়ামাণ্টিনো মিরাণ্ডা ৭৯ মিঃ)

১১ জুন। গুয়াদালাজারার '৩ ডে মারজো স্টেডিয়ামে' মরক্কোই অপ্রত্যাশিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল। আজ তারা ব্রাজিলিয় ফুটবল খেলে ৩-১ হারায় পোর্তুগালকে। অথচ এই মরক্কোনরা মেক্সিকো এসেছিলেন গ্রুপের সর্বনিম্ন বাছাইরূপে। তার গ্রুপে ইউরোপীয় ফুটবলের তিন শক্তিশালী দেশ। খেলা শেষে দেখা গেল

ভিন্ন চিত্র। একটিও না হেরে মরক্কো তিনটি ম্যাচে চার পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে। ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয়, পোল্যাণ্ড তৃতীয় এবং পোর্তুগাল চতুর্থ হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল।

মরক্কো দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে ৩-০ করে। এর বহু পরে পোর্তুগালের বদলী খেলোয়াড় ডায়ামাণ্টিনো মিরাণ্ডা একটি গোল শোধ করেন।

মরক্কো ইতঃপূর্বে একবারই বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে খেলেছে এবং সেই ১৯৭০-এ তারা প্রথম রাউণ্ডেই বিদায় নেয়। সেবারও খেলা ছিল এই মেক্সিকোয়। এবার মেক্সিকোয় তারা উন্নত ফুটবল খেলল। এদিন খেলা শেষে মরক্কান খেলোয়াড়রা যখন জাতীয় পতাকা নিয়ে মাঠ পরিক্রমা করলেন তাঁদের প্রায় ২০ হাজার সমর্থক করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

মিডফিল্ডার আন্তনিও সোসা ও লেফট উইঙ্গার পাওলো ফুতরে চমৎকার খেললেও পোর্তুগাল আশা জাগাতে পারেনি।

ম্যানেজার জোসে ফারিয়ার পরিকল্পনায় মহম্মদ টিমৌমি ও খৈরিকে দুই স্ট্রাইকারের পিছনে রাখার স্ট্রাটেজি নেওয়ায় প্রথমার্ধে পোর্তুগিজ রক্ষণভাগ অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯ মিনিটে খৈরি পেনাল্টি সীমানার প্রান্ত থেকে ১-০ করেন। দ্বিতীয় গোল মরক্কো ফুটবল-নিপুণতার চরম উৎকর্ষের নজির। গুয়াদালাজারার দর্শক এই গোল দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। গ্রুপ 'ডি' থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়া দলের পক্ষে (যারা মরক্কোর সঙ্গে খেলবে) চিন্তার কারণ হল।

ডান দিকে ক্রিমাউ মেরি বলটি ধরলেন এবং দ্রুত বাড়ান আগুয়ান ফুলব্যাক খলিফা লাবুডকে। পেনাল্টি সীমার অদূরে ছিলেন খৈরি। খৈরি স্প্রিণ্টের গতিতে এগিয়ে বাঁ পায়ে ভলি করে পোর্তুগিজ গোলরক্ষক ভিটর ডামাসকে পরাস্ত করেন (২-০)।

কেবল সোসা মরক্কোর রক্ষণকে সামান্য বেগ দেন। তবে গোলরক্ষক বাদো জাকি ভাল ফর্মে থাকায় দুটি জোরালো আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ৫৮ মিনিটে পোর্তুগিজরা অসন্তুষ্ট হন পেনাল্টি না পাওয়ায়। সোসা ঐ সময় পেনাল্টি সীমার মধ্যে ধরাশয়ী-হন। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের রেফারি অ্যালান স্নডি ওদের দাবি নাকচ করে দেন। শুধু তাই নয়, অধিনায়ক ফার্নাণ্ডো গোমস তর্ক করায় তাকে হলুদ কার্ড দেখালেন।

কয়েক মিনিট পরে মরক্কো ৩-০ করে। দলের সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ টিমৌমি বাঁ পায়ের শটে চারজন পোর্তুগিজ ডিফেণ্ডারকে বোকা বানিয়ে বল দেন মেরিকে। মেরি ৩-০ করলেন।

পোর্তুগাল ম্যানেজার জোসে টরেস বদলী নামালেন। সোসাকে বসিয়ে আনলেন ডায়ামাণ্টিনো মিরাণ্ডাকে। পোর্তুগালের খেলায় অদ্ভুত পরিবর্তন এল। যেন ঝকঝকে রোদের পর হঠাৎ বৃষ্টি! ডায়ামাণ্টিনো চমৎকার সুযোগ এনে দেন। গোলরক্ষক জাকি একটি খারাপ পাঞ্চ করেছিলেন। ডায়মাণ্টিনো তখন অদূরে।

অত্যন্ত বিচক্ষণতায় ৩-১ করলেন। শেষ ১০ মিনিটে তাদের খেলার প্রশংসা সকলেই করেছেন। কয়েকটি সুযোগও পায় ওরা। কিন্তু বিপক্ষ দলের নৈপুণ্য, সাহসিকতা ইত্যাদির কাছে পোর্তুগাল পাল্লা দিতে পারেনি।

১৯৮৪-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সামান্যর জন্য যারা ফাইনালে যেতে পারেনি, ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে যে দেশ তৃতীয় হয়েছিল, এবার তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে যেতে পারল না।

মরক্কো

বাদো জাকি, খলিফা লাবড, আবদেল মজিদ লেমরিস, মুস্তাফা বিয়াজ, নৌরেদ্দিন বৌয়াহেউল ; আবদেল মজিদ ডলমি, মুস্তাফা হাড্ডাউই (আব্দেলাজিজ সোলিমানি ৭২মিঃ), আব্দেলাজিজ বৌদেরবালা, ক্রিমাউ মেরি ; মহম্মদ টিমৌমি, আব্দেরাজ্জাক খৈরি।

পোর্তুগাল

ভিটর ডামাস, আলভারো মাগালহেস (রুই আগুয়াস ৫৫ মিঃ), ফ্রেডেরিকো রসা, আন্তনিও ওলিভিরা, অগাস্টো ইনাসিও ; জাইমে মাগালহেস, কারলস ম্যানুয়েল, জাইনো পাশেকো, আন্তনিও সোসা (ডায়মান্টিনো মিরাণ্ডা ৬৯ মিঃ) ; ফার্নাণ্ডো গোমস, পাওলে ফুতরে।

রেফারি ঃ অ্যালান স্নডি (উত্তর আয়ারল্যাণ্ড)

লিনেকারের হ্যাটট্রিক

ইংল্যাণ্ড—৩ ঃ পোল্যাণ্ড—০

(গ্যারি লিনেকার ৮, ১৫ ও ৩৬ মিঃ)

১১ জুন। মণ্টেরির ইউনিভার্সিটারো স্টেডিয়ামে লিনেকারের হ্যাটট্রিক পোল্যাণ্ডকে হতমান করল। এবং ইংল্যাণ্ড পেঁছল দ্বিতীয় পর্যায়ে। পোল্যাণ্ড দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল তৃতীয় হয়ে।

গত মরশুমে ইংলিশ লিগে যে লিনেকার ৩০টি গোল করেছিলেন, আজ এখানে তিনটি গোল দিয়ে ইংল্যাণ্ডকে শক্তি যোগান এবং এই গ্রুপের অন্যতম অপরাজেয় পোল্যাণ্ডকে পরাস্ত করেন। ইংল্যাণ্ড গ্রুপে দ্বিতীয় হল এবং তারা দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলবে প্যারাগুয়ের সঙ্গে। পোর্তুগাল ও মরক্কোর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ফল হতাশকর হলেও দ্বিতীয় রাউণ্ডে গিয়ে ভাল খেলার প্রতিশ্রুতি রাখল এদিন খেলা শেষে।

লিনেকারের তিনটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে বেশ কাছাকাছি শটে। ইংল্যাণ্ড তো তখন পোল্যাণ্ডের রক্ষণে হৃদকম্প এনেছিল। লিনেকারের হ্যাটট্রিকের কৃতিত্বে অংশীদার অবশ্যই তার সতীর্থরা। তাঁর প্রথম গোল আসে পাঁচজনের সম্মিলিত আক্রমণে। তারপর গ্যারি স্টিভেন ওভারল্যাপে যান ডান প্রান্ত দিয়ে। পেনাল্টি সীমার ধারে ছিলেন লিনেকার। ছ মিটার থেকে নিচু শটে লিনেকার ১-০ করেন। দ্বিতীয় গোলও আসে সুন্দর পরিকল্পনায়। তবে এবার বাঁদিক থেকে। বল সরবরাহ

করেন বেয়ার্ডসলে। হজ ঐ পাস পেয়ে বাঁকানো শট পাঠান পোস্টের একটু দূরে। লিনেকার তখন হাফ-ভলি থেকে ২-০ করেন। হ্যাটট্রিক আসে অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। আসলে পোল্যাণ্ডের দুর্বলতায় ইংল্যাণ্ড এই গোলটি পায় অনেকটা কম আয়াসে। বাঁদিক থেকে কর্ণার কিক করেন ট্রেভর স্টিভেন। গোলরক্ষক জোসেফ স্লিনার্কজিক বলটি ছেড়ে দেন আঙুল ছুঁইয়ে। লিনেকার খুব কাছ থেকে ৩-০ করলেন। এর আগেও ইংল্যাণ্ড একটি সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু স্টিভ হজ অফ সাইড হওয়ায় বলটি গোলে মারতে পারেননি।

ইংল্যাণ্ড এদিন খেলল উইঙ্গার ছাড়াই। তাদের আক্রমণে সাহায্য করেন পিটার রেড ও স্টিভ হজ। আহত থাকায় ব্রায়ান রবসন খেলতে পারেননি, উইলকিন্স ছিলেন শাস্তিপ্রাপ্ত।

পোল্যাণ্ড দুজন বদলী নামালেও ইংল্যাণ্ডের দখল থেকে খেলা ছিনিয়ে আনতে পারেনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ড ঢিলে দেওয়ায় পোল্যাণ্ড কিছু সুযোগ পায়। ৫১ মিনিটে বনিয়েক বল পেয়েছিলেন যান আরবানের কাছ থেকে। কিন্তু ঐ শট পিটার শিলটনের ডান পোস্টে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে যায় নিশ্চিন্তে।

গত সপ্তাহে ইংল্যাণ্ডের খেলায় স্বদেশে প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। এদিনের জয় তা বন্ধ করে দিল। লিনেকারের এটি ব্যক্তিগত জয়। বিশ্ব কাপ ফাইনালে একজন ইংলিশ খেলোয়াড়ের এটি প্রথম হ্যাটট্রিক।

ইংল্যাণ্ড

পিটার শিলটন ; গ্যারি স্টিভেন্স, টেরি ফেনউইক, টেরি বুচার, কেনি সানসম ; ট্রেভর স্টিভেন, গ্লেন হডল, পিটার রিড, স্টিভ হজ ; পিটার বিয়ার্ডসলে (ক্রিশ ওয়াডল ৭৫ মিঃ), গ্যারি লিনেকার (কেরি ডিক্সন ৮৫ মিঃ)।

পোল্যাণ্ড

জোসেফ স্লিনার্কজিক ; মারেক অস্তরোয়াস্কি, রোমান উজিচিচকি, ওয়াল্ডেমার মাতিসিক (আন্দ্রেজেজ বানকল ৪৬ মিঃ), জান আরবান, স্টিফান মাজেওস্কি, লডজিমিরেজ স্মোলারেক, রিসজার্ড কোমোরনিচকি (জান কারাস ২৩ মিঃ), ক্রিসতফ পডলক ; জিবগিনিউ বনিয়েক, ডারিউসজ জিকানওস্কি।

রেফারি ঃ আন্দ্রে ডায়না (সুইজারল্যাণ্ড)

লিগ টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট	স্থান
মরক্কো	৩	১	২	০	৩	১	৪	এফ-১
ইংল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৩	১	৩	এফ-২
পোল্যাণ্ড	৩	১	১	১	১	৩	৩	এফ-৩
পোর্তুগাল	৩	১	০	২	২	৪	২	

এক নজরে প্রথম রাউণ্ড

গ্রুপ—এ

আর্জেন্টিনার দিয়েগো মারাদোনার ফুটবল জুলুস ও ইতালির আলেসান্দ্রো আলতোবেলির চমৎকার ফিনিশিং 'এ' গ্রুপের সব খেলোয়াড়কে ম্লান করে দিয়েছে।

তবে ইতালির বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার দুটি গোল (৩-২) বিস্মিত করলেও ঐ স্মৃতি স্থায়ী হল না প্রথম রাউন্ডেই তারা বিদায় নেওয়ায়। কোরিয় ম্যানেজার কিম জুং-নাম দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিতে নিতে বলেন ঃ দেশে ফিরে আরও তৈরী হতে হবে। কোরিয়া গ্রুপের সর্বনিম্নে স্থান পেলেও তারা এমন কোন ছাপ রাখতে পারল না যে বোঝা যায়—এশিয়ার ফুটবল বেশ এগিয়েছে।

ইতালির পাঁচটি গোলই আলতোবেলি দ্বারা হওয়ায় তিনি সংবাদ শিরোনাম হন একটি জয়ে ও দুটি ড্রতে। দক্ষিণ কোরিয়া ড্র করে কেবল বালগেরিয়ার সঙ্গে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি যথার্থই রুদ্ধশ্বাস খেলা দেখিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার তরুণ স্ট্রাইকার কিম জুং-বু বালগেরিয়ার বিরুদ্ধে বদলী নামেন দ্বিতীয়ার্ধে এবং গোল করে প্রথম এবং একমাত্র পয়েন্টটি অর্জন করেন। এর পাঁচদিন পরে এশিয়ার বিখ্যাত স্ট্রাইকার চোই সুন-হো ইতালির বিপক্ষে গোল করে সমতা এনেছিলেন দারুণ খেলে।

প্রথম রাউন্ড দেখে ফুটবলার বলতে বোঝা গিয়েছে একজনকেই—তিনি আর্জেন্টিনার খর্বকায় যাদুকর দিয়েগো মারাদোনা। দক্ষিণ কোরিয়রা তাঁকে বারে বারে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছেন, ইতালির সালভাতোরে বাগনি তক্কে তক্কে রেখেছেন কাছ থেকে ; কিন্তু মারাদোনার বল নিয়ন্ত্রণ, গতি এবং হঠাৎ জ্বলে ওঠা প্রমাণ করেছে—তাকে রোখা অসম্ভব। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে তিনটি গোলেই তাঁর অবদান ছিল বেশী। ইতালির বিপক্ষে চমৎকার গোলে ড্র করেন এবং দেখান ড্রিবলিং-এর চাতুরী। বালগেরিয়ার বিপক্ষে ২-০তেও মারাদোনার কৃতিত্ব।

ইতালি-ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোত খুশি ছিলেন আলতোবেলি এবং ১৯৮২-র অপর চার প্রবীণের খেলায়। কিন্তু আর্জেন্টিনার ম্যানেজার কার্লস বিলার্ডোকে ভাবিত রেখেছিল ১৯৭৮-এর অধিনায়ক ডানিয়েল পাসারেল্লার অনুপস্থিতি। চিকিৎসকদের মতে—সেমিফাইনালের আগে তিনি ফিট হবেন না।

গ্রুপ—বি

উদ্যোক্তা মেক্সিকো এই গ্রুপে পিছনে ফেলল প্যারাগুয়ে, বেলজিয়ম ও ইরাককে। নিঃসন্দেহে তাদের পক্ষে এটিই ছিল সহজ গ্রুপ। আর ভিড় ছিল স্থানীয় দর্শকদেরই। এবং তাঁরা ফুটবলের গুণ বিচার না করে আর দু-পাঁচটি দেশের গোঁড়া সমর্থকদের মতো আচরণ করেছেন। প্যারাগুয়ে লাতিন আমেরিকায় তার প্রতিবেশী আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ের সঙ্গে খ্যাতি বজায় রেখেছে চমৎকার খেলে।

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক রবার্টো ফার্ণাণ্ডেজ ২-২ করেন শেষ মুহূর্তে অসাধারণভাবে পেনাল্টি রুখে। বেলজিয়মই প্রথম দেশ যারা তৃতীয় হয়েও দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেতে পারল ৩ পয়েণ্টে এবং ৫-৫ গোল ব্যালান্সে।

ইরাক দেশে ফিরল কোন পয়েণ্ট না নিয়ে। কিন্তু এই গ্রুপের কোন দল যে সেমিফাইনালে যাবে এমন সম্ভাবনা দেখা গেল না। কেবল মেক্সিকো সম্পর্কে আশা করা হল—দ্বিতীয় রাউণ্ডে তারা বালগেরিয়াকে হারিয়ে শেষ আটে পেঁছিতে পারে।

গ্রুপ—সি

এই গ্রুপে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে পিছনে রেখে সকলের দৃষ্টি কাড়ে। তারা গোলের হিসাবে ফ্রান্সকে দ্বিতীয় স্থানে রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের কাছে হাঙ্গেরি ও কানাডা হারে এবং নিজেদের ম্যাচটি ১-১ হলেও ছিল সেরা খেলা।

ফ্রান্স একটু দুর্বল ছিল তাদের সেরা মিশেল প্লাতিনি নিষ্প্রভ থাকায়। কিন্তু তারা দেখায় পরবর্তী রাউণ্ডে ইতালির মোকাবিলার জন্য তারা প্রস্তুত। আর দিনামো কিয়েভের (যারা এক মাস আগে কাপ উইনার্স কাপ জিতেছে) খেলোয়াড়ে পুষ্ট সোভিয়েত দল প্রথম ম্যাচে অবাক করে হাঙ্গেরিকে ৬-০ হারিয়ে। এর পরই সোভিয়েতকে কেবল ফেবারিট নয়, কেউ কেউ বলেন তারা এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে এবং ১৯৮৪-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের চাইতে তাদের সম্ভাবনা অনেক। ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ১-১ হতে ধারণা একটু বদলায়। হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে সোভিয়েত দল যেভাবে খেলেছিল, ফরাসীরা তাতে বাদ সাধে।

তবে ফ্রান্সকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে আরও ধারাল হতে হবে। কানাডার বিরুদ্ধে তারা শুরুতে মাত্র ৩-০ জিতেছে। অবশ্য স্ট্রাইকার জিন পিয়ের প্যাপিন অনেক সুযোগ নষ্ট করেছিলেন। সোভিয়েতের বিপক্ষে মিডফিল্ডার লুইস ফার্নাণ্ডেজ সমতা আনেন (১-১)। আর হাঙ্গেরির শক্তিশালী রক্ষণের বিরুদ্ধে করে ৩ গোল। ওরা আরও একটি গোল করতে পারত। গোলের সংখ্যায় এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সোভিয়েত খেলোয়াড়দের। স্ট্রাইকার ইগর বেলানভ, অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার প্যাভেল ইয়াকোভেঙ্কো, ইভান ভারেমচুক, সের্গেই আলিয়ানিকভ ও ভ্যাসিলি র‍্যাটস সর্বদাই গোলের চেষ্টায় নিরত ছিলেন।

হাঙ্গেরি দল মেক্সিকো এসেছিল ছটি কোয়ালিফাইং ম্যাচের পাঁচটিতে জিতে। কিন্তু ফাইনাল রাউণ্ডে হতাশ করল কানাডার সঙ্গে কোনক্রমে জিতে এবং ২ পয়েণ্ট পেয়ে। পরিকল্পনা রচনাকারী লাজস ডেটারি ও দুই উইঙ্গার জোসেফ কিপরিচ এবং মার্টন এস্তারহাজি দুর্বল দলের মধ্যেই যা কিছুটা চেষ্টা করেন।

ইরাক ও কানাডাই প্রথম রাউণ্ডে দুটি দল—যারা কোন পয়েণ্ট পায়নি, কিন্তু কানাডা প্রশংসা নিয়েই দেশে ফেরে।

গ্রুপ—ডি

তিন বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এই গ্রুপে সকল দর্শকের দৃষ্টি টেনে নিল নানা গুণে, নানা রেকর্ডে। তারা সব খেলায় জিতল না কেবল, তাদের গোলে কেউ একটিও বল প্রবেশ করাতে পারেনি। ব্রাজিলের শুরুটায় একটু দুর্বলতা ছিল আঘাত ও দল নির্বাচন ঘিরে এবং প্রথম খেলায় তারা জেতে ন্যূনতম গোলে (১-০) স্পেনের সঙ্গে। আলজিরিয়ার সঙ্গেও একই ফল হয়। তবে স্পেন দ্বিতীয় রাউণ্ডে যায়। ব্রাজিল শেষ ম্যাচ জেতে ৩-০য় উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিপক্ষে এবং প্রমাণ করে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল ঘরানা অপরিবর্তিতই রয়েছে। ওদের ওয়ান-টাচ ফুটবল আজও অন্যদের স্বপ্ন।

অনেক আঘাত সত্ত্বেও স্পেন দ্বিতীয় রাউণ্ডে যায়। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ১৯৮২-তে দ্বিতীয় রাউণ্ডে গিয়েছিল, কিন্তু মেক্সিকোর গরম তাদের কাবু করল যেমন, তেমনি চার বছরের ব্যবধান অনেক খেলোয়াড়ের গতি কমিয়েছে। উপরন্তু ব্রাজিলের ফুটবল প্রতিভা অন্যদের একঘরে করে রাখে।

গ্রুপ—ই

প্রথম রাউণ্ডে ছয়টি গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপে ড্যানিশরা সর্বোত্তম ফুটবল খেললেন পশ্চিম জার্মানি, উরুগুয়ে ও স্কটল্যাণ্ডকে হারিয়ে। গ্রুপ ই-কে অনেকে বলেন—এটি 'গ্রুপ অফ ডেথ'। ব্রাজিল ছাড়া সব ম্যাচে জয়ের রেকর্ড ডেনমার্কের মতো আর কোন দেশের হয়নি। অর্থাৎ তিনটি খেলায় ছ পয়েণ্ট। ৬ গ্রুপের মধ্যে ডেনমার্ক কর্তৃক ৬-১ গোলে উরুগুয়েকে হারানোর খেলাটিই ছিল সবচেয়ে স্মরণীয়।

পশ্চিম জার্মানি দ্বিতীয় হয়েছে—এটা আশাতীত। আর তৃতীয় হয়ে উরুগুয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল শেষ খেলায় স্কটল্যাণ্ডের কাছ থেকে একটি মূল্যবান পয়েণ্ট ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হওয়ায়। চমৎকার খেলেছে স্কটল্যাণ্ড আর ডেনমার্ক ও পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরেছে ন্যূনতম ব্যবধানে। দুর্ভাগ্য তাদের, দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে ড্র করল।

এই গ্রুপটির খেলা আনন্দদায়ক হয়েছে মূলত ডেনমার্কের জন্যই। ম্যানেজার শেপ পিওনটেক মন্তব্য করেছেন 'আমাদের দলের একজন গোল করলে, পরমুহূর্তে আর একজন গোলের জন্য ধাবিত হয়েছে।'

ডেনমার্ক দ্বিতীয় ম্যাচে ধ্বংস করে উরুগুয়েকে (৬-১) এবং জানিয়ে দেয় নৃশংসতা বাদ রেখেই ফুটবল খেলে আনন্দ দেওয়া যায়। অতটা দ্রুত না খেলেও

তারা ১-০য় স্কটল্যাণ্ডকে ও শেষ ম্যাচে ২-০ হারায় পশ্চিম জার্মানিকে। তারা হারতে পারত পশ্চিম জার্মানির কাছে এবং হারলেও পরবর্তী রাউণ্ডে যাওয়াও নিশ্চিত ছিল। আর হারলে পরবর্তী রাউণ্ডে মরক্কোর মুখোমুখি হত—স্পেনের নয়। কিন্তু স্বেচ্ছা-পরাজয় ড্যানিশদের রক্তে সম্ভবত নেই।

পশ্চিম জার্মানরা মেক্সিকো আসে দ্বিতীয় রাউণ্ডে পেঁছানর আশা না রেখেই। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তারা জ্বলে উঠে মাঠে নেমে। খেলা শুরুর আগে গ্রুপে ফেবারিট ছিল উরুগুয়ে, কিন্তু শুরু হতেই তারা হতাশ করে দেয়। তাদের খেলোয়াড়রা নজর কেড়েছেন ভাল খেলার বদলে মারাত্মক ও নৃশংস ফাউল করে। ফলও ফলেছে। খেলার শুরুর দিকে ডেনমার্ক ও স্কটল্যাণ্ডের বিপক্ষে রেফারি কর্তৃক তারা বহিষ্কৃত হয়েছে। গ্রুপের খেলা শেষে তারা তৃতীয় হয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল অদ্ভুত রেকর্ডে। গোল দেয় ২টি ও খায় ৭টি। তৃতীয় হয়ে যারা দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল তাদের মধ্যে এমন মন্দ রেকর্ড আর কারুর হয়নি।

স্কটল্যাণ্ড দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল না নিজেদের দোষে। শেষ খেলায় উরুগুয়ের বিরুদ্ধে তারা অনেক সুযোগ পায়।

গ্রুপ—এফ

পরবর্তী রাউণ্ডে মরক্কোর ফল যাই হোক, প্রথম রাউণ্ডে এই গ্রুপে তাদের সম্পর্কে মনে করা হয়েছিল মরক্কো চার দলের মধ্যে নিকৃষ্টতম। কিন্তু খেলা শেষে স্থান হল সর্বোচ্চে। আফ্রিকার দেশগুলির, তাদের আগে আর কেউ বিশ্ব কাপের দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলেনি। মরক্কো শেষ ম্যাচে পোর্তুগালকে ৩-১ হারিয়ে বুঝিয়ে দেয় আগের দুটি ম্যাচে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ০-০ ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ০-০ ফল তাদের ফুটবলের যথার্থ পরিচয় নয়। গ্রুপের প্রথম চারটি খেলায় মাত্র ২টি গোল হয়, বিশেষজ্ঞরা আখ্যা দেন এটি 'গ্রুপ অফ স্লিপ'। একথা সত্যি মণ্টেরিতে গরম ছিল খুব, তেমনি ঘামও। কিন্তু প্রতিটি দলের খেলাতেও তেমন উৎসাহব্যঞ্জক কিছু ছিল না। অবশ্য শেষ দিনে দুটি ম্যাচে গোল হয় ৭টি। ইংল্যাণ্ড-স্ট্রাইকার গ্যারি লিনেকার পোল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩টি গোল দেন। একই দিনে গুয়াদালাজারায় মরক্কো ৩-১ হারায় পোর্তুগালকে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইংল্যাণ্ডের গমন সম্পর্কে ম্যানেজার ববি রবসন মন্তব্য করেন ঃ আমি খুশি যে আমরা এখনও বিশ্ব কাপে রয়ে গেছি।

১৯৮২তে পোল্যাণ্ড তৃতীয় হয়েছিল। এবার গ্রুপে তৃতীয় হয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল মাত্র ১টি গোল করে (খেয়েছে ৩টি)।

দ্বিতীয় রাউণ্ড

বেলানভের হ্যাটট্রিক ঃ তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন হতাশ করল

বেলজিয়ম—৪	ঃ	সোভিয়েত ইউনিয়ন—৩
(এঞ্জো স্কিফো ৫৬ মিঃ, জান কুলেমান্স ৭৬ মিঃ, স্টিফানে ডে মল ১০২ মিঃ, নিকো ক্লায়েসেন ১০৯ মিঃ)		(ইগর বেলানভ ২৮, ৭০ ও ১১১ মিঃ পেনাল্টি)

১৫ জুন। লিঁয়তে রুদ্ধশ্বাস ফুটবলে বেলজিয়ম ৪-৩ গোলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়ে বিশ্ব কাপে অঘটন ঘটাল অতিরিক্ত সময়ে। তারা গেল কোয়ার্টার ফাইনালে।

যে বেলজিয়ম প্রথম রাউণ্ডে তৃতীয় (গ্রুপ—বি) হয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে এসেছিল তারা গ্রুপ সি চ্যাম্পিয়ন এবং ফেভারিট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে এমন খেলবে কল্পনা করা যায়নি। সোভিয়েত দল নির্দিষ্ট সময়ে দুবার এগিয়ে গেলে বেলজিয়ম সমতা আনে এবং ২-২ হয়। কিন্তু বেলজিয়ম অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ ও ৪-২ এগোয়। সোভিয়েত শেষ পর্যন্ত ৪-৩ কমাতে পেরেছিল। অতিরিক্ত ৩০ মিনিট তারা অসাধারণ খেলেছে এবং এই প্রথম বিশ্ব কাপের ইতিহাসে শেষ আট দলে উপনীত হল।

বেলানভের হ্যাটট্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তবে এবারের বিশ্ব কাপে এ পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তেজনাময় এই খেলায় বেলানভের চারটি সুযোগ রূপায়িত হলে ফল হয়তো অন্যরকম হত। বিশ্ব কাপ ফাইনালে বেলানভই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি হ্যাটট্রিক করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি হ্যাটট্রিক করলেন পরাজিত দলের পক্ষে। ১৯৩৮-এ ফাইনালে প্রথম রাউণ্ডে পোল্যাণ্ডের পক্ষে আর্নেস্ট উইলিমোস্কি চারটি গোল করেন। পোল্যাণ্ড ৬-৫ হারে ব্রাজিলের কাছে।

নির্দিষ্ট সময়ে বেলজিয়ম দুবার গোল শোধ করে পিছিয়ে পড়ে। এবং ২-২ ছিল। ১০২ মিনিটে বেলজিয়ম এগোয় ৩-২ ও ১০৯ মিনিটে ৪-২। বেলানভ পেনাল্টি থেকে ৪-৩ করলে সকলের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। শেষ দিকে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা আরও বর্ধিত হয়, যখন সোভিয়েত খেলোয়াড়রা সমতা আনার জন্য লড়াই করছিলেন। ওরা সফল হলে ট্রাইব্রেকার বৈ পথ ছিল না। বেলজিয়ানরাও মরিয়া ছিলেন জয়ের জন্য। প্রায় শেষ মুহূর্তে বদলী ভাদিম ইয়েভুশেঙ্কোর চিপ ক্রস বারের ওপর দিয়ে পাঠান গোলরক্ষক জিন মারি পাফ।

প্রথম রাউণ্ডে সোভিয়েত দল দর্শনীয় ফুটবল খেলেছিল, এদিন প্রথম ৯০ মিনিটও ঠিক তাই ছিল। বেলজিয়ানদের দুবার পিছনে রেখেছিল। বেলজিয়ামের দ্বিতীয় গোলটি লাইন্সম্যান অফ সাইড দেখালেও রেফারি তা মানেননি।

বেলানভ প্রথম দুটি গোল করেন ২৮ ও ৭০ মিনিটে সতীর্থ স্ট্রাইকার

আলেকজাণ্ডার জাভারভের পাস থেকে। কিন্তু ৫৬ ও ৭০ মিনিটে শোধ করেন যথাক্রমে এঞ্জো স্কিফো ও জান কুলেমান্স।

বেলজিয়মের দ্বিতীয় এবং বিতর্কিত গোলটি হয় তরুণ ডিফেণ্ডার স্টিফানে ডে মলের সাহায্যে। তার লম্বা শট সোভিয়েত ডিফেণ্ডারদের পিছন দিক থেকে কুলেমান্স বল পেয়ে সোভিয়েত জালে পাঠান। লাইন্সম্যান সঙ্গে সঙ্গে পতাকা তোলেন, কিন্তু সুইডিশ রেফারি ফ্রেড্রিকসন তা নাকচ করে গোলের বাঁশি বাজান।

এই সিদ্ধান্তেই খেলাটিকে অতিরিক্ত সময়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। অথচ প্রথম রাউণ্ডে তৃতীয় স্থানাধিকারী বেলজিয়ম আজ আরও খারাপ খেলেছে।

অতিরিক্ত সময়ের ১২ মিনিটে এরিক গেরেটস ডানদিক থেকে একটি ক্রস ভাসিয়ে বাড়ালে, ডে মল হেডে গোলে পাঠান। সাত মিনিট পরে নিকো ক্লায়েসেন দু পায়ের যাদু দ্বারা বল নিয়ে এগিয়ে বেলজিয়মের চতুর্থ গোলটি দেন।

যে সোভিয়েত দল প্রথম রাউণ্ডে নটি গোল করেছিল, তারা চারটি গোল হজম করতে পারছিল না। আর তাই বোধ হয় দু মিনিটের মধ্যে বেলানভ শোধ করলেন (৪-৩)।

সারাক্ষণ বেলজিয়ম ডিফেণ্ডারদের বেগ দিচ্ছিলেন স্ট্রাইকার বেলানভ। তাকে এই সময় বক্সের মধ্যে ফাউল করা হল। তারই স্পট কিক পাফ ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতই জোরালো ছিল যে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

বেলজিয়ম

জিন-মারি পাফ; এরিক গেরেটস (লিও ভান ডার এলস্ট), প্যাট্রিক ভারভুর্ট, মাইকেল রেনকুইন, জর্জেস গ্রুন (লিও ক্লিস্টার্স); স্টিফানে ডে মল, এঞ্জো স্কিফো, ফ্রাঙ্ক ভেরকুটেরেন, জান কুলেমান্স; ডানিয়েল ভেইত, নিকো ক্লায়েসেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

রিনাত দাসায়েভ; ভ্লাদিমির বুদনোভ, আন্দ্রেই বল, ওলেগ কুজনেতসভ, আনাতলি ডেমিয়ানেঙ্কো; ইভান ইয়ারেমচু, লাভেল ইয়াকোভেঙ্কু (ভাদিম ইয়েভতেশেঙ্কু), সেগি অলিনিকভ, ভাসিলি র‍্যাটস; ইগর বেলানভ, আলেকজাণ্ডার জাভারভ (সের্গেই রডিয়োনগ)।

রেফারি ঃ এরিক ফ্রেড্রিকসন (সুইডেন)

নেগ্রেতে গোল করলেন পেলের মতো

মেক্সিকো—২ ঃ বালগেরিয়া—০

(ম্যানুয়েল নেগ্রেতে ৩৫ মিঃ, রাউল সার্ভিন ৬২ মিঃ)

১৫ জুন। মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে আজ ১ লক্ষ সাড়ে ১৪ হাজার দর্শকের সামনে পেলের মতো সিজার-কিক গোল দেখালেন ম্যানুয়েল নেগ্রেতে এবং সমর্থকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী করলেন বিশ্ব কাপ জয়ের। এদিনের জয়ের সুবাদে মেক্সিকো

পেঁছিল শেষ আট দলে। বিশ্ব কাপের ইতিহাসে তাদের এমন সাফল্য এই দ্বিতীয় বার। তারা এর আগে খেলে ১৯৭০-এ স্বদেশের মাটিতে।

৩৫ মিনিটে নেগ্রেতের দর্শনীয় গোল এবং ৬২ মিনিটে লেফট ব্যাক রাউল সার্ভিনের ডাইভিং হেড বালগেরিয়াকে পিছিয়ে দিলেও তারা আপ্রাণ লড়াই করতে থাকে জয়ের জন্য। পাঁচটি বিশ্ব কাপ ফাইনালে বালগেরিয়দের এটি ১৭তম ম্যাচ।

মেক্সিকান খেলোয়াড়রা তাদের যুগোশ্লাভ কোচ বোরা মিলুতিনোভিচ সহ মাঠ পরিক্রমা করলেন জয়ের পর। গ্যালারির লক্ষাধিক দর্শক অপেক্ষাও করছিলেন ওদের জন্য। বিশাল অ্যাজটেকা স্টেডিয়াম তখন তাদের জাতীয় দলের জার্সি-রং লাল, সাদা ও সবুজে যেন আন্দোলিত হচ্ছে।

মেক্সিকো কোয়ার্টার ফাইনালে পেঁছিল তাদের আকাঙ্ক্ষা মতোই। তবে আরও এগোনো মানে বাড়তি প্রাপ্তি। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের স্ট্রাইকার হুগো সানচেজ একটি ম্যাচে সাসপেন্ড থাকার পর এদিন যে কষ দেখালেন, তাতে মনে হয় পরবর্তী ম্যাচে পশ্চিম জার্মানির মুখোমুখি হলেও মেক্সিকো যুঝবেই।

সবুজ শার্ট পরেই সাধারণত তারা নামে, এদিন খেলল পুরোটা সাদা পরে। সব খেলা দেখে সমালোচকরা মন্তব্য করেছিলেন, ওদের স্টাইল বলে কিছুই নেই, এদিন শুরু থেকেই এমন খেলল যে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

অবশ্য এজন্য হুগো সানচেজর উপস্থিতি কাজ করে। স্প্যানিশ লিগে খেলার পর স্বদেশে তিনি কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছেন। তাই যখনই তাঁর পায়ে বল পড়েছে, ১ লক্ষ ১৪ হাজার সমর্থক গোলের আকাঙ্ক্ষায় ফেটে পড়েছেন।

৩২ মিনিটে সানচেজ প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। ডান দিক থেকে একটি বল আনতেই তিনি বুকে ধরে নামিয়ে শট করেন। খুব কাছ থেকে বালগেরিয় গোলরক্ষক বরিশ্লাভ মিহাইলভ বলটি আটকে দেন।

তিন মিনিট পরে অবশ্য মেক্সিকোর প্রথম গোলটি আসে নেগ্রেতের কাছ থেকে। কারলস মুনোজের সঙ্গে ব্যালে নৃত্যশিল্পীর মতো বল দেওয়া নেওয়া করে নেগ্রেতে দলকে এগিয়ে দেন। মুনোজের রিটার্ন যেমন উঁচু ছিল, তেমনি অনেক পিছনেও চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পেলের মতো লাফিয়ে উঠে নেগ্রেতে সিজার কিকে কোনাচে শটে ১-০ করেন।

বালগেরিয়রা গত সপ্তাহে প্রথম রাউন্ড শেষে তল্পিতল্পা গোটাচ্ছিল। কিন্তু থেকে যায় অন্য গ্রুপের দেশগুলির গোলের গড়ে এগিয়ে থাকায়। এদিন তারা প্রতি-আক্রমণ করেছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বলও পায়। কিন্তু নেগ্রেতেই ওদের সব আশা ধূলিসাৎ করে দেন। তার একটি কর্ণার উঁচু হয়ে গিয়ে পড়ে গোল মুখে। লেফট ব্যাক রাউল সার্ভিন তাতে রকেটগতির হেড দেন। সার্ভিন সম্ভবত সতীর্থ ফুল-ব্যাক ফার্নাণ্ডো কুইরারটের সমান হতে চাইছিলেন। কুইরারটে ইতঃপূর্বে দুটি গোল করেছেন।

মেক্সিকোর আধা-জাপানী গোলরক্ষক পারলো লারিয়সকে নিয়ে অনেক

সমালোচনা ছিল। এদিন বালগেরিয়ার আক্রমণগুলি তৎপরতার সঙ্গে রুখে দিয়ে তিনি তাদের স্তব্ধ করে দেন। শেষ ২০ মিনিটে বালগেরিয়া বারে বারে আক্রমণ হানছিল। ৭৪ মিনিটে পিটার পেত্রভের হেড তিনি আঙুলের ছোঁয়ায় বারের ওপর দিয়ে পাঠান। ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে পেলেকে যে ভাবে বঞ্চিত করেছিলেন ইংল্যান্ড রক্ষক গর্ডন ব্যাংকস্, ঠিক তেমনটি করলেন লারিয়স।

খেলা শেষে ম্যানেজার মিলুতিনোভিচ বললেন ঃ মেক্সিকানদের কাছে শপথ করেছিলাম আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে যাবো। এখন মণ্টেরি গিয়ে দেখি আরও এগোতে পারি কিনা। নেগ্রেতে বললেন ঃ আমার মনে হয় দর্শকরা খুশি হয়েছেন। এবং যোগ্যতা দেখিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছি। মণ্টেরির গরম সকলের জানা, দু দলকেই সমস্যায় ফেলবে।

মেক্সিকো

পাবলো লারিয়স ; রাফায়েল আমাদোর, ফেলিক্স ক্রুজ, ফার্নাণ্ডে কুইরারটে, রাউল সারভিন, কারলস মুনোজ, ম্যানুয়েল নেগ্রেতে, টমাস বয় (কারলস ডে লস কোবোস ৮০ মিঃ), মিগুয়েল এসপানা ; জাভির আগুইররে, হুগো সানচেজ।

বালগেরিয়া

বরিশ্লাভ মিখাইলভ ; রাদোশ্লাভ জাভকভ, নিকোলাই আরাবভ, পিটার পেত্রভ, গিয়রগি দিমিত্রভ; আনয় সাদকভ, গিয়গি ইয়রদানভ, কোস্তাদিন কোস্তাদিনভ, ইভকো গোস্পোদিনভ ; আতানাস পাশেভ (বোজিদার ইস্ক্রেনভ ৭১ মিঃ), ব্রাজিল প্লামেন গেটভ (নাসকো সিরাকভ ৬০ মিঃ)।

রেফারি ঃ রোমুয়াল্ডে আরপি (ব্রাজিল)

সম্মোহিত করলেন মারাদোনা, গোল দিলেন পাসকুলি

আর্জেণ্টিনা—১ ঃ উরুগুয়ে—০

(পেড্রো পাসকুলি ৪২ মিঃ)

১৬ জুন। পুয়েবলার কুহাটেমক স্টেডিয়ামে পেড্রো পাসকুলির প্রথমার্ধের দেওয়া গোলে জিতলেও আর্জেণ্টিনাকে উদ্দীপিত করল খর্বকায় যাদুকর দিয়েগো মারাদোনার ফুটবল-শিল্প। মারাদোনার যাদুর কাছে প্রতি মুহূর্তে পরাস্ত হয়েছে তাদের দক্ষিণ আমেরিকি প্রতিদ্বন্দ্বী উরুগুয়ে।

এদিনের জয়ের সুবাদে ১৯৭৮-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেণ্টিনা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল।

মারাদোনা আজ সারাক্ষণ ছিলেন চমৎকার ফর্মে এবং উরুগুয়ের ডিফেন্সে ক্ষণে ক্ষণে নাভিশ্বাস এনেছেন। তিনি দুবার গোল থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর একটি ফ্রি কিক বারে লেগে ফেরে প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে রেফারি তাঁর গোলটি নাকচ

করে দেন। মারাদোনা কেমন খেলেছেন, তার একটি নজির ইতালির রেফারি লুইগি আগনয়িন কর্তৃক ৬৪ ফ্রি কিকের নির্দেশ। উরুগুয়ে হিংসাত্মক ফুটবলে উদ্যত হতেই তাঁকে বাঁশি বাজাতে হয়।

তবুও তিনি উরুগুয়ের স্ট্রাইকার এঞ্জো ফ্রান্সেসকলি ও আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার অসকার গ্যারে-র মধ্যেকার উত্তেজনা কমাতে পারেননি। যে সাতজনকে এদিন হলুদ কার্ড দেখানো হয়, তাদের মধ্যে এঁরাও ছিলেন।

শেষ দিকে খেলা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয় অন্য কারণে। যেমন তেড়ে বৃষ্টি এল, তেমনি তার সঙ্গে শিলা এবং বজ্র। যদি আবহাওয়া এমন না হত, পাসকুলি আর একটি গোল পেতেন অন্তিম মুহূর্তে। একাকী এগোলেন ড্রিবল করে এবং তা তুলে দেন উরুগুয়ের গোলরক্ষক ফার্নান্ডে আলভেজের হাতে। অবশ্য ৪২ মিনিটে খেলার একমাত্র গোলটি করেছিলেন তিনি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে।

আর্জেন্টিনা ঐ সময় ডানদিক দিয়ে আক্রমণ হানে। বল গেল উরুগুয়ের ডিফেন্ডার এডুয়ার্ডো এসেভেডোর কাছে। স্ট্রাইকার জোর্গে ভালডানোকে বুঝতে না পেরে তিনি বল মেরে দেন, আর তখনই সুযোগ হল পাসকুলির। ছ মিটার দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে অসুবিধা হল না।

এর পরই আর্জেন্টিনার আক্রমণ বেড়ে গেল। আর তা মারাদোনার দ্বারা। তিনি দুই প্রান্ত থেকেই উরুগুয়ের ডিফেন্স ভেদ করতে লাগলেন। মারাদোনাকে আটকানোর দায়িত্ব ছিল বিপক্ষ অধিনায়ক জোরগে বারিওস-এর। গোলের ১০ মিনিট পরে তিনি চমৎকার পাসও দেন বল টেনে নিয়ে, কিন্তু ভালদানো সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি। আরও ১০ মিনিট পরে ৩০ মিটার দূর থেকে তীব্র শট করলেন (ফ্রি-কিক)। বারে না লাগলে গোল হতই। কারণ আলভেজ ছিলেন পরাস্ত।

মারাদোনাকে অন্তত তিনবার জামা ধরে টেনে আটকানো হয়। কিন্তু প্রথমার্ধে তা ফাউল হিসেবে গণ্য হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে উরুগুয়ে খেলার ছক বদল করে নামান আটলেটিকো মাদ্রিদের স্ট্রাইকার জোরগে ডা সিলভাকে—উইলমার কাবরেরার বদলে। কিন্তু গোল শোধ হল না, মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। পিছল মাঠে সমাপ্তির দু মিনিট আগে ফ্রান্সেসকলি প্রায় গোল করেছিলেন। আর্জেন্টিনা গোলরক্ষক নেরি পাম্পিদুর হাত থেকে বল পড়ে গেল। ফ্রান্সেসকলির মরীয়া প্রয়াস গোলরক্ষককে আহত করে এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে কিছুক্ষণের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে পাম্পিদুকে হলুদ কার্ড দেখানো হয় সময় নষ্টর জন্য।

আর্জেন্টিনার ম্যানেজার কারলস বিলার্ডো খেলা শেষে বললেন : ম্যাচের গতিপ্রকৃতি দেখে খুব চিন্তিত ছিলাম, তবে ফলে খুশি। উরুগুয়ে বা ব্রাজিলের সঙ্গে খেলায় সব সময় টেনশনে ভুগতে হয়। মারাদোনা চমৎকার খেলেছে, সে দেখাল টিমগেম কীভাবে খেলতে হয়।

উরুগুয়ের কোচ ওমর বোরাস খেলাশেষে নিয়মমাফিক সাংবাদিক বৈঠকে আসেননি। আজ তাঁকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেঞ্চে বসতে দেওয়া হয়নি স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গত শুক্রবারের ম্যাচের সময়ের ঘটনার দরুন। তার বদলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ছিলেন উরুগুয়ে ফুটবল ফেডারেশন সচিব রবার্টো রিকাল্ট। তিনি বললেন, আমাদের দল যে কটি ম্যাচ খেলল তাতে নিরপেক্ষ পরিচালক হলেন আজকের রেফারি লুইগি আগননিন।

আর্জেন্টিনা

নেরি পাম্পিদু; জোসে কুসিফফো, জোসে লুইস ব্রাউন, অসকার রাগুগেরি, অসকার গাররে; রিকার্ডো গিউস্টি, সার্জিও বাতিস্তা (জুলিও ওলার্টি কোয়েচিরা ৮৫ মিঃ), জোর্গে বরাশাগা, পেড্রো পাসকুলি; দিয়েগো মারাদোনা, জোরগে ভালদানো।

উরুগুয়ে

ফার্নাণ্ডো আলভেজ; এলিসেও রিভেরোবন, নেলসন গুটিরেজ, এডুয়ার্ডো এসেভেডো (রুয়েন পাজ ৬০ মিঃ), মিগুয়েল বসিও: সেহগিও সানিন, জোর্গে বারিয়স, ডারিট পেরিরা, ভেনেনসিও রামস; এঞ্জো ফ্রান্সেসকলি, উইলমার কাবরেরা (জোর্গে ডা সিলভা ৪৬ মিঃ)।

রেফারি ঃ লুইগি অগনোনিন (ইতালি)

ব্রাজিল খেলল মনমাতানো ফুটবল

ব্রাজিল—৪	ঃ	পোল্যাণ্ড—০
(সক্রেটেস ৩০ মিঃ, যোশিমার ৫৪ মিঃ, এডিনহো ৭৭ মিঃ, কারেকা ৮৩ মিঃ)		

১৬ জুন। গুয়াদালাজারায় ব্রাজিল প্রমাণ করল তাদের সম্পর্কে যে কথা বলা হচ্ছে—ব্রাজিলের ফুটবল মান অনেক নেমে গিয়েছে, তা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। জালিস্কো স্টেডিয়ামে পোল্যাণ্ডকে এইভাবে নাস্তানাবুদ করায় অনেকেই ব্রাজিল সম্পর্কে মত বদলালেন। একথা সত্যি টেলে সান্তানার এই ১৯৮৬-র ব্রাজিল দলে ১৯৫৮, ১৯৬২ বা ১৯৭০-এর সৌকর্য নেই, নেই ঐ তিন বারের 'ব্যালে' ফুটবল শিল্পীরা। কিন্তু এবারের এই হলুদ-নীল জার্সির ব্রাজিলের মতো মনোহারী ফুটবল আর কেউ এখনও দেখাতে পারেনি।

৩০ মিনিটে সক্রেটেসের পেনাল্টি থেকে গোল। তারপর যোশিমার, এডিনহো এবং পেনাল্টিতে কারেকার আর একটি গোল ব্রাজিলকে শেষ আট দলে পেঁছে দিল।

ব্রাজিল আজ খেলল সাম্বার তালে তালে। তাদের চমৎকার খেলার সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারিতে ড্রাম বেজেছে। আর তারই সঙ্গে পোলিশদের কুশলী ফুটবল যেন

নিস্তেজ হয়েছে। ব্রাজিলের যাদুতে পূর্ব ইউরোপের চ্যালেঞ্জ পরাস্ত হল সূর্য-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে।

সমাপ্তির ২০ মিনিট আগে বদলী নেমে জিকো পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে খেললেন। তিনি যদি ৯০ মিনিট এমন খেলতে পারতেন, তাহলে ১৬ বছর আগে ব্রাজিল যেভাবে মেক্সিকোকে হারিয়েছিল এখানে, হয়তো সেই চিত্রেরই পুনরাবৃত্তি হত।

ব্রাজিল স্ট্রাইকার কারেকাই প্রথম গোলটি করতে পারতেন। কিন্তু যেই তিনি গোলের দিকে এগিয়েছেন, অমনি পোলিশ মিডফিল্ডার জান কারাস, কারেকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই বাধার জন্য ইনডিরেক্ট ফ্রি কিক হতে পারত। কিন্তু রেফারি বাঁশি না বাজানোয় সক্রেটেস সুযোগটি নিলেন। দ্রুত ছুটে গেলেন কারেকার কাছে ও পোলিশ গোলরক্ষক জেফ ম্লিনার্কজিককে পরাস্ত করলেন (১-০)।

ব্রাজিলের প্রথম গোলটি অবশ্য পরিচ্ছন্ন ছিল না। তবে দ্বিতীয়টি দেখে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করলেন—এ রায়ো ডি জেনিরো ঘরানার ক্লাসিক পর্যায়ের। ফুল ব্যাক যোশিমার গত সপ্তাহে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিপক্ষে এই স্টেডিয়ামে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল শিল্প দেখিয়েছিলেন। আজও তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। এতক্ষণ বোধ হয় ডিফেন্সের একঘেঁয়েমীতে ভুগছিলেন। মাঝমাঠের একটি গড়ানো বল ধরে নৃত্যশিল্পীর মতো বল নিয়ে এগোলেন ও কাটালেন তিন পোলিশ ডিফেণ্ডারকে। এবং চমৎকার নিখুঁত কোনাচে শটে ২-০ করলেন। তৃতীয় গোলটি ডিফেণ্ডার ও অধিনায়ক এডিনহোর। নিজ পেনাল্টি সীমানায় পাঁচবার বল দেওয়া নেওয়া করে তবে তিনি এগিয়েছিলেন।

ক্লান্ত সক্রেটেসের জায়গায় এলেন জিকো। ১০ নম্বর জার্সির জিকো একলাই এগিয়ে বক্সে ঢুকতেই ট্রিপ করা হল। পেনাল্টি কিকে কারেকা ৪-০ করলেন।

পোল্যাণ্ড ১৯৭৪ ও ১৯৮২ ছিল তৃতীয়। এবার তারা যে শক্তিহীন বোঝা যায় গত সপ্তাহে ইংল্যান্ডের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ায়। ব্রাজিলকে হারাতে পারলে মর্যাদা ফিরে পেত। আজ দুবার যদি ব্যর্থ না হত।

দুই মিনিট না কাটতেই ব্রাজিলের রক্ষণে এডিনহো ও জুলিও সিজার হাস্যকর ফুটবল খেলছিলেন। রাইজার্ড তারাসিউইকসের জোরালো শট বারে লেগে ফেরে। ১০ মিনিট পরে মিডফিল্ডার জান কারাস ২৫ মিটার দূর থেকে বার কাঁপিয়েছিলেন। সমাপ্তি মুহূর্তে জিগনিউ বনিয়েক দর্শনীয় বাইসাইকল কিক করলেও ফল হয়নি। শেষ অবধি তারা শোচনীয় পরাস্ত দলে পরিগণিত হল।

শুরু থেকে শেষ খেলা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা। কোন রকম খারাপ ঘটনা ঘটেনি। তবে পশ্চিম জার্মান রেফারি পাঁচজনকে সতর্ক করেন। ওরা পোল্যাণ্ডের স্মোলারেক, জিকানোয়াস্কি ও বনিয়েক এবং ব্রাজিলের এডিনহো ও কারেকা।

ব্রাজিল	পোল্যাণ্ড
কারলস ; এডিনহো, জুনিয়র, যশিমার, জুলিও সিজার ;	জোসেফ ম্লিনার্কজিক ; কাজিমিয়ের্জ প্রিজবিস (জান ফার্টক ৬০ মিঃ), মারেক ওসট্রোয়াস্কি,

এলেনাও, ব্রাঙ্কো, সক্রেটেস (জিকো ৭০ মিঃ), এলজো; মুলার (সিলাস ৭৪ মিঃ) ও কারেকা।

রোমান উজাসিকাক, রিসার্ড টারাসিউইকজ; জান আরবান (লাডিস্ল জমুডা ৮৩ মিঃ), জান কারাস, স্টেফান মাজেউস্কি, উলডজিমিয়েজ, স্মোলারেক; বিগনিউ বনিয়েক ও ডারিউসজ জিকোনোয়স্কি।

রেফারি ঃ ভলকার রথ (পশ্চিম জার্মানি)

ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হারাল বিশ্ব কাপ জয়ীকে

ফ্রান্স—২ ঃ ইতালি—০

(মিশেল প্লাতিনি ১৪ মিঃ, ইয়ানিক স্টপিয়ারা ৫৭ মিঃ)

১৭ জুন। মেক্সিকো সিটির ওলিম্পিকো স্টেডিয়ামে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে উদ্দীপিত করল মিশেল প্লাতিনির খেলা এবং তারা এবারের বিশ্ব কাপ থেকে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে বিদায় দিল ২-০ হারিয়ে। ১৪ মিনিটে মিশেল প্লাতিনির গোলটি ফ্রান্সকে এগিয়ে দিলেও তাকে বেদনা দিয়েছে। কেননা ইতালি কেবল তার পূর্বপুরুষের বাসভূমি নয়, ইতালিয় লিগে যারা তার সতীর্থ, তাদের সঙ্গে তাকে লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। ৫৭ মিনিটে ইয়ানিক স্টপিয়ারার গোল গতবারের সেমিফাইনালিস্ট ফ্রান্সকে কোয়ার্টার ফাইনালে পেঁছতে নিশ্চিত করে।

আজ ইতালি দলে পাঁচজন ছিলেন, যারা ১৯৮২-র ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়েছিলেন। কিন্তু চার বছর পর দেখা গেল তাদের সেই কষ নেই। অ পরদিকে ফ্রান্সের মধ্যমাঠের বাহিনীর যৌথ ফুটবল মনে হল বিশ্বে অপ্রতিরোধ্য। তাদের কাছে ইতালি ছিল একটি সাধারণ দল। না ছিল গেম রচনার প্রয়াস, ছিল না বিপক্ষকে রোখারও কৌশল।

এই খেলার পরিণতি নির্ধারিত হয় প্লাতিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি সহজভাবে এগোলেও ইতালির কাছে ছিল তা জোয়ালো আক্রমণ। প্রচণ্ড গরমে লুইস ফার্নাণ্ডেজ অক্লান্ত পরিশ্রমে বল বাড়ালেন মিডফিল্ডে পেঁছে ডোমিনিক রশেতুকে। রশেতু ডাইনে পাস দেন প্লাতিনিকে। তিনি এক ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে নিখুঁতভাবে পাঠালেন গোলে। আগুয়ান গোলরক্ষক গিওভানি গাল্লি কোনাচে শট বুঝতে পারেননি (১-০)।

ইতালি কদাচিৎ ফ্রান্সকে সমস্যায় ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ ১৯৮৪তে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সময় নিজ মাঠে তাদের যতটা দড় মনে হয়েছিল বিদেশে ছিল তার চাইতে অনেক শক্তিশালী। আর ৫৭ মিনিটে ইতালির সব আশা

নির্মূল করে দিল। জিন টিগানা দ্রুত প্রবেশ করলেন ইতালির রক্ষণে। রশেতু সেই বল নিয়ে এগোতে গিয়ে বাধা পেতেই ঠেলে দেন স্টপিয়ারাকে। এবং তারপর ২-০।

প্লাতিনি প্রথম রাউণ্ডে একটু নিষ্প্রভ থাকলেও এদিন জানিয়ে দিলেন তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়লে তার মোকাবিলা করতে সক্ষম। ২৯ মিনিটে তিনি আর একটি গোল পেতেন, কিন্তু তার ফ্রি কিক গোলরক্ষক গাল্লি ডান হাত দিয়ে ক্লিয়ার করেন। তা বলে প্লাতিনি একলাই খেললেন না। ৩৩ বছর বয়সী আলাইন গিয়েসে বয়সের ভার বুঝতে দেননি। আর সঙ্গে ছিলেন ফার্নাণ্ডেজ। ফার্নাণ্ডেজ প্রথমার্ধে প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। ২৩ মিনিটে তাঁর ফ্রি কিক গাল্লিকে রক্ষা করে সামান্যর জন্য বাইরে যাওয়ায়। ৩১ মিনিটে স্ন্যাপ শটটি লাগে বারে। কিন্তু ১৯ মিনিটে গাল্লি বাঁচান গোল লাইনে দাঁড়িয়ে।

প্লাতিনিকে আটকাতে ইতালি গিউসেপ্পে বারেসিকে মোতায়েন করে। বারেসি ব্যর্থ হওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধে গেন্নারোকে নামানো হল। আনা হল গিউসেপ্পে গালদেরিসির বদলে গিয়ানলুকা ভিয়াল্লিকে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

ফ্রান্সকে পরবর্তী খেলায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নামতে হবে রাইট ব্যাক উইলিয়ম আয়াশে ছাড়াই। কারণ আয়াশে এদিন কণ্টিকে ট্যাকল করতে গিয়ে আবার হলুদ কার্ড দেখলেন। এটি দ্বিতীয়।

ফ্রান্স

জোয়েল বাটস ; উইলিয়ম আয়াশে, ম্যাক্সিম বসিস, প্যাট্রিক বাট্টিসটন, ম্যানুয়েল অমোরস ; লুইস ফার্নাণ্ডেজ (থেরি তুসেউ ৭৪ মিঃ), জিন টিগানা, অ্যালাই গিরেসে, মিশেল প্লাতিনি (জিন-মার্ক ফেরেরি ৮৫ মিঃ), ডোমিনিক রশেতু, ইয়ানিক স্টপিয়ারা।

ইতালি

গিওভান্নি গাল্লি ; গিউসেপ্পে বারগোমি, পিয়েত্রো ভিয়েরচোড, গ্যায়েতানো স্কিরিয়া, আন্তনিও কারবিনি ; গিউসেপ্পে বারেসি (আন্তনিও ডি গেন্নারো ৪৬ মিঃ), সালভাতোরে বাগনি, ফার্নাণ্ডো ডে নাপলি, ব্রুনো. কণ্টি ; সান্ড্রো আলতোবেলি, গিউসেপ্পে গালদেরিসি (গিয়ানলুকা ভিয়াল্লি ৫৮ মিঃ)।

রেফারি ঃ কারলস এসপোসিটো (আর্জেণ্টিনা)

শেষ মুহূর্তের গোলে পশ্চিম জার্মানি কোয়ার্টার ফাইনালে

পশ্চিম জার্মানি—১ ঃ মরক্কো—০

(লোথার ম্যাথিয়ুস ৮৮ মিঃ)

১৭ জুন। অভূতপূর্বভাবে যে মরক্কো বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনালে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠে এসেছিল এবং আরও এগোবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তা ধূলিসাৎ হল লোথার ম্যাথিয়ুসের ফ্রি-কিকে। ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে জার্মানির সবচাইতে উদ্দীপক খেলোয়াড় ম্যাথিয়ুসের নিচু শট মরক্কোর পাঁচজনের পাঁচিল এড়িয়ে নিচের

দিকের কোনা দিয়ে গোলে প্রবেশ করে। গোলরক্ষক বাদ্দু জাকি বুঝতেই পারেননি বল কোনদিক থেকে গোলে এল।

এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সকলেই বাহবা দিচ্ছিলেন মরক্কোকে—তারা অনেক শক্তিধর জার্মানদের যেভাবে আটকে রেখেছিল ০-০য়, তার জন্য। মনে হয়েছিল খেলার নিষ্পত্তি করতে অতিরিক্ত সময়ে যেতে হবে।

পশ্চিম জার্মানি গত ৯টি ফাইনাল রাউণ্ডের শেষ আটে পেঁছিতে ভুল করেনি। ১৯৭৪-এর চ্যাম্পিয়নের পক্ষে আজকের জয় যোগ্যতারই পরিচয়। বল অনেকটা সময় জুড়ে ছিল তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। আফ্রিকার এই দলের প্রতি অনেকের সমবেদনা ছিল। কৃষ্ণকায়দের মহাদেশ থেকে এই প্রথম একটি দেশ দ্বিতীয় রাউণ্ডে এল। এবং তারা খেলেছে দুঃসাহসিকতা নিয়ে। মরক্কো বেগ দিয়েছে বিপক্ষকে। ঠিক এইভাবেই ১৯৮২তে আলজিরিয়া বেগ দেয় জার্মানদের। মরক্কোর রক্ষণ দৃঢ়তায় জার্মানরা দুই অর্ধে দুটি সুযোগ করতে পেরেছিল। তবে সেরা সুযোগ আসে ৪৫ মিনিটে। ডিফেন্স ভেদ করে আলফস ক্রসপাস দেন রুমেনিগেকে, তার শট জাকি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রুখে দেন। দ্বিতীয় সুযোগটি ৮৭ মিনিটে। এবারও রচনাকারী ঐ আলফস। ম্যাথিয়ুস বল পেয়ে ১৫ মিটার দূর থেকে নিচু শটে তাক করেন। গোলরক্ষক জাকি এগিয়ে এসে পা দিয়ে আটকালেন।

মরক্কোনরা মাঝে মাঝেই আক্রমণে উঠে আসেন এবং তার মূলে ছিলেন আবদেল আজিজ বাউডেরবালা। তবে তাদের সেরা আক্রমণগুলি আসে পেনাল্টি বক্সের বাইরের ফ্রি কিক থেকে। তিনটি শটই বারের ওপর দিয়ে চলে যায়—ফলে মহম্মদ তিমোমি দর্শকদের বক্রোক্তি শুনলেন।

এদিন দুজন খেলোয়াড় সতর্কিত হন। উভয়েই মরক্কোর। আবদেলমাজিদ লেমরিস হলুদ কার্ড দেখেন ২৮ মিনিটে থমাস বার্থহোল্ডকে ট্রিপ করার জন্য। ৬৭ মিনিটে খালিফা লাবোড একই কারণে সতর্কিত হন। তিনি আঘাত করেছিলেন ম্যাথিয়ুসকে। মরক্কোর ব্রাজিলিয় কোঁচ জোসে ফারিয়া খুশি হতে পারতেন বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় খেলতে সক্ষম হলে। তিনি বললেন, জার্মানি খুব ভাল দল। আর মরক্কো তো অ্যামেচার।

পশ্চিম জার্মানি

টনি শুমাখার; ডিটমার জ্যাকবস, কার্লহাইনজ ফয়েরস্টার, নরবার্ট এডের, থমাস বার্থহোল্ড; লোথার ম্যাথিয়ুস, ফেলেক্স মাগাথ, হান্স-পিটার ব্রিজেল, কার্লহাইনজ রুমেনিগে; রুডি ভয়লার (পিয়ের লিটবারস্কি ৪৬ মিঃ), ক্লাউস আলফস।

মরক্কো

বাদ্দু জাকি; খালিফা ল্যাব, লাচেন ঔদাদীন, আবদেলমাজিদ লেমরিস, নোরেদ্দিন বাউয়েহেউই; আবদেলমাজিদ ডলমি, মুস্তাফা হাড্ডাউই, আবদেলআজিজ বাউদেরবালা, মহম্মদ তিমোমি; আবদেরাজ্জাক খাইরি ও ক্রিমাউ মেরি।

রেফারি : জোরান পেত্রোভিচ (যুগোশ্লাভিয়া)

বুত্রাজেনোই ডেনমার্ককে পর্যুদস্ত করলেন

স্পেন—৫ : ডেনমার্ক—১

(এমিলিও বুত্রাজেনো ৪৪, ৫৭, ৮০ ও ৯০ মিঃ, আণ্ডনি গইকোয়েটক্সি ৭০ মিঃ) (জেসপার ওলসেন ৩৩ মিঃ)

১৮ জুন। কুয়েরতারোয় রিয়েল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার এমিলিও বুত্রাজেনোর এক গণ্ডা গোল স্পেনকে কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়মের মুখোমুখি পেঁাছে দিল। বুত্রাজেনোর ছদ্মনাম 'দ্য ভালচার'। তিনি শকুনের দৃষ্টি নিয়ে বিচরণ করেন বিপক্ষ গোলের কাছে এবং সুযোগ পেলেই গোলে শট মারেন, ডেনমার্কের কাছে স্পেন ৩৩ মিনিটে পিছিয়ে পড়তেই বুত্রাজেনো ডেনমার্ককে ধ্বংস করেন অপূর্ব দক্ষতায়।

ডেনমার্ক প্রথম র‍্যাউণ্ডে আক্রমণাত্মক ফুটবল দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অনেকে মন্তব্যও করেন, তারা এবার অন্যতম ফেবারিট দল। কিন্তু আজকের খেলায় তাদের ছন্দ, তাল, লয়—কিছুই ছিল না। কিংবা বলা যায় স্পেনের আক্রমণে তাদের সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে পড়েছিল। অথচ ডেনমার্ক এই প্রথম শেষ ১৬ দেশের মধ্যে উন্নত হয়েছিল তিনটিতে জিতে। এর মধ্যে একটি জয় ছিল ৬-১ (উরুগুয়েকে)। এবং মেক্সিকোর দর্শকরা তাদের সমর্থকও হন।

এদিন পেনাল্টিতে ১-০ এগোবার পর অন্য চিত্র দেখা গেল। এবং তা হল বিরতির এক মিনিট আগে থেকে এবং পুরো দ্বিতীয়ার্ধেও।

৪৪ মিনিটে ওলসেনের আত্মহননকারী ব্যাক পাসের ওপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েন বুত্রাজেনো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ১২ মিনিটে বুত্রাজেনোর দ্বিতীয় গোলের পর ডেনমার্কের ইতালিতে বসবাসকারী আক্রমণ বিভাগ (প্রেবেদ এলকায়ের ও মাইকেল লড্রুপ) স্প্যানিশ ডিফেন্সকে বিব্রত করে। তবে মাঝমাঠে স্পেনের ডিফেন্স ফোকর কমিয়ে তক্কে তক্কে রাখল ড্যানিশদের, কড়া ট্যাকল শুরু করল। তাই ডেনমার্কের আক্রমণ ভাগ আর আগের ম্যাচগুলির মতো কার্যকর হল না।

১৯৮৪-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে হারের পর ডেনমার্ক দু বছর অপেক্ষা করেছে শোধ নিতে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য বর্থ হল। ডেনমার্ক দুর্বলও ছিল ফ্রাঙ্ক আরনেসেন সাসপেণ্ড থাকায়।

অন্যদিকে স্পেন ছিল ভীষণভাবে শানিত। তারা কেমন আক্রমণাত্মক ছিল তার প্রমাণ দুটি পেনাল্টি প্রাপ্তি। অবশ্য ওর একটি গইকোয়েটক্সি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। বুত্রাজেনোকে বাস্ক ধরাশায়ী করলে পেনাল্টি হয়েছিল। স্পানিশ খেলোয়াড়দের গভীর আত্মবিশ্বাসের কাছে ডেনমার্কের রক্ষণভাগ বিশ্ব কাপের মতো প্রতিযোগিতায় পলকা মনে হচ্ছিল। বুত্রাজেনো উঠে দাঁড়ালেন এবং বদলী এলয় ওলের ক্রশ পাসকে কাজে লাগালেন (৪-১)। সমাপ্তির এক মিনিট আগে

বুত্রাজেনোকে আবার ফাউল করা হল, ফলে ডেনমার্কের আবার বিপদ। বুত্রজেনো পেনাল্টি থেকে ৫-১ করলেন।

স্পেন	ডেনমার্ক
আন্ডনি জুবিজারেট্রা ; টমাস রেনোনেস, রিকার্ডো গালেগো, আন্তনি গইকোয়েটস্কি, জোসে আন্তনিও কামাচো ; ভিক্টর মুনোজ, মিশেল (ফ্রান্সিস্কো লোপেজ ৮৪ মিঃ), রামন কালডেরে, জুলিও আলবার্টো মোরেনো ; এমিলিও বুত্রাজেনো, জুলিও সালিনাস (এলয় ৪৬ মিঃ)।	লারস হোয়েগ ; সোয়েরেন বাস্ক, মর্টেন ওলসেন, ইভান নিয়েলসেন, হেনরিক অ্যাণ্ডেরসেন (জন এরিকসন ৬১ মিঃ); ক্লাউস বারগ্রিন, জেম্স জোয়েরন বার্টেলসেন, সোয়েরেন লারবি, জেসপার ওলসেন (জান মোয়েলবি ৭১ মিঃ) ; প্রবেন এলকায়ের, মিশেল লাউড্রুপ।

রেফারি ঃ জান কাইজার (নেদারল্যাণ্ডস)

ইংল্যান্ড চ্যালেঞ্জ জীইয়ে রাখল

ইংল্যাণ্ড—৩ ঃ প্যারাগুয়ে—০

(গ্যারি লিনেকার ৩১ ও ৭২ মিঃ,
পিটার বিয়ার্ডস্লে ৫৬ মিঃ)

১৮ জুন। অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে প্যারাগুয়েকে ৩-০ হারিয়ে ইংল্যাণ্ড বিশ্ব কাপে চ্যালেঞ্জ বজায় রাখল। গ্যারি লিনেকার আজকের গোলের সুবাদে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা (৫) রইলেন। ৩৬ বছর আগের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ডকে শেষ আট দলে খেলার যোগ্যতা পাওয়ায় অনেকেই খুশি হলেন।

১৯৮২তে ফকল্যাণ্ড যুদ্ধের পর আর্জেণ্টিনা ও ইংল্যাণ্ড এই প্রথম মিলিতও হবে (কোয়ার্টার ফাইনালে)।

ইংল্যাণ্ড আজ নিয়ে পর পর দুটি খেলায় ৩-০ জিতল (শেষ জয় ছিল প্রথম রাউণ্ডে পোলাণ্ডের বিপক্ষে) এবং স্বস্তি এনে দিল। কেননা প্রথম রাউণ্ডে প্রথম দুটির একটিতে হারে পোর্তুগালের কাছে, ড্র হয় মরক্কোর সঙ্গে।

১৯৫৮-র পর প্যারাগুয়ে এবার ফাইনাল রাউণ্ডে এসে প্রথম রাউণ্ডে বেশ খেলে। তারা দ্বিতীয় লাতিন আমেরিকি দল—যারা বিদায় নিল। উরুগুয়ে বিদায় নিয়েছিল গত সোমবার আর্জেণ্টিনার কাছে হেরে।

আজ ইংল্যাণ্ডের সাফল্যের মূলে ছিলেন মিডফিল্ডের গ্লেন হড্‌ল। দুটি গোল হয় তার পাস থেকে, বাকিটিও তার কর্ণার থেকে। হড্‌লের বল নিয়ন্ত্রণ এবং গোলমুখে লিনেকারের নিখুঁত শট ৯৮,৭২৮ জন দর্শককে মুগ্ধ করে দেয়।

দর্শকরা উপলব্ধি করেন এই দুয়ের বোঝাপড়ার কাছে প্যারাগুয়ের রক্ষণভাগ বিপর্যস্ত।

ইংল্যাণ্ড প্রথম রাউণ্ডের ম্যাচগুলি খেলেছে প্যাচপেচে ঘামে মণ্টেরিতে। এবার খেলছে মেক্সিকোর উচ্চতায়। কিন্তু এতে খেলোয়াড়দের সুবিধা বা অসুবিধা কিছুই হয়নি। বরং তারা প্যারাগুয়ের ডিফেন্সকে তছনছ করেছে। তবে আজ শুরুটায় প্যারাগুয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। ২৮ মিনিটে অ্যাডলফিনো কানাটের বাঁপায়ী শট কোনরকমে বারের ওপর পাঠিয়ে বাঁচান গোলরক্ষক পিটার শিলটন।

ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্সে দুর্ভেদ্য ছিলেন টেরি বুচার। কিন্তু তাঁর একটি ব্যাক-পাস এমনই হল যে ইংল্যাণ্ডকে প্রায় বিপদে ফেলেছিল। কাবানা ওটি ছোঁ মেরে নিয়ে দেন কানাটেকে। শিলটন পিছিয়ে গিয়ে কোনরকমে কানাটের শট ঠেকালেন।

৩২ মিনিটে লিনেকার ইংল্যাণ্ডকে ১-০ এগিয়ে দেন হড্‌ল ও স্টিভ হজের মারফত বল পেয়ে। ৫৫ মিনিটে হড্‌লের কর্ণার দক্ষিণ আমেরিকি দলকে আরও বিপদে ফেলে। বল ধরে নেন বুচার। বুচারের কাছ থেকে বল গেল পিটার বিয়ার্ডস্লের কাছে এবং ২-০ হল। এর তিন মিনিট পরে প্যারাগুয়ে নিশ্চিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল রেফারি পেনাল্টি না দেওয়ায়, ১৮ মিনিট পরে লিনেকার যখন ৩-০ করেন হড্‌ল ও গ্যারি স্টিভেন্সের প্রয়াসে।

লিনেকার আজ দুটি গোল করায় বিশ্ব কাপ ফাইনালে মোট পাঁচটি গোল করে ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইতঃপূর্বে চার গোলের রেকর্ড আছে তিনজনের ১৯৬৬তে। ওরা ববি চার্লটন, জিওফ হার্স্ট ও রজার হাণ্ট।

প্যারাগুয়ে হারলেও ম্যানেজার কেয়েতানো রে দলের খেলায় অখুশি নন। বলেছেন, ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরে বিদায় নেওয়া অগৌরবের নয়। সব কিছু বিচার করে দেখা উচিত। আমরা হেরেছি ইংল্যাণ্ডের মতো শক্তিধরের কাছে।

ইংল্যান্ড

শিলটন; জি এম স্টিভেন্স, মার্টিন, বুচার, সানসম; স্টিভেন, হড্‌ল, রিড (জি এ স্টিভেন্স ৫৭ মিঃ), হজ; লিনেকার, বিয়ার্ডস্লে (হাটেলে ৮০ মিঃ)।

প্যারাগুয়ে

ফার্নাণ্ডেজ; টোরালেস (গুয়াশ ৬৬ মিঃ), জাভালা, ডেলগাডো, শেট্টিনা; ফেরিরা, রোমেরো, কানেটে, নানেজ; কাবানাস, মেণ্ডোজা।

রেফারি : অল শরিফ

ভাগ্য ছিল ফ্রান্সের অনুকূলে

ফ্রান্স—৫	:	ব্রাজিল—৪
(প্লাতিনি ৪১ মিঃ—নির্দিষ্ট সময়ে) টাইব্রেকারে ঃ স্টপিরারা, আমারোস, বেলোনে ও লুইস ফার্নাণ্ডেজ।		(কারেকা ১৭ মিঃ—নির্দিষ্ট সময়ে) টাইব্রেকারে ঃ অলেমাও, জিকো ও ব্রাঙ্কো।

২১ জুন। গুয়াদালাজারার জালিস্কো স্টেডিয়ামে স্নায়ুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে ফ্রান্স। বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনাল রাউণ্ডে এটি দ্বিতীয় পেনাল্টি শুট-আউট নিষ্পত্তি।

আজ নির্দিষ্ট সময়ে ফল ১-১ ছিল, অতিরিক্ত সময়েও তা অপরিবর্তিত থাকে। চার বছর আগে স্পেনের সেভিলে প্রায় একই ভাবে পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরেছিল ফ্রান্স। সেটি ছিল সেমিফাইনাল। তবে আজকের জয়ে গোলরক্ষক জোয়েল বাটসের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। দ্বিতীয়ার্ধে জিকোর পেনাল্টি ছাড়াও তিনি রুখেছেন টাইব্রেকারে সক্রেটেসের কিক। টাইব্রেকারে জুলিও সিজারের শট পোস্টে ধাক্কা দেয়। ফ্রান্সের একটি শট গোলে প্রবেশ করেনি—সেটি প্লাতিনির।

এই জালিস্কো স্টেডিয়ামে ব্রাজিল কখনও হারেনি। আজও খেলেছে বিজয়ীর মতোই। তাই পরাজয়েও তারা দর্শকদের সহানুভূতি পেয়েছে। কারণ ফ্রান্সে জিতলেও ৯০ মিনিট পর্যন্ত তারা প্রচন্ড গরমে ছিল রিংয়ে আহত ও বিধ্বস্ত বক্সারের মতো।

১৭ মিনিটে কারেকা ব্রাজিলকে ১-০ এগিয়ে দিলেও ফ্রান্স লড়াই থেকে বিরত হয়নি। বরং ৪১ মিনিটে প্লাতিনি সমতা আনতে ফ্রান্স যেন দ্বিগুণ শক্তি পেল। কিন্তু উচ্চতা ও কড়া রোদ তাদের প্রতি মুহূর্তে কাবু করে দিচ্ছিল। ৭৫ মিনিটে বাটস যখন জিকোর পেনাল্টি রুখে দিলেন, ফ্রান্স আবার মনোবল পেল। আজ প্রথম অর্ধে তারা যে মনোগ্রাহী ফুটবল দেখিয়েছে, তা সেমিফাইনালে অব্যাহত থাকলেও ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

আজ ব্রাজিলের শুরুটা খুব ভাল না হলেও চমৎকার দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে নিখুঁত গোলে এগিয়েছিল। বল যায় সক্রেটেস-অলেমাও-মুলার হয়ে জুনিয়রের কাছে। তিনি পাঠান কারেকাকে। অরক্ষিত কারেকা ১০ মিটার দূর থেকে ফরাসী রক্ষণ বাহিনীকে হতভম্ব করে দেন (১-০)। মুলার ৩৩ মিনিটে ব্রাজিলকে আবার প্রায় এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শট পোস্টে লেগে ফেরে। ফ্রান্স সুবিধা করতে পারছিল না ব্রাজিলের আক্রমণ ও রোদের জন্য। কিন্তু ব্রাজিলের রক্ষণে কিছুটা নড়বড়ে ছিলেন ফুলব্যাক ব্রাঙ্কো। রশেতু তাঁকে কাটিয়ে বল বাড়ালে স্টপিয়ারা কাজে লাগাতে পারেননি। কাছেই ছিলেন প্লাতিনি, তিনিই ১-১ করেন। ব্রাজিল এরপর কিছু করতে পারছে না দেখে গ্যালারিতে 'জিকো' 'জিকো' রব ওঠে। ব্রাজিল কর্মকর্তারা মুলারের বদলে ৭০ মিনিটে তাঁকে আনলেন। জিকো আসতেই ব্রাজিল

খেলা ফিরে পেল। ব্রাঙ্কোকে কাটিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। গোল অবধারিত দেখে জিকোকে ফাউল করা হল।

জিকো পেনাল্টি কিক নিচ্ছেন দেখে জালিস্কো স্টেডিয়ামের স্কোরবোর্ডে অপারেটর সম্ভবত 'দুই'-এর ওপর হাত রেখেছিলেন। কিন্তু ফরাসী গোলরক্ষক 'দুই' হতে দেননি ব্রাজিলের পক্ষে। জোয়েল বাটস অসাধারণ নৈপুণ্যে আটকে দিলেন পেনাল্টি। এর ৬০ সেকেন্ড পরে বাটস অনুরূপ তৎপরতায় রুখে দেন জিকোর হেড। এসব দেখে মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ফ্রান্সকে পিছিয়ে রাখবে ব্রাজিল। যদিও ৬৯ মিনিটে স্টপিয়ারা ব্রাজিল গোলে জোরালো তাক করেছিলেন।

টাইব্রেকারের শুরু সক্রেটেস কর্তৃক। দ্বিতীয় রাউন্ডে পোল্যান্ডের বিপক্ষে তিনি সফল ছিলেন। তিনি দু পা গিয়ে বল মারলেন। বল নাগালের বাইরে ওঠার আগে বাটস বাঁ হাতে ক্লিয়ার করলেন। এরপর তিন ব্রাজিলিয়—অলেমাও, জিকো, ব্রাঙ্কো সফল হন। ফ্রান্সের প্রথম তিনজন স্টপিয়ারা, অমোরস ও বেলোনে গোল করলেন। এবার প্লাতিনি তাঁর ৩১তম জন্মদিনে পেনাল্টি মারলেন। কিন্তু বল বারের ওপর দিয়ে চলে গেল। ৩-৩ হওয়ায় ব্রাজিলের কিছুটা আশা জাগল। তবে পরক্ষণেই জুলিও সিজারের শট বারে ধাক্কা খেল। এবার ফ্রান্সের পালা—ফার্নান্ডেজ সফল হলেন। ফ্রান্স জিতল ৫-৪-এ। ব্রাজিল ম্যানেজার টেলে সান্তানা এই খেলার পর পদত্যাগ করেন। তিনি ১৯৮২তেও পদত্যাগ করেন ব্রাজিল ৩-২-এ ইতালির কাছে হারায়। গত ফেব্রুয়ারিতে আবার তাঁকে দেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ফ্রান্স

জোয়েল বাটস ; ম্যানুয়েল অমোরস, ম্যাক্সিম বসিস, প্যাট্রিক ব্যাটিসটন, থিরি টুসেউ; লুইস ফার্নান্ডেজ, মিশেল প্লাতিনি, আলেন গিরেসে (জিন মার্ক ফেরেরি ৮৪ মিঃ), জিন টিগানা ; ইয়ানিক স্টপিয়ারা, ডোমিনিক রশেতু (ব্রুনো বেলোনে ১০০ মিঃ)।

ব্রাজিল

কারলস ; যোশিমার, এডিনহো, জুলিও সিজার, ব্রাঙ্কো ; এলজো, সক্রেটেস, জুনিয়র (সিলাস ৯১ মিঃ), অলেমাও ; মুলার (জিকো ৭৯ মিঃ), কারেকা।

রেফারি ঃ লোন ইগনা (রোমানিয়া)

পশ্চিম জার্মানি—৪

(টাইব্রেকারে ঃ ক্লাউস অ্যালফস, আন্দ্রিয়াস ব্রেমে, লোথার ম্যাথিয়ুস, পিয়ের লিটবারস্কি)

মেক্সিকো—১

(টাইব্রেকারে ঃ নেগ্রেতে)

২১ জুন। মন্টেরির ইউনিভার্সিটারিও স্টেডিয়ামে ছন্দহীন বদমেজাজী কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানি জিতল গোলরক্ষক টনি শুমাখারের নৈপুণ্যে। তিনি

টাইব্রেকারে দুটি বল রুখে দেশকে সেমিফাইনালে পেঁাছে দিলেন।

আয়োজক দেশ মেক্সিকো কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিল বদনাম নিয়ে। তাঁদের আটজন হলুদ কার্ড দেখেছেন এদিন এবং দুজন হয়েছেন বহিষ্কৃত। এই খেলায় প্রথম ৯০ মিনিটে যেমন গোল হয়নি তেমনি নিষ্ফল ছিল অতিরিক্ত আধঘণ্টাও।

টাইব্রেকারে পশ্চিম জার্মানি জিতল ৪-১-এ শুমাখার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেনাল্টি ঠেকানোয়। তিনি ফার্নান্ডো কুইরারটের শট রোখেন পা দিয়ে এবং রাউল সারভিনকে আটকান ডাইনে ডাইভ দিয়ে।

জার্মানরা এদিন প্রবল চাপে পড়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে থমাস বার্থহোল্ড (৬৫ মিনিটে) বহিষ্কৃত হলে। কুইরারটে ফাউল করলে বার্থহোল্ড পাল্টা আঘাত করেছিলেন।

পেনাল্টি শট শুরুর আগেও শুমাখার জার্মানদের বাঁচান একাধিক বিপদ থেকে। নেগ্রেতে ও জেভিয়ার অগুইরে-র শট রুখে দেন তিনি। তবে অতিরিক্ত সময় থেকে অবস্থা জার্মানির অনুকূলে আসে। অগুইরে আগেই হলুদ কার্ড দেখেছিলেন, লোথার ম্যাথিয়ুসকে ফাউল করায় ১০০ মিনিটে বহিষ্কৃত হলেন। দুই দলেই তখন ১০ জন করে খেলছে। হঠাৎ মেক্সিকানরা নয়জন হল। ইতঃপূর্বে তাঁরা দুজন বদলী নিয়েছেন। কিন্তু স্ট্রাইকার হুগো সানচেজ ১০ মিনিটের জন্য গ্রিনরুমে গেলেন আঘাত সারাতে। জার্মানরা স্বর্ণ সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারল না অতিরিক্ত সময়ে। টাইব্রেকার বাদে তারা পাঁচটি ম্যাচে চারটি গোল নিয়ে সেমিফাইনালে গেল—যা আশাপ্রদ নয়।

ইউনিভার্সিটারিও স্টেডিয়ামের ৪৪ হাজার দর্শক প্রবল উত্তেজনায় ভুগছিলেন। গ্যালারিগুলিতে লাল, সাদা ও সবুজের সমারোহ পতাকা ও ফেস্টুনে। কিন্তু খেলা উন্নত মানের হয়নি কখনও।

জার্মনদের তুলনায় মেক্সিকান খেলোয়াড়রা দুর্বল ছিল যেমন, তেমনি জার্মান-দেরও তেমন প্রয়াস লক্ষিত হয়নি।

ফাউলের দরুন পাঁচ মেক্সিকান—কুইরারটে, অগুইরে, কোবস ও সানচেজ-এর নাম উঠল রেফারির নোট বইয়ে। তিন জার্মানও—আলফস, কার্লহাইঞ্জ ফোয়েরস্টার ও ম্যাথিয়ুস হলুদ কার্ড দেখেন।

জার্মানরা প্রতিকূল আবহাওয়া পান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়। রোদ না থাকায় ঘাম কম হয়েছে। অবশ্য বিপক্ষ সমর্থকদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে হয়েছে। পেনাল্টি কিকেও সফল হতে হয়েছে ওঁদের বাঁশি ও অন্যান্য বাদ্যের বাধা সত্ত্বেও।

খেলাশেষে মেক্সিকোর যুগোশ্লাভ ম্যানেজার বোরা মিলুতিনোভিচ বলেন, আমার খেলোয়াড়রা আপ্রাণ খেলেছে। কিন্তু সর্বদা তো দর্শকদের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।

পশ্চিম জার্মানি

টনি শ্নুমাখার ; ডিটমার জ্যাকবস, থমাস বার্থহোল্ড, কার্লহাইঞ্জ ফোয়েরস্টার, নরবার্ট এডের (পিয়ের লিটাবারস্কি ১১৫ মিঃ) ; হান্স-পিটার ব্রিজেল, লোথার ম্যাথিয়ুস, ফেলিক্স মাগাথ, আন্দ্রিয়াস ব্রেমে ; কার্ল-হাইঞ্জ রুমেনিগে (ডিটার আরেনেস ৫৭ মিঃ), ক্লাউস আলফস।

মেক্সিকো

পারলো লারিয়স ; রাফেয়াল আমাডোর (ফ্রান্সিসকো ক্রুজ ৭০ মিঃ), ফেলিক্স ক্রুজ, ফার্নাণ্ডো কুইরারটে, রাউল সারভিন ; কারলস মুনোজ, জাভির অগুইরে, মানুয়েল নেগ্রেতে, মিগুয়েল এসপানা ; টমাস বয় (কারলস ডে কোবস ৩২ মিঃ), হুগো সানচেজ।

রেফারি ঃ জেস্যাস ডিয়াজ (কলম্বিয়া)

টাইব্রেকার স্পেনকে পিছিয়ে রাখল

বেলজিয়ম—৬ ঃ স্পেন—৫

(জান কুয়েলেমান্স ৩৫ মিঃ, টাইব্রেকারে নিকো ক্লায়েসেন, এঞ্জো স্কিফো, হুগো ব্রুস, প্যাট্রিক ভেরভুর্ট ও লিও ভান ডের এস্ট)

(জুয়ান আন্তনিও সেনর ৮৫ মিঃ, ট্রাইব্রেকারে জুয়ান আন্তনিও সেনর, চেণ্ডো, এমিলিও, বুত্রাগুয়েনো ও ভিক্টর)

২২শে জুন। পুয়েবলার কুহাটেমক স্টেডিয়ামে ফেবারিট স্পেনকে টাইব্রেকারে (৫-৪) হারিয়ে বেলজিয়ম এই প্রথম বিশ্ব কাপ ফুটবলের সেমিফাইনালে পেঁছিল। অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত ১-১ থাকায় টাইব্রেকার হয় এবং বেলজিয়ম জেতে। লিও ভান ডের এস্ট-এর গোলটিই বেলজিয়মের সাফল্য আনে ও ১৯৭৮-এর চ্যাম্পিয়ন আর্জেণ্টিনার মুখোমুখি করল সেমিফাইনালে।

বেলজিয়ম গোলরক্ষক জিন-ম্যারি পাফও পেনাল্টি শুটআউটে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেন গোল রক্ষায়। তিনি আটকান স্পেনের দ্বিতীয় শট (এলয় ওলেয়ার)।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে বেলজিয়ম অঘটন ঘটিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়ে। আজও প্রথমার্ধে তারা ১-০ এগিয়ে ছিল। কিন্তু সমতা আসে নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে স্পেনের জুয়ান আন্তনিও সেনর গোল করায়। তবে অতিরিক্ত আধ ঘণ্টায় কোন গোল হয়নি।

বেলজিয়ম এদিন রক্ষণমূলক ফুটবল খেলেছে। আর স্পেনের দখলেই ছিল বল অধিকাংশ সময়। এবং বেলজিয়মের ১-০ অগ্রগতির পরেও। আসলে পাফের চমৎকার রক্ষণই বেলজিয়মকে পিছু হঠতে দেয়নি।

কুয়েলেমান্সের গোলটি ছিল সুযোগ সদ্ব্যবহারের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। ফ্রাঙ্ক ভেরকাউটেরেল বাঁদিক থেকে নিখুঁত ক্রস দেন এবং বেলজিয়ম অধিনায়কের জোরালো

হেড দুই ডিফেন্ডারের মাঝের ফোকর দিয়ে গোলে প্রবেশ করে।

বেলজিয়ম এই গোলে আত্মসন্তুষ্ট হল। এমন ভাব যে তারা ইতিহাস রচনা করল। আর তাই-ই কাল হল। স্পেনের আক্রমণ তারা রুখতে পারল না। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে তারা গোল করল (১-১)। ২৫ গজ দূর থেকে সেনরের নিচু শটে গোলটি হয় এবং খেলা গড়াল অতিরিক্ত সময়ে।

বেলজিয়ম দলকে খুব ক্লান্ত মনে হলেও তারা এই ৩০ মিনিট আপ্রাণ লড়াইয়ে নামে। টাইব্রেকারে পাফের একটি রক্ষা দলকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিয়ে গেল।

স্পেনের পক্ষে সেনরের শট পাফকে পরাস্ত করলেও বেলজিয়মের নিকো ক্লায়েসেন বাঁদিক থেকে ১-১ করলেন।

স্পেনের বিপর্যয় এল এর পরে। তাদের কনিষ্ঠতম ২১ বছর বয়সী এলয়ের শটে জোর ছিল না। পাফ রুখে দিলেন।

বাকি পেনাল্টিগুলিতে দুই দলই সফল হল। এলয়ের ব্যর্থতার পর স্পেনের গোলগুলি করলেন চেন্ডো, এমিলিও, বুত্রাগুয়েনো ও ভিক্টর। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। কারণ বেলজিয়মের এঞ্জো শিফো, হুগো ব্রুস, প্যাট্রিক ভেরভুর্ট ও লিও ভান ডের এস্ট প্রমুখের কেউই ব্যর্থ হননি পেনাল্টিতে।

তুল্যমূল্য লড়াইয়ে দুই দলেরই দুজন করে হলুদ কার্ড দেখেন। এঁদের তিনজন প্রথমার্ধে। বেলজিয়ম রক্ষণভাগের এরিক গেরেটস প্রথম শাস্তি পান এবং অতিরিক্ত সময়ে তাঁর সতীর্থ জিওরগেস গ্রুন হলুদ কার্ড দেখেন। বিপক্ষের হলুদ কার্ড দেখেন টমাস ও রামন কালডের।

বেলজিয়ম

জিন মারি পাফ ; এরিক গেরেটস, স্টিফেন ডে মল, মিশেল রেনকুইন, প্যাট্রিক ভের-ভুর্ট ; জিওরগেস গ্রুন, এঞ্জো শিফো, ফ্রাঙ্কি ভেরকাউটেরেন (লিও ভান ডের এস্ট ১০৬ মিঃ), জান কুয়েলেমান্স, ডানিয়েল ভিট (হুগো ব্রুস ৮৪ মিঃ), নিকো ক্লায়েসেন।

স্পেন

এন্ডনি জুবিজারুরেটা ; চেন্ডো, জোসে কামাচো, রিকার্ডো গালেগো, টমাস (জুয়ান আন্তনিও সেনর ৪৬ মিঃ) ; মিশেল, ভিক্টর, রামন কাল-ডের, জুলিও আলবের্টো ; এমিলিও বুত্রাগুয়েনো ; জুলিও সালিনাস (এলয় ওলায়া ৬৪ মিঃ)।

রেফারি ঃ সিগফ্রিড কিরশেন (পূর্ব জার্মানি)

মারাদোনা, মারাদোনা

আর্জেণ্টিনা—২ ঃ ইংল্যান্ড—১

(দিয়াগো মারাদোনা ৫১ ও ৫৫ মিঃ) (গ্যারি লিনেকার ৮১ মিঃ)

২২ জুন। মেক্সিকো সিটির আজটেকা স্টেডিয়ামে দিয়াগো মারাদোনা দুবার তেজীয়ান হতেই দুটি গোল হল। একটি অসাধারণ, অপরটি কার্যত বে-আইনী।

অবশ্য রেফারির সিদ্ধান্তে গোল এবং আর্জেণ্টিনা ২-১-এ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে বেলজিয়মের মুখোমুখি হতে।

গ্যারি লিনেকারের গোলটি হয়েছে দেরিতে। কিন্তু এই গোল তাকে প্রতিযোগিতার 'সর্বোচ্চ গোলদাতা' করল ছয় গোলের সুবাদে।

১৯৮২-র ফকল্যান্ড যুদ্ধের পর দুই দেশের মধ্যে এই প্রথম ফুটবল যুদ্ধ। মাঠে খেলা হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও সুন্দরভাবে। কিন্তু গ্যালারিতে সমর্থকদের মধ্যে দুটি লড়াই হয়েছে।

প্রথমার্ধ নিষ্ফলা হলেও দক্ষিণ আমেরিকিরা প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। ৫১ মিনিটে মারাদোনা গোল করলেও সেটি অত্যন্ত বিতর্কিত।

মারদোনা পেনাল্টি বক্সে ছুটে গেলেন একটি উঁচু বল ধরতে। লাফালেন গোলরক্ষক পিটার শিলটনের সঙ্গেই। এরপরই দেখা গেল বল নেটের ভিতরে। অনেকের সঙ্গেই বেঁটে মারাদোনা কি পিটার শিলটনের উঁচুতে বাড়ানো হাতের চাইতে বেশি লাফাতে পারেন এই সন্দেহ নিরসনে ওঁরা বলেন, নিশ্চয় 'লিটল ম্যান' লাফিয়ে উঠে তাঁর হাত ব্যবহার করেছিলেন বল জালে প্রবেশ করাতে।*

অবশ্য এই গোলটিই যদি কেবল এদিন হত, তাহলে এই 'বিস্বাদ' গোল মারাদোনার পক্ষে কলঙ্কজনক হয়ে থাকত। অনেকের ধারণা ঐ গোলটি করে মারাদোনা বিবেকের দংশনে ভুগছিলেন ; কারণ, তাঁর মতো বড় দরের খেলোয়াড়ের পক্ষে ঐ ধরনের (হাত দিয়ে) গোল বাঞ্ছনীয় নয়। এবং কলঙ্ক অপনোদনে চার মিনিট পরেই মাঝ মাঠ থেকে একাকী বল নিয়ে এগোলেন বিপক্ষের সব বাধা অতিক্রম করে। আর এটাই বোধ হয় বিরাট অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামের সবচেয়ে দর্শনীয় স্মরণীয় গোল।

বল নিয়ে মারাদোনা গুরুত্ব না দিয়েই এগোচ্ছিলেন কখনও বুটের ডগায় তুলে, কখনও বাঁ হাটুতে রেখে। তবে যখনই দেখলেন বিপক্ষরা তাঁর দিকে আসছেন, অমনি গতি বাড়ালেন। চার ডিফেন্ডারকে অতিক্রম করলেন রাজকীয়ভাবে। ভাবটা এমন—যেন ওঁরা কেউ নন। ফুটবল মাঠে এমন ঘটনা খুবই বিরল। আর এ দেখে যে কেউ বলতে পারেন সহজেই মারাদোনার এই দৌড়ের সমাপ্তি ঘটবে গোলেই এবং তিনি তা করলেনও। গোলরক্ষক পিটার শিলটন ভেবেছিলেন কোনাকুনি শট করবেন মারাদোনা। কিন্তু তিনি তা করলেন না। যাদুকরের মতো অন্য লক্ষ্যে বল পাঠলেন মারদোনা। আর শিলটন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুটি গোল খেয়েই ইংল্যান্ড ফুঁসে উঠল। এটাই তাদের প্রথম আক্রমণ। অবশ্য ১৩ মিনিটে পিটার বিয়ার্ডস্লে একবার এগিয়েছিলেন। আর্জেণ্টিনিয় গোলরক্ষক নেরি পাম্পিদু গোল ছেড়ে বেরিয়েও আসেন। কিন্তু বিয়ার্ডস্লের শট বাইরের

---

* কয়েক মাস পরে মারাদোনা স্বীকার করেন—হাত দিয়েই বল গোলে ঢোকান।

থেকে নেটে লাগে।

ইংল্যাণ্ড ম্যানেজার বাঁব রবসন উইঙ্গারে বদল ঘটালেন। পিটার রিডের জায়গায় ক্রিশ ওয়াড্‌ল ও ট্রেভর স্টিভেনের বদলে বার্নেসকে নামালেন যথাক্রমে ৬৫ ও ৭৫ মিনিটে। তাঁরা আর্জেণ্টিনার ডিফেন্সে আঘাতও হানলেন।

৭৭ মিনিটে টেরি বুচার গোলের জন্য মরীয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু জোরালো হেড ধরলেন পাম্পিদু।

সমাপ্তির নয় মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড একটি গোল শোধ করল। কুশলী বার্নেস বাঁদিকের দুজনকে কাটিয়ে ক্রস দিলেন লিনেকারকে। তার নামের পাশে ষষ্ঠ গোলটি যোগ হল।

সমাপ্তি মুহূর্তে অনুরূপ ক্রস থেকে তিনি প্রায় সমতা এনেছিলেন। কিন্তু আর্জেণ্টিনার দুই ডিফেণ্ডার তা ব্যর্থ করে দেন।

অন্যদিকে আর্জেণ্টিনার একমাত্র বদলী খেলোয়াড় কারলস তাপিয়া এগোচ্ছিলেন মারাদোনার সঙ্গে দেওয়া নেওয়া করতে করতে। ৮২ মিনিটে তাঁর চমৎকার শটটি পোস্টের ভিতরের কানায় লেগে ফিরে আসে।

এদিন প্রথমার্ধে নিঃসন্দেহে আর্জেণ্টিনার ডিফেন্স ইংল্যাণ্ডকে থামিয়ে রেখেছিল। তবে একথা বলতেই হবে দুই দলের খেলায় দুস্তর ফারাকটি করে রাখেন দিয়াগো মারাদোনাই।

রিয়াল মাদ্রিদের স্ট্রাইকার জোর্গে ভালদানো এদিন যেন ছুটি কাটিয়েছেন। মারাদোনা কেবল মাঝমাঠে নয়, এদিন ক্ষণে ক্ষণে আক্রমণে বিপর্যস্ত করেছেন ব্রিটিশদের। ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০০ দর্শকের অন্তত ৭৫ হাজার উল্লাস জানিয়েছেন যখনই 'লিটল ম্যান'-এর পায়ে বল পড়েছে।

খেলার পর দুই দলের সমর্থকরা শান্তি বজায় রেখেই বের হয়েছেন। খেলার পর পুলিস জানায়, গ্যালারির দুটি ঘটনা—যতটা আশংকা করা হয়েছিল, ততটা হয়নি।

ঐ দুটি ঘটনার প্রথমটি আর্জেণ্টিনার সমর্থকগণ কর্তৃক। তাঁরা ব্রিটিশ পতাকা কাগজের ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়েছিলেন। আর কিছু আর্জেণ্টিনিয় পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকতে গেলে পুলিসের সঙ্গে সামান্য সংঘর্ষ হয়।

আর একটি ঘটনা ব্রিটিশ সমর্থকদের দ্বারা। তাঁরা প্লাস্টিক কাপ থেকে বিয়ার ছুঁড়ে দেন আর্জেণ্টিনিয়দের দিকে।

আর্জেণ্টিনা

নেরি পাম্পিদু ; জোসে কিউসিউফো, ওসকার রাগুগেরি, জোসে লুইস ব্রাউন, জুলিও ওলার্টি কোয়েছি ; রিকার্ডো গিউস্তি, সার্জিও বাতিস্তা, হেক্টর এনরিক,

ইংল্যাণ্ড

পিটার শিলটন ; গ্যারি স্টিভেন্স, টেরি ফেনউইক, টেরি বুচার, কেনি সানসম ; গ্লেন হড্‌ল, ট্রেভর স্টিভেন (জন বারনেস ৭৫ মিঃ), পিটার

দিয়াগো মারাদোনা, জোর্গে বারাশাগা, (কারলস তাপিয়া ৭৬ মিঃ), জোর্গে ভালদানো।

রিড (ক্রিশ ওয়াডল ৬৫ মিঃ) ; স্টিভ হজ, গ্যারি লিনেকার, পিটার বিয়ার্ডস্লে।

রেফারি ঃ আলি বেনাস্বুর (তিউনিসিয়া)

সেমিফাইনাল

পশ্চিম জার্মানি পঞ্চমবার ফাইনালে

পশ্চিম জার্মানি—২ ঃ ফ্রান্স—০

(আন্দ্রেয়াস ব্রেমে ৯ মিঃ,
রুডি ভয়লার ৯০ মিঃ)

২৫ জুন। গুয়াদালাজারায় ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে পশ্চিম
জার্মানি নয়বারের মধ্যে পঞ্চমবার ফাইনালে পেঁছল। পশ্চিম জার্মানির এটি রেকর্ড
সাফল্য। তবে এই খেলাটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারেনি। চার বছর আগেও
স্পেনে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইউরোপের এই দুই দেশ। আজকের
খেলা দেখে মনে হচ্ছিল এ চার বছর আগের খেলারই পুনরাবৃত্তি, একই রকম
উত্তেজনাহীন। তবে গতবার পশ্চিম জার্মানি ১-৩ পিছিয়ে থাকার পর অতিরিক্ত
সময়ে ৩-৩ করে ও টাইব্রেকারে ৫-৪ জেতে।

এদিন জার্মানরা দর্শকদের মানোরঞ্জনের চাইতে বেশি জোর দিয়েছিলেন খেলায়
সাফল্যের দিকে। তাঁরা গোলের ব্যবধান আরও বাড়াতে পারতেন। অবশ্য নবম
মিনিটে ব্রেমের গোলটির জন্য ফরাসী গোলরক্ষক জোয়েল বাটসের অবদান কিছুটা।
ভয়লারের শটটি ছিল গোলে দিনের শেষতম লক্ষ্য।

মেক্সিকোয় এবার ফ্রান্স দর্শকদের সমর্থন পাচ্ছিল বেশি রকমের। ব্রাজিলকে
হারানোয় তাদের মর্যাদা আরও বাড়ে। কিন্তু আজ সেই ফ্রান্সের ফুটবল বিপরীত চিত্র
উপস্থাপিত করল। খেলল অনুজ্জ্বল ফুটবল। মিশেল প্লাতিনি ছিলেন শ্রান্ত ও ক্লান্ত।
স্ট্রাইকার রশেতু আহত হয়ে সাইড লাইনে। ফলে ১৯৫৪ ও ১৯৭৪-এর চ্যাম্পিয়ন
দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারল না ফ্রান্স।

চারদিন আগে যে জোয়েল বাটস ব্রাজিলের সঙ্গে টাইব্রেকারে জিতিয়েছিলেন
ফ্রান্সকে, এদিন তিনিই একটি গোল উপহার দিলেন পশ্চিম জার্মানিকে।

পেনাল্টি সীমার বাইরে ডান দিকে পশ্চিম জার্মানি একটি ফ্রি-কিক পেল।
ফেলিক্স মাগাথ ট্যাপ করে পাঠালেন ব্রেমেকে। তিনি নিচু শট করলেন গোলে।
তেমন জোরালো ছিল না। মনে হল বাটস সহজেই রুখবেন। কিন্তু তাঁর আঙুলে
লেগে পড়ে গেল এবং গড়িয়ে গড়িয়ে গোল লাইন অতিক্রম করল (১-০)। তবে

বলতেই হবে গোটা প্রথমার্ধ একা বাটসই রক্ষা করেছেন ফ্রান্সকে। লোথার ম্যাথিয়ুস, রুমেনিগে, উলফ্যাংগ রলফ ও ম্যাগাথের শট রুখেছেন তিনি।

ফরাসী ডিফেন্ডারদের বোঝাই যায়নি, তাঁদের কে কেমন খেলেন। নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির ফলে যে জটিলতা দেখা দেয়—তাই-ই ওদের বিপর্যয় ডেকে আনে বিরতির কিছু আগে। কিন্তু রুমেনিগে ও নরবার্ট এডের দুটি স্বর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। পশ্চিম জার্মানদের দ্বিতীয় গোলটি পেতে অপেক্ষা করতে হয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। ফরাসী রক্ষণভাগকে তছনছ করে ভয়লারের বল বাটসের মাথার ওপর দিয়ে গোলে ঢোকে।

নিঃসন্দেহে, জার্মানদের প্রাধান্য ছিল প্রায় সারাক্ষণ। তা বলে ফরাসীরা বিনা লড়াইয়ে দান ছেড়ে দেননি। তাঁরা দেখেছেন জার্মানদের মুহুর্মুহু যাদু। কিন্তু সাহসিকতা ও একাগ্রতা দ্বারা তাঁরা ওর মোকাবিলার প্রয়াসী হয়েছেন।

পশ্চিম জার্মানির বিতর্কিত গোলরক্ষক শুমাখার সেভিলে ১৯৮২র সেমিফাইনালে ফরাসী স্টুইপার প্যাট্রিক বাটিসনের চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলেন, এবার সেই শুমাখার প্রথমার্ধ কাটান বিনা আশংকায়। কিন্তু শেষের দিকে তাঁকে ফরাসী আক্রমণে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ফরাসীদের বড় আক্রমণ আসে ৬৪ মিনিটে। ইয়ানিক স্টপিয়ারা দ্রুত ছুটে জার্মান রক্ষক ভেদ করে গোলে মারেন। শুমাখারকে বল ধরতে হয়নি পায়ে লেগে যাওয়ায়। এক মিনিট না যেতেই প্লাতিনি আক্রমণ হানলেন, পরাস্ত করলেন শুমাখারকে। ফরাসী খেলোয়াড় ও সমর্থকরা উল্লাস করছেন মাঠ ও গ্যালারিতে। কিন্তু হাঙ্গেরিয়ান লাইন্সম্যান লাজস নেমেথ-এর পতাকা তখন উত্তোলিত। অফসাইডের সংকেত।

জার্মানদের জয়ই ঈপ্সিত ছিল, তাঁরা তা পেলেন। অনেকে মনে করলেন ১৯৮২-তে ইতালির কাছে হেরে কাপ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। তৎসত্ত্বেও ফরাসীদের প্রতি এদিন কম সহানুভূতি ছিল না।

খেলা শেষে জার্মান ম্যানেজার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ের (১৯৭৪-এর অধিনায়ক) বললেন, সেমিফাইনালে পেঁছানর বড় ব্যাপার ছিল, আজ আমরা তারও ওপরে—ফাইনালে গেলাম। আমার দল খুব ভাল খেলেছে, আজ আমি ভাষা হারিয়েছি। জার্মান ফুটবল এই দলের জন্য গর্ব করতে পারে। আমাদের ফুটবল মানসিকতা অন্য ধরনের। ফরাসীদের মতো সুন্দর নয়, তবে দক্ষতায় ভরা। আজ তারই ফল মিলেছে।

আজ জার্মানরা খেলেছে দলগত ভাবে। প্রত্যেকেই বিপক্ষকে তক্কে তক্কে রেখেছিল। ফাইনালে পেঁছবার মতোই ওরা খেলেছে, এই ভাবে প্লাতিনিকে রুখেছিল উলফগাং রলফ। রলফ বললেন, আমরা কোন ভুল করিনি এই খেলায়। আমার কথা বলতে গেলে প্লাতিনির বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়েছিলাম। আমি খুশি।

ফরাসী ট্রেনার হেনরি মিশেল বললেন, ফরাসী ফুটবল ইতিহাসের সব চেয়ে ভাল দল বিদায় নিল সেমিফাইনালে। আমার দলের অধিকাংশই গত চার বছরে

ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দুবার বিশ্ব কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে। এদের অনেকেই এখন ফুটবল জীবনের শেষ প্রান্তে। ১৯৮৮-র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে আমাদের খেলতে হবে তরুণদের নিয়ে।

তিনি আরও বললেন, দলের অনেকে হতাশ হলেন হারায়। কেননা ওঁরা হয়তো আর কোন বড় প্রতিযোগিতায় নামবেন না।

পশ্চিম জার্মানি

টনি শুমাখার ; আন্দ্রিয়াস ব্রেমে, কার্লহাইঞ্জ ফোয়েরস্টার, নরবার্ট এডের, ডিটমার জ্যাকবস ; হান্স-পিটার ব্রিজেল, লোথার ম্যাথিয়ুস, উলফগ্যাং রলফ, ফেলিক্স মাগাথ ; কার্ল-হাইঞ্জ রুমেনিগে (রুডি ভয়লার ৫৭ মিঃ), ক্লাউস অ্যালফস।

ফ্রান্স

জোয়েল বাটস ; উইলিয়ম আয়েশে, ম্যাক্সিম বসিস, প্যাট্রিক বাটিসন, ম্যানুয়েল অমোরোস ; লুইস ফার্ণাণ্ডেজ, জিন টিগানা, আলেন গিরেসে (ফিলিপ ভেরক্রুইসে ৭২ মিঃ), মিশেল প্লাতিনি ; ইয়ানিক স্টপিয়ারা, ব্রুনো বেলোনে (ডানিয়েল এক্সুয়েরেব ৬৬ মিঃ)

রেফারি ঃ লুইগি অগ্নোলিন (ইতালি)

মারাদোনার দুটি গোলে আর্জেণ্টিনা ফাইনালে

আর্জেণ্টিনা—২ ঃ বেলজিয়াম—০

(দিয়াগো মারাদোনা ৫২ মিঃ, ৬৩ মিঃ)

২৫ জুন। মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে দিয়াগো মারাদোনা রাজকীয় ফুটবল দেখিয়ে দুটি গোল করলেন এবং আর্জেণ্টিনাকে ফাইনালে পৌঁছে দিলেন। অসাধারণ মারাদোনা কোয়ার্টার ফাইনালেও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি গোল করেছিলেন। এদিন তিনি বেলজিয়ম ডিফেন্সকে পরাস্ত করেন ৫২ ও ৬৩ মিনিটে। এবং দেখালেন অসাধারণ বল নিয়ন্ত্রণ ও অভূতপূর্ব গোল করার নৈপুণ্য।

আর বেলজিয়ম ডিফেন্স বিপক্ষকে ঠেকাতে তাদের জামা ধরে টেনেছে, ঠেলাঠেলি করেছে কিংবা ধাক্কা মেরেছে মারাদোনাকে। কারণ এই একজন মানেই এদিন ছিল একটি দল—বাহিনী।

খেলা শেষে মারাদোনা যখন মাঠ ছেড়েছেন, গোটা স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে। টানেলে প্রবেশের আগে খালি গায়ের মারাদোনা হাত তুলে দর্শকদের অভিনন্দনের উত্তর দিয়েছেন।

আজকের জয়ের সুবাদে আর্জেণ্টিনা তৃতীয়বার ফাইনালে উঠল। ১৯৩০-এ তারা উরুগুয়ের কাছে ২-৪ হেরেছিল। কিন্তু ১৯৭৮-এ অতিরিক্ত সময়ে ৩-১ বিজয়ী হয় নেদারল্যাণ্ডসের (হল্যাণ্ড) বিপক্ষে। তারা এ পর্যন্ত যা খেলল, ফাইনালে ফেভারিটও আর্জেণ্টিনাই।

বিরাট অ্যাজটেকা ছিল প্রায় কানায়-কানায় পূর্ণ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু মারাদোনা ছিলেন মাঠে মধ্যাহ্নসূর্যের মতো, ৯০ মিনিট তিনি দাপিয়ে খেলেছেন এবং সবচাইতে সাহায্য পান মিডফিল্ডার হেকটর হেনরিক এবং সারজিও বাতিস্তার কাছ থেকে। এঁদের দুয়ের আক্রমণে বেলজিয়মের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইউরোপের এই দল প্রথম সেমিফাইনালে এসে সহজে হার মানেনি। বরং মাঝে মাঝে আক্রমণে এগিয়েছে। আর্জেন্টিনা মাঠে নেমে আক্রমণ হানতেই বেলজিয়মও পাল্টা আক্রমণ করেছিল। অল্পক্ষণের জন্য হলেও দুই অর্ধেই তারা লড়াই করে। কিন্তু মারাদোনা তাদের বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতেই বেলজিয়ম রণে ভঙ্গ দেয়। তিনি বেলজিয়মকে প্রথম হুঁশিয়ারি দেন নবম মিনিটে ২৫ মিটার দূরের ভলিতে। বেল-জিয়ম গোলরক্ষক জিন ম্যারি পাফ কোনরকমে ঠেকান বল গায়ে লাগায়। ওটি পড়ে জোর্গে ভালদানোর সামনে। কিন্তু তিনি হাত লাগিয়ে বলটি গোলে প্রবেশ করান।

বেলজিয়ম এরপর খেলায় ফেরে। কিন্তু একবারের বেশি আর্জেন্টিনার রক্ষণ ভেদ করতে পারেনি। ফ্রাঙ্কি ভেরাকিউটেরেনের ক্রসে ডানিয়েল ভিট হেড দেন। বল আসে জর্জেস গ্রুনের কাছে। কিন্তু তাঁর শট ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

ভিট ও ভালদানো সতর্কিত হন ৫০ বছর বয়সী মেক্সিকান রেফারি আন্তনিও মার্কুয়েজের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায়। মারাদোনার গোলে আর্জেন্টিনা তখন এগিয়ে।

মারাদোনা ১-০ করেন এনরিকের পাস দৌড়ে গিয়ে ধরে। বল ধরে মারাদোনা দুই ডিফেন্ডারকে কাটান এবং পাফ এগিয়ে আসতেই তিনি বল গোলে পাঠান। ১১ মিনিট পরে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি। মাঝ মাঠ থেকে তিনি বল দখল করেন। এবার কাটালেন তিনজনকে। বল নিয়ে দ্রুত ছুটলেন। মনে হচ্ছিল বল জড়িয়ে আছে বুটলেসের সঙ্গে। পাফ এবারও বল ঠেকাতে এগিয়ে এলেন। মারাদোনা তখন বুটের ডগা দিয়ে বলটি পাফের মাথার ওপর দিয়ে গোলে পাঠান।

এই দুই গোলের মাঝে বেলজিয়ম একবার ভাল সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু নিকো ক্লায়েসেন তা নষ্ট করেন। জর্জেস গ্রুন চমৎকার ক্রস দিয়েছিলেন, নিকো ওটি বারের ওপর দিয়ে পাঠান।

দুই দলই একজনই করে বদলী পাঠান। মিকোন রেনকুইনের জায়গায় বেলজিয়ম আনে ফিলিপ ডেসমেটকে এবং জোর্গে বারাশাগার জায়গায় নামেন রিকার্ডো বশিনি।

আর্জেন্টিনা

নেরি পাম্পিদু; জোসে কিউসিউফো, জোসে লুইস ব্রাউন, ওসকার রিগ্গেরি, জুলিও ওলারটি কোয়েসি; রিকার্ডো

বেলজিয়ম

জিন-ম্যারি পাফ; এরিক গেরেটস, স্টিফানে ডে মল, মিশেল রেনকুইন (ফিলিপ ডেসমেট ৫৫ মিঃ),

গিউস্টি, সার্জিও বাতিস্তা, জোর্গে বারা-শাগা (রিকার্ডো বশিনি ৮৫ মিঃ), হেকটর এনরিক ; দিয়াগো মারাদোনা ও জোর্গে ভালদানো।

প্যাট্রিক ভেরভুট ; জর্জেস গ্রুন, এঞ্জো স্কিফো, ফ্রাঙ্কি ভেরকুয়েটেরেন, জান কুয়েলেমান্স ; ভানিয়েল ভিট ও নিকো ক্লায়েসেন।

রেফারিঃ আন্তনিও মার্কুয়েজ (মেক্সিকো)

ফ্রান্স তৃতীয় হল

ফ্রান্স—৪ (জিন মার্ক ফেরেরি ২৭ মিঃ, জিন পিয়ের পাপিন ৪৩ মিঃ, বার্নার্ড গেনঘিনি ১০৪ মিঃ, ম্যানুয়েল অমোরস ১০৯ মিঃ পেনাল্টি)

ঃ

বেলজিয়াম—২ (জান কুয়েলেমান্স ১১ মিঃ, নিকো ক্লায়েসেন ৭৩ মিঃ)

২৮ জুন। পুয়েবেলায় অতিরিক্ত সময়ে ৪-২ গোলে বেলজিয়মকে হারিয়ে ফ্রান্স
তৃতীয় স্থান পেল। এই খেলায় ফ্রান্স সেমিফাইনালের সাতজনকে নামায়নি। এদের
মধ্যে দলের প্রাণ অধিনায়ক মিশেল প্লাতিনি ও অ্যালাইন গিরেসেও ছিলেন।
ফ্রান্সের 'নতুন দল' বেশ খেলল। ১৯৮২-র তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় তারা
পোল্যান্ডের কাছে ৩-২ হেরে চতুর্থ স্থান পেয়েছিল। ফ্রান্স ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপেও
তৃতীয় হয়েছিল।

বেলজিয়ম খেলতে নামে উচ্চাশা নিয়েই—তৃতীয় হতেই হবে স্থির করে। তাই
যে দল আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সেমিফাইনালে নেমেছিল, তাদের মধ্যে বদল হল মাত্র
একজন। ১১ মিনিটে অধিনায়ক মিডফিল্ডে অধ্যক্ষ জান কুয়েলেমান্স চমৎকার
গোল করতে বোঝা যায় তাঁদের লক্ষ্যের কথা। বেলজিয়ম এইভাবেই সেমিফাইনাল
পর্যন্ত পেঁছিছিল।

প্রথমার্ধে ফ্রান্স ২-১ এগোয় পিছিয়ে পড়েও। বেলজিয়ম যদিও দ্বিতীয়ার্ধের
শেষ ভাগে সমতা এনেছিল ক্লায়েসেনের মারফত ; কিন্তু ফ্রান্সের ধৈর্য ও সহন-
শীলতা ছিল অধিক এবং অতিরিক্ত সময়ে তারা বিজয়ী হয়। ২৭ ও ৪৩ মিনিটে
জিন মার্ক ফেরেরি এবং জিন পিয়ের পাপিন গোল করলেও বার্নার্ড গেনঘিনি
ও ম্যানুয়েল অমোরস অতিরিক্ত সময়ে বেলজিয়মকে চ্যালেঞ্জ থেকে দূরে
সরিয়ে দেন।

কুয়েলেমান্স বেলজিয়মকে শুরুতেই এগিয়ে দেন অমোরস ও রাউক্সকে হতভম্ব
করিয়ে অবশেষে গোলরক্ষক আলবার্ট রাসকে পরাস্ত করে। ফ্রান্স ১-১ করে কুনো
বেলনে ও ফিলিপ ভেরক্রয়েসে বল ফেরেরির কাছে পেঁছতেই। পাপিন দশম
মিনিটের ভুল শুধরে নেন ৪৩ মিনিটে ২-১ করে।

বেলজিয়ম

জিন-ম্যারি পাফ ; এরিক গেরেটস, স্টিফানে ডেমল, মিশেল রেনকুইন (ফ্রাঙ্কি ভান ডের এস্ট ৪৬ মিঃ), প্যাট্রিক ভেরভুর্ট ; জর্জেস গ্রুন, এঞ্জে স্কিফো (লিও ভান ডের এস্ট ৬৪ মিঃ), রেমন্ড মোমেন্স, জান কুয়েলেমান্স ; ডানিয়েল ভিট ও নিকো ক্লায়েসেন।

ফ্রান্স

অ্যালবার্ট রাস্ট ; মিশেল বিবার্ড, ইভন লে রাউক্স (ম্যাক্সিম বসিস ৫৭ মিঃ), প্যাট্রিক বার্টিসটন, ম্যানুয়েল অমোরস ; জিন টিগানা (থিরি টুসেউ ৮৪ মিঃ), জিন মার্ক ফেরেরি, ফিলিপ ভেরক্রুয়েসে, বার্নার্ড গেনঘিনি ; জিন পিয়ের পাপিন ও ব্রুনো বেলনে।

রেফারি ঃ জর্জ কার্টনি (ইংল্যান্ড)

ফাইনাল

বিশ্ব কাপ আবার আর্জেণ্টিনার দখলে

আর্জেণ্টিনা—৩ ঃ পশ্চিম জার্মানি—২

(জোসে লুইস ব্রাউন ২২ মিঃ, জোর্গে ভালদানো ৫৬ মিঃ, জোর্গে বারা-শাগা ৮৫ মিঃ)

(কার্লহাইঞ্জ রুমেনিগে ৭৪ মিঃ, রুডি ভয়লার ৮২ মিঃ)

৩০ জুন। মেক্সিকো সিটির কানায় কানায় পূর্ণ অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আমেরিকিরা ফুটবল আধিপত্য বজায় রাখলেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। পশ্চিম জার্মানিকে ৩-২ হারিয়ে আর্জেণ্টিনা 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ' আবার জিতল। ত্রয়োদশ বিশ্ব কাপ ফাইনাল শুরুর আগে হাজার হাজার জার্মান ও আর্জেণ্টিনিয় সমর্থকদের সঙ্গে এক লক্ষ মেক্সিকান দর্শক গ্যালারিতে ছিলেন। তবে মেক্সিকানরা আসেন সাদা পোশাকে শান্তির প্রতীকরূপে। মোট দর্শক ১ লক্ষ ১৫ হাজার। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় শ্বেত প্রতীক ছিল। রাস্তায় রাস্তায় তরুণ তরুণীরা সাদা পোশাকে ছিলেন। স্টেডিয়ামের গ্যালারিও সাদা রং করা হয়। মেক্সিকান তরুণ তরুণীদের জামায় লেখা 'শান্তি দীর্ঘজীবী হোক'। তাদের হাতেও শ্বেত পতাকা। চতুর্দিকে যখন শ্বেতের সমাহার, তারই মাঝে আর্জেণ্টিনা ও জার্মান সমর্থকরা রংবেরংএর পোশাক পরে এলেন ফ্ল্যাগ ও ব্যানার নিয়ে। অনেক মেক্সিকানের হাতে তিনরঙা জাতীয় পতাকা এবং বড় বড় সমব্রেরো টুপি মাথায়। এক মেক্সিকান মহিলা এত বড় সমব্রেরো টুপি পরে অসেন যে পুলিস তাঁকে বলে ঃ হয় টুপি খুলে বসুন, নয়তো বেরিয়ে যেতে হবে। কারণ ঐ টুপি দর্শকদের অসুবিধায় ফেলবে।

হাজার হাজার সশস্ত্র পুলিস স্টেডিয়ামে ও স্টেডিয়ামের বাইরে মোতায়েন। সাদা পোশাকে রইলেন অসংখ্য কাঁদানে-গ্যাসধারীও।

বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ ছাড়াও দেখা গেল পশ্চিম জার্মান চ্যান্সেলারকে। বিশেষ বিমানে তিনি এলেন জার্মানরা কাপ জিতলে তাৎক্ষণিক অভিনন্দন জানাতে।

আর্জেণ্টিনা ২২ ও ৫৬ মিনিটে ২-০ এগিয়ে গেলেও শেষ ১৬ মিনিটে পশ্চিম জার্মানি নাটকীয়ভাবে খেলায় ফিরে আসে ও ২-২ করে। ৭৪ মিনিটে তারা ২-১ করে ও ৮২ মিনিটে ২-২। কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যে আর্জেণ্টিনা ৩-২ এগোয়।

২২ মিনিটে জার্মান গোলরক্ষক টনি শুমাখারের ভুলেই গোলটি হয়। জোর্গে বারাশাগার ফ্রি-কিক যে কার্যত একটি ক্রশ, শুমাখার তা বুঝতে পারেনি। ঐ ফ্রি-কিকে জোসে ব্রাউন সজোরে মাথা ঠেকাতেই বল গোলে প্রবেশ করে (১-০)।

৫৬ মিনিটে আর্জেণ্টিনা ২-০ এগোয় জার্মান আক্রমণকে প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণে গিয়ে। হেকটর এনরিকের পাস ভালদানো ডান পায়ে গোলে মারেন গোলরক্ষক বেরিয়ে আসতেই (২-০)। জার্মানরা দাবি করতে থাকেন ভালদানো অফসাইডে ছিলেন।

পশ্চিম জার্মানি খেলা আয়ত্তে আনে ৭৪ মিনিটে বাঁদিকে কর্ণার থেকে। কর্ণার হেড করেন ভয়লার। ফাঁকা জমিতে ছিলেন রুমেনিগে। বল ট্যাপ করে ছয় গজ দূর থেকে ২-১ করলেন। ১৯৭৮ ও ১৯৮২-র বিশ্বকাপার রুমেনিগের এটি জাতীয় দলের পক্ষে ৯৫তম ম্যাচ। এবারের বিশ্ব কাপে এটি তাঁর প্রথম গোল।

৭৪ মিনিটে গোল জার্মানদের শক্তি ও উদ্দীপনা এনে দিল। ৮২ মিনিটে আবার তারা কর্ণার পেল বাঁদিক থেকে। থমাস বার্থহোল্ড লাফিয়ে হেড করলেন আর্জেণ্টিনার দখল থেকে বল ছিনিয়ে নিতে। বার্থহোল্ডের বলে আবার মাথা দিলেন রুডি ভয়লার। তিন গজ দূরে থেকে নেরি পাম্পিদুর পক্ষে বলটি ধরা সম্ভব ছিল না (২-২)।

তবে জার্মানদের অগ্রগতি বা আক্রমণ, এমন কি প্রতিরোধও দীর্ঘস্থায়ী হল না। দু মিনিট পরে মারাদোনার কাছ থেকে বল পেয়ে বারাশাগা মাঝ মাঠ থেকে একাকী এগোন। এবং আগুয়ান শুমাখারকে পরাস্ত করেন (৩-২)।

বড় খেলোয়াড়দের প্রতি বিপক্ষ দল সাধারণত যে নীতি নেয় মারাদোনা সম্পর্কে জার্মানরা তাই-ই করেছিলেন।

দুই দলই অত্যন্ত সতর্কতা নিয়ে খেলা শুরু করে। জার্মানরা নেমেছিলেন সবুজ শার্ট ও সাদা শর্ট পরে। জার্মান ম্যানেজার বেকেনবাউয়ার সাসপেনশন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ফুলব্যাক থমাস ব্যাথহোল্ডকে নামান এবং মিডফিল্ডার উলফগ্যাং রলফকে বদলি বেঞ্চে বসিয়ে রাখেন।

ব্রাউনের গোলের পর আর্জেণ্টিনা ফ্রি-কিক পায় জার্মান পেনাল্টি বক্সের বাইরে। কিন্তু মারাদোনার নিচু শট ধরে ফেলেন জার্মান গোলরক্ষক। ৩০ মিনিটে জার্মানরা একটি সুযোগ নষ্ট করে। বার্থহোল্ড হেড করে পাঠান রুমেনিগের

কাছে কিন্তু রুমেনিগে বাঁ পায়ে মারতে গিয়ে সংযোগ হয়নি।

যে ফ্রি-কিকে আর্জেন্টিনা প্রথম গোলটি পায় তার জন্য দায়ী লোথার ম্যাথিয়ুস। মারাদোনাকে তিনি এমন ট্যাকল করেন যে হলুদ কার্ডও দেখতে হয়। এর একটু আগে মারাদোনাও হলুদ কার্ড দেখেন ব্রাজিলের রেফারি আরগি ফিলহোকে পিছন থেকে একটি মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়ায়। রেফারি আর্জেন্টিনার পেনাল্টি সীমার কাছ থেকে একটি ফ্রি-কিক পুনরায় নির্দেশ দিতেই মারাদোনা মন্তব্য ছুঁড়েছিলেন।

মারদোনাকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখেন তিন জার্মান। তবুও শেষ গোলটির জন্য অবদান মারাদোনারই। বারাশাগাকে বল বাড়ান অত্যান্ত চাতুরীর দ্বারা। তাই ইতঃপূর্বে যা হয়নি এবারও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। দক্ষিণ আমেরিকার মাটিতে ফাইনালে ইউরোপীয়রা জিততে পারে না। কাপ রইল দক্ষিণ আমেরিকাদের দখলে।

খেলার শেষ বাঁশি শুনে আনন্দে লাফাতে গিয়ে তিনি আর্জেন্টিনিয় খেলোয়াড় মাথায় মাথায় ধাক্কা খেলেন ও ধরাশায়ী হন। মারাদোনার দুঃখ—ফাইনালে তিনি গোল করতে পারলেন না।

জার্মানরা ইতঃপূর্বে বিজয়ী হয়েছে ১৯৫৪ ও ১৯৭৪-এ—তাদের পাঁচবারের ফাইনালে এবার জিতলে রেকর্ড হত ম্যানেজার বেকেনবাউয়েরের। ১৯৭৪-এ তিনি ছিলেন অধিনায়ক। খেলোয়াড় ও ম্যানেজারের চ্যাম্পিয়ন হওয়া বিরল ঘটনা।

ফাইনালে মোট ছজন হলুদ কার্ড দেখেন। এদের চারজনই আর্জেন্টিনার। ওঁরা ঃ মারাদোনা, পাম্পিদু, জুলিও ওলার্টি কোয়েশি ও হেকটর এনরিক। জার্মানির দুজন ঃ হান্স-পিটার ব্রিজেল ও লোথার ম্যাথিয়ুস।

সংক্ষেপে ফাইনাল

	আর্জেন্টিনা	পশ্চিম জার্মানি
গোল	৩	২
গোলে শট	৬	২
গোলে মারতে ব্যার্থ	৪	৭
কর্নার	৮	৬
ফাউল	২২	২৩
হলুদ কার্ড	৪	২

আর্জেনন্টিনা

নেরি পাম্পিদু ; জোসে কুসিওফফো, জোসে লুইস ব্রাউন, অসকার আরগেরি, জুলিও ওলার্টি কোয়েশি ; হেক্টর এনরিক, রিকার্ডো গিউস্তি,

পশ্চিম জার্মানি

টনি শুমাখার ; আন্দ্রিয়াস ব্রেমে, নরবার্ট এডের, ডিটমার জ্যাকবস, কার্ল-হাইঞ্জ ফোয়েরস্টার ; হান্স-পিটার ব্রিজেল, থমাস বার্থহোল্ড, লোথার

সার্জিও বাতিস্তা, জোর্গে বারাশাগা (মার্সেলো ত্রবিয়ানি ৮৯ মিঃ); দিয়াগো মারাদোনা (অধিনায়ক) ও জোর্গে ভালদানো।

ম্যাথিয়ুস, ফেলিক্স মাগাথ (ডিটার হোয়েনেস ৬১ মিঃ); কার্ল-হাইঞ্জ রুমেনিগে (অধিনায়ক) ও ক্লাউস আলফস (রুডি ভয়লার)।

রেফারি ঃ রোমুয়াল্ডো আরপি (ব্রাজিল)

লাইনসম্যানদ্বয় ঃ বার্ণি উল্লোয়া (কস্টারিকা) ও এরিক ফ্রেডরিকসন (সুইডেন)

মিনিটে মিনিটে

০—কিক অফ করল পশ্চিম জার্মানি।

১—বাঁদিকে পশ্চিম জার্মানির পক্ষে প্রথম কর্ণার কিক করলেন অ্যালফস।

৬—রেফারির পিছন দিক থেকে এসে এনরিক ফাউল করলেন বল ছাড়াই ম্যাথিউসকে।

১৭—মারাদোনাকে হলুদ কার্ড। রেফারি আর্জেণ্টিনার পেনাল্টি বক্সের বাইরে বিপক্ষকে ডিরেক্ট ফ্রি কিক পুনরায় করার নির্দেশ দিলে মারাদোনা কটু মন্তব্য করেন। ম্যাথুসের শট আটকে গেল।

২১—মারদোনাকে ফাউলের জন্য ম্যাথিউসকে হলুদ কার্ড। বারাশাগার ফ্রি কিক সুইং করে বক্সের সামনে পড়ল। শুমাখার এগিয়ে এলেন ধরতে ও ব্যর্থ হলেন। ব্রাউন হেডে ১-০ করলেন।

৩১—পাম্পিদুর কাছে বিরল জার্মান আক্রমণ। ফরস্টারের ক্রশে বার্থহোল্ড হেড দিলেন এবং রুমেনিগের শট পোস্টের অনেক উপর দিয়ে গেল।

৩৩—বারাশাগা ও মারাদোনার বল শুমাখারকে বাউন্স করে ফিরল। জার্মানরা আর একটি বিপদ থেকে বাঁচল।

প্রথমার্ধ ১—০

৪৬—ব্রাউন একটি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে কাঁধে আঘাত পেলেন ও বাইরে গেলেন। কিন্তু ফিরলেন ব্যথা নিয়েই।

৫৫—জার্মানরা এগিয়ে গেলেন এবং ব্রাউন আহত হওয়ায় সুযোগ নিতে চাইলেন। কিন্তু হল বিপরীত, আর্জেণ্টিনাই গোল করল। ডাইনে ভালদানো বল নিয়ে এগোলেন। তাঁর অগ্রগতিতে মদত দিলেন মারাদোনা ও এনরিক। ভালদানো গেলেন বাঁয়ে। শুমাখারকে পরাস্ত করলেন (২-০)।

৬১—জার্মান দলে এলেন মাগাথের বদলে হোয়েনেস।

৬২—তিন জার্মানের মাঝে পড়ে এনরিক স্যাণ্ডউইচ হলেন। ব্রিজেলকে দেখান হল হলুদ কার্ড।

৬৮—বারাশাগা চমৎকার পাস দিলেন এনরিককে। কিন্তু কস্টারিকার লাইন্সম্যান উল্লোয়া অফসাইডের সংকেত দিলেন—যা যথার্থ ছিল না।

৭৩—হঠাৎ জার্মানি খেলায় ফিরল। বাঁদিক থেকে ব্রেমের কর্ণার ভয়লারকে ছুঁয়ে রুমেনিগের কাছে গেল। তিনি খুব কাছ থেকে গোল করলেন (১-২)।

৮১—জার্মানরা আবার জ্বলে উঠলেন। বাঁদিক থেকে আবার ব্রেমের কর্ণার। বার্থহোল্ডের হেড ভয়লারের কাছে পেঁছিতেই ছ গজ দূর থেকে ভয়লার পরাস্ত করলেন পাম্পিদুকে (২-২)।

৮৪—বিশ্ব কাপ ফুটবল নাটক চরমে। জার্মানদের একমাত্র লক্ষ্য মারাদোনাকে রোখার। তিনিও নিজের দখলে বল না রেখে পাঠালেন বারাশাগাকে। বারাশাগা আর্জেণ্টিনাকে ৩-২ এগিয়ে দিলেন।

৮৭—পেনাল্টি বক্সের বাইরে মারাদোনাকে ট্রিপ করা হল। নিচু ফ্রি কিক শুমাখার দৃঢ়তার সঙ্গে আটকালেন।

৯২—আর্জেণ্টিনা—৩ : পশ্চিম জার্মানি—২

দিয়াগোর ম্যাজিকেই আর্জেণ্টিনার জয়

সেরা দলই কি বিশ্ব কাপের ফাইনালে ওঠে বা কাপ জেতে ? না, সব সময় তা হয় না। ১৯৫০-এ ব্রাজিলের পর ১৯৫৪-য় জেতে হাঙ্গেরি। ১৯৭৪-এ হল্যাণ্ডের (নেদারল্যাণ্ডস) জয়ের পর প্রমাণিত হয় কেবল খেলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা নয়, নির্দিষ্ট দিনে ঠিক ঠিক খেলা দরকার, প্রয়োজনে জ্বলে ওঠা দরকার।

এদিক থেকে বিচার করলে ১৯৮৬-র বিশ্ব কাপ আর্জেণ্টিনারই প্রাপ্য। মেক্সিকো সিটির এস্টাডিও অ্যাজটেকা যোগ্যদলকেই বিজয়ী হতে দেখেছে। জয়ের পর অধিনায়ক মারাদোনা সতীর্থ খেলোয়াড়দের কাঁধে। সোনার ফিফা বিশ্ব কাপ যখন মারাদোনা আকাশে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন অগুনতি দর্শক সমর্থক মাঠের মধ্যে শৃংখলাহীন। রোদের আলোয় ঝকমক করছে বিশ্ব ফুটবলের শিরোপাটি। কাপের সঙ্গে মারাদোনাকে চমৎকার মানিয়েছিল। ফাইনাল রাউণ্ডের প্রতিটি ম্যাচেই মারাদোনা অনবদ্য ছিলেন এবং তার সঙ্গে অ্যাজটেকার শেষ খেলা বিজয়ী দলের অধিনায়ক সব যেন দুয়ে দুয়ে চার হয়েছিল। প্রতিযোগিতার এই শ্রেষ্ঠ তারকার যাদুতে গোটা দলই যেন ওঠানামা করেছে, খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

মেক্সিকো বিশ্ব কাপ যে মারাদোনার বিশ্ব কাপ, এ নিয়ে আর দ্বিমত রইল না। প্রথম খেলায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে তিন গোলের পর মারাদোনাকে অন্য রূপের,

অনা মেজাজের মনে হয়েছে। তখনও তিনি বাড়তি ওজনের এবং হাঁটুতে আশংকা (এ বছরের গোড়ায় ইউরোপ সফরে আঘাত পেয়েছিলেন)।

মারাদোনা যে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, বিপক্ষ খেলোয়াড়দের তোয়াক্কা করেন না, এবং মাঠে তার আচরণ থাকে অনেকটা রাগানোর। দ্বিতীয় রাউণ্ডে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে তাকে মনে হয়েছে অসম সাহসী। পরে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে এবং অবশেষে পশ্চিম জার্মানির মুখোমুখি হয়েও একই সাহসিকতায় খেলেছেন, অন্যের কঠোর ট্যাকলেও ভীত হননি। মনে হয়েছে ওসব কিছুই নয়।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম গোল বিতর্ক এনেছিল। টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা গেছে ওটি মারাদোনার হাতের সাহায্যে। অর্থাৎ হ্যাণ্ডবল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটি? মাঝমাঠ থেকে যেভাবে বল নিয়ে ইংল্যাণ্ড ডিফেন্সকে তছনছ করেছেন ও পরাস্ত করেছেন অবশেষে পিটার শিলটনকে,—তা বিরল। মারাদোনার এই গোলটির তুলনা হয় না। অনেকের মতে এটি এবারের বিশ্ব কাপ শুধু নয়, সব বিশ্ব কাপের সেরা গোল। এটি ফুটবল কৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়—ফুটবল কত ক্লাসিক পর্যায়ের হতে পারে তার অভূতপূর্ব নজীর। আর এটি মারাদোনার 'হঠাৎ' বিচক্ষণতা নয়; সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের বিপক্ষেও একটি ম্যাজিক দেখিয়েছেন।

ফাইনালে মারাদোনা-বারাশাগা জুটিকে ষাটের দশকের পেলে—কুটিনহোকে মনে করিয়ে দেয়। এটা ঠিক পেলে মারাদোনার তুলনা করা হবে। তবে যুগের ফারাক ত আছে। এই বিবেচনায় ওদের মধ্যে তুলনার অর্থ হয় না। তবে নিঃসন্দেহ বর্তমানে মারাদোনার জুড়ি নেই, মারাদোনা ছিলেন এবং তার প্রয়াসেই ফাইনালের প্রথম গোলটি করেছিল আর্জেণ্টিনা। বিরতির ১০ মিনিট পরে দ্বিতীয় গোলটিতেও মারাদোনার অবদান সর্বাধিক। অবশ্য 'অল রাউণ্ড অ্যাটাকার' ভালদানো কাজে লাগিয়েছিলেন মারাদোনার সাহায্যকে।

২—২ হওয়ার পর বিশ্ব কাপের জয়ের ইতিহাসে বারাশাগা যে নাম খোদাই করলেন তারও শ্রষ্ঠা মারাদোনা।

এরপর আজটেকা স্টেডিয়ামে এবং সমগ্র বুয়েনস এয়ারেস জুড়ে যে আনন্দধ্বনি উঠল তা ঐ দিয়াগোকে নিয়েই।

খেলার পর

খেলার পর আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার কারলস বিলার্ডোকে টি ভি সাংবাদিক কিছু মন্তব্য করতে বললে তিনি জানান, এখন আমাকে ছেড়ে দিন। এই মুহূর্তে কথা বলার শক্তি নেই। বিলার্ডোর কপোল বেয়ে তখন কেবল আনন্দাশ্রু।

আর্জেণ্টিনার ডিফেনডার অসকার রাগ্গেরি বললেন: ব্রাউন আহত হওয়ায়

আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। তদ্‌পরি জার্মানরা ২—২ করে ফেলল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বারাশাগা গোলটি করে ৩—২ জেতাল।

১৯৮২-র বিজিত জার্মান দলেও ব্রিজেল ছিলেন। বললেন, জাতীয় দলের পক্ষে আজ আমার শেষ খেলা ছিল। আমরা রক্ষণাত্মক খেলেও ২—২ করেছি, বিজয়ী হওয়ার আশা ছিল না আমাদের।

রুমেনিগে একে 'গ্রেট ফাইনাল' মন্তব্য করে বলেন, আমাদের ট্যাকটিক্যাল ভুল হয়েছে। ২-২ করেও রক্ষনাত্মক খেলেছি। ফাইনালে হারলেও জার্মান দলের পক্ষে এতদূর ওঠা সাফল্য বৈ নয়। কিন্তু আমি বোকা।

ভয়লার বললেন, আমার ধারণা ছিল ২-২ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ে খেলতে হবে এবং আমরা সফল হবো, কারণ আমাদের দেহে দম সঞ্চিত ছিল।

ফেলিক্স মাগাথ ঃ হামবুর্গে বিজিনেস ম্যানেজারের কাজে মাতব। এটি আমার শেষ খেলা হল।

জার্মান ম্যানেজার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ের ঃ যোগ্য দল জিতেছে। আমরা কয়েকটি ভুল করেছি এবং তার খেসারত দিতে হল। মারাদোনা সম্পর্কে জানালেন তিনি—কেবল সে একাকী নয়, আর্জেন্টিনার ১১ জনই বিশ্ব পর্যায়ের।

মারাদোনা অতিমানব নন

বিশ্ব কাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনার 'সোনার ছেলে' দিয়াগো মারাদোনা দেখালেন তিনি দেবতা বা অতিমানব নন। সাধারণ মানুষ, রক্ত মাংসের শরীরের মানুষ। বিশ্ব কাপ হাতে নিয়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে নিজের ব্যক্তিগত মেডেলটি নিতে ভুলে যান। ফিফা প্রেসিডেন্ট জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জের হাত থেকে পাঁচ কিলো ওজনের ১৮ ক্যারাট সোনার কাপটি নেন এবং চুম্বন করতে থাকেন। তুলে ধরেন আকাশে; কিন্তু এগিয়ে যান মেডেল না নিয়ে। ফিফা সচিব যোসেফ ব্লাটার তখন ধাওয়া করেন মারাদোনাকে মেডেলটি দিতে। দলের প্রত্যেকে মেডেল পাওয়ার পর সকলে নাচ শুরু করে দেন। তারপর ওরা মাঠে নামেন। তখন নৃত্য করতে থাকেন ওদের সঙ্গে হাজার হাজার সমর্থকও। লক্ষ লক্ষ রঙ বেরঙের কাগজ পড়তে থাকে বৃষ্টির মতো। চতুর্দিকে যখন উঁচু পরিখা ও নিরাপত্তা পুলিস তখন কেমন করে হাজার হাজার সমর্থক মাঠে প্রবেশ করলেন, তা বোঝা গেল না। ৩০ মিটার লম্বা নীল ও সাদা কালারে লেখা বড় বড় হরফে 'Sorry Bilards Gracias'। ম্যানেজার বিলার্ডোর কাছে ওদের ক্ষমা ভিক্ষা, আমরা ভুল করেছিলাম তোমার সমালোচনা করে, আমরা দুঃখিত।

মেডেল প্রাপকদের মধ্যে ডানিয়েল পাসারেল্লাও ছিলেন। বুয়েনস এয়ারেসে আট বছর আগে বিজয়ী দলে তিনিও ছিলেন। তবে এবার তার মন্দ ভাগ্য—একটি ম্যাচও খেলতে পারেননি আঘাত ও অসুখের জন্য।

তরুণদের জন্য

জয়ের পর মারাদোনা বলেন, এ জয় আমার নয়, আমার দলের ও দেশের। তিনি আরও জানান, এই সাফল্য অর্জন আমার দেশের ও সারা পৃথিবীর তরুণদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি, আর একটা কথা—সব দায়িত্ব ছিল ম্যানেজার বিলার্ডোর। তিনি যে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের খাটিয়েছেন এবং স্ট্রাটেজি ঠিক করেছেন তা অতুলনীয়। তার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আমাদের জয়ের ট্রফি এনে দিয়েছে।

বেকনবাউয়ার বললেন ঃ আমার মতে ঃ এটি সেরা বিশ্ব কাপ টুর্নামেন্ট ; গোটা প্রতিযোগিতা উৎসবের রূপ নিয়েছিল। ১৯৭০ এর চাইতে একে আমি মহান বলতে চাই। আমরা জিতলেও জার্মানরা এবারের খেলা নিয়ে গর্ব করবে। আমি হতাশ নই। ০-২ পিছিয়ে থেকে ২-২ করা অচিন্ত্যনীয়। ২২ বছরের ফুটবল জীবনে চারটি বিশ্ব কাপে আমার অংশ গ্রহণ এবার নিয়ে। ১৯৭৪এ আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। কিন্তু আমি বলব আমাদের এবারের খেলা আরও সফল। এখানকার আবহাওয়া উষ্ণতা ইত্যাদি আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। অনেকে আমাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন—জার্মানি অনেক আগে বিদায় নেবে। এখন আমরা রানার্স। আর আর্জেন্টিনা যোগ্য দলরূপেই চ্যাম্পিয়ন।

মারাদোনা ঃ প্রতিযোগিতার সেরা

মেক্সিকো বিশ্ব কাপে সমযাত সাংবাদিকদের ভোটে মারাদোনা এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১২৮২ ভোট, ভোটে দ্বিতীয় ৩৪৪ ভোটে পশ্চিম জার্মান গোলরক্ষক হারাল্ড শুমাখার। তৃতীয় ডেনমার্কের প্রেবেন এলকজায়ের। প্রথম হওয়ার পুরস্কার সোনার বল পেলেন মারাদোনা। দিয়েছেন 'অ্যাডিডাস' কর্তৃপক্ষ।

প্রতিযোগিতা শেষে কে কোথায় ঃ এক নজরে

					গোল	
		জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে
১)	আর্জেণ্টিনা	৬	১	০	১৪	৫
২)	পশ্চিম জার্মানি	৪	১	২	৮	৭
৩)	ফ্রান্স	৫	১	১	১২	৬
৪)	বেলজিয়াম	৩	১	৩	১২	১৫
৫)	ব্রাজিল	৪	০	১	১০	১
৬)	মেক্সিকো	৩	১	১	৬	২
৭)	স্পেন	৩	০	২	১১	৪
৮)	ইংল্যাণ্ড	২	১	২	৭	৩
৯)	ডেনমার্ক	৩	০	১	১০	৬
১০)	সোভিয়েট ইউনিয়ন	২	১	১	১২	৫
১১)	মরক্কো	১	২	১	৩	২
১২)	ইতালি	১	২	১	৫	৬
১৩)	প্যারাগুয়ে	১	২	১	৪	৬
১৪)	পোল্যাণ্ড	১	১	২	১	৭
১৫)	বালগেরিয়া	০	২	২	২	৬
১৬)	উরুগুয়ে	০	২	২	২	৮
১৭)	পোর্তুগাল	১	০	২	২	৪
১৮)	হাঙ্গেরি	১	০	২	২	৯
১৯)	স্কটল্যাণ্ড	০	১	২	১	৩
২০)	দক্ষিণ কোরিয়া	০	১	২	৪	৭
২১)	উত্তর আয়ারল্যাণ্ড	০	১	২	২	৬
২২)	আলজিরিয়া	০	১	২	১	৫
২৩)	ইরাক	০	০	৩	১	৪
২৪)	কানাডা	০	০	৩	০	৫

৫২ ম্যাচে ১৩২ গোল এবং……

এবার ফাইনাল রাউণ্ডে ৫২টি খেলায় মোট গোল হয়েছে ১৩২টি, অর্থাৎ প্রতি খেলায় গড় গোল ২·৫৩। স্পেনে চার বছর আগে ৫২টি খেলায় গোল হয়েছিল ১৪৬টি। গড় ছিল প্রতি খেলায় ২·৮। বেশি গড় ছিল ১৯৫৪-র সুইজারল্যাণ্ডে। ২৬টি খেলায় ১৪০টি গোল হয়েছিল।

এবার বেশি গোল ফ্রান্স (১২), সোভিয়েট ইউনিয়ন (১২), আর্জেণ্টিনা (১১) ও পশ্চিম জার্মানির (৬)।

একটি খেলায় বেশি গোল করেছে—সোভিয়েট ইউনিয়ন ৬টি, হাঙ্গেরির বিরুদ্ধেও ডেনমার্ক ৬টি উরুগুয়ের বিরুদ্ধে।

একটি খেলায় বেশি গোল সংখ্যা—ডেনমার্ক ৬ ঃ উরুগুয়ে ১। বেলজিয়াম ৪ ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩।

সেরা গোল রক্ষা—ব্রাজিলের কারলস ৩৩৯ মিনিট পরে গোল খান ফ্রান্সের কাছে।

দ্রুততম গোল—স্পেনের এমিলো বুত্রাজেনো এক মিনিট ৩ সেকেণ্ডের সময় উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গোল করেন।

যাঁরা বহিষ্কৃত হন—মিশেল সুইনি (কানাডা), রে উইলকিন্স (ইংল্যাণ্ড), বেসিল গিয়রগিস (ইরাক), মিগুয়েল আঞ্জেল বসিও, জোসে বাতিস্তা (উরুগুয়ে), ফ্রাঙ্ক আমেসেন (ডেনমার্ক), থমাস বার্থহোল্ড (পশ্চিম জার্মানি), জাভির আগুইরে (মেক্সিকো)।

যে ম্যানেজাররা সতর্কিত হন—প্যারাগুয়ের কায়েতানো রে-কে মাঠের বাইরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় রেফারির সঙ্গে বিতর্ক করায়। উরুগুয়ের ওমর বোরাসকে একটি ম্যাচের জন্য সাসপেণ্ড করা হয় স্কটল্যাণ্ডের রেফারির সমালোচনা করায়।

—

আমাদের প্রকাশিত

খেলার বই

চিরঞ্জীব

বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২৫·০০
● বিশ্বকাপ ফুটবল	৫০·০০
মেক্সিকো ৮৬	২৫·০০

জয়ন্ত দত্ত

ক্রিকেট ক্যুইজ (ক্রিকেটের হাজারো জিজ্ঞাসা)	১৮·০০
● জুলে রিমে থেকে ফিফা	১৬·০০
● পেলের ডায়েরী	১২·০০
দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব	১২·০০
আমি ভিশ বলছি	১৫·০০
ফুটবলের হজারো জিজ্ঞাসা	

অশোক চট্টোপাধ্যায়

গোল	১০·০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণীয় ইনিংস	৮·০০

